আল্লাহ্-আক্‌বর।

পরকালের-পথে।

মোহাম্মদ মেহের উল্লা
প্রণীত।

লাঙ্গল ঝাড়া—খুলনা হইতে গ্রন্থকার
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কার্ত্তিক,
সন ১৩৩৫ সাল।

মূল্য সুন্দর বিলাতি বাঁধাই ১৸০
সাধারণ বাঁধাই ১॥০

প্রিণ্টার—

মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ

মোহাম্মদী প্রেস

২৯ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

গ্রন্থকারের অন্য বই—

"ইসলাম-কৌমুদী" আধ্যাত্মিক-তত্ত্বপূর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থ		১৷০
"জায়েদা"	শীঘ্র বাহির হইবে	১৷৶০
"প্রতিশোধ"	(যন্ত্রস্থ)	১৷৷০

প্রাপ্তিস্থান—

এম, ডি, লাইব্রেরী

লাঙ্গলঝাড়া, পোঃ কলারোয়া ;

জেলা খুলনা

সাতক্ষীরা আনন্দময়ী প্রেস

১ হইতে ৪ ফর্ম্মা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ নন্দী দ্বারা মুদ্রিত।

আত্ম-নিবেদন।

আমি কতিপয় বন্ধুর আগ্রহে পুস্তকখানি সত্বর যন্ত্রস্থ করিতে বাধ্য হওয়ায় ও দূরত্ব বশতঃ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রুফ সংশোধন করিতে না পারিয়া উহার ভার অন্যের উপর ন্যস্ত করায় পুস্তকের অনেক স্থলে ভ্রম-বিদ্যমানতা লক্ষিত হইতে পারে। পরবর্ত্তী সংস্করণ ব্যতীত উহা সংশোধনের আর উপায়ান্তর নাই। পাঠক মহোদয়গণ পাঠকালে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কেবল প্রতিপাদ্য বিষয়টী গ্রহণ করিলে, এ দীন লেখক অনুগৃহিত হইবে।

পুঃ এই প্রবন্ধ বর্ণিত দারাব খাঁ ও তারিনী বাবুদিগের ঘটনাবলী কিংবদন্তি মূলক ; কিন্তু তাহা আমি সত্য মনে ভাবিয়া তাহাদের কোন কার্য্য গোপন না রাখিয়া অনেক স্থলে কথ্য ভাষায় জনশ্রুতির অবিকল বর্ণনা করিয়াছি, তাহাতে যদি কোন দোষ বা ক্রটী হইয়া থাকে, সহৃদয় পাঠক ও সমালোচকগণ তাহা নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন, নিবেদন ইতি।

খাদেম-অল-এস্‌লাম

মোহাম্মদ মেহের উল্লা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমি আন্তরিকতার সহিত জানাইতেছি যে, যে সকল মহানুভব ব্যক্তির আশাতীত অর্থ সাহায্য ও যাঁহাদের প্রদত্ত অগ্রিম মুল্য প্রাপ্ত হইয়া পুস্তকখানি সত্বর মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। পুস্তকের শেষভাগে সেই সকল মহাত্মার নাম ধাম ও দানের পরিমাণ প্রকাশ করা হইল।

লাঙ্গলঝাড়া
কলারোয়া, খুলনা।
১৩৩৫।

খাদেম-অল-এসলাম
মোহাম্মদ মেহের উল্লা

পরকালের পথে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা সমাগত। মলয় পবন মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়া শ্রমশীল জীবের শ্রম হরণ করিতেছে। দিবাকর পরম পিতার দর্শন মানসে আনন্দে রক্ত বস্ত্র পরিধান করতঃ ধীরে ধীরে অস্তাচলে গমন করিতেছে। গো, মেষ, মহিষাদি গ্রাম্য জন্তুগণ দলে দলে স্ব স্ব আবাসাভিমুখে গমন করিতেছে। হিন্দু পল্লীতে পল্লীতে শঙ্খ ধ্বনি হইতেছে। মস্‌জেদে মস্‌জেদে মুয়াজ্জেমগণ, মধুর স্বরে আল্লাহের মহানাম গান করতঃ অলস নরনারী দিগকে উপাসনার জন্য আহ্বান করিতেছেন। এমন সময় গঙ্গাতীরে এক ক্ষুদ্র পল্লীর কোন বাড়ীর পার্শ্বে চতুস্ত্রিংশ বর্ষীয় একটী যুবক সব্‌জী ক্ষেত্রে নিবিষ্ট মনে কার্য্য করিতে ছিলেন, মগরবের সুধাবর্ষী আজান ধ্বনি শ্রবণ করিয়াই কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষিপ্রপদে বাড়ী যাইয়া যথানিয়মে নমাজ সমাপনান্তর আপনার ক্ষুদ্র বাসঘরের বারন্দায় বসিয়া, স্বীয় দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে ছিলেন। এমন সময় তথায় এক দ্বাবিংশবর্ষীয়া সুন্দরী যুবতী একটী শিশুপুত্র ক্রোড়ে করিয়া, যুবকের নিকটে যাইয়া বসিয়া তাহার চিন্তার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। প্রত্যুত্তরে যুবক বলিলেন—"এখন ছেলেপুলের কি খাওয়াইয়া বাঁচাই তাহাই ভাবছি, আল্লাহ কতদিনে যে আমাদের দুঃখ কষ্ট দূর করিবেন তাহা তিনিই জানেন"।

রমণী। আল্লাহতায়ালা অবশ্যই তাঁহার বান্দাদিগের কথা ভাবিতেছেন "বোধহয় তিনি আমাদের পরীক্ষার জন্যই এরূপ অবস্থা করিয়াছেন"।

যুবক। প্রিয়ে আমাদের মন দুর্ব্বল,আমরা কি তাঁহার এ কঠোর পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব ?

রমণী। তাঁহার দয়া ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই,তিনি যাহা করেন তাহাই হইবে। বিপদে ছবর করাই জ্ঞানীর কর্ত্তব্য।

যুবক। "ছবর ত করছি, কিন্তু অভাবের চিন্তা যে কিছুতেই দুর হয় না আপাততঃ কি করে সংসার চালাই আমি ভাবিয়া তাহার কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না"।

রমণী। "ভেবে আর কি হবে আমার বিবেচনায় এখন কিছু টাকা ধার করিয়া সংসার চালান ভাল"।

যুবক। "আমিও মনে মনে তাহাই ঠিক করেছি, কিন্তু এ দুর্দ্দিনে কে আমাদিগকে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিবে" ?

রমনী। "সখিনার বাপের নিকট— ধার চাহিলে বোধ হয় তিনি কিছু দিতে পারেন"।

যুবক। গত কল্য তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম, তিনি আর কাহাকেও একপয়সা ধার দিতে চাহেন না"।

রমণী। কেন, গরিব দুঃখীকে টাকা পয়সা ধার দিয়া উপকার করিলে কি ছওয়াব হয় না ? সখিনার পিতা ত বেশ ধার্ম্মিক লোক"।

যুবক। "সে কাল কি আর আছে গো, এখন মানব স্বার্থের দাস যে দিকে দুপয়সা লাভ পায় সেই দিকেই যায়, শাস্ত্রে সুদ গ্রহণ নিষেধ বলিয়া এখন আর কোন মুসলমান ধনী একপয়সাও ধার দিতে চাহেন না"।

রমণী। "আচ্ছা, টাকা ধার দিয়া লাভ স্বরূপ যে কিছু লইতে নাই, ইহা কোরাণ, হদিসে লিখিত হইবার কারণ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না আমি ত ইহাতে কোন দোষ দেখিতেছি না"।

যুবক। উহা আল্লার আদেশ, উহাতে কি কোন ভুল থাকিতে পারে? দীন দরিদ্র ব্যক্তিগণ ঋণ গ্রহণ করিয়া যদি ওয়াদা মত টাকা প্রতিশোধ করিতে না পারে, তবে স্বার্থপর সুদগ্রাহী মহাজনগণ প্রায়ই ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে নানারূপ উৎপীড়ন করিয়া সুদ সহ টাকা আদায় করিয়া থাকে একে তাহারা আসল টাকা দিতে অক্ষম তাহার উপর উৎপীড়ন করিয়া সুদসহ টাকা আদায় করা কি পাপ নহে? দুঃখী দিগকে নানা প্রকার কষ্ট দিয়া সুদ আদায় করিতে হয় বলিয়া ইহা শাস্ত্রে মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত।

রমণী। "বুঝিলাম দরিদ্র দিগকে উৎপীড়ন করিতে হয় বলিয়া সুদ গ্রহণ মহাপাপ। যাহারা টাকা ধার লইয়া শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি লাভ জনক কার্য্য করিয়া থাকে তাহাদের নিকট সুদ গ্রহণে পাপ কি?

যুবক। 'পাপ আছে বৈকি! শিল্প বাণিজ্যে যেমন লাভ আছে, তেমন লোকসান ও ত হইতে পারে। যে ব্যবসায় আসল টাকাই ঘাটতি হইয়া যায়, সে ব্যবসায় হইতে লাভ স্বরূপ সুদের টাকা আদায় হইবে কি প্রকারে? এমত ক্ষেত্রে ও স্বার্থপর মহাজন উৎপীড়ন করিয়াই সুদসহ আসল টাকা আয় করিয়া থাকে। তবে ব্যবসায় লাভের অংশ নির্দ্ধারণ থাকিলে তাহাতে পাপ হয় না যদি ঐ ব্যাপারে লোকসানের অংশ নির্দ্ধারিত থাকে"।

রমনী "যাউক এক্ষণে শাস্ত্রালোচনার সময় নহে ; কোন হিন্দু মহাজনের নিকট হইতে কিছু টাকা ধার করিয়া লইবার উপায় দেখুন" ।

যুবক। "তা করলে হয়, কিন্তু সেরূপ সৎ হিন্দু ধনী ত নিকটে দেখি না"

রমনী। "কেন ঐ যে কাল লোকটা বরাবর আমাদের বাড়ী আসেন। আপনাকে বন্ধু বলিয়া ডাকেন। লোকটা মন্দ নহে। উহার অবস্থাও নাকি ভাল দশ বিশ টাকা দরিদ্র প্রতিবেশী দিগকে নাকি বিনা সুদে ধার দিয়াও থাকেন" ?

যুবক। "হাঁ উহার নাম সত্যশরণ। উনি আমার বাল্যবন্ধু লোকটা মন্দ নহে, এবং অন্য হিন্দুর ন্যায় উনি মুসলমান বিদ্বেষী নহেন, সেইজন্য তিনি আমাকে ভাল বাসেন আমিও তাহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়া থাকি। প্রিয়ে ! জগতে ভালবাসাটা রক্ষা করা বড় সহজ নহে, অধিকন্তু অর্থের দ্বারাই অধিকাংশ লোকের ভালবাসাবাসি বিচ্ছিন্ন হয়। সেইজন্য ভয় হয় পাছে ঠিক ওয়াদার সময় টাকা দিতে না পারিয়া বন্ধুর বিরাগ ভাজন হই, সেই ভয়ে তাহার নিকট কিছু ধার করিতে ইচ্ছা করি না" ।

রমণী। "যদি মনে কোন রকম দুরভিসন্ধি না থাকে ও টাকা প্রতিশোধ করিবার যদি একান্ত ইচ্ছা থাকে তবে আল্লাহ অবশ্যই তাহার কোন প্রকারে ঋণদায় হইতে মুক্ত করেন" ।

যুবক। "তবে তাহার নিকট কল্য যাইব। দেখি আল্লাহ কি করেন" ।

জগৎ অর্থের দাস, অর্থের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কতশত ফেরেস্তা চরিত্র মানব দানবে পরিণত হইয়া পড়ে। কালের আবর্ত্তনে উপরি লিখিত যুবকের বন্ধু সরল প্রকৃতি সত্যশরণ মুখোপাধ্যায়ের মনের গতি অন্যরূপ হইয়াছে। এখন তিনি ধন, মান ও সম্পত্তির আশায় কেবল বিষয় চিন্তায় রত, ন্যায়রূপে হউক, আর অন্যায়রূপে হউক, ধন সঞ্চয় তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন তিনি বিষকুম্ভ পয়োমুখ সদৃশ হইয়া পড়িয়াছে এখন তাহার মনে এক, মুখে আর এক।

পরদিন প্রাতে যুবক তাহার বন্ধুর বাড়ী যাইয়া দেখেন বন্ধু সত্যশরণ বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া গোমস্তার সহিত হিসাব পত্রাদি দেখিতেছেন। অনেক দিন পরে সত্যশরণ বাবু বাল্য বন্ধুকে দেখিয়া আহ্লাদের সহিত হাসি মুখে বলিলেন যাহা হউক ভাই। বহুদিন পরে এ অধমের কথা মনে পড়েছে; বাড়ীর সকলে ভাল আছে ত? বসুন! বসুন! যুবক আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিল ভাই সময় সময় তোমার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হয়, তা সংসারের নানা অভাব অভিযোগে আসিতে সময় পাই না আল্লার অনুগ্রহে সব প্রাণগতিক ভাল আছে। তা ভাই তুমি ত আর একবার ও যাও না অবস্থা মন্দ হইলে আপন জনও পর হইয়া যায়"।

সত্য। "বন্ধু! তা নয়, তা নয়। এখন সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটে আর কোথায়ও যাইবার অবকাশ নাই"।

চতুর সত্যশরণ বন্ধুর ভাব ভঙ্গি দেখিয়া তাহার আগমনের কারণ ঠিক করিয়া মনে মনে এই সঙ্কল্প করিলেন বন্ধুকে কিছু টাকা ধার না দিলে চলিবে না কারণ বাল্যকালাবধি তাহার সহিত সখ্যতা, আর আমাদের দুরবস্থার সময় তাহার পিতা আমাদিগকে কত প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, এক্ষণে যদি তাহার এ দুরবস্থার সময় কিছু সাহায্য না করি তবে ইহকাল পরকাল নষ্ট হইবে। সত্যশরণ ইহা মনে মনে স্থির করিয়া যুবককে বলিলেন "বন্ধু সত্য করিয়া বল তোমার মন এত নিরানন্দ কেন, আজ তোমার ভাব দেখিয়া আমার মনে নানা সন্দেহ হইতেছে"।

যুবক। "বন্ধু বলিতে লজ্জা হয় আজ কাল আমার সংসারের অবস্থা যেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আর পরিচয়ের যোগ্য নহে। দরিদ্রতার কঠোর পীড়নে আমি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, অধিক আর কি বলিব ছেলেপুলে বুঝি খাদ্যাভাবে মারা যায়। যাহা কিছু ছিল বসিয়া বসিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছি। এখন কি করি, কোন ব্যবসা করিব, তাহা মূলধনাভাবে করিতে পারিতেছি না সেইজন্য কিছু টাকার জন্য তোমার নিকট এসেছি।

সত্যশরণ বাবু মনে করিয়াছিলেন বন্ধু সংসার খরচের জন্য দশ বিশ টাকার সাহার্য্য প্রার্থী ; কিন্তু যখন বুঝিলেন তিনি বেশী টাকার দাবি করিবেন তখন তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন বেশী টাকা বন্ধুর ধার দিতে হইলে তাহার একটা যাহা হয় কিছু করিতে হইবে। কর্ত্তব্য স্থির করিয়া মনের ভাব গোপন রাখিয়া বলিলেন "ভাই! তাই বলনা তুমি যখন আমার বাল্যবন্ধু তখন তোমার অদেয় আমার কি আছে। সবই তোমার, তোমার যাহা প্রয়োজন তাহা লইয়া যাইতে পার। অবস্থা ত মানুষের চিরকাল সমভাবে থাকে না ; আজ আমার দুপয়সা সংস্থান হইয়াছে, তাহা দ্বারা যদি বন্ধু বান্ধবের ও পাড়াপ্রতিবেশীর কিছু উপকার হয় সেইটাই আমার সুখের বিষয়। যখন ভায়া তোমাদের অবস্থা ভাল ছিল, তখন আমাদের কত সাহায্য করিয়াছ, আজ যদি তোমার এ দুরবস্থার সময় কিছু না করি তবে লোকে কি আমাকে মানুষ বলিবে না পরকালে নিস্তার পাওয়া যাইবে তা বন্ধু। কত টাকার প্রয়োজন" ?

যুবক। "তিন শত টাকা হইলে হয়। আশা করিতেছি ইহার কতক টাকা দ্বারা একটা ছোট খাট ব্যবসা করিব আর কিছু সংসার খরচ করিব।"

সত্য। "তা ভায়া পরশ্ব গোমস্তা মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া যাইও। আজ তহবিলে টাকা নাই।"

যুবক। "বন্ধুর ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া আনন্দে বাড়ী যাইয়া গৃহিনীকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। গৃহিণীও এই শুভ সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে আল্লাকে শত সহস্রবার ধন্যবাদ দিলেন"।

আশা মানবের প্রধান সম্বল। আশাতেই জগৎ চালিত। আশার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়াই মানব অহঃরঃহ এই কর্ম্মজগতে আনন্দে ছুটা ছুটী করিতেছে। এই আশার আশ্বাস দায়িনী শক্তি যখন মানব হৃদয়ে কার্য্যকারিনী হয়, তখন অন্তরে এক প্রবল আনন্দ প্রবাহের উৎপত্তি হইয়া সংসারের যাবতীয় শোক দুঃখ কোথায় ভাসিয়া যায়। আমাদের গ্রন্থোল্লিখিত যুবক ও আজ টাকা পাইবার আশায় সব দুঃখ ভুলিয়া যাইয়া ছাপার আনন্দ ভাসিতেছেন, আর সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন। এইরূপে দুই দিবস গত হইল পরে রাত্রি আসিল। যুবক অভীপ্সিত টাকা পাইবার আশায় বুক বান্ধিয়া শয়ন করিলেন কিন্তু ঘুম হইল না তাহার আশা নানারূপ ধারণ করিয়া কত কাণ্ডই যে করিল তাহা কে বলিবে।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল স্বর্ণ-কিরীটিনী ঊষার কনকচ্ছটায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যুবক আনন্দিত মনে আল্লার গুণগান করিতে করিতে শয্যা ত্যাগান্তর ফজরের নমাজ আদি সমাপন করিয়া গৃহিণীকে বলিলেন "আমি একবার বন্ধুর নিকট হইতে আসি"।

যুবক বন্ধুর বাড়ীর সম্মুখ দরজায় যাইয়া বন্ধুকে ডাকিলেন, প্রত্যুত্তরে জানিতে পারিলেন বন্ধু বাড়ী নাই, ওদিকে বৈঠকঘর হইতে সত্যশরণ বাবুর গোমস্তা তাহাকে ডাকিয়া বলিল "আসুন সাহেব বসুন অত্র আর আপনার বন্ধুর প্রয়োজন কি? তিনি ত আপনার জন্য টাকা আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছেন যুবক ইহা শুনিয়া বৈঠক ঘরে যাইয়া একখানি চৌকিতে বসিলেন"।

তৎপর গোমস্তা বলিল— "বাবু কি আপনা'র সহিত মিথ্যা কথা বলিতে পারেন। তিনি অদ্য কোন জরুরি কার্য্যের জন্য স্থানান্তরে গিয়াছেন, বাড়ী আসিতে পারেন কি, না, তাই আমার নিকট টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। আপনাকে টাকা দেওয়া ত তাঁহার আর কোন বাধা নাই, তবে একটা কথা এই—আজকাল যেরূপ কালের গতি, তাহাতে অতগুলা টাকা কেবল কথায় দেওয়া যেন আমার মনে ভাল লাগে না। আজকাল বাপ বেটায় ভুই করেও মাঝখানে একটা আলি রাখে, আর আপনি ও বুঝিয়া দেখুন টাকা আদান প্রদানের একটা কিছু নিদর্শন থাকা ভাল কি, না। আমার বিবেচনায় ইহাতে উভয়ের মঙ্গল, কারণ হওয়া মরা ত গালি নহে, ঈশ্বর না করুন যদি এই টাকা প্রদানের পর আপনাদের একজনের মৃত্যু হয়। তবে টাকাটার আর কোন উপায় হইবে না। এই সমস্ত কথা আপনার নিকট বলিতে তাঁহার লজ্জা হয়, তাই তিনি আমার নিকট টাকা রাখিয়া আপনাকে উক্ত কথাগুলি বলিতে বলিয়াছেন। নিদর্শন ত দূরের কথা। আমার মতে, তিনি যেরূপ সদাশয় ও দয়ালু, বিশেষতঃ তিনি যখন আপনাকে ভাইয়ের ন্যায় অন্তরের সহিত ভাল বাসেন, তখন আপনার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তাঁহার নিকট সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা লইলে আরও ভাল হয়, কারণ আপনার এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে সম্পত্তি গুলি পরহস্তগত হইবার সম্ভাবনা আপনার সম্পত্তি আপনার বন্ধুর নিকট আবদ্ধ থাকিলে আর তাহা পরহস্তে যাইবার উপায় থাকিবে না আর আপনি যদি এই টাকা দিতেও না পারেন তাহা হইলে তিনি যে সম্পত্তি গুলা আত্মসাৎ করিবেন ইহা কখন বিশ্বাস হয় না। তাই আমি বলি আপনার বন্ধুর নিকট সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা নেওয়া সকল দিক নিরাপদ"। তবে এখন আপনি

বুঝিয়া দেখুন যদি ইহা ভাল বিবেচনা করেন তবে অদ্যই লেখাপড়া করিয়া টাকা লইয়া যাইতে পারেন" ।

যুবক এযাবৎ গোমস্তা মহাশয়ের কথার কোন উত্তর না দিয়া কেবল নিবিষ্ট মনে তাহার কথাগুলি শুনিতে ছিলেন । এক্ষণে বন্ধুর চতুরতা বুঝিয়া একেবারে মরমে মরিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন । তাহার এত আশা ভরসা সব শূণ্যে বিলীন হইয়া গেল, তাই মনের ভাব গোপন রাখিয়া বলিলেন "তা আজ বাড়ী যাই বুঝিয়া পড়িয়া দেখি পরে যাহা হয় করিব" ।

ক্ষণপরে যুবক বিষন্ন মনে চিন্তা করিতে করিতে বাড়ী গমন করিলেন এ দিকে গৃহিনী আশান্বিত হইয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় পথ পানে চাহিয়া রহিয়াছে । হঠাৎ তাঁহাকে বিষন্ন ভাবে সন্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তিনি যে কোন সুফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহা আর তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না তবুও সন্দেহ ভঞ্জন জন্য বলিলেন "আপনি যে কার্য্যে গিয়াছিলেন তার কি হইল" ? যুবক বাষ্প বিজড়িত স্বরে বন্ধুর অমানসিক আচার ব্যবহারের কাহিনী আমূল গৃহিনীকে বলিলেন । গৃহিনী তাঁহার বন্ধুর অভাবনীয় চতুরতার বিষয় ভাবিয়া একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "হায় হায় সুসময়ে সকলে বন্ধু অসময়ে কেহ কার নয়" ।

যুবক । "তা এখন কি করি, সব আশা ভরসা ত গেল" ।

গৃহিনী । "অনাথের অসময়ের বন্ধু যিনি তাঁহাকেই ভক্তি ভাবে ডাকুন, তিনি ভিন্ন এ অসময়ে আর কে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে । তিনি কি কাউকে ভুলে থাক্‌তে পারেন । তিনি জীব দিয়াছে অবশ্যই আহার দিবেন । মানব নিজের দোষে সময়ে সময়ে পরীক্ষা রূপ বিপদে পড়ে, তাহা না বুঝিয়া অনেকে তাঁহাকে বৃথা নিন্দা করিয়া পাপ সঞ্চয় করে ।

তাঁহার পরে যদি আমাদের ভক্তি থাকে এবং সৎপথে থাকি তবে কেন তিনি আমাদের দুঃখ কষ্ট দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি সময়ে আমাদের অভাব পূরণ করিবেন"।

গৃহিণীর জ্ঞানগর্ভ কথা গুলি শুনিয়াও যুবকের অভাবের চিন্তা দূর হইল না কাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রায় সমস্ত দিনই চিন্তায় কাটাইয়া দিলেন ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পশ্চিমাকাশের নীলিমা ঢাকিয়া কাল মেঘ দেখা দিল। বাতাস ও সুযোগ বুঝিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতেছিল। আকাশ তখন বুকচিরিয়া কাল মেঘের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে ক্ষণিক-আলো দেখাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া যুবকের চমক ভাঙ্গিয়া জ্ঞানের উদয় হইল। যুবক বুঝিলেন আল্লা যখন এই অন্ধকারের মধ্য হইতে আলো ফুটাইতে পারেন; তখন অবশ্যই আমাদের দুরবস্থার ভিতর দিয়াও উন্নতির পথ দেখাইতে পারেন। তবে আমি নির্ব্বোধের ন্যায় বৃথা চিন্তা করিয়া মরিতেছি কেন। যুবক এইরূপ ভাবিতেছেন; এমন সময় একটী পঞ্চম বর্ষিয়া বালিকা দৌড়িয়া আসিয়া বলিল "বাপজান! ও বাপজান! সামনের দরজায় কে আপনাকে ডাকিতেছে"। শ্রবণ মাত্র যুবক তথায় যাইয়া বৈঠকঘরে আগন্তুককে বসিতে দিয়া বাড়ীর ভিতর যাইয়া গৃহিণীকে বলিলেন "ওগো! আজ ভাগ্য-ক্রমে একটা মেহমান আসিয়াছে: তা ঘরে কিছু আছে কি"?

গৃহিণী বলিল। "বেশ হইয়াছে, অনেক দিন হইল আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া একটীও মেহমান আসে না তা আজ যখন ভাগ্যক্রমে আসিয়াছে তা আর ফিরাইয়া দিয়া কাজ নেই ধার করিয়াই তাহাকে খেতে দিব" যুবক গৃহিণীর এবম্বিধ আশ্বাস বাক্য শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বৈঠকঘরে

যাইয়া মেহমানকে অজু করিতে এক বদনা পানি দিলেন। মেহমান ক্ষণিক কি যেন চিন্তা করিয়া পরে অজু করিলেন। যুবক আর একটী আসনে বসিয়া মেহমানের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ে বলিলেন—"সাহেব অনেক দিন হইল আপনাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি"। মেহমান বলিলেন—"হাঁ দেখিয়াছ বৈ কি। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। তোমার বয়স তখন ২০।২২ বৎসর তোমার পিতা তখন বর্ত্তমান ছিলেন। আর্থিক অবস্থা ও মন্দ ছিল না। সেই সময়ে আমি একবার তোমাদের বাড়ী আসিয়াছিলাম"।

এই ব্যক্তি মেহমান নহে যুবকের পিতার মোরসোদ ইঁহার নাম খোদাবক্স। অধুনা ইঁহার বাস কলিকাতার ১০।১২ ক্রোশ পশ্চিমে হোসেনাবাদ নামক গ্রামে। ইঁহার ও যুবকের পিতার বাসস্থান পূর্ব্বে বহরমপুর অঞ্চলে ছিল "বর্গির" হাঙ্গামার সময় যুবকের পিতা ও খোদাবক্স সাহেব সপরিবারে এদেশে আসেন। যুবকের পিতা কলিকাতার উত্তরে মথুরাপুর ও খোদাবক্স সাহেব বাঁকুড়া নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন। পরে খোদাবক্স সাহেব হোসেনাবাদ যাইয়া বাস করেন। যুবকের পিতা খোদাবক্স সাহেবের একজন ভক্ত শিষ্য; সেইজন্য বহুদিন অগ্রে তিনি একবার মথুরাপুর আসিয়াছিলেন। যুবকের বয়স তখন ২০।২২ বৎসর তাহার নাম দরাব খাঁ দরাব জাতিতে পাঠান; পিতার মৃত্যুর পর দরাব মথুরাপুর গ্রামের উত্তরে নবাবগঞ্জে এক সদ্বংশজাত বালিকার পাণি গ্রহণ করেন। দরাবের স্ত্রী দেখিতে বেশ সুন্দরী এবং সর্ব্বগুণসম্পন্না কালক্রমে তাঁহার গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে, কন্যার নাম জমিলা বয়স সবেমাত্র এই ৫ পাঁচ বৎসর।

মেহমানের কথা শুনিয়া দরাব বলিলেন জনাব ! এইবার আমার সমস্তই মনে পড়িয়াছে। দরাব তখন উঠিয়া ভক্তি সহকারে মোরসেদ সাহেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে বাড়ীর ভিতর যাইয়া গৃহিণীকে এই শুভ সংবাদ জানাইলেন। গৃহিণী স্বামীর মুখে মোরসেদের শুভাগমন বার্ত্তা শ্রবণে অতিশয় আনন্দিতা হইলেন। এবং মনে মনে দয়াময় আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার পবিত্র দোওয়ায় আমাদের দুরবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। দরাব পুনঃ বৈঠকঘরে আসিয়া মোরসেদ সাহেবকে বলিলেন "যাহা হউক অনেক দিন পরে এ গরীবদিগের কথা স্মরণ হইয়াছে ?

খোদা। "বাবা দরাব ! আজ তোমাদের দুরবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কালে সবই হইতে পারে এখন আমাদের রাজ্য, ধন মান সব বিলীন হইয়া গিয়াছে। আর এখন আমাদের ভাগ্যে কি সুখ সম্ভবে" ?

দঃ। "জনাবে আলী ! আপনি বলিতেছেন। আমাদের বাস এদেশে ছিলনা এবং পূর্ব্বে আমরা ধনী মানী ছিলাম। আমরা কি কারণে এদেশে আসিলাম আর কেন বা ধন মান সম্পদ হারাইলাম ?"

খোদা। "বাবা ! তুমি কি মুসলমান রাজত্বের অবসান কালে বর্গির হাঙ্গামার কথা শুন নাই ?"

দঃ। "শুনেছি, কিন্তু তাহার কারণ জানিনা।

খোদা। "কালের মহা আবর্ত্তনে যখন প্রচণ্ড প্রতাপশালী তৈমুরের বংশধর দিল্লীর মোগল সম্রাটগণ বিলাসিতার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া অলস ভাবে কেবল সুখ সম্ভোগে রত ছিলেন। তখন একদিকে তাঁহার,

অধীন নবাব সুবাদারগণ আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেম। অন্য দিকে সুচতুর ইউরোপীয় বণিকগণ রাজ্য লালসায় বাণিজ্য বিস্তারে যত্নবান হইল। সুযোগ বুঝিয়া সেই সময় বন্য মহারাষ্ট্রীয় দস্যুগণ কঙ্কণ প্রদেশের গিরি গহ্বর হইতে দলে দলে বহির্গত হইয়া মধ্য বাঙ্গালার বুকের উপর ছুটিয়া পড়িল। তখন মহামতি আলিবর্দ্দী খাঁ স্বাধীন ভাবে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে বসিয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তিনি বিপুল বিক্রমে তাহাদিগকে দমন করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিলেন; কিন্তু বেশীদিন সে ভাব রহিল না পুনর্ব্বার হিংস্র প্রকৃতি সহস্র সহস্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী দস্যু পঙ্গপালের ন্যায় উড়িষ্যার গিরিনদ পার হইয়া নানা পথে একেবারে কাটোয়া পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িল; দেখিতে দেখিতে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থিত শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন জনপদ গুলি জনশূন্য করিয়া ফেলিল। যখন পিশাচ স্বভাব লুণ্ঠন পরায়ণ মহারাষ্ট্র সেনাদল নির্দ্দয় ভাবে গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিয়া চালে চালে আগুণ ধরাইয়া দিতে লাগিল, তখন বাঙ্গালায় হাহাকার পড়িয়া গেল। দলে দলে লোক সকল মাতৃভুমির মায়া ত্যাগ করিয়া বন জঙ্গলে পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময় প্রজা বৎসল আলিবর্দ্দী খাঁ স্বয়ং অসি হস্তে মহারাষ্ট্র দলনে বহির্গত হইলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর বিপুল বিক্রমে শৃগালধর্ম্মী দস্যুগণ ক্রমে স্বদেশে পলায়ন করিল বটে, কিন্তু পরবৎসর তাহারা পুনরায় বাঙ্গালা লুণ্ঠনে বহির্গত হইল। ক্রমে উক্ত হাঙ্গামা একটী বার্ষিক ঘটনায় পরিণত হইল। উক্ত মহারাষ্ট্র দস্যুর আক্রমন সাধারণতঃ "বর্গির হাঙ্গামা" নামে খ্যাত। সেই সময় তোমার পিতা ও আমি সপরিবারে পলায়ন করিয়া এদেশে আসিয়া বাস করি। তোমার পিতা নবাব সরকারে উচ্চ বেতনে চাকুরি করিত। আসিবার কালে তাহার সঞ্চিত অর্থ গুলি সঙ্গে আনিয়াছিল; ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে যখন তোমাদের

বাড়ী আসিয়াছিলাম' তখন তোমাদের অবস্থা ত এরূপ ছিলনা এখন তোমাদের এরূপ দুরবস্থা হইবার কারণ কি বুঝিতে পারিতেছি না" ।

দঃ । "প্রায় ৮।১০ বৎসর হইল আমার পিতা ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন । যাহা কিছু ছিল এ যাবৎ বসিয়া বসিয়া খাইয়া তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছি । এখন সংসার একেবারে অচল" ।

খোদা । "এখন কি করিয়া দিন গুজরান চলিতেছে ?

দঃ । ঐ যে চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের অধীনে কিছু জমি ছিল অভাব বশতঃ তাহার কতাংশ বন্দক রাখিয়াছি ; অবশিষ্ট ১২।১৪ বিঘা জমি মাত্র খাস আছে, তাহা ভাগে ফসলে দিয়া কোন গতিকে এক বেলার ভাত দুই বেলা খাইয়া কাল কাটাইতেছি ।

খোদা । "বাবা দরাব ! এরূপ অলস ভাবে বসিয়া থাকিয়া অভাবে পতিত হওয়া ভাল নহে । অভাবগ্রস্থ হইয়াই অধিকাংশ মানব ধর্ম্মহারা হইয়া কুপথগামী হয় । বাবা ! সৎপথে থাকিয়া শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করা শাস্ত্রের বিধি" ।

দঃ । "জনাব সত্যই মানব অভাবগ্রস্থ হইয়া কুপথগামী হয় । যাহা দ্বারা মানব কুপথগামী হয়, এমন অভাবের সৃষ্টি করিয়া কেন দয়াময় আল্লাহতাআলা তাঁহার দয়াময় নামে কলঙ্ক করিতেছেন ? অভাব বশতঃই ত জীব এত দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে । যাহা দ্বারা জীব দুঃখ কষ্ট পায় তাহা সৃষ্টি করা কি তাঁহার উচিৎ" ?

খোদা । "বাবা তুমি এক্ষেত্রে উহা উল্টা বুঝিয়াছ । তিনি অভাব সৃষ্টি করিয়া জগতের মহা কল্যাণ সাধন করিতেছেন । অভাবই উন্নতির মূল । জীবের যদি অভাব বোধ না থাকিত তবে এই জড় জগৎ জড়ভাবাপন্নই

বিস্তৃতির অক্ষুণ্ণতা জ্ঞাপন করে। পার্থিব প্রয়োজনও সেইরূপ একটীর পর আর একটী আসিতে থাকে। সেইজন্য মহাপুরুষগণ পার্থিব প্রয়োজনকে দুঃখের কারণ বলিয়াছেন। সংসারের অভাব পূরণ দ্বারা ত পরকালের পরমার্থ পূরণ হয় না ; কেবল আধ্যাত্ম জগতের প্রয়োজন স্পৃহাকে বলবতী করিবার শিক্ষার জন্য তাহার প্রয়োজন। তাই মহাপুরুষগণ পার্থিব অসার প্রয়োজন অযথা বর্দ্ধিত করিতে নিষেধ করিয়া প্রয়োজন স্পৃহাকে অপার্থিব পরমার্থ উপার্জ্জনে নিয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বাবা দরাব ! অভাব যখন মূল জিনিষের অন্বেষণ জন্য সাহায্য করে, অভাব যখন জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম স্পৃহাকে বাড়াইয়া আধ্যাত্মা অভাব পূরণ শিক্ষা দেয়, তখন কি করিয়া বলিব, অভাব দুঃখের কারণ। তবে যাহারা ভৌতিক ইন্দ্রিয়াদির ভোগ সুখ আশায় চুরি ব্যাভিচার করিয়া কাল কাটায়, তাহারা রিপুর অভাব পূরণে বহুল দুঃখ কষ্ট করিয়া কেবল পাপ সঞ্চয় করতঃ পরিণামে সুখী হইতে পারে না। কারণ তাহারা শেষে বুঝিতে পারে, তাহাদের মূল অভাব পূরণ হয় নাই, কেবল পার্থিব অসার অভাব পূরণে এতদিন বৃথা সময় নষ্ট হইয়াছে ! সেইজন্য তাহারা জীবনের শেষে স্বীয় কৃতকার্য্যের জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে ! সেইজন্য তোমাকে বলিতেছি, তুমি শিক্ষাস্থলী পৃথিবী হইতে নির্লিপ্ত ভাবে অভাব পূরণ শিক্ষা কর, যাহার দ্বারা ক্রমে মূল অভাব পূরণ শিক্ষা হইবে"।

দঃ। জনাব ! এখন উহা আমি বেশ বুঝিয়াছি, এখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া দিন, সাংসারিক অভাব পূরণ জন্য কি, কি উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

খোদা। "বাবা ! এ জগৎ কর্ম্মময়। শুদ্ধ পরিবার প্রতিপালন জন্য কেন ? নিজের জন্য জগতের জন্য তোমার কর্ম্ম করিতে হইবে। প্রথম জীবনে শাস্ত্রানুমোদিত যে কর্ম্ম করিতে হয় ; তাহাকে "শরিয়ৎ" বা কর্ম্মযোগ বলে। বিবেক বলে অসৎকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্ম দ্বারা হৃদয়

পবিত্র করাই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য। আমল (কর্ম্ম) ইলম (জ্ঞান) ও ইমান (বিশ্বাস) এই তিনটী বিষয় শিক্ষা দ্বারা শরিয়ৎ পূর্ণ হয়। তাহার পর "তরিকত, হকিকৎ ও মারফত সিদ্ধি লাভ করিলে পারম্পর্য্যভাবে 'নাসুত, মলকুত, জবরুত ও লাহুত নামক চারি জগৎ আয়ত্ত করিতে পারা যায়, মানব এই জগচতুষ্টয় জয় করিয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া "বকাউল-বকা" দশা প্রাপ্ত হয়। এখন তুমি জ্ঞানযোগে শাস্ত্রের বিধি মান্য করিয়া সৎকর্ম্ম করিতে থাক পরে সময় হইলে তোমাকে উক্ত চারি জগতের তত্ত্বশিক্ষা দিব"।

খোদাবক্স সাহেবের কথা শেষ না হইতেই জামিলা বাড়ীর দিক হইতে ডাকিল। আব্বাজান! বাড়ীর ভিতর আসুন ভাত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া দরাব পীর সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর ভিতর যাইয়া ঘরের বারাণ্ডায় আহারে বসিলেন। যখন গৃহিনী পরিবেশন জন্য ভাত ব্যঞ্জনাদী জমিলার হস্তে দিতেছিলেন; তখন দরাবের শিশু পুত্রটী মা মা রবে কাঁদিয়া উঠিল অমনি গৃহিনী একটু জলসাগু লইয়া বালকটীকে দিলেন, সাগু দেখিয়া বালকটী আরও উচ্চরবে কাঁদিয়া বলিল মা! আমি ও খাব না দুধ খাব। গৃহিনী অবোধ বালকের অন্যায় আবদারে তাহাকে সান্ত্বনা করিবার কোন ভাষা খুজিয়া না পাইয়া দুই এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিলেন এবং সাগু খাওয়াইতে কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইল; বালকের কান্না আরও বাড়িল। বালকের কান্না শুনিয়া পীর সাহেব বলিলেন। " ও জমিলা! খোকা অত কাঁদিতেছে কেন" ? জমিলা বলিল। "দুধ খাবার জন্য"। পীর। " তোমার মাকে বল অগ্রে খোকার দুধ খাওয়াইতে। জমিলা। " মা দুধ কোথায় পাইবেন; বাপজানকে বল্লে তিনি দুধ কিনে আনেন না"।

খাঁ সাহেব অবোধ বালিকার এই কথাগুলি শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন, এবং তাহার চখে জল আসিল তাই তিনি ছলছল চখে একবার বালিকার দিকে চাহিলেন। সে নৈরাশ্য দুঃখ ব্যাঞ্জক চাহনিতে খোদা-বক্স সাহেব বুঝিলেন, দরাবের আর্থিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয়। তাহা বুঝিয়া তাঁহার সরল হৃদয়ে কি যেন এক অব্যক্ত তীব্র জ্বালার স্রোত প্রবাহিত হইল; সে জ্বালায় তিনি এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার আর আহারে রুচী রহিল না অল্প কিছু আহার করিয়াই উঠিয়া পড়িলেন, এবং অতি দুঃখিতান্তরে বৈঠক ঘরে যাইয়া বসিলেন। খাঁ গৃহিনী জমিলার মুখে যখন শুনিলেন, মোরশেদ সাহেব তাঁহার বহু যত্নের খাদ্যগুলি নাম মাত্র আহার করিয়াছেন, তখন গৃহিনীর সরল হৃদয়ে নানা রকমের সন্দেহ উপস্থিত হইল, কখন মনে হইল বোধহয় তিনি আমাদের ভক্তি বা যত্নের অভাব দেখিয়াছেন, কখন মনে হইল ব্যঞ্জনাদি বোধহয় ভাল হয় নাই, পরে যখন তাঁহার আহার না করিবার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলেন, তখন তাহার সরল হৃদয়ে ভক্তির এক জীবন্ত ভাব জাগিয়া উঠিল। তাই গৃহিনী দুইএক ফোঁটা আনন্দাশ্রু ত্যাগ করিলেন, পরে মনে মনে মোরশেদ সাহেবকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শয্যায় শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন; পীর সাহেবের চক্ষে কিন্তু ঘুম আসিল না দরাবের দুস্থ পরিবারের চিন্তায় তাঁহার সরল হৃদয় ব্যথিত হইতেছিল। সেইজন্য তিনি সারারাত্রি অনিদ্রায় কায়মনে শিষ্য পরিবারের মঙ্গলার্থ দয়াময় আল্লাহতালার নিকট অবিশ্রান্ত প্রার্থনায় কাল কাটাইলেন। প্রভাতে উঠিয়া দরাবের সহিত একত্রে প্রাভাতিক উপাসনাদি সমাপন করিয়া দরাবকে বলিলেন। "বাবা দরাব! অদ্য আমি ধর্ম্ম প্রচার জন্য স্থানান্তরে যাইব তোমরা প্রস্তুত হও আমার কিছু বলিবার আছে।

তদনন্তর দরাব মোরশেদের আদেশ মতে উপদেশ শুনিবার জন্য গৃহিনীকে ডাকিলেন। গৃহিনী একটা পরদার অন্তরালে বসিলেন; দরাব ও তাঁহার সম্মুখে বসিলেন। তৎপর পীরসাহেব বলিলেন- "বাবা দরাব! দয়াময় আল্লাহতাআলা তোমাকে বৃথা সৃজন করেন নাই; কর্ম্মজগতের কর্ম্ম করিতেই পাঠাইয়াছেন। তুমি তাঁহার আদেশ মতে অসৎ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কায়মনে সৎকর্ম্ম করিতে থাক, তাহাতে তুমি এবং তোমার পুত্র পরিবার সুখী হইবে ও তোমার দ্বারা জগতের নানাবিধ হিতকার্য্য সাধিত হইবে"।

দরাব। "জনাব! জগতের কর্ম্ম ত নানাবিধ। কোন্ কর্ম্ম সৎ ও কোন্ কর্ম্ম অসৎ তাহা আমি বুঝিনা কারণ আমি ভাল লেখাপড়া জানি না।

খোদা! "সৎ-অসৎ কর্ম্ম জানিতে লেখাপড়ার প্রয়োজন হয় না, আল্লাহ মানবকেই সদাসৎ বুঝিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। লোকে উহাকে বিবেক বলে; এই বিবেক বিকাশ প্রাপ্ত হইলেই মানব সদাসৎ আপনিই চিনিতে পারে চুরি ব্যভিচার ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্য ব্যতীত সর্ব্ব কার্য্যের ভিতর সদাসৎ আছে। সাধারণতঃ কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য ধার্ম্মিকশ্রেণী লোকের অবলম্বন হওয়া শ্রেয়স্কর তবে ইহার মধ্যে বৈধ অবৈধ আছে"।

দরাব। "পরিবারবর্গের অভাব মোচন জন্য যে যে বৃত্তি অবলম্বন করা প্রয়োজন, তাহার মধ্যে যে যে প্রকারের বৈধ অবৈধ আছে তাহা আমাকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিন"।

খোদা। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি ধার্ম্মিক লোকের পক্ষে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ইত্যাদি অবলম্বন শ্রেয়স্কর। তবে তাহা কি ভাবে সম্পাদন করিতে হইবে তাহা তোমাকে বলিতেছি"-।

১। বাণিজ্য। পরিবার প্রতিপালনের জন্য বা জীবনধারনোপযোগী অর্থোপার্জ্জনের জন্য লোভ ত্যাগ করতঃ বাণিজ্য করা বিধেয়; ইহাতে শাস্ত্রের কতকগুলি বিধি মান্য করিয়া চলিতে হয় ১ম সঙ্কল্প ভঙ্গ না করা। ২য় ছলনা চাতুরি করিয়া অতিরিক্ত লাভ না করা। ৩য় দ্রব্যের অযথা প্রশংসা না করিয়া সদা সত্য বাক্য ব্যবহার করা ইত্যাদি বাণিজ্যের ন্যায় রক্ষা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন বিধেয়।

২। শিল্প। ইহাতে ও কতকগুলি শাস্ত্রীয় বিধি পালন করিতে হয়। ১ম কৃত্রিম ভাবে কোন দ্রব্য প্রস্তুত না করা। ২য় ক্রেতার নিকট লভ্য স্বরূপ

পরিশ্রমের অতিরিক্ত দাবী না করা ; অল্প দ্রব্যের অযথা প্রশংসা না করা ইত্যাদি।

৩। চাকুরী। ইহাতে অর্থ ও সম্মান আছে ; কিন্তু ইহার দ্বারা মানবজীবনের উন্নতির পথ একেবারে রোধ হয়। সেইজন্য উহা একেবারে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তবে যাহাদের আর কোন অন্য উপায় নাই তাহারা কেবল পার্য্য বেতন মাত্র গ্রহণ করিলে তাহাতে তত পাপ হয় না।

৪। কৃষি। এই কৃষিই ধার্ম্মিক শ্রেণী লোকের বৈধ উপার্জ্জনের প্রশস্ত পথ এবং ইহাই বৈধ অর্থোপার্জ্জনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কিন্তু ইহাতেও কতকগুলি শাস্ত্রীয় বিধি পালন করিতে হয়। (১) কৃষিকার্য্যের জমিগুলা যেন বৈধ অর্থ দ্বারা সংগ্রহ করা হয়। (২) ন্যায্য কর দানে সত্বর হওয়া। (৩) কৃষি বলদ ও মহিষ গুলাকে পর্য্যাপ্ত আহার দানে বলবান করা। (৪) পশুদিগের দ্বারা অতিরিক্ত পরিশ্রম না করান। (৪) পশু বৎস দিগকে খোজা না করা। এই সমস্ত কার্য্যগুলি কেবল সংসারী শরিয়তপন্থী লোকের উপর বিধি বদ্ধ হইয়াছে। "তরিকতপন্থী সাধুশ্রেণীর লোকের উহাও কর্ত্তব্য নহে ; পরে তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিব"।

দঃ। "মূলধন নাই যে ব্যবসা করিব। বিদ্যা নাই যে চাকুরী করিব। শিক্ষা নাই যে শিল্প কার্য্য করিব ; তবে কি করিয়া আমি সংসারের অভাব পূরণ করিব ?"

খোদা। "কেন কৃষিকার্য্য ?"

দঃ। "আমরা জাতিতে পাঠান। আমাদের কি লাঙ্গল চসিতে আছে

খোদা। "বৎস দরাব ! তুমি একজন জ্ঞানীলোকের পুত্র হইয়া এ কথা কেমন করিয়া বলিলে ? আমার শিষ্যের মধ্যে ত এ ব্যাধি কাহার নাই ; ইস্লাম ধর্ম্ম কি তোমার এ বাক্যের পোষকতা করে ? তুমি কি জান না ইস্লামধর্ম্মে মুসলমানের কোন জাতিভেদ নাই। সকলই অসৎকর্ম্ম

---

* গো' মেষ, মহিষ মানব ইত্যাদির খোজা করিয়া পুরুষত্ব নষ্ট করা মহাপাপ স্বার্থপর মানব সামান্য স্বার্থের জন্য উহা সম্পাদন করিয়া বৃথা পাপ সঞ্চয় করে। ইহাতে খোদাতাআলার কার্য্যে বাধা দেওয়া হয় বলিয়া উহা না করা জ্ঞানী লোকের বিশেষ কর্ত্তব্য।

ত্যাগ করিয়া যে কোন উপায় অর্থোপার্জ্জন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা ইস্লামের মূল মন্ত্র। আজ এদেশে হিন্দুদিগের ন্যায় আমাদের মধ্যে জাতি ভেদরূপ মহাব্যাধি প্রবেশ করিতেছে বলিয়া, আমরা পৃথিবীর সর্ব্ব নিম্নস্তরে পড়িয়া কেবল হাবুডুবু খাইতেছি। যতদিন আমরা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় বা পাশ্চাত্য দেশের খৃষ্টান অধিবাসীর ন্যায় মান বা জাতিভেদ ত্যাগ না করিব, ততদিন আমাদের এ দুঃস্থ অবস্থা কিছুতেই দূর হইবে না। বাবা! তুমি ঐ সমস্ত ভুল সংস্কার ত্যাগ করিয়া স্বহস্তে কৃষি কার্য্যাদি করিয়া বৈধ অর্থোপার্জ্জন কর। তাহাতে দয়াময় আল্লাহ্ তোমার উপর সদয় হইবেন। এবং সত্বরেই তোমার এ দুঃস্থ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। আর কতকগুলি উপদেশ যাহা তোমাকে এখন বলিতেছি, তাহা শুনিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবে। (১) তুমি বৈধ অর্থ দ্বারা পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিবে। সম্পদে বিপদে সত্যের অনুসরণ করিবে। সদা পাপ কার্য্য হইতে দূরে থাকিবে, প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনে যত্নবান হইবে। পুত্র কলত্রের সংশিক্ষা দান করিবে। সর্ব্ব সময় সংকামনায় রত থাকিবে, কাহার মনে কোন প্রকারে কষ্ট দিবে না। খোদাতাআলার উপর নির্ভর স্থাপন করিয়া সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম সমাধা করিবে। কাহাকেও ঘৃণা করিবে না। নিঃস্বার্থভাবে দান করিবে। সেবাব্রতকে জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য মনে ধারণা করিয়া পর সেবায় জীবন যাপন করিবে। ভয়, ভক্তি ও প্রেম সহকারে, কলেমা, নমাজ, রোজা, হজ্জ ও জকাত সমাধা করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় পৃথিবীস্থ যাবতীয় বিপথগামী পাপী, তাপী, রোগী প্রভৃতি জনের উদ্ধার জন্য দয়াময় আল্লাহের সমীপে সবিনয় প্রার্থনা করিবে। কোন কার্য্যের আরম্ভে বা শেষে তাঁহার সমীপে দীনভাবে প্রার্থনা করিবে, অর্থাৎ শরিয়তের বিধি সর্ব্বদা পালন করিয়া চলিবে, পরে সময় হইলে তরিকতের বিষয় তোমাকে শিক্ষা দিব। বাবা! বেলা হইয়াছে বিস্তর কাজ আছে এখন আমি যাই। ভাই জমিলা! এদিকে

এস। ইহা শুনে বালিকা ছুটীয়া আসিয়া তাঁহার কাপড় ধরিয়া বলিল - "দাদাজান আজকে আপনাকে যেতে দেব না কাল রাত্রে আপনি ভাত খান্‌নি, আজ খেয়ে দেয়ে যেতে হবে। আম্মাজান বলেছেন আজ আপনাকে যেতে দেবেন না"।

খোদা। "না ভাই আজ যাই আবার শীঘ্র আস্‌ব, তাই ২।৪ দিন থাক্‌ব। ভাই! এই ১০৲ টী টাকা লও ইহা তোমার মাকে দিয়া বল দাদাভাই এই দশটী টাকা খোকার দুধের জন্য দিয়াছেন। আজ থাক্‌বেন না আবার সত্বর আসিবেন। বালিকা দশটী টাকা পাইয়া ছুটীয়া যাইয়া মাকে বলিল - "আম্মাজান! দাদাভাই আজ থাকবেন না। এই দেখুন দাদাভাই আমাকে দশটী টাকা দিয়াছেন, এই টাকা আপনাকে দিবনা"।

খাঁ গৃহিনী জমিলার হস্তে মোরশেদ প্রদত্ত দশটী টাকা দেখিয়া অবাক হইয়া জমিলাকে বলিলেন - "খুকি তোর দাদাদকে বাড়ীর ভিতর আস্‌তে বল্‌গে। জমিলা ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাকে বলিল - "বাপজান! মা আপনাকে ডাকিতেছেন। দরাব ইহা শুনিয়া বাড়ীর ভিতর যাইলে, গৃহিনী হাসিতে হাসিতে গদগদ স্বরে বলিলেন "দেখুন কি আশ্চর্য্য! আমরা মোরশেদ সাহেবকে নজর স্বরূপ একটী টাকাও দিতে পারিলাম না আর তিনি আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া খুকির হস্তে দশটী টাকা দিয়াছেন। উহা লওয়া কি আমাদের উচিৎ? তা আপনি কিছু বলিলেন না?

দঃ "বলি নাই। তিনি বলিলেন উহা খোকার দুধের জন্য দিলাম"।

গৃহিনী "তা যাহা হউক উহা আমাদের লওয়া উচিৎ নহে, আপনি কি বলেন?"

দঃ "আমারও মত তাই"।

গৃহি "তবে উহা ফেরৎ দিন"।

ইত্যাকার কথার পর দরাব বেঠক খানায় যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মোরশেদ সাহেবকে বলিলেন জনাব! আমরা আপনাকে সেলামী স্বরূপ ১৲ টাকাও দিতে পারিলাম না, আর আপনি দশটী টাকা খুকির হস্তে দিয়াছেন, উহা লওয়া কি আমাদের উচিৎ?"

খোদা। "বাবা দরাব ! তোমরা বুঝিয়াছ টাকা দিলে মোরশেদ সন্তুষ্ট হয় আর না দিলে অসন্তুষ্ট হয় বাবা ! যাঁহারা আল্লার হুকুম পালন জন্য ইসলাম প্রচার মানসে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত গুরু, আর যাহারা অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রচারব্রতে ব্রতী তাহারা নিশ্চয়ই ভণ্ড। আমি বাবা অর্থোপার্জ্জনের জন্য এই কার্য্যে ব্রতী হই নাই। অর্থ ত সাংসারিক অভাব পূরণের জন্য তা তোমার অভাব হলে আমি দিব। আমার অভাবে তুমি দিবে। এইত গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ, যাহারা অর্থের জন্য পাগল তাহারা গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ বুঝে না। যাহারা গুরু শিষ্যের মধ্যে ভেদের আসন পাতিয়া তাহাতে কপট ভাবে বসিয়া ধর্ম্মের ভান দেখাইয়া কেবল শিষ্যের রক্ত মাংস শোষণ করে তাহারা নিশ্চয়ই মূর্খ, সেই সমস্ত লোভী ভণ্ড মোরশেদ শ্রেণীর লোকের দ্বারা সমাজে কেবল দ্বেষ হিংসার সৃষ্টি হইয়া ইসলামধর্ম্ম ক্রমে "ছারেখারে" যাইতেছে। যতদিন প্রচারকগণ গুরু শিষ্যের মধ্যে অভেদের বীজ রোপন না করিবে, ততদিন মুসলমান সমাজ আর উন্নতির দিকে ধাবিত হইতে পারিবে না।

তদন্তর খোদাবক্স সাহেবের এই উপদেশে দরাব তাঁহার দান গ্রহণে সম্মত হইলেন। পীরসাহেব ও হস্ত তুলিয়া দরাবের দুস্থ পরিবারের মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপর তিনি বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বকার্য্যে গমন করিলেন। দরাব ও বিষণ্ণমনে বহুদূর পর্য্যন্ত খোদাবক্স সাহেবের অনুগমন করিয়া পরে ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।"

পরকালের পথে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

বালক বালিকা ।

বৈশাখের অৰ্দ্ধেক অতীত প্রায় ; রাত্রিতে একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। প্রাতে কৃষকগণ মনের আনন্দে আশুধান্যের জমি চাষ করিবার জন্য লাঙ্গল স্কন্ধে বলদ লইয়া মাঠে যাইতেছে। দরাব ও মোরশেদের উপদেশ মতে জাত্যভিমান ত্যাগ করিয়া লাঙ্গল ও বলদ লইয়া ভূমি কর্ষণ জন্য মাঠে যাইতেছেন। প্রায় দুই বৎসর গত হইল, দরাব খাঁ কৃষিকার্য্য করিতেছেন। যত্নের সহিত কৃষিকার্য্য করায় ; এই দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার সংসারের অন্নাভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন তাঁহার সংসারও বেশ সচ্ছল ভাবে চলিতেছে।

অদ্য দরাব মাঠে গমন করিবার পর, খাঁ গৃহিনী গৃহকার্য্যে মন দিয়াছেন তাঁহার অল্প বয়স্কা কন্যাটী ও সমুখ প্রাঙ্গণে ধুলা লইয়া খেলা করিতেছে। বালিকাটীর ললাট ও বদনমণ্ডল বড় উজ্জ্বল তাহার উপর আবার কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছ পড়িয়া বেশ সুন্দর দেখাইতেছে। বালিকাটীর গঠন যেমন সুন্দর মন তাহা অপেক্ষা সরল ; সরল মুখের উপর ভাসা ভাসা চোখ দুইটি আরও সুন্দর দেখাইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট কথাগুলি আরও সুন্দর। বালিকার স্বভাব বড় ধীর, বালিকা নিবিষ্ট মনে অন্য একটি বালিকার যোগে বালির ঘর বাধিতে ছিল। এমন সময় তথায় একটী ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক আসিয়া ডাকিল জমিলা ও জমিলা ! কি করিতেছ ? জিজ্ঞাসিল অমনি একবার নীরবে

তাহার মুখপানে চাহিয়া, আনন্দে দৌড়িয়া যাইয়া মাকে বলিল - "ভাই আসিয়াছে" । মা বলিল তোমার ভাইকে বসতে দাওগে, আমি আসি" জমিলা দৌড়িয়া আসিয়া আর একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একখানি আসন বসিতে দিয়া বলিল - "ভাই বস আম্মাজান আসিতেছেন ইহা বলিয়া বালিকা আবার খেলায় মন দিল ।

কিয়ৎক্ষণ পর জমিলার মাতা আসিয়া বলিলেন 'বাবা কাসেম ! ভাল আছ, তোমার মা ভাল আছেন, কবে বাড়ী আসিয়াছ" ? কাসেম বলিল "কল্য মহরমের বন্ধে বাড়ী আসিয়াছি আমি ভাল আছি আম্মাজানও ভাল আছেন" ।

এই আখ্যায়িকার এই বালকের পরিচয়ের বিশেষ আবশ্যক, কারণ এই গ্রন্থে এই বালক নায়করূপে বিরাজ করিবে, এবং আমাদের নায়িকা জমিলার বাল্যসখীরও পরিচয়ের প্রয়োজন, প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের সহিত ইহার দুই একবার দেখা শুনা হইবে ।

বালকের নাম কাসেম, ৭বৎসর বয়ক্রম কালে ইহার পিতা ইহধাম ত্যাগ করেন । কাসেমের মাতা ভিন্ন তাহার সংসারে আর কেহ ছিল না আর ছিল একটা ভগ্নী ; সে কাসেমের ছোট । ভাগ্য দোষে একাদশ বর্ষ বয়সে সে পরলোক গমন করে । বিষয় আশায় যাহা আছে, তাহাতে তিন মায় পোয়ের বেশ স্বচ্ছল ভাবে চলে, বরং বৎসরে কিছু জমাও থাকে । বালকটী বেশ শান্ত ও স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন বেশ মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করে । এ বৎসর গ্রাম্য স্কুল হইতে এম, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতায় একটী এনট্রান্স বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছে । বালক, ভগ্নী ও মাতাকে দেখিবার জন্য প্রায় প্রতি বন্দে বাটী আসিয়া থাকে । বালক যখন বাড়ী আসে তখন প্রতিবেশীর বাড়ী যাইয়া তাহাদের সুখ দুঃখের, অসুখ বিসুখের তত্ত্ব লইয়া থাকে । পাড়ার সকলেই তাহাকে ভাল বাসে । বিশেষতঃ খাঁ গৃহিনী সালেমা বিবি তাহাকে সন্তানবৎ ভাল বাসিয়া থাকেন । সালেমা বিবি কাসেমের দূর সম্পর্কীয় ফুফু হয় । দয়াব খাঁর বাটীর নিকটে কাসেমের বাড়ী । কাসেম বাড়ী আসিলেই একবার ইহাদের বাড়ী আসিয়া থাকে, এবং দয়াব কন্যা জমিলাকে ভগ্নীবৎ স্নেহ করিয়া থাকে ।

জমিলার মাতা কাসেমের নিকট বসিয়া কাসমকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা কাসেম! কলিকাতায় কেমন ছিলে? কলিকাতা জায়গা ভাল?

কাঃ কলিকাতায় বেশ ভাল ছিলাম, কলিকাতা আমাদের দেশ চেয়ে খুব ভাল', ।

মাঃ "বাবা আবার কদিন পরে কলিকাতায় যাবে" ?

কলিকাতার কথা শুনিয়া জমিলা দৌড়িয়া আসিয়া কাসেমের উড়্নী ধরিয়া আবদারের সুরে বলিল "ভাইজান! কলিকাতায় কবে যাবেন, আমার ভাল পুতুল আর ভাল ছবি এনে দেবেন ত" ?

কাসেম "দেব" ।

জঃ "কেবল ছবি নেব না তা কিন্তু বল্‌ছি ভাইজান" ।

কাঃ "তবে আর কি" ?

জঃ ভাল পুতুল আর কাপড়" ।

কাসেম একটু হাসিয়া তা আন্‌লে ত হবে" ।

জঃ তা হবে তা ভাইজান কলিকাতায় যাবেন কেন" ?

কাঃ "পড়্‌তে" ।

জঃ "পড়ে কি হবে" ।

কাঃ "লেখাপড়া শিখ্‌লে জ্ঞান হয়, চাকুরি করে কত টাকা আনা যায় ।

জঃ কলিকাতা কত দূর ভাইজান" ?

কাঃ "অনেক দূর" ।

জঃ অত পথ কি করে হেটে যাবেন, বড় কষ্ট হবে না" ?

কাঃ "হেটে যাব না রেল-গাড়ীতে যাব" ।

জঃ "ভাইজান! রেলগাড়ী কি রকম আপনি চলে নাকি" ?

কাঃ "বড় পালকীর মত কলে চলে" ।

জঃ "কলিকাতায় আপনি থাকেন কোথায় রেধে দেয় কে" ?

কাঃ । "পরের ঘরে পয়সা দিয়া থাক্‌তে হয়, হোটেলে ভাত কিনে খেতে হয়" ।

জঃ । "কলিকাতায় এই রকম ঘর বাড়ী আছে, এইরূপ মাছ তরকারী পাওয়া যায়" ?

কাঃ । "কলিকাতা খুব ভাল জায়গা সে যে সহর সেখানে পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ পত্র পাওয়া যায়, তথায় রাত্রে আঁধার হয় না সারা রাত গ্যাসের আলো জ্বলে, সেখানে কত বড় বড় কোটা আছে, রাস্তায় অনবরত মানুষ, গাড়ী ঘোড়া চলে কলিকাতায় কত কি আছে তাহা এক মুখে বলা যায় না" ।

জঃ । "তবে ভাই আমি কলিকাতায় যাব, তোমার ভাত রেঁধে দেব, গাড়ী ঘোড়া দেখ্‌ব, কোটা দেখ্‌ব সব দেখ্‌ব" ।

জমিলার মুখে কলিকাতায় যাইবার কথা শুনিয়া জমিলার মাতা বলিল "ও জমিলা কি বল্‌ছিস" ?

জঃ । "আম্মাজানা আমি ভাইয়ের সঙ্গে কলিকাতায় যাব আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন" ?

সাঃ । "দূর নির্ব্বোধ মেয়ে, আমরা যে মুসলমান পরদানসিন জাতি সে যে সহর সেখানে কি আমরা যেতে পারি ; সেখানে কত রাজ্জির লোক বাস করে, কত দোকান পসারি ; রাস্তায় রাত দিন, গাড়ী ঘোড়া চলে । রাস্তায় এত ভিড় হয় যে চলা যায় না" ।

জঃ । "কেন আর বৎসর যে সখিনার মাতা সখিনাকে সঙ্গে করে নেগেছিল" ।

সাঃ । "সখিনার মাতার ব্যায়রাম হইয়াছিল, তাই সখিনার বাপ তাকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় নেগেছিল । সেই সঙ্গে সখিনাও গেছিল" ।

জঃ । "হ্যা সখিনা বলেছে, সখিনার বাপ সখিনাকে সঙ্গে করে নিয়ে

চিড়িয়াখানা,যাদুঘর,গঙ্গারপোল আর কতকি দেখাইয়া এনেছে। আম্মাজান। চিড়িয়াখানায় নাকি রাজ্যির জীব জন্তী আর যাদুঘরে রাজ্যির মরা জীব জন্তী আর কত জিনিষ তা মুখে বলা যায় না। আমরা ভায়ের সঙ্গে গেলে ভাই আমাদিগকে ওসব দেখাইয়া আন্‌বে"।

সাঃ। ছি, মা তুই সেয়ানা মেয়ে অমন করে কি বায়না কর্‌তে হয়। সখিনার মাতারা বড়লোক তাহারা সহরে যাইয়া গাড়ী পাল্‌কীতে উঠে সহর দেখে বেড়ায়। মা আমরা হলাম গরিবের ঘরের বউ,আমারা গাড়ী পাল্‌কী কোথা পাব" ?

জ্য। "এ্যা- ভাই বলেছে কত মেয়েলোক নাকি পায় হেটে সহর দেখে বেড়ায় তা মা আমরা দেখ্‌লে দোষ কি" ?

সাঃ। "আমরা যে মুসলমানের মেয়ে, বাড়ির বাহির হলে আমাদের জাত যায়। আমরা কি ওরূপ ভাবে সহর দেখে বেড়াতে পারি ? যারা ওরূপ ভাবে বেড়ায় তারা খৃষ্টান ও অসভ্য সাওতাল, ভীল কোল প্রভৃতি জাতি।

জঃ। "খৃষ্টান ও ভীল কোলেরা সহরে হেটে বেড়ালে দোষ হয় না আমরা বেড়ালে দোষ হয় কেন মা" ?

সাঃ। "তুই যে এখন বালিকা তোর ওসব জ্ঞান এখন হয়নি সেয়ানা হলে বুঝ্‌বি তখন"।

জঃ। "মা আমরা ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে গাড়ী পাল্‌কীতে উঠে দেখে বেড়াব, ভাই টাকা দেবেন ত" ?

কাঃ। "জমিলা এবার থাক এবৎসর টাকাকড়ী হাতে নাই আর বৎসর তোমাকে ও ফুফু-জানকে সঙ্গে করে নে যাব। জমিলা তখন গ্রীবাভঙ্গী করিয়া কাসেমের কাপড় ধরিয়া বলিল—ভাইজান তবে তিন করার দাও আর বৎসর কলিকাতায় নেবাবেন"।

কাঃ। "দিচ্ছি তিন করার নিয়ে যাব"।

প্রেম বা ভালবাসা একটী আকর্ষিণী শক্তি। ইহা জড় ও অজড়ে বিদ্যমান আছে বলিয়াই জগৎ নিয়মিতরূপে চলিতেছে, এই আকর্ষণ বা প্রেম যদি না থাকিত তবে জগৎ জীব জন্তুর বসবাসের উপযুক্ত হইত না। (এস্থলে জড়ের আকর্ষণ আমাদের আলোচ্য নহে এই শক্তি মানব কিম্বা অন্যান্য জীবের মধ্যে কিরূপে কার্য্যকরী হয় তাহাই বর্ণনীয়।) এই প্রেম বা ভালবাসা তিন কারণে উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১ম স্বভাবিক সম্বন্ধের বলে। ২য় গুণ দর্শনে। ৩য় সৌন্দর্য্যের মোহে। মানব ভিন্ন পশ্বাদি উহার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে না পশ্বাদি ইতর প্রাণীর স্বভাবিক সম্বন্ধের বলে যে টুকু ভালবাসা জন্মে, চিরকাল তাহাই থাকে। গুণ ও সৌন্দর্য্যে আদৌ তাদের ভালবাসা জন্মে না। যথার্থ প্রেম আত্মার পিপাসা, মানবের এই পিপাসা আছে বলিয়াই মানব উন্নত জীব বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। অন্যান্য জীবের এই পিপাসা নাই বা তাহারা উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে না বলিয়া; মানব ও পশুতে প্রভেদ স্থান পাইয়াছে। প্রেমের বলেই এক আত্মার সহিত অন্য আত্মার মিলন সংঘটিত হয়। মানব প্রেমের দ্বারা মিলন শিক্ষা করিয়া প্রেমের বিকাশ সাধন করিতে পারিলেই আল্লার প্রেমে মত্ত হইতে পারে, এবং তাহাতেই ক্রমে মানব পূর্ণত্ব লাভ করিয়া বকা-উল-বকা দশাপ্রাপ্ত হয়।

স্বভাবিক সম্বন্ধের বলে যে ভালবাসা জন্মে, জ্ঞানীগণ তাহাকে স্নেহ, ভক্তি, বাৎসল্য বলিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহা পিতা পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নি ও গুরুশিষ্যের মধ্যেই হইয়া থাকে, আর গুণ দর্শনে যে ভালবাসা জন্মে তাহাকে বন্ধুত্ব বলে, ইহা পুরুষে পুরুষে ও স্ত্রীপুরুষে সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন সৌন্দর্য্য দর্শনে যে ভালবাসা জন্মে তাহা দুই প্রকারের, পবিত্র ও অপবিত্র। অপবিত্রভাবে যে ভালবাসা জন্মে জ্ঞানিগণ তাহাকে রূপজ মোহ বলে। রূপ ভোগ

লালসা কামের জন্য হইয়া থাকে বলিয়া, তাহাকে প্রেম বলা যায় না। আর যে ভালবাসার মধ্যে, কোন প্রকারের স্বার্থ নিহিত আছে তাহাও প্রকৃত প্রেম নহে। প্রকৃত ভালবাসা বুদ্ধিবৃত্তি মূলক। উক্ত তিন প্রকার প্রেম, সংসারের প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, সেইজন্য উহার মধ্যে কিছু না কিছু স্বার্থ বিজড়িত আছে। যাহাতে স্বার্থ আছে তাহা অবশ্যই ঐহিক সংসারের বন্ধনি, যাহা সংসারের বন্ধনি, তাহাকে কিরূপে প্রকৃত প্রেম বলিব। প্রকৃত প্রেম শিক্ষা করিতে হইলে, সাধন বলে হৃদয়ে কাম-গন্ধ শূন্য অনুরক্তি জন্মাইতে হয়। আত্মেন্দ্রিয়ের প্রীতি ইচ্ছা পরিশূন্য না হইলে কখনই প্রকৃত প্রেম মিলে না।

প্রেম মানবের হৃদয় ভূষণ; শিক্ষা স্থলী পৃথিবী হইতে প্রেম শিক্ষা করিতে হয়। যদিচ জাগতিক প্রেমের মূলে স্বার্থ নিহিত, তথাপি উহা শিক্ষা মানবের একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ উহা শিক্ষা না করিলে, মানব কোথা হইতে প্রেম শিক্ষা করিবে। শিক্ষাস্থলী পৃথিবী হইতে প্রেম শিক্ষা করিয়া তাহা আল্লাহের প্রেমে নিয়োগ করিতে হয়। আল্লাহের প্রেমে অন্তরকে নিযুক্ত করিতে হইলে প্রথমে তাহা কাম গন্ধ শূন্য করিয়া এক আত্মার সহিত অন্য আত্মার মিলনের শক্তি অর্জ্জন করিতে হয়। ইহা দ্বারাই আমিত্ব বিস্তার শিক্ষা পায়, এই আমিত্ব বিস্তার দ্বারা সর্ব্বস্থানে আমি প্রকাশ পায়, ইহাই বিশ্বপ্রেমের মূল। পরে সাধন বলে আমিত্ব বর্জ্জন করিতে পারিলে সর্ব্বস্থানে তিনি প্রকাশ পায়, এই তিনি প্রকাশই মানব জীবনের লক্ষ্য। এই জন্যই আল্লাহ্ প্রেমকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমাদের কাসেম ও জমিলার মধ্যে ক্রমে যে ভালবাসা অঙ্কুরিত হইতেছে, তাহা গুণ দর্শনে বা সৌন্দর্য্যের মোহে হয় নাই, বা উহাতে কোন স্বার্থ ছিল না। উহাদের ভালবাসা স্বাভাবিক ভাই ভগ্নির স্নেহের ভাবেই হইয়াছিল। সংসারের প্রেম স্বার্থপর ভাই কাসেম বালক হইয়াও আজ বাড়ী

যাইতে যাইতে তাহার মূল অনুসন্ধানে রত । কাসেম আজ চিন্তা করিতেছে জমিলা আমাদের দূরসম্পর্কীয় ফুফুতে ভগ্নি ছাড়া আর কিছু নহে। তবে তার জন্য আমার মন এত ব্যাকুল হইতেছে কেন। কেন বা জমিলাকে আমি মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারি না। আমি যতক্ষণ তাহার নিকটে থাকি ততক্ষণ যেন আত্মহারা হইয়া থাকি। তাহার হাসিমুখ দেখিলে আমি এত আনন্দিত হইবা কেন, তাহার প্রতি কথায় আমি এত মুগ্ধ হইয়া পড়ি কেন? সে বা আমার দুঃখে এত কাতর হয় কেন? আজ সে ছোট মুখে হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল—"ভাইজান তুমি পরের রাঁধা ভাত খাও, তাতে তোমার বড় কষ্ট হয় না"? আমার সঙ্গে করে নিয়ে চল, আমি তোমার ভাত রেধে দেব। সে যখন হাঁসিতে হাঁসিতে এই কথা গুলি বলিতেছিল, আমি তার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়াছিলাম, দেখিলাম সে হাঁসি অন্য হাঁসি নহে, ব্যথিতের কাতর হাঁসি, হে অন্তর্যামী আল্লাহ জমিলা আমাকে নিশ্চয়ই প্রাণের সহিত ভাল বাসে, আমিও তাহাকে স্বভাবের টানে ভাল বাসি, এ ভালবাসা বাসির কারণ আমি জানিনা' তুমিই জান।

খাঁ গৃহিনী কাসেমকে বিদায় দিয়া অতি সত্বর গৃহকার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া রন্ধন করিবার জন্য রন্ধনশালায় গমন করিয়া রন্ধন কার্য্য সমাধান্তর আহার্য্য দ্রব্য গুলি গৃহে যথাস্থানে সজাইয়া রাখিয়া, স্বামীর প্রতীক্ষায় পথেরদিকে চাহিয়া আছেন, এমন সময় খাঁ সাহেব ক্লান্ত হইয়া মাঠ হইতে বাড়ী আসিলেন। অমনি তৎক্ষণাৎ গৃহিনী স্বামীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। এবং সত্বর স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সমাধা করিয়া ছেলে ও মেয়েটীকে লইয়া বাসঘরে যাইয়া বসিলেন। জমিলা শয়ন করিয়া গৃহিনীকে বলিল- "মা! ভাই ৩।৪ দিন পরে কলিকাতায় যাবে না"? মাতা বলিল। "যাবে"।

জমিলা। "সেখানে ভাই একা কেমন করে থাক্‌বে? অসুখ বিসুখ হ'লে কে তাহাকে দেখ্‌বে? কেই বা দুটো রেঁধে দেবে? মা! ভাইজান এখন বাড়ী গেলেন কেন? মা! ভাই আমাকে বড় ভাল বাসে না?

গৃহিনী "বাসে"। জমিলা পুনঃ বলিল- "কতদিন পরে ভাই আবার বাড়ী আসবেন ?"

গৃঃ। "২।৩ মাস পরে"।

জাঃ। "ভাই বাড়ী আসলে কেন একবার আমাদের বাড়ী আস্‌তে বলে দেওনি"।

গৃঃ। "বলেছি"।

মা ও মেয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় সখিনার মাতা আসিয়া বলিল- "ও জমিলার মা! তোরা দুই মায়ে ঝিয়ে কি বল্‌ছিস্ ?" জমিলার মাতা বলিল- "এস বোন বস। এই যে কাসেমের কলিকাতায় যাওয়ার কথা"।

সখিনা মাতা। "সত্যি [illegible] কাসেম বড় ভাল ছেলে, কাসেমের মতন শান্ত শিষ্ট ছেলে প্রায় [illegible]কাল দেখা যায় না। বোন! ঐ ছেলেটীর অন্তরে কত যে দয়া মায়া, তা মুখে বলা যায় না। দেখ বোন ? কাসেম বাড়ী আসলে গরীব দুঃখী, ধনী ইতর ভদ্র সকলের বাড়ী যাইয়া তাদের ছেলে মেয়ের শিক্ষার কথা সংসারের সুখ দুঃখের কথা, অসুখ বিসুখের কথা জিজ্ঞাসা করে। তার লেখাপড়ার জাঁক নাই তার অহঙ্কার নেই। কাসেম বেঁচে থাকলে [illegible] মানুষ হবে। দেখ বোন! ছেলেটী দেখলে [illegible] ইচ্ছা করে। আমাদের কর্ত্তা সেদিন বলছিলেন কাসেমের অবস্থা একটু ভাল হলে নাকি আমার সখিনাকে তাহার সহিত বিবাহ দিতেন। আমার মতে বোন! ঐরূপ ছেলেকে মেয়ে দেওয়া ভাল, অবস্থা দেখিবার দরকার কি ? জামাই বড় লোক হলে কি মেয়ে সুখী থাকে ? মেয়ের সুখ জামাই যদি ভাল হয়। জমিলার মাতা মনের ভাব গোপন রাখিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন। "মেয়ে যদি সৎপাত্রে দান করা যায় বোন! তার চেয়ে সুখ কি আর আছে"।

সখিনার মাতা বড় মানুষের গৃহিনী, আজকাল বড় লোকের গৃহিনী হইলে, যেমন তাহার মন অহঙ্কারে পূর্ণ হয়। সখিনার মাতার অন্তর তেমন নহে; তাহার অন্তর দয়ায় পূর্ণ ছিল; সেই-জন্য তিনি সময় সময়ে গরিব দুঃখী প্রতিবেশীর অবস্থার তত্ত্ব লইতেন। এবং সুযোগ মতে গরিব দুঃখীর দুঃখ নিবারণেরও চেষ্টা করিতেন। সখিনার মাতার অন্তর সরলতাময় তাই কাসেম গরিবের ছেলে হইলেও তাহার সহিত প্রাণসমা সখিনার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। বহুদিন তাঁহার হৃদয়ে এ আশা বদ্ধমূল হইলেও তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভব ছিল না। কারণ তাঁহার স্বামী ভয়ানক ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নসীব।

প্রায় চারি বৎসর গত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগতের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! কত বালিকা যুবতী সাজিয়া বসিয়াছে। কত সাধু লোভে ধর্ম্ম পথভ্রষ্ট হইয়া দিবানিশি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন। কত পাপী আল্লাহের অনুগ্রহে ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেছে। কত গর্ব্বিত ধনী কালের পেষণে পথের ভিখারী হইয়া পড়িয়াছে। কত ভিখারী, ধনী হইয়া ধনগর্ব্বে মত্ত বশতঃ জগৎকে তৃণ সম জ্ঞান করিতেছে। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগতের ইহাই প্রকৃতি বা নিয়তি. সেইজন্য মানব উহার সুখ দুঃখ অন্তরে ধারণ করিতে পারে না. বা ইহাতে কিছু শিক্ষা পায় না। কিন্তু অত্যাচারী ঈর্ষাপরায়ণ অহঙ্কারী ধনী মানব কর্ম্মফলে যখন কালের পেষণে তাহার ধন, জন, মান ঐশ্বর্য্য সমস্ত চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যায়, তখন মানব বুঝিতে পারে, পাপের পরিণাম কি! আর যখন কোন দীনহীন দরিদ্র ধর্ম্ম বলে বলিয়ান হইয়া সংসারের যাবতীয় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ধন, জন, মান ও ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে, তখন মানব শিক্ষা পায়, ধর্ম্মে বিশ্বাসী সরল হৃদয় মানব ধর্ম্মবলে জগতে কিরূপ উন্নত জীবে পরিণত হইতে পারে।

আমাদের প্রবন্ধ লিখিত দরাব খাঁ এই পাঁচ বৎসর ধর্ম্ম পথে থাকিয়া কর্ম্মবীরের ন্যায় কৃষি কর্ম্ম করিয়া বেশ বড়লোক হইয়া পড়িয়াছেন। সাধারণতঃ দরিদ্র ধনী হইলে যেরূপ স্বার্থপর, অহঙ্কারী ও অর্থলোলুপ প্রভৃতি অসৎগুণের অধিকারী হয়। দরাব কিন্তু সেরূপ হয় নাই। দরাব বিনয়ী মিষ্টভাষী, দানশীল ও বিলাস পরিশূন্য প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণে ভূষিত হইয়াছিলেন। অদৃষ্ট চক্রের ঘূর্ণনে অতি শীঘ্র মানবের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু স্বভাবের পরিবর্ত্তন কিছুতেই হয় না। তবে যে দরাবের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল সে কেবল সদ্‌গুরুর উপদেশ ও তাঁহার অশেষ গুণবতী ভার্য্যার অসামান্য গুণে। এই দুইটী সংযোগে দরাব অতি অল্প কাল মধ্যে একটা উন্নত শ্রেণীর মানবে পরিণত হইয়াছিলেন।

রাত্রি প্রভাত প্রায়; উষাসতী সুন্দর সাজে সাজিয়া পূর্ব্বাকাশে দেখা দিল। হাস্যমুখী উষার প্রণয়াভিলাষে সূর্য্যদেব অচিরে তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। নব সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণস্পর্শে জাগতিক জীব জন্তুগুলি নবজীবন পাইয়া আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল। এমন সময় দরাব শয্যা হইতে উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বৈঠকখানায় যাইয়া বসিলেন; অমনি চারিদিক হইতে চাটুকারগণ মধু মক্ষিকার দলের ন্যায় তাঁহার বৈঠকখানায় দেখা দিল। দরাবের যখন দুরবস্থা ছিল তখন আত্মীয় বন্ধু কুটুম্ব কেহ তাঁহার বাড়ী আসিত না। আজ দরাব নসীবের ফলে বেশ ধনী হইয়া পড়িয়া-

ছেন। বাটী টা প্রাচীর বেষ্টিত; দুইখানি বাসঘর ও একখানা বৈঠক ঘর বাঁধিয়াছেন ও ২।৩ গোলা ধান্যও মজুত করিয়াছেন। টাকাও কিছু সঞ্চয় হইয়াছে। এখন তাঁহার বৈঠকখানায় দিবানিশি কত দূর সম্পর্কীয় কুটুম্ব আসিয়া কত আত্মীয়তা দেখাইতেছে। কত কপট লোক আসিয়া তাঁহাকে তোষামোদে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

অর্থ ই অনর্থের মুল, একথা যে একেবারে সত্য তাহা নহে। অর্থের উপকারিতা শক্তি আছে, অপকারিতা শক্তিও আছে। বদান্য ধনী ধন সৎপথে দান করিয়া অশেষ পুণ্যের অধিকারী হয়। আর বিলাসী স্বার্থপর বিষয়ী লোক লোভে কেবল অর্থের দ্বারা নানাবিধ অঘটন ঘটায়। আমাদের দরাব অর্থের ব্যবহার প্রণালী সুন্দররূপে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাই তিনি সর্ব্ব সময়ে অকাতরে গরিব দুঃখীকে ধনদান করিতেন। দরাবের ভবন যেন একটী দানের ভাণ্ডার। সেই ভাণ্ডার হইতে বরকতরূপা গৃহিনী অনবরত, কাহার ছেলের দুগ্ধের জন্য, কাহার ছেলের পথ্যের জন্য, নানা প্রকারে দরিদ্রের অভাব মোচন করিতেছেন। দরাবও দানে মুক্ত হস্ত তিনি কাহার কন্যাদায় হইতে, কাহার অন্নকষ্ট হইতে, কাহার ঋণ দায় হইতে, কাহার ভুসম্পত্তির দায় হইতে মুক্ত করিয়া দিতেছেন। এই জন্য অতি অল্প কাল মধ্যে দরাবের দানের প্রশংসা চারিদিকে পরি-ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে খোদাবক্স সাহেবও লোক পরম্পরায় শুনিলেন যে, আজ দরাবের ন্যায় দানশীল সদাশয় বদান্য ধনী এদেশে নাই।

তাঁহার প্রার্থনা যে দয়াময় আল্লাহ তাআলার নিকট এত অল্প সময়ের মধ্যে গৃহিত হইয়া তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া খোদাবক্স সাহেব আনন্দে বিভোর হইয়া, করুণাময় খোদা-তাআলার ধন্যবাদ দিতে দিতে দরাবের অবস্থা পরিদর্শন মানসে তাহার বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে, সূর্য্যের কিরণ ক্ষীণপ্রভ হইয়া ধরণীর বক্ষ হইতে গাছের পাতায় গিয়া পড়িয়াছে, দরাব সাংসারিক কার্য্য শেষ করিয়া বৈঠকখানায় যাইয়া বসিয়া সন্ধ্যাকালীন উপাসনার জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন সময় তাঁহার চির মঙ্গলাকাঙ্খী যিনি তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তন জন্য দয়াময় আল্লাহের নিকট কত কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি অদ্য পুনঃ দরাবের বৈঠক-খানায় সম্মুখে উপস্থিত, ইহা দেখিয়া দরাব আহ্লাদে পুলকিত হইয়া সাদর আহ্বানে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, এবং সাগ্রহে বসিতে আসন দিয়া, গললগ্নী কৃতবাসে তাঁহার পদ চুম্বন করিলেন। মোর-শেদ সাহেবও হৃষ্টচিত্তে আল্লা তোমার ভাল করুন বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর দরাব বিনয় সহকারে খোদাবক্স সাহেবের বাটীস্থ কুশলাদি জিজ্ঞাসান্তে গৃহিনীকে এই শুভ-সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য বাটীর ভিতর গেলেন; গৃহিনী এই শুভ সংবাদে যার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

সরলচেতা ধর্ম্মভীরু সদাশয় বদান্য ব্যক্তি সুসময়ে বন্ধু বান্ধব, মোরশেদ ও অতিথের আগমনে স্বভাবতই অত্যধিক আনন্দিত হয়। এখন দরাবের সুসময় সেই জন্য তিনি মোরশেদ সাহেবের আগমনে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন, তাই আজ অতি ভক্তি ও যত্ন সহকারে মোরশেদ সেবায় মন দিয়াছেন। অর্থাভাবে দরাব পূর্ব্বে কখন মোরশেদকে মনের মত সেবা করিতে পারেন নাই। তাই আজ মনের আনন্দে তাঁহার আহারের জন্য কাহাকে মিষ্টান্ন আনিবার জন্য, কাহাকে মৎস্য ধরিবার জন্য পাঠাইতেছেন। ইহা দেখিয়া খোদাবক্স সাহেব বলিলেন-"বাবা দরাব! ও সব কি করিতেছ? আজ আমি চারি পাঁচ বৎসর পরে এখানে আসিয়াছি, তা একত্র বসিয়া একটু আলাপ বিলাপ করিব; না তুমি কেবল ব্যস্ত ভাবে ছুটাছুটী করে বেড়াবে?

দরাব "ভাগ্যক্রমে চারি পাঁচ বৎসর পরে আসিয়াছেন; তা কিছু আহারের জোগাড় করবো না"।

খোদা। "অল্পে সন্তোষ থাকা আমাদের স্বভাব, আমার জন্য ও সব কিছু করিতে হইবে না। বরং ও গুলি দীন দরিদ্রদিগকে দান করিলে আমি সুখী হইব"।

দরাব মোরশেদ সাহেবের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী দীন-দরিদ্রদিগকে দাউদ করিলেন। তখন আরও আয়োজনের ধুম পড়িয়া গেল। রাত এগারটার মধ্যে সমস্তই যোগাড় শেষ হইল, তৎপর ক্রমে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ আসিতে আরম্ভ করিল।

দরাব তাহাদিগকে বিনয় সহকারে আদর আপ্যায়ন দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া বসিতে আসন দিলেন। পরে লোক আসা শেষ হইলে, সকলকে আহারে বসাইয়া দিলেন। ক্ষণ পরেই পরিবেশনকারীরা ছুটাছুটী আরম্ভ করিল। পরিবেশন আরম্ভ করিলে কেহ পাণি, কেহ নুন, কেহ তরকারী চাহিতেছে। দরাব কোমর বান্ধিয়া কেবল তদন্ত করিতেছেন। লোক সকল ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ বা ব্যাঞ্জনের গুণ ব্যাখ্যা কেহ দরাবের বদান্য গুণের, কেহ বিনয়ের প্রশংসা করিতেছে। সকলেই পরিতুষ্ট ভাবে আহার সমাপনান্তে একবাক্যে দরাবের মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বাড়ী গমন করিল। তৎপর খোদাবক্স সাহেবের সঙ্গে দরাব ও পরিবেশন-কারীগণ আহারে বসিল। সকলের আহার শেষ হইলে দরাব হৃষ্ট-চিত্তে বৈঠকখানায় যাইয়া মোরশেদ সাহেবের নিকট শয়ন করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে দরাব মোরশেদের সহিত একত্রে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে উপদেশ শুনিবার জন্য তাঁহার নিকট বসিলেন।

দরাব। "আলীজনাব! সংসারে আসিয়া ত কেবল কর্ম্মই করিতেছি, কৈ অন্তরে ত শান্তি পাইতেছি না?"

খোদা। বাবা! এখনও তুমি নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে শিখ নাই বলিয়া শান্তি পাইতেছ না। শরিয়ৎ ধর্ম্ম পালন দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই শান্তি পাইবে। জ্ঞান বলে নির্লিপ্ত অবস্থায় কর্ম্মও সাধন ভিন্ন কিছুতেই শান্তি পাইবার উপায় নাই।

দরাব। সংসারে নির্লিপ্ত অবস্থা কিরূপ?

খোদা। সাধন ভজন দ্বারা রিপুগণকে সৎপথগামী করিতে শিক্ষা করিলে পরে যখন বাসনা কামনার জাল ছিন্ন হইয়া যায়; তখন মন আর সংসারের কোন দ্রব্যে আকৃষ্ট থাকিতে চায় না। মন সততঃ মূলের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। সেই অবস্থাকে নির্লিপ্ত অবস্থা বলে।

দরাব। তবে সংসার কি একেবারে ছাড়িয়া দিব?

খোদা। সংসার একেবারে ছাড়িয়া দিবে কেন? সংসারে লিপ্ত থাকিও না অর্থাৎ দান করিবে প্রতিদানের আশা করিবে না। পুত্র কন্যার প্রতিপালন করিও তাহাদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইবে এরূপ আশা করিও না। প্রত্যুপকারের আশায় লোকের উপকার করিও না। ভাল বাসিবে বলে কাহাকে ভাল বাসিও না এইরূপ ভাবে জাগতিক সমস্ত কার্য্যকে কেবল কর্ত্তব্য মনে ভাবিয়া কার্য্য করিবে। তাহা হইলে অন্তরে ক্রমে বিরাগ আসিবে। বিরাগ আসিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

দরাব। অন্তরে যে বিরাগ আসিতে চায় না?

খোদা। পূর্ব্বে ত বলিয়াছি, তরিকতের যোগ শিক্ষা ভিন্ন বিরাগ আসিবে না বা তাহা অন্তরে স্থায়ী হইবে না। ভাল করিয়া হাতে তেল মাখিলে যেমন আর হাতে আটা লাগেনা সেইরূপ তরিকতের যোগ সাধন দ্বারা অন্তরে একবার বিরাগ আসিলে আর সংসারের কোন দ্রব্যে অন্তর মুগ্ধ হইবে না।

দরাব। জনাব! তবে উহা আমাকে শিক্ষা দিন।

খোদা । "বাবা অগ্রে তুমি সংসারের মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও, তারপর শিক্ষা দিব । এখনও সময় হয় নাই, তুমি স্ত্রী, পুত্র, ধন ও মানের আশা এখনও সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পার নাই । এখন তোমার সম্মুখে কত আশা কত বাসনা কত কামনা বর্ত্তমান তাহা কি সহজে ত্যাগ সম্ভবে ? যদি আমি উহা তোমাকে এখন ত্যাগ করিতে বলি, তাহা কি তুমি পারিবে ? কখন নহে । যখন শরিয়তের জ্ঞানবলে তুমি নিজেই বুঝিতে পারিবে, সংসার অসার । তখনই কার্য্য সিদ্ধি হইবার সময় হইবে" ।

দঃ । "সংসার যে একেবারে অসার, তাহাতো বুঝিতে পারিতেছি না, আর সম্মুখে সংসারের এত লোভনীয় বস্তু তাহা ত্যাগ করিতে যে মন রাজি হয় না ।

খোদা । যাহা চিরকাল বসবাসের স্থান নহে । যাহার প্রত্যেক বস্তু ধ্বংসশীল ; যাহা সম্ভোগে আশা মিটে না এরূপ ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গুর সংসার অসার ভিন্ন কি ? আল্লাহ আমাদের পরীক্ষার জন্য এই বাহ্যিক চাকচিক্যশালী সংসার রূপ ফল আমাদের সম্মুখে রাখিয়াছেন । মাতা যেমন একটা রাঙ্গা চুষী তোমার হাতে দিয়া অন্য কার্য্যে গমন করেন । তুমি প্রথমে সেই চুষীর বাহ্যিক চাকচিক্য ভুলিয়া তাহা চুষাতে থাক । যখন তুমি তাহা চুষিয়া কোন আস্বাদ না পাইয়া তাহা ফেলিয়া দিয়া মাকে পাইবার জন্য কাঁদিতে থাক । মাতা তখন তোমার কান্নায় অধীর হইয়া দৌড়ে এসে কোলে করেন, এখন কথা এই ; তুমি যদি এই সংসাররূপ রাঙ্গা ফলে না ভুল অর্থাৎ সংসারের প্রত্যেক বস্তু ধ্বংসশীল ও অসার মনে ভাবিয়া

তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হও, তখন আল্লাহ তোমার পথের সন্ধান বলিয়া দিবেন। প্রকৃত পথ প্রদর্শক তিনি আ[illegible] [illegible] স্বাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইয়া পথের সন্ধান বলিয়া দিতেছি।

দঃ! "জনাব! তাই বল্‌ছি সংসার বিরাগের পথটা আমাকে দেখাইয়া দিন"?

খোদা। "বলছি ত উহা কর্ম্মযোগ সাধন দ্বারা পাওয়া যায়। এখন যাহা বলি তাহা করিতে থাক তাহাতেই ফল পাইবে।

দঃ। জনাব তাহাই বলুন?

খোদা। ১ম আল্লাহের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার উপর নির্ভর স্থাপনে কার্য্য করিতে থাক। আর স্বার্থের জন্য কাহার মনে কষ্ট দিও না। ২য় ন্যায় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিবে।

দঃ। ন্যায় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সংসারের কর্ম্ম করিতে গেলে যে অনেকের মনে কষ্ট দিতে হয়?

খোদা। ন্যায় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিতে যদি কাহার মনে কষ্ট দিতে হয় তাহাতে পাপ নাই। আমি অযথা কাহাকে কষ্ট দিতে বলিতেছি না। অযথা কষ্ট দেওয়া মহাপাপ। এতদ সম্বন্ধে শাস্ত্রে লেখা আছে। যথা:—

"ময় খোরো মসহক বসোজো আতস অন্দর কাবাকুন।
সাকেণে বুতখানাবাসী, মরদুম আজারী মকুন"।

অর্থ তুমি মদ খাও পবিত্র কোরাণ শরিফকে আগুণে পুড়াইয়া দাও বা কাবা শরিফে অগ্নি সংযোগ কর, অথবা হিন্দুর দেবালয় থাকিয়া মুর্ত্তি পূজাই কর তোমার এই সকল পাপ মুক্ত হইতে পারিবে। কিন্তু পরের অন্তঃকরণে অযথা বা স্বার্থের

কাহাকেও ঘৃণা করিও না এবং দান করিবার সময় স্বধর্ম্মাবলম্বী কি বিধর্ম্মী ইহা দেখিয়া দান করিও না ইহাই আমিত্ব বিস্তারের প্রবেশ দ্বার। আমিত্ব বিস্তার দ্বারাই বিশ্ব প্রেমিক হওয়া যায় এই বিশ্ব প্রেমের উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই মনের আশা মিটিয়া বিরাগ আসিতে থাকিবে। আশা করি দয়াময় আল্লাহ ক্রমে তোমাকে বিরাগের দিকেই লইয়া যাইবেন কারণ তুমি ধর্ম্ম পিপাসু।

গুরু শিষ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় তথায় চত্বারিংশৎ বর্ষীয় একটি যুবক উপস্থিত হইলেন। যুবকের স্কন্ধে উপবীত পরিধান একখানি জীর্ণশীর্ণ মলিন বস্ত্র, এবং গাত্রে একখানি অল্প মুল্যের উত্তরীয় তাহাও অতিশয় মলিন। যুবকের ভাব ভঙ্গী ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখিলে সহজেই প্রতীতি হয় ইনি জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আর্থিক অবস্থা যারপর নাই শোচনীয়। দরাব ইহাকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন। মহাশয়! আসুন! আসুন! যাহা হউক এ অধম সন্তানের কথা মনে পড়েছে।

তদন্তর দরাব তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে বসিতে আসন দিয়া সেলাম করণান্তর বাটীর কুশলাদি জিজ্ঞাসান্তে স্বহস্তে একটু তামাকু সাজিয়া দিলেন। ঠাকুর মহাশয় দরাবকে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। তখন খোদাবক্‌স সাহেব দরাবকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাবা! উনি কে?

দরাব বলিল—উনি আমার মনিব, উহার নাম তারিণী চরণ চক্রবর্ত্তী বাস এই গ্রামে উনি একজন সদাশয় নিরীহ ধার্ম্মিক ব্যক্তি।

তারিণী—বাবা দরাপ! উনি কে?

দরাব! আমার মোরশেদ! আজ আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাই আল্লাহের অনুগ্রহে আপনাদের আগমনে আমার ভবন পবিত্র হইল।

খোদা! মহাশয় আপনি যে দরাবের মনিব, ইহা শুনিয়া সুখী হইলাম; কিন্তু আপনার অবস্থা দেখিয়া আমার সে আনন্দ তিরোহিত হইয়াছে।

তাঃ! সাহেব যথার্থই আমার বড় দুরবস্থা, আমার নবাব দত্ত পৈতৃক কিছু নিষ্কর ভূমি আছে; তাহা অতি সামান্য করে প্রজা-বিলি, সেইজন্য তাহার আয়ে সংসার চলে না, তবে বাপাজির অবস্থা ভাল হওয়া পর্য্যন্ত আর আমাদের খাওয়া পরার কোন কষ্ট নাই। যখন যাহা অভাব হয় বলিবা মাত্র বাপাজিই দিয়া থাকেন।

খোদা। মহাশয় আপনার পোষ্য কয় জন?

তাঃ! সাহেব! তাহা আর বল্‌ব কি, উপায়ের লোক শূণ্য কেবল বিধবার পুরী; আমার একটী মাত্র পুত্র সন্তান সেও শিশু, আর আমার বড় ভাইয়ের তিনটী কণ্যা। বল্‌ব কি, বল্‌তে হৃদয় ফেটে যায়। তিনটিই বালবিধবা ৩।৪ বৎসর অতীত হইল ভাইটিও মারা গিয়াছেন, তাঁহার বিধবা স্ত্রীও আমার সংসারে আছেন, এতদ্‌-ভিন্ন আমার একটী বিধবা ভগ্নী আছে, একুনে আমার আটটী পোষ্য।

খোদা। আপনার ভ্রাতার যে তিনটী কণ্যা আছে, তাহাদের বয়স কত?

তাঃ। বল্লাম যে তিনটীই বালবিধবা বড়টীর বয়স ১৮।১৯ মেঝেটী ১৫।১৬ ছোটটী ১০।১২ বৎসর হইবে।

সাহেব ! বলিতে লজ্জা হয় যেন আমি ভিক্ষা শিক্ষা করিয়া তাদের দুবেলা দুমুটা খেতে দিলাম । কিন্তু তাদের বিষণ্ণ মুখ দেখ্‌লে আমার গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়, সেই ভাবনায় ত আমি ক্রমে কৃশ হইয়া পড়িতেছি । দেখুন সাহেব ! মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় ও সদাশয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু-বিধবার দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রাণ পণে কত চেষ্টা করিয়াছিলেন ; পোড়া কপালে, স্বার্থপর ও ঈর্ষাপরায়ণ, হিন্দু জাতি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না । হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায়, ক্রমে ভারত শ্মশানে পরিণত হইতেছে । পোড়া বিধাতা যদি তাঁহাদিগকে আর কিছু দিন জীবিত রাখিতেন, তাহা হইলে বোধহয় এতদিন হিন্দু জাতির এ দুঃখের অবসান হইত ।

খোদা "তাঁহারা মহাত্মা ব্যক্তি তাঁহাদের উদ্দেশ্য কালে সফল হইবেই হইবে । তাঁহারা ভারত বক্ষে যে ফল রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কালে অঙ্কুরিত হইয়া শাখা পত্রে শোভিত হইয়া ফল প্রসব করিবেই করিবে । তাঁহাদের স্থাপিত ব্রহ্ম সমাজ ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে । মহাশয় সমাজে থাকিয়া ওরূপ অমানসিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করার চেয়ে ব্রাহ্ম-সমাজে যওয়া ভাল" ।

তাঃ । সাহেব সে কথা ঠিক, আমার ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য কিন্তু হঠাৎ সমাজের বন্ধনটা ছিন্ন করা যেন মনে ভাল লাগে না । দেখি ঈশ্বর কি করেন । সাহেব ! ঐ সমস্ত বোঝা আমার ঘাড়ে না চাপিলে কি আমার এত দুরবস্থা হইত ?

এ দুঃসময় বাপাজি যদি রক্ষা না করিতেন তবে আমরা এতদিন কোন দেশে ভাসিয়া যাইতাম। উনি আমাদের যাহা করিয়াছেন সে ঋণ কি আমরা জীবনে প্রতিশোধ করিতে পারিব? আর উহাকে কত জ্বালাতন করিব; তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া অদ্য একটি মনন করিয়া বাপাজির নিকট এসেছি এখন বাপাজি যদি একটু দয়া করেন।

দঃ। "মহাশয় বলুন কি মনন করিয়া আসিয়াছেন? আপনি মনিব পিতৃতুল্য আপনার কোন কথায় কি আমি অবাধ্য হইতে পারি? এই যা সমস্ত দেখিতেছেন এ সমস্তই ত আপনাদের আশীর্ব্বাদে প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা দ্বারা যদি আপনাদের সাহায্য করিতে পারি সে আমার সৌভাগ্য"।

তা "বলছি কি বাবা! এরূপ ভাবে তুমি আর আমাদিগকে কত সাহায্য করিবে। বিশেষ কথা আমি ত আর বৃদ্ধ নহি যে কেবল বসিয়া থাকিব; আর এরূপ ভাবে নিষ্কর্ম্ম হইয়া বসিয়া থাকা কি ভাল? ইহাতে বিধাতার অভিসম্পাত পড়ে। কিছু টাকার কথা বলিতেছি; কিছু টাকা পাইলে চেষ্টা তাগিদ করিয়া কোন ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিতাম"।

দঃ "মহাশয় তাই বলুন না তা কত টাকার প্রয়োজন"?

তা "বাপু আজ কালকার বাজারে কিছু বেশী টাকা মূলধন না হলে কি কোন ব্যবসা চলে, না তাহাতে উপয়সা হয়, তাঃ আপাততঃ হাজার দুই টাকা হলে বোধ হয় চলে"।

দঃ 'অদ্যই লইবেন কি"?

তাঃ। "না বাবা! অত টাকা অমনি লওয়া ভাল নহে, একখানি দলিল লিখিয়া আনিয়া পরে লইব"।

দলিলের কথা শুনিয়া দরাব আর কিছু না বলিয়া বাড়ীর ভিতর যাইয়া বাক্স খুলিয়া দুই হাজার টাকার দুইটী তোড়া বাহির করিয়া আনিয়া তাহা তারিনী বাবুকে প্রদান করিয়া বলিলেন। "এই নিন্ আপনি মনিব পিতৃসদৃশ আপনার নিকট হইতে দলিল লইয়া টাকা দেওয়া কি কর্ত্তব্য। আমি কি আপনাকে অবিশ্বাস করিতে পারি? এই সমস্ত ত আপনাদের মঙ্গলাশীর্ব্বাদে পাইয়াছি, এ টাকা আপনার ঘরে থাক্‌লেও যা আমার ঘরে থাকাও তাই। আমার প্রয়োজন হইলে আপনি দিবেন আপনার প্রয়োজন হইলে আমি দিব এইত কথা"।

তারিনী বাবু আজ দরাবের রাজভক্তি, মনিবের উপর অটল বিশ্বাস ও হৃদয়ের বল দেখিয়া যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়া মনের আনন্দে তাহাকে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতে করিতে বাড়ী গমন করিলেন; এবং বাড়ী যাইয়া টাকাগুলি গৃহিনীর নিকট দিয়া দরাবের কার্য্য কলাপের পরিচয় দিলেন। গৃহিনীও দরাবের সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া আনন্দে শত শত মঙ্গলাশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন"।

তারিনী বাবুর পরিবারবর্গ দরিদ্র বিধায় বহুদিন সংসারের কোন সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন নাই; আজ তাঁহাদের সেই অর্থ চিন্তা দূরীভূত হওয়ায় যেন তাঁহারা এক নূতন শান্তি রাজ্যে যাইয়া পৌঁছিয়াছেন। আজ তাঁহাদের আশার আশ্বাস দায়িনী শক্তি সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সম্মুখে মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক মরু মরিচীকা স্বরূপ অগ্রে নানাবিধ স্বর্গের সুখের ছবি বিকাশ করতঃ একের পর অপর অনন্তে লীন হইয়া যাইতেছে।

সূর্য্য অস্তমিত হইলে ক্রমে রাত্রির অন্ধকার দেখা দিল। আজ তারিনী বাবুর স্ত্রী মনের আনন্দে স্বামীর জন্য আহারীয় সামগ্রী প্রস্তুত

যে একেবারে নির্বোধ তাহা নহে। বাল্যকাল হইতে শাড়ী গহনা আদায়ের মন্ত্র ও যথাযথ শিখিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে এতদিন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই; আজ তাহার আদায়ের এক স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত, এ সুযোগ ছাড়িতে তিনি প্রস্তুত নহেন। তাই আজ স্বামীর প্রতি তিনি কৃত্রিম ভালবাসা টুকু ফুটাইবার জন্ম বিশেষরূপে চেষ্টিতা। আজ তারিণী বাবু টাকার কল্যাণে স্ত্রীর নিকট কত আদর, কত যত্ন, কত সোহাগ, কত ভালবাসা পাইতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ তারিণী বাবুর জন্ম সফল হইল। বিবাহ হওয়া অবধি তারিণী বাবু দরিদ্র বিধায় বা অন্য কোন কারণে স্ত্রীর হাসিমাখা মুখ, কি একটু সোহাগ, কি একটু যত্ন এমন কি একটী মিষ্ট কথাও পর্য্যন্ত শুনিতে পান নাই। আজ অর্থের কৃপায় তারিণী বাবু স্ত্রীর এরূপ ভাব দেখিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন। যাহাই হউক তারিণী বাবু অর্থের কৃপায় কৃত্রিম হউক আর অকৃত্রিম হউক সহধর্ম্মিনীর ভালবাসা একটু পাইয়া মনের আনন্দে আহারাদি করিয়া, কত গল্প গুজবের পর একত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া ঘোর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রত্যুষে খোদাবক্স সাহেব শয্যা ত্যাগ করিয়া ফজরের নামাজ অন্তে দরাবকে বলিলেন। "বাবা দরাব এখন আমি বাড়ী যাই; বাবা আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম কার্য্যেও সেইরূপ দেখিলাম। এখন আশীর্ব্বাদ করি, দয়ময় আল্লাহ যেন তোমার মনো আশা পূর্ণ করেন এবং তুমি দানে, ধ্যানে, জ্ঞানে ঈশপ্রেম লাভ করিয়া অনন্ত সুখের অধিকারী হও। সাবধান যেন একদণ্ড তাঁহাকে

ভুলিয়া থাকিও না। সুখে দুঃখে সর্ব্ব সময় তাঁহার শরণাগত হইয়া থাকিও; সংসারের মহাপরীক্ষায় যেন তোমার কর্ম্ম জীবনের কোন রূপান্তর পরিলক্ষিত না হয়"। মোরশেদের কথা শেষ না হইতেই দরাব বলিলেন। "জনাব! অনেক দিন পরে এ দীনের আশ্রমে আসিয়াছেন তা আর দুই চারি দিন থাকুন"?

খোদা। "না না বাবা আর এখন থাক্‌বনা প্রচার জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইবে।

অনেক সাধ্য সাধনায়ও যখন খোদাবক্স সাহেব থাকিতে একেবারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন দরাব বাটীর ভিতর যাইয়া গৃহিনীকে বলিলেন। "ওগো পীর সাহেব আজ আর থাকিতে চাহিতেছেন না; তাঁহার কি জরুরি কার্য্য আছে, তা উঁহাকে নজরাণা স্বরূপ কি দিব"?

গৃহিনী বলিলেন "তিনি আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া এত দিন ত কিছু লন নাই, তা আজ আপনার যাহা বিবেচনা হয় তাহাই দিন?

দ। "আমি পাঁচশত টাকা দিব বলিয়া মনন করিয়াছি, তা তুমি কি বল"?

গৃহিনী একটু হাসিয়া "আমি কি বলব। আপনি যাহা করিবেন তাহাতে কি আমি অমত করিব তা তাহাই দিন"।

তদনন্তর দরাব বাক্স খুলিয়া পাঁচশত টাকার একটা তোড়া বাহির করিয়া লইয়া তাহা মোরশেদ সাহেবের নজরাণা স্বরূপ দিলেন। খোদাবক্স সাহেব ইহা দেখিয়া বিস্ময়ে বলিলেন একি বাবা এত টাকা আমি কি করিব"।

দরাব বলিলেন, "জনাব উহা নিন । সন্তোষ হইয়া আমি উহা আপনাকে দিচ্ছি, এ দীন হীন দাস আপনাকে আর কি দিবে" ।

খোদা । বাবা ! আমরা হলেম ফকির এক মুষ্টি চাউল পাইলে যথেষ্ট মনে করি এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি; এ কি ? তুমি যে পৃথিবীর ধন আমায় আনিয়া দিলে, আমি উহা কি করিব । আর বাবা টাকার প্রয়োজন নাই, উহা তুমি মসজেদ কি অন্য কোন জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিও; তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব; আমার যাহা প্রয়োজন তাহা আমি পাইয়াছি, আমি আশা করি তোমার ন্যায় বিশ্বাসী লোক দ্বারা আল্লাহ পৃথিবী পূর্ণ করিয়া শান্তি রাজ্য স্থাপন করুন ।

তৎপর খোদাবক্স সাহেব দরাবকে মঙ্গলাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া স্বকার্য্যে গমন করিলেন দরাবও বিষন্ন মনে টাকার তোড়াটা তুলিয়া বাড়ীর ভিতর রাখিয়া আসিয়া মোরশেদ সাহেবের সঙ্গে কিছু দূর গমন করিলেন । পরে বাড়ী আসিয়া গৃহিনীকে সমস্ত বিষয় বলিলেন গৃহিনী বলিলেন "আমাদের মোরশেদ সাহেব নিশ্চয়ই মানুষ নহে পীর" ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মাবকাশ।

বৈশাখ মাসের কয়েকদিন গত হইয়াছে। বসন্ত পল্লী ভবন হইতে বিদায় হইয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু চারিদিকে এখন তাহার অনুরাগ প্রকৃতির নবীনতার মধ্যে অনুরঞ্জিত রহিয়াছে, এখনও আকাশে নীল মেঘের উপর বসন্তের চিহ্নগুলি ধুইয়া যায় নাই। মধুর কণ্ঠ কোকিল এখনও এদেশের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে নাই। দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মাবকাশে স্কুল কলেজ সব বন্ধ হইয়া গেল, বাঙ্গালী ছাত্রগণও বাড়ীর দিকে ছুটিল, সেই সঙ্গে আমাদের গ্রন্থোল্লিখিত কাসেমও বাড়ী যাইবার উদ্যোগী হইল, আজ এক বৎসর পড়ার খাতিরে কাসেম বাড়ী যায় নাই, এবং তাহার বৃদ্ধ মাতা ও ছোট ভগিনীর সহিতও দেখা করিতে পারেন নাই, বিশেষ কথা এই এক বৎসর যাহার জ্বলন্ত প্রেম ছবি হৃদয়ে আঁকিয়া কষ্টে কাল যাপন করিতেছিলেন। আজ হঠাৎ তাহার কথা মনে পড়িয়া কাসেমের অন্তরে কি এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়া তাহাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল, মনে পড়িল, বালিকার ছবি ও কাপড়ের কথা, এক বৎসর অগ্রে জমিলা আবদার করিয়া কাসেমের নিকট ভাল পুতুল, ছবি ও কাপড় চাহিয়াছিল সেই বৎসরই কাসেম পুতুল ও ছবি বালিকাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু আকাঙ্খা

মিলে নাই, মনে ধারণা হইল পুতুল ও ছবি ভাল হয় নাই, তাই পুনঃ পুতুল ছবি ও কাপড় ক্রয় করিবার জন্য বাজারে গমন করিলেন। বাজারে যাইয়া তিনি প্রথমে মাতা ও ভগিনীর জন্য দুইখণ্ড কাপড় ও খেলনা ক্রয় করিলেন পরে জমিলার জন্য সুন্দর একখানি কাপড় ক্রয় করিল, পরে ছবিখানায় যাইয়া, পতি ভক্তি পরায়ণা ভারত সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের সেই মহবৎ খাঁর কবল হইতে উদ্ধার কল্পে হস্তীপৃষ্ঠে নদী পার হওয়া কালীন সেই জলন্ত তেজদীপ্ত ছবিখানি আর অমিত তেজা স্থিরবুদ্ধি সম্পন্না চির কুমারী পাঠান বিদুষী ভারত সম্রাজ্ঞী সুলতানা রাজিয়া বেগমের অশ্বপৃষ্ঠে রণ সাজে সজ্জিতা রণোন্মাদিনী ছবিখানি এবং প্রেমের আদর্শ মহিলা মমতাজ বেগমের জগৎ বিখ্যাত আশ্চর্য্য প্রেমের সমাধি মন্দিরের ছবিখানি ক্রয় করিয়া আনন্দে বাড়ী গমন করিলেন। মাতা বহুদিন পরে হৃদয়ের মণিকে পাইয়া আনন্দে আহারের আয়োজনে রত। ভগ্নী প্রাণের ভাইকে পাইয়া আনন্দে কখন ভায়ের গলা ধরিয়া মুখের উপর মুখ দিয়া জড়িত স্বরে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। কাসেম অন্যমনস্ক ভাবে কেবল বালিকার কথার অনুমোদন করিতেছে, কখন বালিকা একটী খেলনা লইয়া দৌড়িয়া আসিয়া কাসেমকে দেখাইয়া বলিতেছে দেখ কেমন বিড়াল ভাইজান? এ দুধ খাবে না''? কাসেম বলিলেন খাবে, এনে দে। বালিকা অমনি দৌড়িয়া যাইয়া মাতার কাপড় ধরিয়া টানিয়া বলিল-'মা দুধ দে বিড়াল খাবে'। কাসেম তখন একটু অবসর পাইয়া পাখাখান লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক পসলা বৃষ্টি হইয়া উত্তপ্ত ধরণী কথঞ্চিৎ শীতল হইল, তৎপর কাসেম ছোট ভগ্নীকে লইয়া আহারাদি করিয়া

শয়ন করিলেন - শয়ন করিলেন বটে; কি এক অব্যক্ত চিন্তার স্রোত অলক্ষে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়া ঘুম পণ্ড করিয়া দিল তাই জমিলার কাপড় ও ছবিগুলি একবার প্রদীপের স্তিমিত আলোকে দেখিলেন দেখিয়া মনে ভাবিলেন এই কাপড় ও ছবি-গুলিতে জমিলা কত সন্তুষ্ট হইবে। একবার মনে ভাবিলেন কাপড় ও ছবি কয়েকখানি এই রাত্রিতেই তাকে দিয়া আসি; আবার ভাবিলেন, কল্য প্রাতে যাইয়া দিয়া আসিব। এইরূপ নানা চিন্তার পর আত্মহারা অবস্থায় নিদ্রার কোলে শায়িত হইলেন।

ক্রমে নিসাবসান হইয়া আসিল; সরোবরে চক্রবাগদ্মিনী সূর্য্য দর্শনে সুখের হাসি হাসিয়া স্বামী সূর্য্যকে সুখ সাগরে ডুবাইল। কাক সকল কা কা শব্দে অলস নরনারী দিগকে সূর্য্যোদয় বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া নিজ নিজ অসভ্যতা পরিচয় দিল। বাল সূর্য্যের বিমল কিরণে সকলই জাগিয়া উঠিয়া স্ব স্ব কার্য্যে মনো-নিবেশ করিল। কাসেম শয্যা হইতে উঠিয়া ফজরের নমাজ সমাপ্ত করিয়া বৈঠক ঘরে যাইয়া বসিলেন; এমন সময় এক ব্যক্তি ব্যস্ত ভাবে আসিয়া তাহাকে বলিল - "খাঁ সাহেব আপনাকে শীঘ্র যাইতে বলিয়াছেন। আপনি একটু শীঘ্র চলুন"। কাসেম সংবাদদাতার মুখের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া বুঝিলেন সংবাদ তত ভাল নহে; তাই কাসেম অতি ব্যগ্রভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন খাঁ সাহেবের বাটীর সকলই ভাল আছেন ত"? সংবাদ দাতা বলিল - না কল্য রাত্র দ্বিপ্রহরের সময় খাঁ সাহেবের কন্যার ভয়ানক জ্বর হইয়াছে ও সময়ে সময়ে ভুল বকিতেছে। আপনি কল্য বাটী আসিয়াছেন"

তাহা তিনি শুনিয়া আপনাকে লইয়া যাইবার জন্ম আমাকে পাঠাই-য়াছেন আপনি একটু শীঘ্র চলুন”।

‘আজ চারি পাঁচ বৎসর কাসেম যাহার রূপ শয়নে স্বপনে জাগরণে ধ্যান করিয়া আসিতেছেন, এবং যাহার মুখখানি দেখিবার জন্ম সুদুর কলিকাতা হইতে ব্যাকুল অন্তরে ছুটিয়া আসিয়াছেন ও যাহার ভালবাসার খাতিরে অনাটন সত্বে ও মুল্যবান একখানি কাপড় ও অধিক মুল্যের কয়েকখানি ছবি ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। যাহার ভালবাসার কথা মনে পড়ায় কাসেম রাত্রে পর্যন্ত নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। রাত্রে শয়ন করিয়া ভাবিতেছিলেন প্রভাত হইলেই কাপড় খানি ও ছবিগুলি জমিদারকে প্রীতি উপহার দিয়া কত আনন্দিত হইবে ও জানি না [illegible] আনন্দিতা হইবে, এইরূপ নানাবিধ কল্পনায় কাসেম প্রভাতের প্রতাক্ষায় সারা রাত ছট ফট করিতেছিলেন। প্রভাতে উঠিয়াই তাহার পীড়ার সংবাদে তিনি একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন, ঘোর চিন্তায় তাহার মুখ খানি বিবর্ণ হইয়া গেল, তখন ব্যস্তভাবে কাসেম মাতাকে ডাকি-লেন - ‘মা! মা!”।

মাতা। ‘বাবা ডাকিতেছ কেন’?

কা। “আমি একটু ফু ফু আম্মাদিগের বাড়ী হইতে আসি। জমিদার নাকি ভয়ানক জ্বর হইয়াছে”।

মা। “কবে অসুখ হইয়াছে”।

কা। “কল্য রাত দ্বিপ্রহরের সময়”।

মা। “কে বলিল”।

কা। "কুকো সাহেব লোক পাঠাইয়াছেন আমাকে শীঘ্র লইয়া যাইতে"।

মা। "তবে বাবা শীঘ্র যাও, রোগ বোধহয় কঠিন। শীঘ্র যাইয়া একটা ভাল কবিরাজ আনিয়া দেখাও। তুমি গেলে জমিলার মা একটু আশ্বস্ত হইবে। বাবা! আজকাল জামলার মা বাপের স্থায় সদাশয় লোক প্রায় দেখা যয় না। তা তাহারা বিপদে পড়িয়াছেন তোমার কর্ত্তব্য এ সময়ে তাহাদের একটু দেখাশুনা করা। বাবা শীঘ্র যাও আর বিলম্ব করিওনা, বিকালে যেন সংবাদটা পাই।

কাসেম মনের আবেগে ত্বরিত পদে খাঁ সাহেবের বাটী যাইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহার হৃদয় তন্ত্রীতে যেন বেসুরা বাজিয়া উঠিল, দেখিলেন জামলা মধ্যে মধ্যে ভু। বকিতেছে। শরীর অতি-শয় উত্তপ্ত, চক্ষু দুইটী রক্ত বর্ণ প্রবল দাহে যাতনায় এপাশ ওপাশ করি-তেছে, এবং দারুণ পিপাসায় কেবল পাণি পাণি করিতেছে। কাসেম বালিকার নিকটে বসিয়া বালিকার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন ও তাহার শুষ্ক ওষ্ঠে এক এক বিন্দু পাণি দিতে ছেন এমন সময় দরাব আসিয়া বলিলেন- "বাবা কাসেম! তুমি শীঘ্র একটা ডাক্তার কি কবিরাজ ডাকিয়া আন আমি জমিলার নিকট বসি"।

খাঁ সাহেবের আদেশে কাসেম অতি ব্যগ্রতার সহিত শরৎ বাবু নামক ডাক্তারের নিকট গেলেন; ইহার সহিত কাসেমের একটু ভাল বাসা বাসি আছে, এক গ্রামে বাস; কলিকাতায় যখন ইনি থাকেন, তখন উভয়ের বাসা প্রায় এক জায়গায় ছিল, প্রায় দুই

জনে এক সঙ্গে বেড়াইতেন, দুই বৎসর হইল, ইনি ডাক্তারি পাশ করিয়া বাটী আসিয়াছেন। রোগী বেশ যত্নের সহিত দেখেন, হাত যশ ও হইয়াছে ভাল, লোকটা গোঁড়া হিন্দু নহে তাই মুসলমান বাটীতেও তাহার আদর আছে।

শরৎ বাবু অনেক দিন পরে কাসেমকে দেখিয়া বলিলেন - কেমন হে ভায়া ভাল আছেন ত?

কা। "ভায়া আমি ভাল আছি কিন্তু" —

ডা। কিন্তু কি বাড়ী কোন অসুখ বিসুখ আছে নাকি?

কা। আমাদের বাড়ী কোন অসুখ বিসুখ নাই আমার একটা পিস্তুতো ভগ্নীর ভয়ানক জ্বর হইয়াছে, তাই আপনাকে ডাক্তে এসেছি একটু শীঘ্র যেতে হবে যে।

ডা। "হাতে একটু কাজ আছে; আপনি যান, আমি আস্‌ছি; মাত্র ৫।৭ মিনিট বিলম্ব হইবে"।

প্রায় নয়টার সময় কাসেম ডাক্তার বাড়ী হইতে বাটী আসিলে, দরাব জিজ্ঞাসা করিলেন 'বাবা ডাক্তার কৈ'?

কাসেম আস্‌ছেন বলিয়া জমিলার নিকট বসিয়া মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন জ্বর আরও বেশী হইয়াছে; ইহা দেখিয়া জমিলার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন - "বাবা কিরূপ দেখ্‌লে" কাসেম বলিল জ্বর যেন আরও বাড়িয়াছে. ইহা শুনিয়া গৃহিনীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, তাই তিনি ভয়ে ভয়ে ডাকিলেন ও জমিলা ও মা জামলা? জমিলা নিরুত্তর তখন গৃহিনী ভয়ে সন্দেহে পুনঃ ডাকিলেন "ও জমিলা তোর ভাই এসেছে একবার চেয়ে দেখ। জমিলা ভাইয়ের

কথা শুনিয়া চক্ষু দুইটী অর্দ্ধনিমিলিত ভাবে চাহিয়া বলিল ' ভাই এসেছ বেশ হইয়াছে পরে পুনঃ হাসিতে হাসিতে বলিল ভাই এসেছেন বেশ হইয়াছে, "ভাই এসেছেন বেশ হইয়াছে" ইহাতে কাসেম বুঝিলেন ইহা ঘোর বিকারের লক্ষণ।

প্রায় দশটার সময় ডাক্তার আসিলেন, আসিয়াই রোগী পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল ভালরূপে দেখিয়া শুনিয়া ডাক্তার বাহিরে আসিলেন, কিন্তু তাহার মুখ গম্ভীর।

ক্ষণ পরে কাসেম ডাক্তার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন কান্না কেমন দেখিলেন, জ্বর বোধহয় খুব বেশী হইয়াছে?

ডাঃ "বেশী বৈ কি প্রায় ৫॥০ ডিগ্রী জ্বর, জ্বরটা রিমিটেণ্ট টাইবের"।

নবাব রিমিটেণ্ট ফিবরের কথা শুনিয়া বলিলেন তবে কি রোগী অনেক দিন ভুগিবে?

ডাক্তার "না ঈশ্বর ইচ্ছায় শীঘ্র সেরে যাবে, কোন ভয় নাই তবে রোগকে তাচ্ছল্য করা ভাল নহে। দেখিবেন যেন সময় মতন ঔষধগুলি খাওয়ান হয়। পরিচর্য্যার গুণেই রোগী শীঘ্র আরাম হয়। তা আয়া কাসেমকে ২।৪ দিন বাড়ী যেতে না দিলে ভাল হয়। কাসেম শিক্ষিত আশাকরি উহার দ্বারা রোগীর পরিচর্য্যার কোন ত্রুটী হইবে না"। ভাই কাসেম! একটু যত্ন করিয়া রোগীটার পরিচর্য্যা কর, শীঘ্র সেরে যাবে ভয়ের কোন কারণ নাই।

কাসেম নিয়াপত্যে শরৎ বাবুর কথায় সম্মত হইয়া রাত্র দিন পরিশ্রম করিয়া জমিলার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ৫।৭ দিন পরে রোগী একটু আরাম হইল।

এই ৫।৭ দিন কাসেম প্রত্যহ নিজ হাতে সময় মত ঔষধ ও পথ্যাদি খাওয়াইতেন। জ্বর যখন প্রবল হইত, তখন কাসেম নানা বিধ গল্প ও অলি আওলিয়ার জীবন কাহিনী শুনাইয়া বালিকাকে সন্তুষ্ট করিতেন; বালিকাও কাসেমের সেই সুধারূপ বাণী শুনিয়া জ্বরের অসহ্য যাতনা হইতে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিত।

জমিলা ১০।১২ দিন জ্বরে ভুগিয়া অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি জমিলা উঠিয়া বসিতেও পারিত না কাসেম ভাবিতে লাগিলেন, জমিলা যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে জ্বর যদি শীঘ্র বন্ধ না হয় তবে মহা অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; এই ভাবনায় কাসেমের সারা রাত্রি ঘুম হইল না।

রাত্রি প্রভাতের সময় যখন উষার আলোকচ্ছটা জানালার ভিতর দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, তখন কাসেম শয্যা হইতে উঠিয়া জমিলার মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন জ্বর নাই।

বেলা ১১ টার সময় ডাক্তার আসিয়া বালিকার জ্বর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন - "জ্বর বন্ধ হইয়াছে, আর জ্বর হইবে না ডাক্তারের মুখে এই শুভ সূচক বাণী শ্রবণে সকলেই আনন্দিত হইলেন কাসেম বাড়ী যাইয়া মাতাকে এই সুসংবাদ দিলেন।

এদিকে জমিলার পীড়া আরোগ্য হইয়াছে, ওদিকে কাসেমের ছুটীও ফুরাইয়া আসিল, সেই জন্য তিনি আর সদা সর্ব্বদা জমিলার নিকট থাকিতে পারিতেন না বাড়ী থাকিয়া কয়েক ঘণ্টা পড়া করিতেন। বিকালে এক একবার জমিলাকে দেখিয়া আসিতেন। জমিলা তখনও ভয়ানক দুর্ব্বল উঠিতে হাটিতে পারে না এইরূপ

অবস্থায় কাসেম প্রত্যহ বৈকালে আসিয়া নানাবিধ হিতোপদেশ সাধু মহাজনের জীবন কাহিনী শুনাইয়া জমিলাকে প্রফুল্ল রাখিতেন, সন্ধ্যার পর জমিলা ঘুমাইলে কাসেম বাটী যাইতেন।

লতা যেরূপ সরল বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও স্ফুর্তি লাভ করে, বালিকাও সেইরূপ কাসেমের অকৃত্রিম ভালবাসায় দিন দিন সুস্থতা ও প্রফুল্লতা লাভ করিতে লাগিল। এইজন্য জমিলার মাতা প্রতিদিন কাসেমকে আসিতে বলিয়া দিতেন। কাসেমও জমিলার ক্ষীণ শ্রান্ত কমনীয় হাস্যরঞ্জিত মুখখানি দেখিয়া শান্তি পাইবার আশায় প্রতিদিন আগ্রহ সহকারে তাহাকে দেখিতে আসিতেন। জমিলা প্রত্যহ সন্ধ্যা পর্যন্ত কাসেমের স্নেহময় প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার অমৃত মাখা কথাগুলি শ্রবণ করিত। এইরূপে জমিলা কাসেমের সেবা শুশ্রূষায় ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল।

কয়েক দিন পরে উভয়ে বসিয়া নানাবিধ কথা আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় জমিলার মাতা আসিয়া স্নেহ বিজড়িত স্বরে বলিলেন — "বাবা কাসেম! তুমি আমাদের এ অসময়ে যাহা করিলে, সে ঋণ আমরা জীবনে প্রতিশোধ করিতে পারিব না, এইজন্য তোমার পড়াশুনার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, এবং অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যও খারাপ হইয়া পড়িয়াছে; বাবা! তোমার ছুটী বোধহয় ফুরাইয়া আসিল, এখন হইতে একটু মনোযোগের সহিত পড়াশুনা কর বাবা যে কয়েক দিন বাটী থাক, প্রত্যহ সন্ধ্যায়, কি প্রাতে, একবার আমাদের বাড়ী আসিয়া খুকিকে একটু কোরাণ শরিফ পড়াইয়া [illegible] প্রায় একমাস হইল ওর ও পড়াশুনা মোটেই হয় নাই, বোধ [illegible] শিখিয়াছিল, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে"।

কা।“ তা আসিব, জমিলা যেরূপ মনোযোগের সহিত পড়ে, এরূপ ভাবে যদি আর এক বৎসর পড়িতে পারিত তবে কোরাণ শরিফ পড়া শেষ করিতে পারিত। বাঙ্গলা যাহা শিখিয়াছে তাহাতেই চলিবে, মুসলমানের মেয়েরা বাঙ্গলা চিঠি পত্র পড়া ও জমা খরচ রাখিতে পারিলে আর প্রয়োজন নাই, তবে আরবি ও উর্দ্দু মছলার কেতাবগুলি পড়া শিক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন।

গৃহিনী। “তা বাবা ও মছলার কেতাব পড়বে কি করে, গ্রাম অশিক্ষিত আর মুসলমানের সংখ্যা অল্প তাহাতে একজন আরবি, উর্দ্দু জানা ভাল শিক্ষকেরও চলেনা। তোমার ফুফা সাহেব সেদিন বলছিলেন একজন মেয়ে শিক্ষক হলে, জমিলা ও পাড়ার মেয়েদের পড়াশুনার বেশ সুবিধা হইত”।

কা। “ফুফু আম্মা আমি চেষ্টায় আছি, মজিদার পড়াশুনাও হইতেছে না আমার ইচ্ছা আমাদের গ্রামে একটা বালিকা স্কুল স্থাপন করিব এখন ফুফা সাহেব মত দিলেই আমি গভর্ণমেণ্ট ফণ্ড হইতে সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা করিব। আশা করি শীঘ্র উক্ত ফণ্ড হইতে সাহায্য মঞ্জুর করিয়া লইতে পারিব”।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রেমের বিকাশ।

হে প্রেমময়! যখন তুমি তরুণ যুবক যুবতীর হৃদয়ে প্রেমের মধুময় ভাব উদ্দীপ্ত কর, তখন নব চন্দ্রকরের ন্যায় তাহাদের নবজাত প্রেমের উচ্ছ্বাসে যেন সমস্ত জগৎ প্লাবিত হইয়া যায়।

জমিলা রোগ হইতে মুক্ত হইলে, কাসেম পড়ার জন্য কলিকাতায় গমন করিল; কিন্তু মোটেই পড়ায় তাহার মনোনিবেশ হইতেছিল না; সব সময় জমিলার চিন্তা মনে উদয় হইয়া তাহার পড়াশুনা পণ্ড হইতেছিল। এখন কাসেম শয়নে, স্বপনে, ভোজনে উপবেশনে জমিলার ধ্যানে মগ্ন। অগ্রে ছোট খাট বন্দে কাসেম বাটী যাইত না। এবার প্রেমের অনুরোধে তাহাকে 'শবেবরাতের' বন্দে বাটী যাইতেই হইবে; মন জমিলাকে রাখিয়া কলিকাতায় থাকিতে কিছুতেই রাজি হইল না; তাই কাসেম মনের আনন্দে নূতন উদ্বেগে বাটী গমন করিল।

পূর্ব্ব গগনে সাবান চাঁদের উদয় হওয়াতে ঘর বাড়ীগুলা জ্যোৎস্নার বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে। আকাশ স্নিগ্ধ শুভ্র জ্যোৎস্নার প্লাবনে তর তর করিতেছে এমন সময় জমিলা শবেবরাতের রোজার পারণান্তে একটু বিশ্রাম করিয়া গৃহের খুটী নাটী কার্য্য করিতে করিতে কি যেন চিন্তা করিতেছিল। জমিলা এখন আর বালিকা নহে; প্রথম

যৌবনে পদার্পন করিয়াছে, তাহার মনও দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অন্তরেও প্রেম কীট প্রবেশ করিয়াছে তাই সে আজ কাসেমের কলিকাতায় যাওয়া কালীন বিষণ্ণ মূর্ত্তির ধ্যানে ম্রিয়মানা - মর্ম্মাহতা!

জমিলা রোগ হইতে মুক্তি পাইবার পর তাহার রূপ যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, নূতন জ্যোতিতে যেন সে আয়ত লোচনদ্বয় আলোকিত হইয়াছে, নূতন লাবণ্যে যেন সে সুকোমল শরীর টল মল করিতেছে, কিন্তু সে স্ফুটন্ত গোলাপ বিনিন্দিত মুখখানি বিষাদে মলিন। নব যৌবন সম্পন্না রূপবতী বালিকা যে সময় বিষাদিত অন্তরে প্রদীপালোকে একমনে গৃহ কর্ম্ম করিতেছিল, এমন সময় সহসা কাসেম তথায় উপস্থিত হইল। জমিলা হঠাৎ মানুষের পদ শব্দে চমকিয়া উঠিয়া, যেই সেইদিকে চাহিল অমনি শিহরিয়া উঠিয়া আরক্তিম মুখে লজ্জায় জড় সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কাসেম অগ্রে পাঁচ বৎসর যে জমিলার সুন্দর শান্ত মূর্ত্তি স্নেহভাবে হৃদয় ধারণ করিয়া আসিতেছে; হঠাৎ আজ তাহার নূতন লজ্জা রঞ্জিত মুখ দেখিয়া যুবকের অন্তরে কি যেন এক অভাবনীয় ভাবের উদয় হইয়া তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল সেই অস্থিরতায় তাহার বাক শক্তি রোধ হইয়া আসিল। জমিলাও কিয়ৎক্ষণ আত্মহারাবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া, পরে অবনত মুখে ধীরে ধীরে তথা হইতে যাইয়া মাতাকে কাসেমের আগমন সংবাদ দিয়া পুনঃ আসিয়া গৃহের এক কোণে দাঁড়াইল খাঁ গৃহিনী আসিয়া তাহাকে স্নেহসহকারে বসিতে আসন দিয়া বলিলেন - "বাবা! কবে বাড়ী আসিয়াছ" ?

কা "অদ্য সবেবরাত্রের" বন্ধে পরশ্ব আবার কলিকাতায় যাইতে হইবে'।

গৃহিনী। 'কেন বাবা এত শীঘ্র যাবে'?

কা। "ইচ্ছা ছিল না সামান্য দুদিনের বন্দে বাড়ী আসা, কিন্তু ঊর্মিলাকে অসুস্থ দেখে গিয়াছিলাম, কলিকাতায় যেয়ে তার কোন সংবাদ পেলাম না, তাই একবার তাকে দেখতে এলাম"।

ঊর্মিলা ঘরের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাসেমের অমৃত মাথা কথাগুলি নিবিষ্ট মনে শুনিতেছিল, হঠাৎ যখন শুনিল পরশ্ব তিনি পুনঃ কলিকাতায় গমন করিবেন, তখন বালিকার হৃদয়, হস্তপদ দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া হস্তস্থিত পানির পাত্রটি ভূমিতে পড়িয়া গেল, বলাবাহুল্য বালিকা মাতার আদেশের অপেক্ষা না করিয়া কাসেমের অজুর জন্য এক বদনা পানি লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। গৃহিনী পাত্র পড়ার শব্দ শুনিয়া বলিলেন-"ও ঊর্মিলা ঘরের ভিতর কি করিতেছিস? রাত হল শীঘ্র খাবার যোগাড় করগে, বাপজি পরশ্ব নাকি কলিকাতায় যাবেন, তাই আজ আমাদের এখানে থাকতে বলছি যাও মা শীঘ্র ছুটো বাধগে আমি একটু পরে আসছি।

ঊর্মিলা মাতার আদেশে মনের আনন্দে সত্বর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রন্ধনশালায় যাইয়া রান্না আরম্ভ করিল। বালিকা এই সর্ব্ব-প্রথম কাসেমের জন্য রাঁধার ভার প্রাপ্ত হইয়া, মনের আনন্দে রাঁধিতে আরম্ভ করিয়া মনে ভাবিতেছিল, ভাত ব্যঞ্জনগুলি বেশ ভাল করিয়া রাঁধিব, কিন্তু পরশ্ব কাসেম পুনঃ কলিকাতায় যাইবে, এই চিন্তায় বালিকা একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়া অধীর ভাবে ভুল ক্রমে কোন তরকারিতে নুন না দিয়া কোন ব্যঞ্জনে অতি-মাত্রায় নুন দিয়া, অম্বলে ঝাল দিয়া ব্যস্তভাবে যাহা ইচ্ছা করিয়া

রন্ধন সমাপ্ত করতঃ কেবল বসিয়া চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় গৃহিণী আসিয়া বলিলেন,—"ও জমিলা রাঁধা কি শেষ হয়েছে?" জমিলা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, "না" ইহা শুনিয়া গৃহিণী ঘরের ভিতর যেয়ে দেখেন, জমিলা চুপ ক'রে ব'সে আছে, রান্না শেষ হইয়াছে; তখন গৃহিণী বলিলেন,—"ও জমিলা ঘুমাচ্ছিস না কি?" "যাও তোমার ভাইকে দালানের বারন্দায় বসিতে বিছানা দাও গে, আর একটু খাদিম করিয়া দাও মা, আমি ভাত তরকারিগুলি বেড়ে দিচ্ছি।" জমিলারও ইচ্ছা তাহাই, তাই সে মাতার কথায় আর দ্বিরুক্তি না ক'রে, মনের আনন্দে সত্বর কাসেমকে বসিতে আসন দিয়া, অতি যত্নের সহিত, লজ্জাবনত-মুখে পরিবেষণ আরম্ভ করিল। জমিলার এই লজ্জাবনত রঞ্জিত মুখ দেখে, কাসেমের মনে কি যেন এক উদ্বেগপূর্ণ ভাবের উদয় হইল; তাই অধীরভাবে সামান্য কিছু আহার করিয়াই, হস্ত মুখ প্রক্ষালণের জন্য উঠিয়া পড়িল। জমিলা পানির গ্লাস আনিয়া হাতে দিবার সময়, হঠাৎ চারি চক্ষুর মিলন হওয়ায় বালিকার সুকোমল মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, বালিকা মুখাবনত করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে গৃহে প্রবেশ করিল।

সকলের আহারান্তে গৃহিণী বলিলেন—"মা জমিলা! এখন রাত অনেক হইয়াছে, কাসেম একা বাটী যেতে পারবে না। তোমার ভাইকে ঐ পার্শ্বের কামরায় শোবার বিছানা ক'রে দাও। মাতার আদেশে জমিলা প্রফুল্ল অন্তরে কাসেমের শয্যা তৈয়ার করিয়া দিল। কাসেম আগ্রহের সহিত তাহাতে শয়ন করিল। কিন্তু ঘুম আসিল না; উঠিয়া দালানের খোলা বারান্দায় ধীরে ধীরে পদাচরণ করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও মন স্থির হইল না, ক্ষণ পরে কি ভাবিয়া জমিলার শয়ন কক্ষের দ্বারে যাইয়া দেখে কক্ষে আলো জ্বলিতেছে" জমিলাও

নিদ্রা যায় নাই, একখানি কেতাব হস্তে করিয়া বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছে। কাসেম তখন হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া স্থিরভাবে কম্পিত স্বরে বলিল—"জমিলা এখন আমি বাড়ী যাই, ঘুম আসিল না বাড়ী যেয়ে একটু ঘুমাই।"

জমিলা কাসেম মুখ-নিঃসৃত, বাড়ী যাই ঘুম আসিল না কথা শুনে তার হৃদয় ভয়ে ও আনন্দে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে কিছু বলিতে পারিল না; তাই আরও বদনখানি নত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কাসেম পুনঃ বলিল—"জমিলা এখন আমি বাড়ী যাই, পরশ্ব কলিকাতায় যাইতে হইবে; সংসারের ঝঞ্ঝাটে কল্য বোধ হয় আর আসিতে পারিব না, ফুফু আম্মা ঘুমাইয়াছেন, তাঁহাকে বলিয়া যাইতে পারিলাম না। তাঁহাকে বলিও তিনি যেন মাফ করেন। কলিকাতায় যাওয়ার কথা শুনে, বালিকা আর কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। লজ্জা তা'কে বাধা দিলেও সে ছল ছল নেত্রে সরম বিজড়িত স্বরে বলিল—"আপনি আমার জন্য, যে পরিশ্রম ক'রেছেন, তার প্রতিশোধ বুঝি এ মরজীবনে দিতে পারিব না। তাহার পর বালিকা অতি মৃদু ও অস্পষ্ট স্বরে কহিল—"আপনার নিকট চিরানুগৃহিত রহিলাম, শীঘ্র যদি বাড়ী আসেন, তবে আমাদিগকে দেখিয়া যাইতে ভুলিবেন না।"

আতপ তাপিত পিপাসার্ত্ত চাতকের পক্ষে বৃষ্টি বিন্দুর ন্যায়, বালিকার এই অমৃতমাখা কথাগুলি কাসেমের হৃদয় সিক্ত করিয়া দিল; তাই সে বাষ্পবিজড়িত স্বরে উত্তর করিল—"আসিব আশা করি, আসিতে পারিব কি না, জানি না; কিন্তু যতদিন এদেহে জীবন থাকিবে, ততদিন তোমা'দের এ অকৃত্রিম ভালবাসা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না।" ইহা শুনিয়া জমিলা মনে মনে বলিল—"যাও ভাই কাসেম! তুমিও চিরকাল এ দাসীর স্মরণ পথে জাগরিত থাকিবে।"

জমিলা বিষাদিত অন্তরে কাসেমকে বিদায় দিয়া, শয়ন করিল, কিন্তু ঘুম পড়িতে পারিল না। মায়াবিনী আশা নানা রূপ ধারণ করিয়া, তাহার কল্পনা পথে উদয় হইতেছিল; বালিকা একাকিনী শয়ন করিয়া, কত কি কল্পনা করিতেছিল, তাহার সীমা নাই, অগাধ সমুদ্রহিল্লোলের ন্যায়, একটীর পর একটী, তাহার পর আর একটী, কল্পনা তাহার অন্তরে উদয় হইয়া হৃদয় আনন্দে ভাসিতেছিল। জমিলার প্রথম কল্পনা, কাসেম যেন এবৎসর এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাড়ী আসিয়াছে। কত তর্ক বিতর্কের পর পিতা যেন তাহাকে কাসেমের সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছেন। যেন তাহার বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে, বিবাহ দিনে যেন বহু লোকজনে গৃহ প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, শত শত লোক যেন খাওয়া দাওয়া করিতেছে, তাহার পর যেন দেশের প্রথানুসারে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। জমিলা যেন কতকগুলি সমবয়স্কা সখীবৃন্দে পরিবৃতা হইয়া বাসর ঘরে নীত হইয়াছে। কক্ষটী যেন সুন্দরভাবে সজ্জিত, তথায় একটী গন্ধ প্রদীপ মৃদুভাবে জ্বলিতেছে; স্ত্রী আচারের জন্য যেন কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; এমন সময় তথায় যেন সহসা ফেরেস্তা তুল্য একটি সুন্দর শান্ত পুরুষ মূর্ত্তি উপস্থিত হইল, জমিলা যেন অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া সে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া লজ্জাবনতমুখে বসিয়া রহিল,—ইত্যাদি কল্পনা করিতে করিতে জমিলা ঘুমাইয়া পড়িল।

অধিক রাত্রে কাসেম বাড়ী যাইয়া পুনঃ শয্যায় শয়ন করিল; কিন্তু চিন্তায় ঘুম আসিল না; তাই বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইয়া, অল্প মেঘাবৃত আকাশের পানে চাহিয়া মেঘ ও চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখিতে লাগিল। চাঁদ এই ডোবে; এই ভাসে, আবার ডোবে, আবার ভাসে, ইহা দর্শন করিয়া তাহার বাল্যোচিত আশাগুলি অন্তরে ক্রমে

উদয় হইয়া পর পর তিরোহিত হইল। পরে মেঘগুলি একেবারে সরিয়া যাইয়া, চাঁদ নির্ম্মল নীলাকাশে উজ্জ্বলভাবে উদয় হইল, ইহা দেখিয়া তাহার মনে ধারণা হইল যেন, তাহার শান্ত জীবনাকাশের উপর যেন কি একটা নূতন আলোক উদিত হইয়াছে, কাসেম বুঝিল, সে আর কিছু নহে, জমিলার সেই জ্বলন্ত প্রেমমূর্ত্তি হৃদাকাশে প্রভা বিস্তার করিয়া বসিয়াছে; সে মূর্ত্তি দেখিয়া তার প্রাণের পরতে পরতে অনন্ত পুলক শিহরিয়া উঠিয়া সব জমিলাময় হইয়া গেল। তখন সে অজ্ঞানে নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিল, কাসেম! এ সুন্দরী কি তোমার হইবে? তুমি একজন গরীবের ছেলে বৈ তো নয়? দরাব খাঁ একজন উচ্চ কুলোদ্ভব পাঠান, এবং আজকাল তিনি ধনে, মানে, দানে ও ধ্যানে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন; এ হেন ঘরের কন্যা নবাব সুবার প্রার্থনীয়। কাসেম! তুমি কি জন্য এই আকাশ কুসুমবৎ আশায় বৃথা হৃদয় ব্যথিত করিতেছ?" ক্ষণকাল কাসেম নিরাশায় জ্ঞানহারা হইয়া নির্ব্বিষ্টমনে আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিয়া কাতর স্বরে বলিল—"হে খোদান্-তাআলা যদি আমি এ বৎসর এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলে বোধ হয় কৃতকার্য্য হইতে পারিব। তুমি সহায় হইলে নিশ্চয়ই আমার আশা পূর্ণ হইবে।

পরদিন প্রভাতে কাসেম আল্লাহের নাম লইয়া জমিলার সেই শিশির-সিক্ত শ্বেত কুসুমের ন্যায় লজ্জাবনত মুখের ছবি ও বিদায়কালীন সেই অশ্রুপূর্ণ নয়নের ভাব হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে কলিকাতায় গমন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দানের-পরিণাম।

হে ধন! তুমি মানবের পরীক্ষার জন্য জগতে আগমন করিয়াছ। তোমার এ পরীক্ষার মূল কারণ মানব বুঝিতে পারে না, তাই শত শত মোহান্ধ মানব চিরকাল তোমার দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া সংসারিক অসার সুখ সম্ভোগ আশায়, তোমার সেবায় অহঃরহ বিফল জীবন যাপন করিতেছে। তুমি অসার সংসারাসক্ত অবোধ মানবদিগকে সুখী বা দুঃখিত করিতে পার, বা তাহাদিগকে মোহে আবদ্ধ করিয়া নানাবিধ কুকার্য্যে রত করতঃ আমোদ উপভোগ করিতে পার, তাহাদের উপর তোমার প্রভুত্বও অসীম। অজ্ঞান মোহান্ধ মানব তোমাকে পাইয়া আশু সুখ ভোগাশায়, নানাবিধ পাপ সঞ্চয় করতঃ জীবন পঙ্কিলময় করিয়া ফেলে, কিন্তু তুমি যখন খোদাভক্ত বদান্য ধার্ম্মিকের হস্তে পতিত হও। তখন আর তোমার সে প্রভুত্ব, সে ক্ষমতা কিছুই থাকে না, তাঁহারা তোমাকে শাসনে রাখিয়া তোমার স্বাধীনতা লোপ করতঃ সৎপথে ব্যয় করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয়ে সুখী হন। আমাদের প্রবন্ধ লিখিত দরাব খাঁ অগ্রে ধর্ম্ম পরায়ণ দরিদ্র ছিলেন, আল্লাহ তাঁহাকে পরীক্ষার জন্য অতুল ধনের অধিকারী করিয়াছিলেন; তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও কখন ধন অসৎপথে বা অমিত ব্যয় করেন নাই। তিনি অকাতরে ধন দান করিতেন। দানের জন্য তাঁহার দ্বার সর্ব্বদা মুক্ত ছিল, তিনি জাতি কি ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে দান করিতেন। তিনি কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইতর, কি ভদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ ইত্যাদি সকলকেই সমভাবে দান করিতেন। তাঁহার দান সাত্বিক ভাবেই হইত। তাঁহার অন্তরে

ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সেই আদেশ বাণী অর্থাৎ "আমার সম্প্রদায়স্থ লোক যেন দরিদ্রাবস্থায় ইহধাম ত্যাগ করে"। এই সত্য জাগরিত ছিল বলিয়া তিনি দানে সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। ধন তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়া যেন পরাস্ত হইয়া তাঁহার ভাণ্ডার হইতে ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল, তাহাতে তিনি কখনও ভীত বা চিন্তিত না হইয়া সদা দানে তৎপর থাকিতেন। দরাব কিছুকাল অতিরিক্ত দান করিয়াও একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন নাই বা তাঁহার পরিবারবর্গের অন্নাভাবে কোন কষ্ট হয় নাই; কারণ মথুরাপুর গ্রামে অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস, তাহাদের বিস্তর নিষ্কর ভূমি ছিল, অভাব বশতঃ বা অর্থের লোভে তাহারা সেই সমস্ত জমি অতি অল্প করে সেলামী লইয়া, দরাবকে মৌরসী দিয়াছিল; তাহাতে দরাব বৎসর বৎসর বিস্তর ধান্ত পাইতেন। সেই জন্ত সংসারে তাঁহার কোন দুঃখ কষ্ট ছিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্বভাবের বিকাশ।

জীব জন্মদিনে মাতা পিতার স্বভাব লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে তদানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, তবে কেহ কেহ সাময়িক দুর্ঘটনা বা নানাবিধ আপদ বিপদে পতিত হইয়া, স্বভাবের অনুসরণ করিতে অক্ষম হয়। মন্দ স্বভাবাপন্ন লোক প্রায়ই রাজশাসন, সমাজশাসন, পারিবারিক শাসন, বা অভাব বশতঃই সাধু সাজিয়া বসিয়া থাকে, সুযোগ সুবিধা পাইলে আর তাহাদের সে সাধুভাব থাকে না। আমাদের প্রবন্ধ বর্ণিত তারিণী বাবুও ঐরূপ শ্রেণীর সাধু ছিলেন। তিনি, নবাবের দুই সহস্র দানের টাকায় ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা যেই ধনী হইয়া পড়িলেন, সেই তাঁহার দরিদ্রাবস্থার সে সাধুভাব ক্রমে তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য তারিণী বাবু ধনী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অন্তরে দ্বেষ, হিংসা অহঙ্কার, মান, বিষয়-লালসা ঈর্ষা প্রভৃতি অসদগুণে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

তারিণী বাবু ধন গর্ব্বে মত্ত হইয়া এরূপ ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহা আর বলিবার নহে। তিনি ধনী হইয়া প্রথমে তাঁহার অনাথা ভ্রাতৃজায়া ও তাহার বিধবা কন্যাদিগকে পৃথক করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য তাহাদিগকে পৈতৃক নিষ্কর ভূমিরও অংশ পর্য্যন্ত দিলেন না, তাহারা অন্নাভাবে কেহ মাতুলালয়, কেহ শ্বশুরালয়, অযাচিত ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিল; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃজায়া স্বামীর ভিটাটুকু আকড়ে ধরে থাকিল, বিধবা কিছুদিন কালের সঙ্গে যুঝিয়া অন্নাভাবে ইহধাম ত্যাগ করিল। দ্বিতীয়, যে নবাবের সাহায্যে তিনি ধনী হইয়াছিলেন,

এখন সেই দরাবের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য তিনি নানা চক্রান্তে লিপ্ত।

তারিণী বাবু যখন দরিদ্র ছিলেন, তখন দরাব খাঁকে বা মুসলমানদিগকে কত ভাল বাসিতেন, ইস্‌লাম ধর্ম্মের বা কত সুখ্যাতি করিতেন, এখন ধনী হইয়া তিনি ঈর্ষা বশতঃ সেই ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে কত কি শ্লেষ বাক্য দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

তারিণী বাবু আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুর ন্যায় সাম্যবাদী ছিলেন না, তিনি গোঁড়া ধরণের অহঙ্কারী ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেই জন্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য হিন্দুদিগকে তিনি যারপর নাই ঘৃণা করিতেন; বিশেষতঃ ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের প্রতি তাঁহার দ্বেষ হিংসার অবধি ছিল না; পূর্ব্ব হইতেই দরাবের সৌভাগ্য তাঁহার মোটেই সহ্য হইতে ছিল না। এতদিন সুযোগাভাবে বা দরিদ্রতা নিবন্ধন কেবল ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতেছিলেন, আজ ধনী হইয়া তাঁহার সেই চিরকালের পোষিত ঈর্ষানলে আহুতি দিবার আয়োজনে বদ্ধ পরিকর; বহু চিন্তার পর আহুতির মাল মশলা সব সংগ্রহ হইল বটে. কিন্তু বিবেক তাঁহাকে বলিতে লাগিল। তুমি কি করিয়া গরীবের সর্ব্বনাশ করিবে সে তোমাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করে, তার ধর্ম্ম বল আছে, দানের পুণ্য আছে; আবার পরক্ষণেই কুপ্রবৃত্তি তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া বলিতে লাগিল তুমি দরাবকে যত ভাল বলিয়া বোধ করিতেছ সে তত ভাল নহে, হয় না হয় পরীক্ষা করিয়া দেখ, সে যদি তোমার ভক্ত হয়, তবে তা'কে যাহা বলিবে তাহা শুনিবে, প্রবৃত্তির উপদেশ তারিণীর ভাল লাগিল, তাই তিনি পরীক্ষার জন্য দরাবকে ডাকাইলেন। দরাব মনিবের আদেশ শ্রবণ মাত্র হাতের কার্য্য ফেলিয়া তাঁহার বাড়ী গেলেন, তথায় যাইয়া দেখেন তারিণীবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া

আছেন,দরাব তাঁহাকে স্বসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া অন্য একটী আসনে বসিলেন"।

তঃ—"বাবা দরাব! এসেছ, তা বেশ হইয়াছে, তোমার নিকট বাবা আমার একটা দাবী আছে, তাই তোমাকে ডেকেছি"।

দঃ—"বলুন মহাশয় কি দাবি, যদি তাহা ন্যায় হয় তবে তাহা আমি অকাতরে পূরণ করিতে বাধ্য আছি"।

তাঃ—"দরাব! ঈশ্বর ইচ্ছায় তোমার অবস্থা এখন মন্দ নহে; বিশেষতঃ তুমি এদেশের মধ্যে একজন নামজাদা দানশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ সদাশয় ব্যক্তি, তুমি অসময়ে আমারও অনেক সাহায্য করিয়াছ; আশা করি এখন আমার যাহাতে ভাল হয় তাহাও করিতে কুণ্ঠীত হইবে না। কথা আর কি বাবাজি; শেষে আমার যে খাস জমিগুলা সেলামী দিয়া অল্প করে জমা করিয়া লইয়াছ; সেগুলি এখন ছে'ড়ে দিতে বলি, কারণ এখন আমার খরচ পত্র যেরূপ বে'ড়ে চলেছে, তাহাতে সেগুলি ছে'ড়ে না দিলে আর চলে না"!

তারিণী বাবুর অন্যায় কথাগুলি শুনিয়া দরাব অনুনয়ের স্বরে বলিলেন—"মহাশয় আপনি মনিব পিতৃতুল্য, আপনার কথা কি আমি ফেলিতে পারি; তবে আজকাল আমার অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এ সময় ওজমি-গুলা ছে'ড়ে দিলে আমার সংসার একেবারে অচলহয় ঐ জমিগুলাই এখন আমার ভরসা; টাকা কড়ি আর কিছু মজুদ নাই যে তাহাদ্বারা আর জমি লইব"।

তাঃ—"চল্‌বে বৈ কি বাবা! তোমার সংসারে খরচ এমন বেশী আর কি; দেখিতেছ ত' বাবা এখন একটু সময় ভাল হ'য়েছে বলে খরচও সেইরূপ বেড়ে চলেছে, এমতাবস্থায় কিছু ধানের সংস্থান না করলে আর চলিবার উপায় নাই, তাই বল্‌ছি জমি কয়েক বিঘা ছে'ড়ে দাও বাবা! আর আপত্তি করিও না"।

দঃ—"আমি আর কি বলিব আপনি মনিব, একান্তই জমিগুলা যদি ছাড়াইয়া লইতে চা'ন, তবে সেলামী বাবদ টাকাগুলি ফিরাইয়া দিন"।

তাঃ—"তা বাবা তুমি কত দান খয়রাত করিতেছ তো ঐ টাকাগুলি নাহয় আমাকে দানই করিলে"।

দঃ—"চলিবার উপায় থাকিলে কি আর আপনার নিকট ঐ টাকাগুলির দাবী করিতাম, আমার যখন আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল, তখন আপনার ত' দুই হাজার টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলাম, এখন তাহা ত' আর চাহিতেছি না; কারণ আপনি মনিব, আমার দু'পয়সা ছিল আপনার দুরবস্থার সময় তাহা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলাম, মহাশয়! পূর্ব্বের ন্যায় এখন যদি টাকা কড়ি থাকিত তাহাহইলে কি আর আপনার নিকট ঐ টাকার দাবী করিতাম, নিরাপত্তে উহা ছাড়িয়া দিতাম"।

জগৎ ন্যায়ের বাধ্য, ন্যায়ের নিকট ছলনা চাতুরি কিছুই টিকিতে পারে না। তারিণী বাবুর অন্তরে জাতিবিদ্বেষ বা ঈর্ষা থাকিলেও তাহা দরাবের ন্যায় প্রস্তাবের নিকট স্থান পাইল না। আজ তিনি অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও ন্যায়ে বাধ্য হইয়া, কেবল লোকাপবাদ ভয়ে, এ অন্যায় সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু অন্তরে দরাবের সর্ব্বনাশের সঙ্কল্প রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শারদীয় পূজা

বর্ষা শেষ হইয়া শরৎ আসিয়াছে। এখন আকাশ নির্ম্মল' পথ ঘাট বেশ শুকাইয়াছে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সুগম্ভীর মেঘ গর্জ্জনে পথিকের হৃদয় কম্পিত হইতেছে। শারদীয় পূজা উপলক্ষে আফিস আদালত, স্কুল-কলেজাদি সব বন্ধ হওয়ায় বিদেশ হইতে পরপদ সেবকগণ দলে দলে জন্মভূমির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। বিদেশবাসী হিন্দু ভায়াগণ, মনের আনন্দে কেহ ছোট ভ্রাতা ভগিনীর জন্য, কেহ প্রণয়িণীর জন্য, কেহ কন্যা, কেহ শ্যালক পত্নী প্রভৃতি নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনের কাপড় ও নানাবিধ উপহার দ্রব্য অধিক মূল্য দিয়া খরিদ করিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিতেছে। সপ্তমী-পূজার আর বাকী নাই ; হিন্দু পল্লীর বালক বালিকা সব নব সাজে সাজিয়া মনের আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছে ! যুবতী রমণীগণ সুন্দর নীল বসন পরিধান করতঃ আনন্দে গৃহ কার্য্যাদি করিতেছে। প্রোষিতভর্ত্তাগণ বহুদিন পরে বাড়ী আসিয়া, বিরহিনী যুবতী ভার্য্যার সহিত বিচ্ছেদকালীন নানা সুখ দুঃখের কাহিনী কহিয়া হৃদয়ের বেদনা লাঘব করিতেছে। কোন নবদম্পতি শারদীয় নির্ম্মল চাঁদের আলোয় নীলাকাশের দিকে চাহিয়া কত উপকথা, কত ভুঁই ফুড়ো গল্প গুজব বলিয়া বা শুনিয়া মনের আনন্দে অনিদ্রায় নিশা যাপন করিতেছে। আজ শারদ-সপ্তমীর উষা, চারিদিক হইতে হিন্দু পল্লীর সুগম্ভীর বাদ্যধ্বনি আকাশে বাতাসে মিশিয়া কর্ণে কি এক মধুরতা ঢালিয়া দিতেছে, আজ পূজার বাড়ীর সকলই মহানন্দে পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। আমাদের প্রবন্ধ বর্ণিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও আজ মহাব্যস্ত, পূর্ব্ব গৌরব উদ্ধার মানসে তিনি এবার

মহা আড়ম্বরে পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। আজ তিনি যশ, মান, সুখ্যাতি অর্জ্জনের আশায়, ধনগর্ব্বে মত্ত হইয়া অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষে পূজার বৈঠকের বারান্দায় একখানি চৌকির উপর বার দিয়া কেবল হুকুম জারী ও তামাকের শ্রাদ্ধ করিতেছেন। প্রভাতে পূজা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোর রবে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, সুগম্ভীর বাদ্যের রোলে চতুর্দ্দিক হইতে শত শত দীন দরিদ্রগণ বহু আশায় বুক বাঁধিয়া তথায় উপস্থিত হইতেছে, তাহাদের আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছে; সেদিকে তারিণী বাবুর আদৌ লক্ষ্য নাই। এদিকে যাত্রা, বাই নাচ ইত্যাদি তামসিক ক্রিয়া কাণ্ডের আয়োজনে মহাব্যস্ত এবং তাহাতে জলের ন্যায় পয়সা ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু অনাথা দীন দরিদ্রদিগকে এক পয়সাও দান করিতেছেন না, তারিণী বাবুর ভাব বুঝিয়া পাড়ার সুচতুর যুবকদল নিজেদের অভীষ্ট সাধনের অভিপ্রায়ে তাঁহার সহিত নানাবিধ কথোপকথনের পর তান্ত্রিক মতের এই পূজার শ্লোকটী আওড়াইলেন—

"আমিষাসব সৌরভ্য হীনং যস্য মুখং ভবেত
প্রায়শ্চিত্তী সর্ব্বজ্জ্যশ্চ পশুরেব ন সংশয়।"

তা'—"ওরে বাপু সকল; ওসব শ্লোকের অর্থ আমি বুঝি পড়ি না কি কর্ত্তে হবে তাই বল না।"

যুবক—"মহাশয় শাস্ত্রমতে সব কার্য্য করা ভাল, স্বয়ং মহাদেব কুলার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন, চব্বিশ ঘণ্টা মুখে মদ মাংসের সুগন্ধ না থাকিলে সে একটা 'অন্ত্যজ জানোয়ারে'র-সামিল! এই জন্য তিনি তান্ত্রিক মতের পূজায় উহার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

তা—"তা যদি উহা শাস্ত্র সম্মত হয়, তবে উহাতে আমার কোন আপত্তি নাই; উহাতে যত টাকার প্রয়োজন তাহা আমি দিতে কুণ্ঠিত নহি।

যুবকদল তারিণী বাবুর আদেশ মতে অতি সত্বর মদ মাংসের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন; পরক্ষণেই ছাগ বলিদান আরম্ভ হইল। যে সমস্ত ছাগ বলিদান হইতে লাগিল, তাহা উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া * মদের চাট্নীর জন্য ক্যাট্ প্রস্তুত হইল। ওদিকে দরিদ্র ভোজন ও দান ধ্যানের পরিবর্ত্তে যাত্রা, বাইনাচ্ ও কবি ইত্যাদি হইতে লাগিল। তারিণী বাবু এইরূপে মহা আড়ম্বরের সহিত তামসিক ভাবে তান্ত্রিক মতে পূজার ক্রিয়া কলাপ সমাধা করিয়া সমাজে বেশ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিলেন, উহাতে আর যে ফল হইল তাহা জ্ঞানী হিন্দু মহোদয়গণের বুঝিতে আর বাকী রহিল না।

আজ বিজয়া দশমী। প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে হইবে, এই জন্য চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রতিবেশী হিন্দুদিগকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কেহ আসিল না, বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহারা তাঁর ব্যবহারে হাড়ে চটিয়া রহিয়াছে; তাই সকলে একযোগে বলিল "বাড়ী হইতে প্রতিমা বিসর্জ্জনের স্থান অনেক দূর, তা তারিণী বাবু ধনী হউন বা মানী হউন, আমরা কেহ উহা পারিব না" প্রেরিত লোক আসিয়া বলিল—"কর্ত্তা বাবু! প্রতিমা বিসর্জ্জনের স্থান বহুদূর বলিয়া কেহ আসিল না, বলিল আমরা কেহ পারিব না।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় চাকরের মুখে প্রতিবেশী হিন্দুদিগের এবম্বিধ কথা শুনিয়া ক্রোধ বিকম্পিত উচ্চরবে বলিলেন—"বেটাদের ত ভারী আস্পর্দ্ধা দেখ্ছি! আমার ভিটে বাস ক'রে, আমার খাতক হয়ে, আমার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে অস্বীকার, পিপ্ড়ের পাখা উঠে মরতে আচ্ছা দেখি"—

অতঃপর তারিণীবাবু বিমর্ষভাবে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দরাব খাঁর নিকট লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। প্রেরিত লোক

* মৎ প্রণীত "ইস্লাম-কৌমুদী নামক পুস্তকের কোরবানী অধ্যায় দ্রঃ।

অতি ক্ষীপ্রপদে তাঁহার বাড়ী যাইয়া বলিল—"খাঁ সাহেব! বাবু কি প্রয়োজনে শীঘ্র ডাকিতেছেন।" খাঁ সাহেব ভৃত্যের মুখে মনিবের আদেশ শ্রবণ মাত্র আর কালবিলম্ব না ক'রে তথায় গমন করিলেন। দরাব তথায় যাইয়া দেখেন তারিণী বাবু মেজাজ গরম করিয়া বিষণ্ণ বদনে বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন। দরাব সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে একবার বসিতেও বলিলেন না; ক্ষণপরে মাথা উঁচু করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"দরাব! আজ আমার একটু কাজ ক'রে দিতে হইবে পারিবে তো" ?

দরাব—"হুজুর! দাসত' চিরকাল আপনার বাধ্য, যে কাজ হয়, বলুন—নিরাপত্তে তাহা করিব";

তাঃ—"বেশী কাজ আর কিছু নহে, লোক জনের ভারী অভাব। তা তোমাদের পাড়ার সকলকে ডেকে ডুকে নিয়ে, এই প্রতিমাগুলি বিসর্জ্জন দিয়ে এস"।

দরাব তারিণী বাবুর মুখে এবম্বিধ, ধর্ম্ম-বিগর্হিত কথা শু'নে বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে পড়িলেন; কি উত্তর দিবেন তার কিছুই ভাবিয়া স্থির ক'রতে পারিলেন না।

তাঃ—"একেবারে নির্ব্বাক হয়ে পড়লে যে গো; যাহা হয় বলে ফেল"।

দঃ—"মহাশয়! কি বলি, আমরা মোছলমান আমরা উহার বিরোধী, আপনি মনিব, পিতৃ সদৃশ, আপনার সমস্ত আদেশ পালন করিতে এ দাস ন্যায়ত বাধ্য, কিন্তু ধর্ম্ম বিগর্হিত অন্যায় কার্য্য করিব কি করিয়া? তাই ভাব্‌ছি, মহাশয়! ইহকালে ধর্ম্মের ভয় আছে, সমাজের ভয় আছে, এমতাবস্থায় আপনার এ হুকুম পালন করা কি ন্যায় সঙ্গত ?"

তাঃ—"তা বুঝেছি, আমাকে জব্দ করবার জন্য বুঝি হিন্দু মুসলমান একযোগে একটা ধর্ম্মঘট ক'রেছ" ?

দঃ—আপনি আমাদের কি ক্ষতি করেছেন যে, আমরা হিন্দুর সহিত যোগে ধর্ম্মঘট করব। কেবল ইহাতে আমাদের ধর্ম্মগত বাধা আছে বলে, আপনার হুকুম পালন করতে পারছি না"।

তাঃ—কেন অনেক স্থানের মুসলমানগণ (ত) হিন্দু মনিবের প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে থাকে তাহাতে তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট হয় না" ?

দঃ—"আমাদের দেশের যে সমস্ত হিন্দু জমিদার বা মহাজন স্বার্থপর, অত্যাচারী বা অধার্ম্মিক তাহাদের দ্বারাই নিরীহ মুসলমানগণ ঐরূপে নিপীড়িত হইয়া থাকে। *

তা—"তাহাদের ধন মান আছে, তেজ আছে, তাই তাহারা প্রজার দ্বারা সমস্ত কার্য্য করিয়া লইতে পারে। আমরা কাপুরুষ, তাই খাতক ও প্রজারা আমাদের কার্য্য করে না।" পরে রুক্ষ স্বরে বলিলেন— "যাও দরাব বাড়ী যাও" জান্‌লাম তোমরা ভালমানুষের কেহ নহ দেখি—"

অতঃপর তারিণীবাবু পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের চামারদিগকে কিছু টাকা দিয়া বিসর্জ্জন কার্য্য সমাধা করিয়া লইবেন।

তারিণীবাবু কয়েকদিন পূজার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ঘুম পড়িবার অবকাশ পান নাই, আজ পূজার কার্য্য শেষ করিয়া সন্ধ্যার পরেই শয্যায় শয়ন করিলেন; কিন্তু নিদ্রা তাহার ভাগ্যে জুটিল না, প্রতিবেশী হিন্দু ও দরাবের ব্যবহার তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়া কি এক বিজাতীয় ক্রোধের উদয় হওয়ায়, তিনি একেবারে অধীর হইয়া নিদ্রা ত্যাগ করতঃ

* আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে যশোহর খুল্‌না জেলার মধ্যে ওরূপ ঈর্ষা পরায়ণ জমিদারের অভাব নাই। তাহাদের জাতি বিদ্বেষ ভাব এখন তিরোহিত হয় নাই। বর্ত্তমানে হিন্দু মুসলমানের ব্যাপার দেখিয়া, হইবে বলিয়াও মনে হয় না।

তাহাদের শাসনের পথানুসন্ধানে রত হইলেন; অনেক চিন্তার পর দরাবকে অগ্রে শাসন করা তিনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন। কারণ জাতি-বিদ্বেষবশতঃ তিনি অনেক দিন হইতে তাহাকে শাসনের ছিদ্রানুসন্ধান করিতেছিলেন; কেবল লোকাপবাদ ভয়ে এতদিন তার কিছুই করিতে পারেন নাই; আজ বিধিচক্রে দরাবকে শাসন করার এক স্বর্ণসুযোগ উপস্থিত; সকলেই প্রকাশ্যে জানিতে পারিয়াছে দরাব তারিণীবাবুর অবাধ্য, এখন উহাকে ন্যায়রূপে হউক আর অন্যায়রূপে হউক তাহাকে শাসন করিলে, আর কোন নিন্দার ভয় থাকিবে না; ইহা ভাবিয়া তিনি রাত জাগিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া শাসনের পন্থাগুলি স্থির করিয়া নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রিতাবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এক সবল দীর্ঘকায় তেজদীপ্ত মহাপুরুষ আসিয়া যেন বলিতেছেন—"তারিণী সাবধান, বৃথা ছলপূর্ব্বক দরাবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে যেওনা; আজকাল দরাবের ন্যায় সত্যবাদী ন্যায়বান ধার্ম্মিক পুরুষ এদেশে নাই, তুমি যদি অন্যায়রূপে তাঁহাকে উৎপীড়ন কর, তবে নিশ্চয়ই তুমি মহাপাপে পতিত হইয়া দিবানিশি অনুতাপানলে দগ্ধ হইবে। জানিও সে একদিন নিজের জীবন দিয়া তোমার জীবন রক্ষা করিবে, সেই দিন তোমার জ্ঞান হইবে। তখন পূর্ব্ব পাপের অনুতাপে তোমাকে সর্ব্বত্যাগী হইয়া পাগল বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে হইবে। এইরূপ স্বপ্ন দেখার পর তাহার চৈতন্য হইল; পরে ভয়ে ও বিস্ময়ে স্ত্রীকে স্বপ্নের বিবরণ বলিলেন, তাহা শুনিয়া তারিণীবাবুর স্ত্রী বলিল—"সে ঘোর স্বার্থপর প্রবঞ্চক অস্পৃশ্য যবন, তার আবার ধর্ম্ম, সে কপট ভক্তি দেখাইয়া ত' আমাদের ফাঁকী দিয়া খাস জমিগুলা আত্মসাৎ করিয়াছে। অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া আপনার শরীর গরম হইয়াছে তজ্জন্য ওরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন, উহা কিছু নহে।

তারিণীবাবু দরাবের দ্বারা যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছেন, তাহা বলিবার নহে, আজ তিনি দ্বেষ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া, সে সমস্ত ভুলিয়া দরাবের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য বিচারালয়ের দিকে ধাবিত হইতেছেন।

দরাব তারিণীবাবুর অধীনে প্রায় পঞ্চাশৎ টাকার জমা রাখেন ধর্ম্মভীরু রাজভক্ত দরাব প্রতি বৎসর তাহা প্রতিশোধ করিয়া দিয়া বিশ্বাসবশতঃ চেকাদি কিছু লয়েন নাই! ছলগ্রাহী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তাহাতে বেশ সুবিধা হইল, একটা টাকাও ওয়াশীল না দিয়া তিনি দরাবের নামে পুরা চারি বৎসরের বাকী করের নালিশ রুজু করিলেন। খাঁ সাহেব এই মোকদ্দমায় কোন আপত্তি না দেওয়ায় সুদ খরচা সমেত সমস্ত টাকা ডিক্রী হইয়া গেল। দরাব ধান চাউল বিক্রয় করিয়া সমস্ত টাকা আদালতে আমানত করিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি পুনঃ দরাবের নামে খাস দখলের আর একটি, এইরূপ নানাচক্রে পর পর কয়েকটী মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করিলেন, খোদার মর্জি কিন্তু একটীতেও তিনি জয়লাভ করিতে পারেন নাই, এই জন্য বাবুর আরও রাগ বাড়িয়া যাওয়ায় তাই দরাবের সর্ব্বনাশের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

মিলন।

আশ্বিনের অৰ্দ্ধেক অতীত প্রায়, সন্ধ্যার পর শারদীয় পূর্ণ জ্যোৎস্নার প্লাবনে যেন পৃথিবীর ব্যবধান বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অন্যান্য তারকাবলীরূপ ছায়াপথ পূর্ণচন্দ্রের আলোকচ্ছটায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। আলোকের শুভ্রতায় ম্লান ধরণীর কোথাও মলিনতা দৃশ্য হইতেছে না, এ হেন সন্ধ্যার পর খাঁ সাহেবের বৈঠকখানার পশ্চাৎ পুষ্পোদ্যানে চরণ-চুম্বিত নিবিড় কৃষ্ণ কেশদাম পৃষ্ঠদেশে দোলাইয়া, সৰ্ব্বাঙ্গে সুস্নিগ্ধ চাঁদের আলো মাখিয়া অপ্সরাবিনিন্দিত একটী ত্রোদশ বর্ষীয়া বালিকা নিবিষ্টমনে পুষ্পচয়ন করিতে করিতে, এক একবার নির্ম্মল নীলাকাশের দিকে চাহিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় কে যেন ডাকিল—"জমিলা রাত্রিতে একা ওখানে কি করিতেছ?" জামিলা হঠাৎ কাসেমের কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিল, বালিকা এতক্ষণ নীলাকাশের গায়ে কল্পনার তুলি দিয়া প্রেমাস্পদের যে মোহন ছবি আঁকিতেছিল হঠাৎ তাহা বাস্তবে পরিণত হওয়াতে বিস্ময়ে বালিকা প্রেমাবেশে যেই তাহার দিকে চাহিল, সেই অমনি এক অপূৰ্ব্ব অনুভূতিতে তার অঙ্গের বসন শ্লথ হইয়া পড়িল, এবং হাতের ডালখানি পড়িয়া গেল, প্রলুব্ধ জ্ঞানহারা কাসেম তখন অতিকষ্টে জমিলার সন্নিহিত হইল, সেই সময় দুইটী বিদ্যুৎভরা হৃদয়ের ভাব পরস্পর বিনিময় হওয়াতে উভয়ে আত্মহারা অবস্থায় স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; ক্ষণ পরে কাসেম গাঢ় অনুরাগে মুগ্ধা জামিলার দিকে আরও অগ্রসর হইয়া বলিল—"জামিলা আর একটু দাঁড়াও"। বালিকা তখন অস্ফুট স্বরে বলিল—"না" মা বোধ ডাকছেন, ইহা বলিয়া বালিকা

লজ্জায় কম্পিত দেহে পিছু হাঠিয়া যাইতে তাহার সুকোমল তনু খানি পুষ্প ভারাবনত লতার ন্যায় এক অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে নত হইয়া পড়াতে বালিকা আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িল। কাসেম আস্তে আস্তে যাইয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বালিকার গোলাপ রঞ্জিত পাণ্ডু বদনে স্বীয় নেত্র দুইটী স্থাপন করতঃ অতি মৃদুস্বরে কহিল—"দেখ জামিলা! ভালবাসা যখন হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আসিয়া স্পর্শ করে তখন আর তার আত্মপর বা ন্যায় অন্যায় কিছু জ্ঞান থাকে না, দেখ অগ্রে তোমাকে ভগ্নির ন্যায় ভালবাসিতাম, নয়ন তোমাকে দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিত, কিন্তু সে এক ভাবে; সে ভাবের মধ্যে এক বিন্দুও স্বার্থ ছিল না, সে ভালবাসার সীমা ছিল, এখন তোমাকে ভালবাসিয়া আশা মিটে না কেন। আজ তোমাকে দেখিয়া আমার দর্শন পিপাসা যেন আরও বাড়িয়া যাইতেছে, নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে আল্লাহের কোন গুপ্ত রহস্য নিহত আছে, আমার বোধ হয় সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছায় আজ তোমায় আমায় এই নির্জ্জনে মিলন। আজ তাঁহারই আদেশে যেন মুগ্ধ হইয়া এখানে এসেছি; এখন সত্য করে বল তুমি আমার হইবে কি না? বালিকা অগ্রে কাসেমের সহিত আলাপ করিত সে আলাপ ভাই ভগ্নীর ন্যায়; আজ কাসেমের স্পষ্ট কথায় বালিকার হৃদয়াকাশের নিরাশার মেঘ সরিয়া যাওয়ায়, আর লজ্জাবশতঃ তাহার কথার কোন উত্তর দিতে পারিতেছিল না, কিন্তু প্রেম নাছোড় হইয়া তার কাণে কাণে বলিল—"দূর নির্ব্বোধ মেয়ে এ সুযোগ ছাড়া কোন মতেই উচিত নহে", বালিকা তখন প্রেমের উত্তেজনায় আর থাকিতে না পারিয়া সরম বিজড়িত কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"ভাই! তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। আল্লাহ এ দীনার আশা পূর্ণ করিবেন।"

কাসেম বালিকার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তার প্রলুব্ধ হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল, তাই পুনঃ সুস্পষ্ট স্বরে কহিল—"আমার বিশ্বাস তুমি আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া থাকিবে, ফুফু আম্মাও আমাকে সমধিক স্নেহ করেন। তবে আর ভাবনা কি বলে কাসেম হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল—"জামিলা আমার হাতে হাত দাও" আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি আল্লাহের অনিচ্ছা না থাকে, তবে তুমি যে অবস্থায় থাক না কেন, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বল! আমি যে অবস্থায় থাকিব, সেই অবস্থায় আমাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবে কি, না? তখন বালিকা বাষ্প বিজড়িত স্বরে কহিল—"আল্লাহ্ সাক্ষী আমি জীবনে বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই—"

এইরূপ নানাবিধ কথোপকথনের পর বালিকা বলিল—"রাত অনেক হয়েছে মা বোধ হয় ডাক্‌ছেন আমি যাই, তুমি এস" বলিয়া বালিকা অতি ক্ষিপ্রপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে মাতাকে বলিল—"ভাই কলিকাতা হইতে বাড়ী এসেছে, তাই তাহার সহিত—গৃহিণী বলিলেন "বুঝেছি এত বড় মেয়ে জ্ঞান নাই, কত রাত হইয়াছে, কোন কাজ কর্ম্ম একেবারে দেখা শুনা নাই।"

মাতার ধমক্ শুনিয়া বালিকা বুঝিল, মাতা বোধ হয় গোপনে আমাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছেন; তাই ভয়ে বালিকার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ক্ষণ কাল নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া পরে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া। পড়িল। এমন সময় কাসেম ফুঁফু ফুফু বলিয়া ডাকিল। কসেমের সরল প্রাণের সুমধুর ডাকে গৃহিণীর রাগ দুর হইল, এবং কাসেমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বাবা এস। যাহা হউক এ গরিব মেয়ের কথা মনে পড়েছে। বাবা! এত দিন কলিকাতায় ভাল ছিলে তো? ও জামিলা তোর ভাইকে বস্‌তে দে" জামিলা লজ্জাবনত

মুখে কম্পিত পদে একখানি আসন দিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে চলিয়া গেল।

জামিলার মাতা কাসেমের সহিত দুই একটী কথা বলিতেছেন, আর অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন চিন্তা করিতেছেন। জামিলা যখন সন্ধ্যার পর ফুল বাগানে গিয়াছিল, তার অনেক্ষন পরে জামিলার মাতা তাহাকে ডাকিতে ডাকিতে একে বারে ফুল বাগানের ধারে যাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; তখন যুবক যুবতী, প্রেমে বিহ্বলাবস্থায় আত্মহারা হইয়া প্রেমালাপে রত ছিল। জামিলার মাতা উভয়ের অপূর্ব্ব মিলন দর্শন ও তাহাদের নির্ম্মল প্রেমের আলাপ নিবিষ্ট মনে শুনিতেছিলেন। কিন্তু আত্মহারা প্রেমিক-প্রেমিকা-দ্বয় ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারে নাই, সরলা খাঁ গৃহিণী যুবক যুবতীর এবম্বিধ ভাবে দর্শনে আশা সফল হইবার উপক্রম বুঝিয়া, মনে মনে খোদা-তালাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে গৃহে আসিবার পরক্ষণেই জামিলাও তৎপরে কাসেম তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

জামিলা, মাতার তিরস্কার ভয়ে, ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট মনে কাসেম ও মাতার কথোপকথন শুনিতেছিল এবং ভাবিতেছিল আজি মাতা আমাদের ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিয়া বোধ হয় কত রাগ করিয়াছেন, হয়তো আজি ভাইকে ও আমাকে কত তিরস্কার করিবেন; ইহা ভাবিয়া বালিকার সরল অন্তরে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া নিজকে মনে মনে কত ধিক্কার দিয়া বলিতেছিল—"কেন আজ সন্ধ্যার পর ফুল বাগানে যাইয়া তাহার সহিত ওরূপ ভাবে আলাপ করিতেছিলাম, কেনবা মনের কথা-গুলি তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিলাম, বালিকা সন্দেহ বশতঃ এইরূপে সংযমহীন মনকে নিন্দা করিতেছিল ও কাসেমের প্রতি মাতার ব্যবহার দেখিতেছিল, বালিকা যখন দেখিল মাতা কাসেমকে তিরস্কার না করিয়া পূর্ব্ববৎ ভালবাসিয়া কথা বলিতেছেন, তখন তার সন্দেহ দূর হইল, অন্তরে

এক অপূর্ব্ব আশার মোহন ছবি ফুটিয়া উঠিয়া হৃদয় আনন্দে নিত্য করিতে ছিল; এমন সময় কাসেম বলিল "ফুফু আম্মা! আজ এখন বাড়ী যাই"। বাড়ী যাই কথা শুনিয়াই বালিকার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, এবং কি বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু লজ্জায় ও মাতার ভয়ে কিছু বলিতে পারিল না বা নিষেধ কবিবার কোন ভাষাও খুঁজিয়া পাইল না পরে হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া জড়িত স্বরে বলিল—"ভাইজান আজকে আমাদের বাড়ীতে থাকুন, বাপজান বাড়ী আসিলে কল্য প্রাতে যাইবেন"।

কাসেম :—"আজ এখন যাই, কাল আবার আস্‌ব।"

কাসেম বাড়ী যাইবার পরক্ষণেই দরাব বাড়ী আসিয়া জামিলাকে ডাকিলেন কিন্তু জামিলার কোন সাড়া শব্দ পাইলেন না। জামিলা তখন চিন্তায় বাহ্যজ্ঞান শূন্যাবস্থায় জড়ের ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। দরাব কাহারও সাড়া শব্দ না পাইয়া দালানের বারান্দায় একখানি চৌকিতে বসিয়া পড়িলেন। গৃহিনী রন্ধন কার্য্য সমাধা করিয়া আসিয়া দেখেন, খাঁ সাহেব নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন। স্বামীকে এরূপ ভাবে দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন—"উঠুন ঘুম পড়িয়াছেন না কি?"

দ :—"না, আল্লাহ আমাদিগকে ঘোর পরীক্ষায় ফেলিয়াছে, এ পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল মানবের শক্তির অতীত, তাই ভাব্‌ছি কি করি।"

গৃহিণী :—"আল্লাহ ন্যায়বান, তিনি ন্যায়-তুলাদণ্ডে মানবকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। দেখুন মাতাপিতা যেমন সন্তানকে শিক্ষা দিবার মানসে প্রহার করেন। সেইরূপ আল্লাহ প্রিয় ভক্ত সন্তানদিগকে, শিক্ষা দিবার জন্য সাংসারিক নানাবিধ দুঃখ কষ্ট দিয়া থাকেন। যিনি তাঁহার প্রেমের অনুরোধে তাহা অম্লান বদনে সহ্য করিয়া কর্ম্ম জগতের কর্ম্ম করিতে থাকেন, তিনিই তাঁহার উপযুক্ত সন্তান।"

দ :—"তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ধ্রুব সত্য কিন্তু আর যে সহ্য করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

গৃহিণী :—"সংসারে বাস করিয়া সংসারের কর্ত্তব্য পালন করা মানবের একান্ত কর্ত্তব্য। মানব যতই কেন দুঃখ কষ্টে পতিত হউক না তাহার কর্ত্তব্য পালন না করিলে চলে না এই যে আমরা তারিণী বাবুর অযথা অত্যাচারে যারপর নাই দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছি, তবু এ সময় খুকির বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই বলি আপনি আর ও সমস্ত বিষয় বৃথা চিন্তা করিয়া শরীর ক্ষয় করিবেন না। দয়াময়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। এখন জামিলার বিবাহের চেষ্টা দেখুন।

দ :—"তাই তো ভাব্‌ছি, একটী মাত্র মেয়ে কোথায় বিবাহ দিব সুবিধা মত ত কার্য্য জুটিতেছে না।"

গৃহিণী :—"এই গ্রামে আমাদের কোন আত্মীয় বন্ধু নাই, মেয়েটা নিকটে বিবাহ দিলে তারা আমাদের আপদ বিপদে একটু দেখা শুনা কর্‌তে পারে।"

দরাব :—" তা হলে ত ভাল হয় তা গ্রামে বা নিকটে ভাল ছেলে কৈ ?"

গৃহিণী :—"আছে, যদি আপনি একটু চেষ্টা করেন, তবে হইতে পারে, বলি—মেয়েটা ঘরের ছেলেকে দিলে হয় না ?"

দ :—"তুমি কাসেমের কথা বলছ নাকি ?"

গৃ :—হাঁ কাসেম বেশ সুবোধ ছেলে, তার লেখা পড়ায় বেশ ভক্তি আছে, আমার মতে ঐ ছেলেটীকে মেয়ে দিলে ভাল হয়।"

দ :—" তা দিলে হয় তবে—

গৃ :—তবে কি ওরা বড় লোক নহে তাই—তা হউক, বড় ছোট করা তাঁহার হাত। তিনি মনে করিলে কটাক্ষে পথের ভিখারীকে বাদ্‌শা করতে পারেন—বাদ্‌শাকে ফকির করিতে পারেন।"

দ :—"তা তোমার যদি মত হইয়া থাকে তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি?"

গৃ :—"কাসেম আমাদের যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করে ও জামিলাকে যেরূপ ভালবাসে তাহাতে ঐ ছেলের হাতে মেয়েটা দিলে সুখে থাকবে, আর কাসেমের দ্বারা আমরা অনেক উপকৃত হইব। দেখুন খুকীর অসুখ হলে ছেলেটা না খেয়ে না দেয়ে অহরাত্র পরিশ্রম করে তার পরিচর্য্যা করেছিল, আপনি ঐ ছেলেটাই দেখুন।"

দ :—তবে তাই চেষ্টা করে দেখি।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের সম্বন্ধ স্থির।

জামিলার শীঘ্র বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য মনে ভাবিয়া খাঁসাহেব পরদিন প্রাতে যখন কাসেমের বাটী গমন করিলেন; কাসেমের মাতা তখন গৃহ কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি খাঁ সাহেবকে দেখিয়া বলিলেন—"যাহা হউক, ভাইজান অনেক দিন পরে এ গরিব ভগিনীর কথা মনে পড়েছে, তা ভাই ঐ চৌকিখানার উপর বস আমি আস্‌ছি।"

কাসেম-মাতা অনেক দিন পরে ননদ-পতীর আগমনে সন্তুষ্ট হইয়া হাতের কার্য্যগুলি সত্বর সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া খাঁ সাহেব বলিলেন—"কাসেমের মা? অনেক দিন পরে তোমাদের বাড়ী এলাম, তা ব'সে দুই একটা কথা বল্‌বে না, কেবল কাজই কর্‌বে।"

খাঁ সাহেবের কথা শু'নে কাসেমের মাতা একটু হে'সে বলিলেন—"তা ভাই কি কর্‌ব, সব কাজ কর্ম্ম যে একা কর্ত্তে হয়।"

দ:—"কেন ছেলে তো সেয়ানা হ'য়েছে, এখন একটা বউ আন্‌লে তো হয়, তা হলে আর অত খাট্‌তে হয় না? টাকাগুলি বুঝি বুকে দিয়ে মর্‌বে? টাকার মমতা যখন ছাড়্‌তে পার না তখন একা খেটে মর।"

কা-মা:—"ভাই টাকা কোথা পাব, টাকা থাক্‌লে কি এতদিন বউ আন্‌তে বাকী থাকে? তা ভাই তোমরা আছ, দেখে শুনে সেয়ানা দেখে একটা ভাল বউ এনে দাও।"

দ:—"তোমার মনের মতন বউ কি আমরা আন্‌তে পার্‌ব?"

কা-মা:—ভাই তুমি একটু মনোযোগ না কর্‌লে আর কে দেখে শুনে

বউ এনে দেবে" তা যাক জামিলা ও জামিলার মা ভাল আছে তো ভাই-জান? জামিলা এখন তো বেশ সেয়ানা হয়েছে?

দ :—"সেই জন্যই তো আর বাড়ী থাকা যায় না, কতদিন লেগেছে—জামাই এনে দাও,—জামাই এনে দাও।" তার জ্বালায় আর থাক্‌তে না পেরে আজ সকালে তোমার নিকট একটা যুক্তি নিতে এলাম।

কা-মা :—"তা মেয়ে সেয়ানা হয়েছে, এখন দেখে শুনে একটা ভাল দেখে জামাই এনে ফেল, আমরা মেয়ে লোক কোথায় দেখ্‌তে যাব।" আহা! জামিলা বেশ মেয়ে, ওর মার মতন ধীর ঠাণ্ডা মেয়েটী যেমন সুন্দরী তেমনি সুবোধ। ভাই! আমার ইচ্ছা জামিলার মতন একটা ধীর ঠাণ্ডা বউ আন্‌তে, এখন দয়াময় যদি এ বাঁদীর আশা পূর্ণ করেন।"

দরাব বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন—"ও বোন! তোমাদের জ্বালায় আমি যাই কোথা! তুমি বল জামিলার মতন একটা বউ এনে দাও, সে বলে কাসেমের মতন একটা জামাই এনে দাও, এখন আমি কি করি, ভেবে চিন্তে কিছু ঠিক করতে পার্‌ছি না।" দরাব মনের ভাব গোপন রেখে পুনঃ বলিলেন—"ও কাসেমের মা ভাল বউ আন্‌তে গেলে যে বিস্তর টাকা ও ভাল গহনা লাগ্‌বে তার যোগাড় আছে তো?"

কা-মা :—"আমরা গরিব অত টাকা গহনা কোথায় পাব। আল্লার মরজি,—আর ভাই, তুমি যদি একটু মনে কর, তাহা হইলে কোন গতি হইবে নতুবা এ বৎসর খোকার বিবাহ হওয়া দুর্ঘট!"

দ :—যাক, সে সব কথা,—এখন জিজ্ঞাসা করি, এ বৎসর কাসেমের বিবাহ দিতে ইচ্ছা আছে কি?"

কা-মা :—"ইচ্ছা তো ছিল, তা বল্‌ছি না, টাকা কড়ির অভাব, তুমি একটু মনে না কল্লে হইবার উপায় নাই।"

খাঁ সাহেব মনে মনে বলিলেন—"তুর পাগ্‌লি আমি তো মনে করিছে এখন তুমি একটু মনে কর্‌লে বাঁচি।"

কাসেমের মাতা দরাবের কথার ভাব বুঝিতে না পারায় খাঁ সাহেব লজ্জা ত্যাগ করতঃ বলিলেন,—"ভাই আমি এক আশায় তোমার নিকট এসেছি, তা তুমি দেখি তার ধার দিয়াও যাও না।"

কা-মা—"তা ভাই আমরা মেয়ে লোক, অত শত কি বুঝিতে পারি? মনের কথা খুলে না বল্লে আমরা কি করে বুঝ্‌ব?"

দঃ—"আর কি করে খুলে বল্‌ব; বল্‌ছি না কত বড় বড় ঘর থেকে খুকির বিবাহের পয়গম এল, আমার মত হয়, আমাদের ওর মত হয় না। সে বলে আমি ঘর চাইনে, বড়লোক চাইনে, আমি চাহি কাসেমের মত একটা সুবোধ ছেলে, সব সময় ঐরূপ বলে। তাহাতে আমার বোধ হয়, কাসেমের সহিত খুকির বিবাহ দেওয়া তার একান্ত ইচ্ছা; কাল রাত্রেও আমাকে বলছিল। জামিলাকে কাসেম খুব ভালবাসে, আমাদেরও যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করে, এইটুকু স্বামী হইলে সে নাকি যারপরনাই সুখী হয়, তার মনের ভাব বুঝে এখানে এলাম, এখানে এসে দেখি তোমার ও তার একই মত।"

কা-মা—"যথার্থ ভাই আমার মনে ঐরূপ ইচ্ছা হয়, তা এতদিন তোমাকে বল্‌তে আমার সাহস হয় নাই। তা ভাই তোমার যদি মত হয়ে থাকে তবে আমার বা হইবে না কেন।"

দঃ—আমার মতের অগ্রে দেখ ছি তোমরা একযোগে বেয়ান পাতিয়ে বসেছ,—এখন কি আর অমত করবার যো আছে? তবে কথাটা এই; বিবাহটা শীঘ্র হলে ভাল হয় কারণ আমার মনিব তারিণী বাবু আমার পিছে যেরূপ উঠে পড়ে লেগেছে তাহাতে বিলম্ব হলে বিবাহে বাধা বিঘ্ন ঘটতে পারে, সেই জন্য বল্‌ছি শুভ কার্য্যে আর বিলম্বে প্রয়োজন

নাই, কাসেমের ছুটির দিনও প্রায় শেষ হইয়াছে, ইহার মধ্যে ভাল একটা দিন দেখে সংক্ষেপে কার্য্য সম্পন্ন করে ফেলাই ভাল।"

কা-মা—এখন মোটেই টাকা কড়ি হাতে নাই, এ অবস্থায় দুই তিন দিনের মধ্যে কি করে ছেলে বিবাহ দিব?"

দঃ—"ঘরে ঘরে কাজ যখন, তখন আর টাকা কড়ি কি হবে? কার্য্য হওয়ার পর যাহা হয় হইবে, শুভ কার্য্যে আর বৃথা অমত করিও না, তবে কাসেম সেয়ানা ছেলে তার মতটা একবার নেওয়া ভাল, যদি বাবাজিউর মত হয়, তবে আর বিলম্বে কাজ নেই, আমি এখন আসি, কল্য প্রাতে পুনঃ আস্‌ব।"

বেলা দুই প্রহরের সময় কাসেম বাটী আসিয়া আহারাদির পর জোহরের নামাজ অন্তে বসিয়া পাঠ্য পুস্তক পড়িতেছে; এমন সময় তাহার মাতা আসিয়া নিকটে বসিয়া বলিলেন—"বাবা কাসেম আমি বৃদ্ধ হয়েছি কোন দিন তোমাকে ফেলে চলে যেতে হবে, এখন তোমার বিয়ে হলে নূতন বউর মুখটা দেখে যেতে পার্‌তাম। আর বাবা তোমার বিবাহেরও বয়স হইয়াছে, এখন বিবাহ করা ভাল, আমি মরে গেলে তোমার বিবাহ করা কঠিন হইবে। তুমি জ্ঞানী ছেলে তোমাকে আর অধিক বল্‌তে হবে না। আমি জানি জামিলা বেশ সুবোধ মেয়ে ওর মার মতন ধীর ঠাণ্ডা, জামিলার সহিত বিবাহ হলে, বাবা আমি সুখী হই, আর ঘরে ঘরে কাজ বেশী কিছু খরচ পত্রও হইবে না, জামিলার মাতা নাকি তোমাকে খুব ভালবাসে; তাই তোমার ফুফো সাহেব প্রাতে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন সব ঠিক হইয়া গিয়াছে কেবল তোমার মতের অপেক্ষায় দিন স্থির হয় নাই।"

কাসেমের মাতা যখন বিবাহ সম্বন্ধীয় কথাগুলি তাহার সম্মুখে বলিতেছিলেন, কাসেম তখন তাহা মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় স্থির ভাবে শুনিতেছিল,

কিন্তু কোন উত্তর দিল না, কারণ তাহার বহু দিনের আশা আজ আল্লার ইচ্ছায় বিনা আয়াসে বা বিনা বাক্যব্যয়ে আপনিই সম্পন্ন হইতে চলিল, সেই জন্য তাহার অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইতেছিল, সে ভাব লেখনীতে ব্যক্ত করা মানবের সাধ্যাতীত। কাসেম তখন আত্মহারা অবস্থায় সুখের পারাবারে ভাসিতেছিল, ক্ষণ পরে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জড়িত স্বরে বলিল "আম্মাজান! আপনার মত হইলে কি আমার অমত হইতে পারে"।

কল্পনা মায়াবিনী, তাই আজ কাসেম তাহার প্রভাবে আত্মহারা হইয়া মনের আনন্দে রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া কল্পনা করিতেছে। যেন ২।৩ দিন পরে জামিলার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, পরে নব বধু যেন বাড়ী আসিয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতেছে, পাড়ার মেয়েরা আসিয়া সকলই যেন জামিলাকে সুখ্যাতি করিতেছে, জামিলা যেন কাসেমকে দেখিয়া ঘোমটা দিতেছে না, পূর্ব্বের ভাই ভগিনীর ন্যায় বেড়াইতেছে, সেই জন্য কাসেমের মাতা নব বধুকে কত তিরস্কার করিতেছেন। জামিলা যেন হাসিয়া তাঁহাকে বলিতেছে মা! আপনি রাগ করিতেছেন কেন? ঘোম্‌টা দিতে আমার লজ্জা করে। জামিলা যেন কখন ভুল ক্রমে কাসেমকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া পূর্ব্বের মত কত আবদার করিতেছে; ইহা শুনিয়া কাসেম হাসিয়া যেন বলিতেছে "দুর পাগ্‌লি ওরূপ কল্লে লোকে কি বল্‌বে। জামিলা অপ্রতিভ হইয়া লজ্জায় অবনত মুখে গৃহে প্রবেশ করিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতেছে। এইরূপে কয়েক দিন যেন গত হইল, কাসেমের ছুটী ফুরাইয়া গেল, কাসেমের কলিকাতায় যাইতে হইবে, কাসেম কেমন করিয়া জামিলাকে একা রাখিয়া যাইবে, জামিলা একা কি করিয়া থাকিবে, কাসেম তাঁহার বিরহে কেমন করিয়া দীর্ঘকাল প্রবাসে বাস করিবে।

কাসেম ইত্যকার নানাবিধ কল্পনায় মগ্ন আছে; সময় বুঝিয়া দুষ্টা মায়া-বিনী নিদ্রা তাহার বাহ্যিক চৈতন্য হরণ করিয়া, ভবিষ্যতের বিষয় জ্ঞাপন করিবার জন্য স্বপ্ন রাজ্যে লইয়া দাখিল করিল। কাসেম স্বপ্ন দেখিল যেন রাত্রি অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় আলোকিত, আকাশ উজ্জ্বল নীল বর্ণ; সেই প্রভাময় নীলাকাশে যেন এক বৃহৎ চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। হঠাৎ যেন সেই বৃহৎ চন্দ্র ঘন মেঘে ঢাকিয়া গেল অনেকক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া যেন প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইয়া মেঘ সরিয়া গেল, পুনঃ পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হইল, বহুক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া, সে আলোকরশ্মী যেন দৈববলে আবার মেঘাবৃত হইয়া পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল, সে অন্ধকার আর কিছুতেই দূরীভূত হইল না সেই অন্ধকার রাত্রিতে যেন কাসেম আর কোন দিকে যাইতে পারিতেছিল না এমন সময় যেন এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আসিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া কোন অজানা রাজ্যে লইয়া গেলেন। যেন তথায় চির জ্যোৎস্না বিরাজিত, তথায় যেন জরা-মৃত্যু নাই, শোক দুঃখ নাই, দ্বেষ হিংসা নাই, জাতি ভেদ নাই, রূপে মোহ নাই, সেখানে শত শত রূপ যৌবন সম্পন্না রমণী বাস করিতেছে, কিন্তু তাহাদিগকে দেখিয়া মনে একবারও কাম-গন্ধের উদয় হয় না, এই সমস্ত দেখিয়া যেন জমিলার কথা তাহার মনে উদয় হইল, ক্ষণপরেই যেন দেখিল জামিলা হাসিতে হাসিতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না, কেবল ইঙ্গিতে যেন জানাইল এই শান্তি-রাজ্য এখানে থাক, আর কোথায় যাইও না সংসার রাজ্যে কেবল দুঃখ, কেবল দ্বেষ হিংসায় ভরা, আমি আর সেখানে যাইব না তুমি এস আমার সঙ্গে কাসেম বলিল—"চল প্রিয়ে" এই বলিয়া যেই গমনের উদ্যোগ করিল অমনি তাহার চৈতন্য হইল। তখন কাসেম অদ্ভুত স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যেই শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহির হইল,

অমনি দেখিল, খাঁ সাহেব তাহার মাতার সহিত কি কথোপকথন করিতেছেন।

খাঁ সাহেব কাসেমের মাতার নিকট হইতে কাসেমের মতামতের বিষয় জিজ্ঞাসান্তর বাটী আসিয়া, গৃহিণীর সহিত পরামর্শ ঠিক করিয়া, গ্রামের ২।৪ জন আত্মীয় বন্ধুকে ডাকিয়া, কাসেমের মুকাবিলা বিবাহের দিন স্থির করিলেন। সকলই এক বাক্যে মত দিলেন শুভ কার্য্যে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, পরশুই বিবাহ হইয়া যাউক।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দাদি মা।

কল্যা দরাব খাঁর একমাত্র চারুশীলা কন্যা জামিলার শুভ পরিণয়। এই উপলক্ষে দলে দলে, পাড়ার মেয়েরা খাঁ সাহেবের বাড়ী আসিয়া, কেহ জামিলার মাতাকে বিবাহ সম্বন্ধীয় নানা উপদেশ দিতেছে, কেহবা বলিতেছে, "ওমা তোদের বাড়ী কাল বিয়ে, তোরা যে সব চুপ করে বসে আছিস; কাজ কর্ম্ম দেখে শুনে কর্‌না?" কোন সরলা রমণী কাসেমের বিস্তার ও জ্ঞানের, কেহ জামিলার রূপ গুণের, প্রশংসা করিয়া খাঁ-গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিতেছে। জামিলার বিবাহ উপলক্ষে পাড়ার প্রায় সব মেয়েরা আসিয়াছে, কেবল গ্রামের দাদি মা ওরফে ঠাকুর মার এখনও আগমন হয় নাই, বিবাহ হঠাৎ স্থির হওয়ায় দাদি মা শুনিতে পান নাই, তাই তাঁর আসা হয় নাই। দাদি মা তত বৃদ্ধ হন নাই কেবল রোগে শোকে তাহার মাথার দুই এক গাছি কেশ সাদা হইয়াছে, গায়ে তত বল নাই, কিন্তু মুখখানি খুব শক্ত, ইনি পৌত্র পুত্র বিহীন, নির্ম্মল, কিন্তু মুখে রসের ছড়াছড়ি ও ভারি মুখরা, তিনি মুখরা হইলেও পাড়ার মেয়ে ছেলেরা তাহাকে খুব ভাল বাসে, বিশেষতঃ প্রাপ্ত বয়স্কা যুবক যুবতীর দল ইঁহাকে পাইলে আর ছাড়িয়া দিতে চাহে না। কেহ সাবেক ধরণের ছড়া শুনিবার জন্য, কেহ রসিকতা করিবার জন্য, ইঁহার খাতির করে। মথুরাপুর গ্রামের হিন্দু মুসলমানের ছেলে মেয়ের বিবাহে ইনি উপস্থিত না থাকিলে যেন তাহাদের সে বিবাহ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, কারণ ইনি কখন বাসর ঘরের দরজায় বরকন্দাজ সাজিয়া সুদীর্ঘ লগুড় স্কন্ধে দাঁড়াইয়া বরের সঙ্গে মহাআড়ম্বরে বাক্‌বিতণ্ডায় বরকে পরাস্ত করিয়া কিছু আদায় করিয়া লন। তাঁহার

যোজ গোণ্ডা না দিলে বরের বাসর-ঘরে প্রবেশাধিকার নাই, বিবাহ বাড়ীতে ইঁহার আধিপত্য ও প্রতাপ ভয়নক, বিশেষতঃ হিন্দু বাড়ীতে ইঁহার আদর আরও বেশী, কারণ তাহারা গান বাজনায় ও রসিকতায় আনন্দিত, ঠাকুর মার সে বিষয় কিছু অধিকার না থাকিলেও তাল মান বিহীন কত শত গান তাহার মুখাগ্রে, সে গানে আর কিছু হউক আর না হউক কেবল হাসিতে হাসিতে লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। মোছলমান পল্লীর মধ্যে যাহারা শরিয়ৎ পন্থী তাহারা ঠাকুর মার ঘায়ে জ্বালাতন, বিবাহের গন্ধ পাইলে, তিনি কাহার বাধা না মানিয়া মহা আড়ম্বরে তাহাদের বাটী যাইয়া নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ করিবেন, ইঁহাই তাঁহার স্বভাব। কোন বিবাহে ঠাকুর মার নিমন্ত্রণ না হইলে, তাহাদের আর রক্ষা নাই। আজ হঠাৎ জামিলার বিবাহের দিন স্থির হওয়ায় খাঁ সাহেব কাহাকেও নিমন্ত্রন করেন নাই, ঠাকুর মা কোথা হইতে বাড়ী আসিয়া শুনিলেন, কল্য খাঁ সাহেবের কন্যার বিবাহ; শুনিয়াই ঠাকুর মা রাগে মহা আড়ম্বরে চলাচল খাঁ সাহেবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ক্রোধ বিকম্পিত স্বরে বলিলেন—"ওরে জামিলার মা! তোর জামিলার নাকি কাল বে? তা তোরা হলি বড় লোক, তোরা কি গরিব দুঃখির খোঁজ খবর রাখিস্? তা পোড়া মন বোঝে না, তাই একবার উপজে তোদের বাড়ী এলাম"।

খাঁ গৃহিণী ঠাকুর মার কথায় আর কোনও প্রতিবাদ না করিয়া বিনয়ের স্বরে বলিল "মা এসেছ! বেশ হইয়াছে, তা সত্য সত্যই বে ঠিক হয়েছে, তাই কাকেও বল্‌তে পারি নি, তা মা রাগ কর না; আশা ছিল একটু জাঁক জমক করে খুকির বিয়েটা দেব; তা দয়াময় আল্লাহ কর্‌তে দিলেন কৈ। এদিকে মেয়েও সেয়ানা হয়েছে, ওদিকে মনিব তারিণী বাবু—যেরূপ ভাবে লেগেছেন তা বাছার বিবাহ হইবার সম্ভাবনা

ছিল না, তা তাঁহার ইচ্ছায় কোন গতিকে যোগাড় হয়েছে, এখন মা দোওয়া কর যেন এ বাঁদীর আশা পূর্ণ হয়"।

গৃহিণীর বিনয় বচনে ঠাকুর মা পরিতুষ্ট হইয়া বলিল—"তা মা বেশ হয়েছে, শুভ কার্য্য শীঘ্র হওয়া ভাল, কাসেমও বেশ ভাল ছেলে, তাদের বাড়ী গেলে, সে আমায় কত আদর যত্ন করে, গরিব দুঃখীর সে কখন ঘৃণা করে না। এই জন্য লোকে ছেলে পুলের লেখা পড়া শিখায়, ওরূপ ছেলে না হলে কি ছেলে? জামিলা কোথা গেছে মা"?

খাঁ গৃহিণী—"ঐ যে ওপাসের ঘরে ফতের সঙ্গে বসে কাপড়ে ফুল তুলিতেছে, যাওনা মা, খুকির কাছে গিয়ে একটু বস্, আমি আসি"।

গৃহিণীর কথা শুনিয়া ঠাকুর মা দালানের বারান্দায় যাইয়া জামিলাকে ডাকিল "ও জামিলা ঘরের কোণে বসে কি করছিস রে? দাদিমার ডাক শুনে জামিলা অতি মৃদুস্বরে বলিল—"এস দাদি মা যাহা হউক এতদিন পরে মনে পড়েছে"।

দাদি মা—"আমার ত মনে পড়ে বোন! আমাদেরও এক সময় যে হয়েছিল তা অত ভুল হয়নি, তুই দেখি বের আমোদে সব ভুলে গেছিস, এমন বে কি আর কখন কার হয় না, এখনকার আইনে বুঝি বের কথা কাকেও বলতে নাই; বল্লে বুঝি বর কেউ কেড়ে নেয়? আমাদের ভাই আর সে বয়স নাই যে তাতে তোর ভয় হয়েছিল"।

"তা কি করে জানি দাদি মা, কার মনে কি আছে, এখন যে কাল পড়েছে তা সব গোপন না রাখলে আর চলে না? দাদি গোপনে কেন? সিকে তুলে রাখিস্, তা কে বারণ করছে রে? আমাকে একটু আগে বল্লে কি তোর ভাতার আমি কেড়ে নিতুম না এখন নিতে এসেছি।

জামিলা হাসিতে হাসিতে কেন তুই কি আমার সতিন যে তারে কেড়ে নিবি? দাদি "তা না হলে তোর এত ভয় কেন লো"?

যা ভয় করে তোর ভাব ভঙ্গি দেখে, এখন হয়নি তাই এই আর হলে আমার—

দাদি—"হলে তোর ভাতার আমি খেয়ে ফেলতাম বুঝি; তা যাক জামিলা তা পরে হবে এখন দেখি বর কি জেওর পত্র দিয়েছে তোরে?

জা—"শাটী গহনা কিছু দেন নাই"।

দাদি—"ওলো নে, আর ন্যাকামি করিস্‌নে, তোর শাড়ী গহনা নিয়ে আমি আর পালাচ্ছিনে।

জামিলা একটু হাসিয়া বলিল—"সত্যি দাদি মা শাড়ী গহনা দেয় নাই, তারা নাকি বড় গরিব, শাড়ী গহনা কিছু দিতে পার্‌বে না"।

দাদি—"মাগ্‌না আর কি? শাড়ী গহনা অমনি দেবে নাকি? যাই দেখি বাবাজি কেমন ঘরে মেয়ে দিচ্ছেন"।

জা—"যাক দাদি মা আর বাপজানকে অপদস্থ করে কাজ নে'ই, শাড়ী গহনা কি কর্‌ব কপালে থাকেতো পরে হবে"।

দাদি—"উঃ! বড় যে পরাণ পুড়্‌ছেরে, বোকামেয়ে, অমন কল্লে আর চল্‌তে হবে না। বে না হতে তোর যেরূপ পরাণ পোড়া ধরেছে, বে হলে আরও না জানি কি হবে। তোর এখনি যেরূপ লক্ষণ দেখ্‌ছি, তাতে তুই যে কিছু আদায় করতে পারবি এমন ভরসা হয় না, দেখিস যেন সে একে বারে তোর মাথায় চড়ে বসে না"।

জামিলা একটু হাসিয়া তা বসে বস্‌বে তা তোর কি?"

দাদি "ওরে তা বুঝেছি—"গাই গোয়ালা রাজি,

কি কর্‌বে সরা আর কাজি"!

আমরা কি একেবারে বোকা আর কিছু বুঝিনে। আগে কত বড় ঘর থেকে বের কথা উঠ্‌ছিল তা না হয়ে বে গরিবের ঘরে হঠাৎ বে হচ্ছে তার কারণ বুঝেছি গো বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না।

ফতেমা হাসিতে হাসিতে বলিল—"দাদি মা কি বল্লি "গাই গোয়ালা রাজি" ওরে—"ভুল হয়েছে বর কন্যা রাজি" পরে জামিলা হাসিয়া বলিল "দাদি মা আমার দিব্বি সত্যি করে বল দিকিন আমাদের বের কথা কি শুনিয়াছিস্"।

দাদি—"শুনব আর কি ছাই, আজ কাল বিবাহ দিতে আর ঘটক লাগে না, বাপ মার প্রয়োজন হয় না; সব আপনা আপনিই হয়, কালে যে আরও কি হইবে তাই ভেবে দিশে হারা, ভাই এখন তবে যাই বরের বাটীর দিক হইতে একবার ঘুরে যাই দেখি সে বা কি করে"।

জামিলা একটু হাসিয়া বিদ্রূপ স্বরে সে আর কি করবে তোরে পেলে কি আর ছেড়ে দেবে"।

দাদি—সেরূপ বর হয় তো আর যাব না, সেরূপ বরে তোর আত্ম-সমার্পণ করা ভাল হয়েছে কি" ?

জামিলা মনে ভাবিয়াছিল সাবেক কালের বুড়ী অশিক্ষিত, কিছু বোঝে না। জমিলা বিদ্রূপ ভাবে কথা বলিতে যাইয়া, অসাবধানে কি বলিতে যাইয়া কি বলিয়া ফেলিয়াছে। দাদিমার ভাসা উত্তর পাইয়া জামিলার তখন জ্ঞানোদয় হইল সে দাঁতে জিব কাটিয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল—"দাদি মা রাগ করনা অপরাধ হয়েছে মাপ কর, না তুমি যাও কিন্তু এসব কথা যেন তার সঙ্গে কিছু বল না এ সব শুন্‌লে সে কি মনে করবে"।

দাদি মা জামিলার ভাব দেখিয়া কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া বল্‌ব না সব বল্‌ব, বে হয়ে যাক তার পর দেখব তুই কেমন চালাক"।

জামিলা বুড়ীর ভাব দেখিয়া ভয়ে কাঁদ কাঁদ ভাবে বাষ্প বিজড়িত

স্বরে বলিল—"দাদি মা তোর পায়ে পড়ি যেন এসব কথা কেউ না শুনে"।

দাদি মা একটু হাসিয়া বলিল—"জামিলা তুই আমাকে কি পাগল মনে ভেবেছিস। সে যাক, প্রেম কি এত হালকা যে একটু চাপ সহেনা. বলি তুই এই হালকা প্রেম লইয়া কি করে সেই অনন্ত প্রেমময়কে বাঁধবি তাই ভাবছি।

অতঃপর দাদি মা খাঁ গৃহিণীর অনুরোধে আর বাড়ী না যাইয়া সন্ধ্যার পর পাড়ার মেয়েদিগকে ডাকিয়া আনিয়া পরে সকলে মহোল্লাসে জামিলার ক্ষীর খাওয়ান পালা সমাধান্তর যে যাহার বাটীতে গমন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ

পরদিন ভোর বেলা খাঁ সাহেবের বাটীর নহবতের সুগম্ভীর বাদ্যধ্বনি রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চারিদিকে জামিলার বিবাহ বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিল। ক্ষণ পরে মথুরাপুর গ্রামে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, চতুর্দ্দিক হইতে কেহ মাংস, কেহ দধি, কেহ ছাগাদি লইয়া খাঁ সাহেবের বাটীর দিকে যাইতেছে। প্রতিবেশীবর্গ ও ভৃত্যগণ আনন্দের সহিত খাদ্যের আয়োজনে মহা ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে। পরে বেলা দেড় প্রহরের সময় চারি দিক হইতে আমন্ত্রিত আত্মবন্ধুবর্গ তাহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইল। অদ্য জামিলার শুভ পরিণয় দরবারের এমন সুখের দিন কি আর হইবে? এই ভাবিয়া দরাব মনের আনন্দে দীন দরিদ্রদিগকে দান করিতেছেন, এবং অভ্যাগতদিগকে নানা প্রকার আদর আপ্যায়ন দ্বারা সন্তুষ্ট করিতেছেন।

এই বিবাহ উৎসবে দরাবের চির মঙ্গলাকাঙ্খী খোদাবক্স সাহেবও আগমন করিয়াছেন, তাঁহার পরামর্শানুসারে দরাব সমস্ত কাজকর্ম্ম করিতেছেন।

আহারের আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই বেলা ১টার সময় দরাব সমস্ত আহুত ও অনাহুতদিগকে পরমাদরে আহারে বসাইলেন। দয়াময় খোদাতাআলার ইচ্ছায় সমস্ত লোকই পরিতোষ ভাবে আহারাদি করিয়া দরাবের সুখ্যাতি করিতে করিতে বাটী অভিমুখে গমন করিল, কেবল আত্মবন্ধুবর্গ বিবাহের প্রতীক্ষায় থাকিয়া গেলেন।

আহা! সুখের অবস্থা কাহার চিরকাল সমভাবে থাকে না সুখের অবসানে দুঃখ, দুঃখের অবসানে সুখ, বিপদের পর সম্পদ সম্পদের পর

বিপদ, জগতের এই পরিবর্ত্তনীয় নিয়ম রথচক্রের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে দণ্ডে দণ্ডে সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু কোন সময় যে কি হয় মানব তাহা কি বুঝিতে পারে? এই যে আমাদের দরাব খাঁ আজ কন্যার বিবাহ উৎসবে মাতিয়া আত্মহারা হইয়া অশেষ স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতেছেন। ক্ষণ পরে সে আনন্দ থাকিবে কি, না তাহা কে বলিবে।

আমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবগণ আহারাদি শেষ করিয়া বিবাহ বৈঠকে বসিয়া নানাবিধ গল্প গুজব দ্বারা বিবাহ সভা মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। অন্তঃপুর বাসিনী ললনাগণ নানা আমোদ আহ্লাদে মাতিয়া অন্তঃপুর আমোদিত করিতেছে। ভিক্ষুকগণ মনের আনন্দে আল্লার নাম উচ্চারণ করিতেছে ও বর আসার প্রতীক্ষায় পথ পানে চাহিয়া রহিয়াছে। দুষ্ট বালকগণ পান সিন্নি পাইবার আশায় পথের দিকে ছুটিয়া যাইয়া দেখিয়া আসিতেছে, বর আসিতেছে কি, না। পথ পার্শ্বস্থিত বাটীর গৃহস্থের কুল বধূগণ কোন শব্দ শুনিয়াই চকিত হরিণীর ন্যায় গবাক্ষ পথে চাহিতেছে। খাঁ সাহেবের কি অন্দর মহল কি বহির্ভবন সমস্তই আনন্দ কোলাহলে ভাসিতেছে, এহেন মধুর আনন্দ দিনে হঠাৎ দারোগা মহাশয় কতকগুলি কনেষ্টবল ও চৌকিদার সমভিব্যাহারে একেবারে খাঁ সাহেবের বৈঠকখানার সম্মুখে উপস্থিত। অকস্মাৎ পুলিসের আগমনে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ একেবারে হতবুদ্ধি, সকলই পুত্তলিবৎ স্থির ভাবে পুলিসের কার্য্যকলাপ দর্শন করিতেছিলেন।

দারোগা মহোদয় আসিয়াই হুকুম দিলেন আসামীদিগকে গ্রেপ্তার কর। দারোগা মহাশয়ের আদেশ মাত্রেই যমদূতাকৃতি কনেষ্টবলগণ একটী লোকের নিসিন্দি মতে দরাব খাঁ ও তাহার মুরসিদ খোদাবক্স সাহেবকে ও দরাবের কয়েকজন ভৃত্যকে গ্রেপ্তার করিল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় দরাব একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ক্ষণ পরে দেখিলেন তারিণী বাবু কতকগুলি লোকসহ একটু

তফাৎ দাঁড়াইয়া আছেন, ইহাতে দরাব বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার মনিব দ্বারাই এই কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। এই আকস্মিক অভাবনীয় ঘটনায় দরাবের আত্মবন্ধু সকলই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। বিবাহ সভা নিস্তব্ধ, সাহানার সুমধুর বাদ্য থামিয়া যাইয়া তৎপরিবর্ত্তে আকুল হাঃহাঃকার-উচ্ছ্বাস আকাশ কম্পিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অন্তঃপুর মধ্যে হাস্য পরিহাসের পরিবর্ত্তে বিষাদের সকরুণ রোল উঠিয়া প্রাণ আকুল করিতে লাগিল। বালক বালিকাগণ লাল পাকৃড়ী দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মাতার নিকট যাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। যে মথুরাপুর গ্রাম আজ জমিদার বিবাহ উৎসবে মহোল্লাসে ভাসিতেছিল, হঠাৎ যেন কোন মন্ত্রবলে তাহা নিরানন্দে নিস্তব্ধতা ধারণ করিল।

আসামী গ্রেপ্তার হওয়ার ক্ষণ পরেই তারিণী বাবু বলিলেন—"দারোগা বাবু! লাস ও আসামী চালান দিন, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। দারোগা মহাশয় একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া দেখিয়া বলিলেন "আর একটী আসামী কাসেম; কৈ সেত এখন গ্রেপ্তার হয় নাই। তারিণী বাবু বলিলেন,—"সন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে কাসেম পলাতক। তৎপর দারোগা মহোদয় লাস ও আসামী একেবারে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বরাবর চালান দিলেন।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় আধুনিক ধরণের বিচার পদ্ধতি ছিল না, তখন কোন বড় মোকদ্দমা দায়ের হইলে, নিজে হাকিম মহোদয়গণ গোয়েন্দা পুলিসের ন্যায় গোপনে বিশেষরূপে তদন্ত করতঃ তাহার প্রকৃত কারণ স্থির করিয়া, মোকর্দ্দমার চুড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতেন। যতদিন তাঁহারা তদন্তে প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিতেন ততদিন মোকর্দ্দমা স্থগিত থাকিত আসামী, ফরিয়াদীগণও হাজতে পচিত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিচার-আরম্ভ।

আসামী দরাব খাঁ জেলায় চালান যাইবার দুই দিবস পরে জজ সাহেব দরবারে বসিয়াই পিয়নদিগকে হুকুম দিলেন জল্‌দি খুনে আসামিদিগকে হাজির কর। আদেশ মাত্র হাওয়ালদার ৫ জন বন্দীকে হাকিম সমক্ষে উপস্থিত করিল। বন্দীগণ উপস্থিত হইলে হাকীম একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন দুইটী বন্দীর মুর্ত্তি যেন তেজ-দীপ্ত তাহাদের মুখে ভয়ের লেশ মাত্র নাই! আর তিনটির মুখে যেন মিথ্যা বিপদের চিহ্ন, তারা ভয়ে যেন শরবিদ্ধ হরিণের ন্যায় চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, সে দৃষ্টিতে কেবল সরলতা বিরাজিত। বন্দীগণের এতাদৃশ ভাব দেখিয়া তাঁহার মনে এই খুন সম্বন্ধে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল; সেই জন্য তিনি লাস পরীক্ষক ডাক্তারকে তলব দিলেন। ডাক্তার আসিলে জজ সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এ লাস পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারিয়াছেন? এই খুন সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইতেছে"।

ডাক্তার পুঙ্গব তারিণী বাবুর কিছু টাকা উদরস্থ করিয়াছিলেন, সাক্ষ্যটা তারিণী বাবুর অনুকূলে দেওয়াই তাহার আন্তরিক ইচ্ছা, কিন্তু ভয়ে তাহা আর ঘটিল না কারণ তিনি এ সাহেব হাকিমের ভাব জানিতেন, বিশেষতঃ হাকিমের মনে যখন সন্দেহ হইয়াছে তখন নিশ্চয় ইনি এই খুনের গুঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবেন; এই আশঙ্কায় ডাক্তার মহোদয় একেবারে ভাল মানুষ সাজিয়া ধর্ম্মের বোঝা মাথায় করিয়া ন্যায় সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইলেন। আর তারিণী বাবুর

দিকে চাহিবার তাহার শক্তি রহিল না তাই আম্‌তা আম্‌তা ভাবে বলিলেন—"হুজুর ঐ লোকের বোধ হয় একটু বুকের দোষ ছিল, উহার গাত্রে এমন মারাত্মক কোন আঘাতের চিহ্ন দেখা গেল না" !

জজ সাহেব ডাক্তার সাহেবের নিকট এতাদৃশ কথা শুনিয়া তাঁহার মনে আরও সন্দেহ বর্দ্ধিত হইল, তাই তিনি পরক্ষণেই হুকম দিলেন ; আমি এই মোকার্দ্দমা ভাল করিয়া তদন্ত না করিয়া বিচার শেষ করিব না, যতদিন বিচার নিষ্পত্তি না হইবে ততদিন আসামী ফরিয়াদী উভয়ে হাজতে থাকিবে। হুকুম মাত্র আর কাল বিলম্ব না করিয়া হাওয়ালদার তাহাদিগকে লইয়া হাজতে পুরিল। জজ সাহেব সেদিনকার মত দরবার বন্ধ করিয়া বাসায় গেলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কারা-ভবন।

রাত প্রায় একটা বাজিয়াছে, কারাগৃহের বন্দীগণ কারাবাসের নানা দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইয়া, নিদ্রাদেবীর শিথিল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতেছে। কারা-ভবন এখন নিস্তব্ধ এই নিস্তব্ধতার ভিতর হইতে দুই একজন বন্দী যেন জাগিয়া অতি মৃদু ও অস্পষ্ট স্বরে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে।

১ম বন্দী—"জনাব! প্রায় তিন মাস গত হইল মোকদ্দমার কোন বিচার নিষ্পত্তি হইল না আর কতদিন আমাদের এ অবস্থায় কারাগৃহের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে"?

২য় বন্দী—"বাবা! ভয় কি, নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়-তুলদণ্ডে পাপ-পুণ্যের বিচার সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয় হাকিম স্বয়ং এই মোকদ্দমার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতেছেন। আল্লার উপর নির্ভর করিয়া থাক বাবা! দেখিবে সত্বরই আমরা এ মহাপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তিলাভ করিব"।

১ম—"যদি দয়াময় আল্লাহ এ যাত্রা অব্যহতি দেন তবে তারিণী বাবুর"—

২য়—বাবা কি বলিলে? প্রতিশোধ? কেন আল্লাহ কি অক্ষম! তিনি কি দেখিতেছেন না? তিনি কি ন্যায়বান নহেন? নিশ্চয়ই তিনি ন্যায়ের পক্ষপাতি। নিশ্চয়ই তারিণী বাবু অন্যায় কর্ম্মের প্রতিফল ভোগ করিবেন"।

১ম—"জনাব! আপনি যতই বলেন, যতই উপদেশ দেন যতই

সান্ত্বনা করেন। আমার মন আর কোন বাঁধা মানিবে না। আপনার ও ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া বা মনিব বলিয়া তাহাকে অনেকবার ক্ষমা করিয়াছি, অনেক সহ্য করিয়াছি। তাহার অনেক উপকার করিয়াছি। এখন বুঝিলাম দান, ধ্যান পরোপকার ও সব কিছুই না।

২য়—"বাবা অত উতলা হইতেছ কেন, আল্লার কার্য্য ঐরূপ তিনি পরীক্ষার জন্য তাঁহার ভক্তদাসদিগকে ঐরূপ দুঃখ কষ্ট দান করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার বাক্য মিথ্যা ধারণা করা জ্ঞানীর উচিৎ নহে। সুকার্য্যের ফল তিনি নিশ্চয়ই দিবেন"।

১ম—"জনাব! ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া আমি ধন, মান বিষয় সম্পত্তি সমস্তই ত্যাগ করিয়াছি, তাহাতে আমার বিন্দুবিসর্গ দুঃখ হয় নাই—কিন্তু—"জামিলার বিবাহ পণ্ড, এ দুঃখ আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না; এই জন্য প্রতিহিংসা আমার অন্তরে এত বলবতী হইতেছে যে তাহার জন্য আমার দয়াধর্ম্ম, কর্ত্তব্য, সৎশিক্ষা সব অতল জলে নিমজ্জিত হইয়াছে। জনাব! তারিণী বাবুর এই ব্যবহারে কে সন্তুষ্ট, শত্রু মিত্র সকলই অসন্তুষ্ট। জগতে এরূপ কার্য্য কি কেহ কখন করিয়াছে? এই ব্যাপারে প্রাণাধিক কাসেমের জীবন অন্ধকার, তার জীবনের উৎসাহ উদ্যম, ধর্ম্মে বিশ্বাস চিরবিদায় হইয়াছে। আর আমার স্নেহের পুত্তলি চারুশীলা জা'মলা, তার মানসিক অবস্থা ভাবিয়া আমার জীবনে কি যে তীব্রজ্বালার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা মুখে বলিবার নহে। আর আমার জীবনের সঙ্গিনী তার অবস্থা যে কি হইয়াছে তাহা কে বলিবে? জনাব! আমি ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া সব সহ্য করিয়াছি; আর না। প্রভু আর না, যতদিন আমি এই কার্য্যের প্রতিশোধ দিতে না পারিব, ততদিন আমি প্রতিহিংসাকে বন্ধুরূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা মিটাইব। হে সর্ব্বসাক্ষী আল্লাহ সম্মুখে বিপদ ও কারাগৃহ যাহা পাপীর আবাসস্থল,

আর আপনি ধর্ম্মগুরু আপনার সম্মুখে ও তাঁহার নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি; যতদিন তারিণী বাবুকে এই পাপাচারের প্রতিফল দিতে না পারিব ততদিন আমি জামিলার বিবাহ দিবনা ও ততদিন উপবাস ব্রত পালন করিব"।

খোদা বক্স সাহেব প্রিয় শিষ্য দরাবের মুখে এবম্বিধ ধর্ম্মবিগর্হিত প্রতিজ্ঞা শ্রবণে, একেবারে বিস্ময়ে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন; এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হায় এতদিন আমি দরাবকে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত না হইয়া তাহাতে এরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হইবার কারণ কি? তাহাতো বুঝিতে পারিতেছি না, হে দয়াময় আল্লাহ্-তাআলা! তুমি কখন তো তোমার ভক্ত বিশ্বাসী সন্তানগণকে ওরূপ অন্যায় কার্য্যে মতি দাও না, তবে তোমার ভক্ত দরাবের এরূপ মতিচ্ছন্ন হইল কেন? সে আজ এরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত প্রতিজ্ঞা করিতেছে কেন? তাহা তুমিই জান। হে সর্ব্বশক্তিমান! তুমি যখন অগ্নির ভিতর হইতে ফল শস্যশালিনী বৃক্ষ উৎপাদন করিতে পার; নিবীড় অন্ধকারের ভিতর হইতে আলোক ফুটাইতে পার; তখন নিশ্চয়ই এই ঘটনার মধ্যে তোমার কোন গুপ্ত-মঙ্গল নিহিত আছে। তুমি লীলাময়, তোমার মহিমা তোমার লীলা এ জ্ঞানহীন অধম কি করিয়া বুঝিবে? হে ইচ্ছাময় তোমার ইচ্ছা সম্পাদন হউক।

খোদা বক্স সাহেব এক্ষেত্রে দরাবকে আর উপদেশ দেওয়া বিফল মনে ভাবিয়া নিজের কার্য্যভার খোদা-তাআলার হস্তে দিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদ।

রায় প্রকাশ।

কয়েক মাস পরে অদ্য দরাব খাঁর খুনী মোকর্দ্দমার বিচার শেষ হইবে। হাকিম নাকি এই মোকর্দ্দমায় কোন সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, ইহা শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া দরবার গৃহ পূর্ণ করিল। হাকিম লোকের ভিড় ঠেলিয়া এজলাসে বার দিয়াই হুকুম দিলেন খুনী আসামীদিগকে হাজির কর। হাওয়ালদার হুকুম মাত্র তাহাদিগকে হাকিমের সম্মুখে হাজির করিল। অতঃপর হাকিম এক নথী কাগজ বাহির করিয়া অতি গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন—"হে উকিল মোক্তার মহাশয়গণ ও সর্ব্বসাধারণ জন মণ্ডলী! তোমরা সকলই মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। আমি এই মোকর্দ্দমার উদ্ধার মানসে অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকারে ২।৩ মাস গোয়েন্দা পুলিসের কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, বিশেষ তদন্তে জানিতে পারিয়াছি। দরাব খাঁ একজন ধর্ম্মভীরু সাধু সদাশয় নিরীহ দানশীল ব্যক্তি। তারিণী চরণ চক্রবর্ত্তী উহার মনিব, তারিণীর আর্থিক অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল, দরাব মনিব বলিয়া তাহাকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিত এবং শেষে তাহাকে দান স্বরূপ দুই সহস্র টাকা মূলধন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই টাকা লইয়া তারিণী ব্যবসা আরম্ভ করায় অল্পদিনের মধ্যে বেশ ধনী হইয়া পড়িল, ধনী হইয়াই তারিণী দ্বেষ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া নানা প্রকারে দরাবের সর্ব্বনাশ সাধনে বদ্ধ পরিকর হইল, প্রথমে তারিণী দরাবের

সহিত নানাবিধ অন্যায় মোকর্দ্দমা করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিতে না পারিয়া তাহার জোতের জমি যাহা দরাব অতিরিক্ত সেলামী দিয়া পূর্ব্ব হইতে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন, তাহা খাস দখল করিয়া লইবার মানসে পর পর কয়েক নম্বর মিথ্যা মোকর্দ্দমা করিয়াও দরাবকে শাসন করিতে পারে নাই এখন তারিণীর ইচ্ছা দরাবকে একেবারে ভিটাচ্যুত করে, কিন্তু হঠাৎ কাসেমের সহিত দরাবের বিদুষী কন্যার বিবাহ স্থির হইলে, তারিণী সে বিষয় হতাস হইয়া পড়ে; কারণ কাসেম নব্য শিক্ষিত যুবক এ হেন ব্যক্তি দরাবের জামাতা হইলে, তাহাকে শাসন করা ভার হইবে, তাই তিনি এই বিবাহ পণ্ড করিবার অভিপ্রায় নানা প্রকার চক্রের অনুসন্ধানে তৎপর ছিল। দরাবের ভাগ্য দোষে বিবাহের অগ্রের দিন তারিণীর বাধ্য প্রজা বৈষ্ণব জাতীয় যদু বৈরাগীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, তাহাতে উহার বেশ সুবিধা হইল। তারিণী যদুর স্ত্রীকে কিছু টাকা দিয়া তাকে সম্মত করাইয়া, যদুর লাসটি এক খণ্ড বিবাদী জমির উপর ফেলিয়া বাধ্য লোক জন দ্বারা একটু হৈ চৈ করিয়া আসে, দরাব কন্যার বিবাহ উৎসবে সে সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গও অবগত ছিল না; তারিণী বিবাহের দিন পুলিসের সাহায্যে উহাদিগকে অন্যায় রূপে গ্রেপ্তার করিয়া জেলায় চালান দিয়াছিল। আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে এই মোকর্দ্দমা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তী হীন, এবং দরাব খাঁ ও তদানুসাঙ্গিক আসামীগণ সম্পূর্ণ নিরপরাধী এই জন্য উহাদিগকে আমি খালাস দিলাম। আর তারিণী চরণ চক্রবর্ত্তী ভয়ানক মিথ্যাবাদী ঘোর প্রবঞ্চক ও অত্যাচারী এই জন্য উহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনানুসারে তিন মাস ও খেলাপ এজাহারে তিন মাস একুনে ছয় মাস স্বশ্রম কারাবাস দিলাম ও তৎপক্ষীয় সাক্ষীদিগকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধে এক মাস স্বশ্রম কারাবাস দিলাম"।

হাকিমের হুকুম শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে জয় সত্যের জয় রূপ কোলাহলে বিচার গৃহ পূর্ণ হইল। শ্রোতাগণ ধর্ম্মের জয় হইল দেখিয়া কেহ হাকিমের সুবিচারের, কেহ দরাব খাঁর সাধুতার ব্যাখ্যা করিতে করিতে যে যাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। ধর্ম্ম পরায়ণ সাধুগণ ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের জন্য তাহার সমীপে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অনেকেই বলিলেন—"তারিণী যেরূপ কার্য্য করিয়াছে সেরূপ শাস্তি হয় নাই আর কিছু বেশী হইলে ভাল হইত।

———

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রতিহিংসা।

খুনী মোকর্দ্দমা হইতে উদ্ধার পাইবার পর হইতেই দয়ধারের মানসিক গতি যেন কি একপ্রকার হইয়া গেল। এখন তিনি আর জামিলার বিবাহের জন্য ব্যস্ত নহেন, কাহার সহিত আলাপ করেন না। তাঁহার মুখে আর হাসি নাই, সর্ব্বদাই বিষণ্নভাবে কি যেন চিন্তা করেন, এবং সময়ে সময়ে অস্পষ্টভাবে বলেন—"মন তুমি দান করিলে, দরিদ্র ছিলে ধনী হইলে, অজ্ঞান ছিলে জ্ঞানী হইলে, যথারীতি আল্লার বন্দেগী করিলে, মনিবের নানাপ্রকারে উপকার করিলে, তাহাতে যে ফল পাইলে তাহা তো বুঝিলে, এখন স্বকার্য্যে গমন কর। আর বিলম্ব কেন? তারিণীবাবু খালাস হইয়া বাড়ী আসিয়াছে। হে তারিণীবাবু! আমি তোমার ভক্ত প্রজা, আমি তোমার প্রাণপণে কত উপকার করিয়াছি, তুমি তার প্রত্যুপকার স্বরূপ যাহা করিয়াছ, তাহা জীবনে ভুলিব না, জগতও ভুলিবে না—তোমাকে! তোমাকে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিফল দিব, কোন মতে অন্যথা হইবে না। মন হইতে দয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান সব চলিয়া যাও এখন আর তোমাদিগের প্রয়োজন নাই "প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!! তুমি বন্ধুভাবে আমার অন্তরে এস, তুমি যদি বন্ধুর ন্যায় আমার সাহায্য কর তবে তোমাকে পুরস্কার দিব—"হে তারিণীবাবু! আজি হউক আর কালি হউক তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, নিশ্চয় জানিও তোমার সুখের অবসান হইয়াছে, কাল তোমায় শিয়রে দাঁড়াইয়া আহ্বান করিতেছে। তোমাকে ইহ সংসার হইতে সরাইতে না পারিলে আমার আর কিছুতেই শান্তি নাই। তোমার পাপের প্রতিফল

দিয়া আর আমি ইহ সংসারে থাকিব না সংসারের পথ বড় পিচ্ছিল, এখানে স্থির পদে হাঁটা যায় না, এখানে স্থায় ধর্ম্ম নাই এখানকার মানবের অন্তর প্রতারণা দ্বেষ হিংসায় পূর্ণ। যেখানে মানব নাই দ্বেষ হিংসা নাই, যদি বাঁচিয়া থাকি সেই নিবিড় অরণ্যে যাইয়া বাস করিব। দরাব সময় সময় এইরূপ পাগলের ন্যায় বলে ও সময় সময় কোথায় যায় তাহা কেহ বলিতে পারে না।"

অদ্য আষাঢ় মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রজনী। সন্ধ্যা না হইতেই অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, রজনী ঘোর অন্ধকার, পথ ঘাট কিছুই চিনিবার উপায় নাই। গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত কালিমাময়, চতুর্দ্দিক ঘোর নিস্তব্ধ। কেবল রজনী সহচর পেচক ও শৃগালগণ সজোরে চিৎকার করিয়া সুগম্ভীর যামিনীর ভীষণত্ব আরও বাড়াইয়া দিতেছে, আর সময় সময় আকাশ-বাহিনী কড়কানিচয় বিকট হাস্যে জগতকে চমকিত করিয়া গগনবিদীর্ণকারী গুড় গুড় নিনাদে মেদিনী কম্পিত করিতেছে এ হেন ভীষণাদপিভীষণ সময় তারিণীবাবুর রান্নাঘরের পার্শ্বে কদলীবৃক্ষের ঝোপের মধ্যে ভীষণ মুদগর স্কন্ধে কে তুমি? কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ঘৃণিত স্থানে বসিয়া আছ? তোমার কি জীবনের ভয় নাই? শরীরে মমতা নাই? অহো! বুঝিয়াছি তুমি প্রতিহিংসাপরায়ণ দরাব না? ছি ছি! দরাব তুমি না অকলঙ্ক পাঠান বংশোদ্ভব, ন্যায়পরায়ণ সহিষ্ণুতার আকর, দ্বেষ হিংসা বর্জ্জিত, দানশীল ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ, তারিণীবাবুর চিরশুভকাঙ্ক্ষী ভক্ত প্রজা!! তবে তোমার আজ এ কি রীতি? কেন ধর্ম্ম বিগর্হিত প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া এ হেন ভয়ানক স্থানে চোরের বেশে বসিয়া আছ?

ওহে প্রতিহিংসা! আমি তোমার চরণে শত শত বার ছালাম করি, যেন তুমি কখন আমার হৃদয়ে আবির্ভূত না হও। তুমি মহাপাতক।

তুমি যখন যাহার অন্তরে প্রবেশ কর, তখন তাহার কি আর রক্ষা আছে? তখন সে যে মানব হইতে ভিন্ন কিম্ভূতকিমাকার জীবে পরিণত হয় তাহা বলিবার নহে। কুহকিনী প্রতিহিংসা জগতে প্রতিদিন তোমার কুহক মন্ত্রের প্রভাবে, কত প্রণয়িণীর প্রেম পিপাসা চিরতরে বিলুপ্ত হইতেছে, কত সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইতেছে। হায়! তোমার বিষদন্তের প্রভাবে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) চিরানুগত মাবিয়ার বংশধর এজিদ এমাম বংশ ছারে খারে দিয়া স্বেচ্ছায় নরকের কীট সাজিয়া বসিয়াছিল। আজ আমাদের গ্রন্থোল্লিখিত ধর্ম্মপরায়ণ সাধু সদাশয় দরাবেরও সেই দুর্দ্দশা ঘটাইলে;—আজ তোমার কুহকে সাধু দরাব তাহার মহাশত্রু তারিণীবাবুকে হত্যা করিবার মানসে এই ভয়ঙ্কর অন্ধকার রজনীতে কদর্য্যবেশে নরকতুল্য ঘৃণিত স্থানে বসিয়া আছেন। পাঠক! ইহাতে কিছু বিচিত্রতা আছে এরূপ মনে করিবেন না। দরাব যতই কেন ধার্ম্মিক ও সাধু হউন না, সে মানব তো! সুতরাং এরূপ অবস্থায় মানবসুলভ প্রতিহিংসামূলক বৃত্তি দরাবের ন্যায় সংসারী লোকের ত্যাগ করা অসম্ভব।

তারিণীবাবু নানা চক্রান্তে দরাবকে সর্ব্বশান্ত করিয়াছিলেন; তাহাতে দরাব বিন্দু বিসর্গ বিচলিত হয় নাই; যখন তাহার জোতের জমিগুলা হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে মিথ্যা মোকর্দ্দমায় ফেলিয়া প্রাণসম জনয়ার বিবাহ পণ্ড করিয়া তাহার প্রাণসংহারে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। তখন দরাব তাহারই প্রতিশোধ দিবার আশায় অস্ত্র ভীষণ মুদ্গর স্কন্ধে কলা-ঝোপের পার্শ্বে বসিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন। উদ্দেশ্য তারিণীবাবু আহারান্তে আচমনের জন্য যেই ওখানে আসিবে অমনি দরাব মুদ্গর দ্বারা তাহার প্রাণসংহার করিবেন।

মানব যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা চালিত, তাহা আল্লাহের অধীন, মানব

যেহে এমন কোন স্বাধীন বৃত্তি নাই যে মানব তদ্বারা কোন কর্ম্ম করিতে পারে, মানব কলের পুত্তলিবৎ, তিনি যাহা করান, মানব তাহা করে। মানব অজ্ঞান ও সম্পূর্ণ স্ব স্ব বৃত্তির অধীন, তাই তাহার দ্বারা পর মুহূর্ত্তে যে কি হইবে তাহা বুঝিতে পারে না। এই যে দরাব প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তারিণী বাবুকে হত্যা করিবার জন্য কলা ঝোপের ধারে বসিয়া আছে; মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে তাহার দ্বারা যে কি সাধিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? দরাবের কি তাহা বুঝিবার শক্তি আছে?

ক্ষণ পরে দরাব হঠাৎ বিদ্যুতের আলোকে দেখিতে পাইলেন কলা ঝোপের অন্য ধারে একটী মানব অতি স্থির ভাবে বসিয়া আছে। ইহা দেখিয়া দরাব বিস্ময়ে একেবারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। কুহকিনী প্রতিহিংসা তাহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়া তৎস্থলে বিস্ময় ও সংশয় যুগপৎ উপস্থিত হইল, মনে করিলেন আমি এক কার্য্য সাধিতে আসিয়াছি এ আবার কি কার্য্য সাধিতে আমার মতন চোরের ন্যায় বসিয়া আছে, দেখি এই বা কি করে আর আল্লাহের ইচ্ছাই বা কি, এ রহস্য ভেদ না করিয়া আমি কিছুই করিব না।

সে দিন তারিণী বাবুর ভগ্নীপতি আসিয়াছিল, তাই তারিণী বাবু তাহার সঙ্গে ঘরের বারান্দায় বসিয়া নানা গল্প গুজব করিতে ছিলেন, এমন সময় গৃহিণী ডাকিলেন ভাত হইয়াছে। গৃহিণীর আহ্বানে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা রান্নাঘরে যাইয়া আহারে বসিলেন। আহারান্তে উভয়ে কলা ঝোপের ধারে যাইয়া আচমন করিলেন, কিন্তু প্রতিহিংসা পরায়ণ দরাব তাহাদিগকে কিছুই বলিলেন না; বলিবেন কি, দরাবের কি আর সেদিকে, লক্ষ্য আছে? তখন তাঁহার লক্ষ্য সেই ব্যক্তির দিকে। তারিণী বাবু ও তাঁহার ভগ্নীপতি যেই তথা হইতে গেলেন, ক্ষণপরেই সেই ব্যক্তি চলাচল একেবারে রান্না ঘরের ভিতর ঢুকিল, দরাবও অমনি তাহার

পিছু পিছু যাইয়া রান্নাঘরের জানালার নিকট. গিয়া দাঁড়াইলেন, সেখানে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার আর কিছু বুঝিতে বাকী রহিল না, তবু শেষ দেখা দেখিবার জন্য কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন।

পরে সেই ব্যক্তি দুগ্ধের সর মৎস্যের মুড়া ইত্যাদি পরিতোষভাবে আহার করিয়া বসিয়া রহিল তৎপর গৃহিণী আহারান্তে থালা ঘটী বাটীগুলা গুছাইয়া বাসঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গৃহিণীর উপপতিও পিছে পিছে ঘরে ঢুকিল—পরে কপাট বন্ধ হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

একে আর।

দরাব উপস্থিত ব্যাপারে প্রতিহিংসা ভুলিয়া যাইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কেবল বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। এবং পাপ তাপ ভরা বসুন্ধরার কার্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন। আমি আর আমার মনিবের প্রতিশোধ দিব না। আমি তাঁহার শত্রু কিন্তু আমার চেয়ে যখন তাঁহার জীবনের পরম শত্রু তাঁহার গৃহে কাল সর্প রূপে বিরাজ করিতেছে, তখন আমাকে আর উহার পাপের প্রতি ফল দিতে হইবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় পরায়ণ, তাহা না হইলে তারিণী বাবুর স্বগৃহে এরূপ ভয়াবহ শত্রু বিরাজিত কেন? তিনি দুষ্টের সংহার জন্য অগ্রেই তাহার আয়োজন করিয়া রাখেন। অধম নর তাহা বুঝিতে না পারিয়া, নিজেই ঈশ্বরের কার্য্যের ভার স্কন্ধে লইয়া, বৃথা পাপে পতিত হয়। হে দয়াময় আল্লাহ! আমি না বুঝিয়া গুরুর আদেশ অবহেলা করিয়া যে পাপ কার্য্যে আসিয়াছিলাম সে পাপ হইতে তুমি মুক্ত করিও। হে তারিণী বাবু! তোমার পাপের ফল তুমি অতি শীঘ্রই আল্লাহ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইবা; আমি এখন চলিলাম, যাইয়া কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করি।

ইত্যাকার পাপের অনুশোচনায় অজ্ঞানাবস্থায় রান্না ঘরের নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় তারিণী বাবুর তিন বৎসরের ছেলেটী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহাতে দরাবের চমক ভাঙ্গিল, তখন তিনি কি মনে করিয়া একেবারে খিড়কীর দরজায় যাইয়া দাঁড়াইলেন। তখনও বালকের কান্না থামে নাই, ইহাতে কর্ত্তার ঘুম ভাঙ্গার আশঙ্কায় গৃহিণী

জীবন সর্ব্বস্ব প্রাণের প্রাণ মহাপ্রভুর বোধ হয় ক্রোধের সঞ্চার হইল, তাই তিনি ক্রোধে গৃহিণীকে বলিল—"তোমার কাছে আর আমি আসিব না আমি এখন যে দিন আসি, এইরূপ ছলনা করিয়া ছেলেটা কাঁদাও বোধ হয় নূতন কেহ জুটেছে, তার বোধ হয় আস্‌বার সময় হইয়াছে, তাই ওরূপ কাণ্ড করিতেছ, তা ওরূপ না করে আমাকে আস্‌তে বারণ করে দিলে তো হয়? সে যাক আমি আর আস্‌ব না, তুমি নবীন নাগর নিয়ে সুখে থাক" ইহা বলিয়া নাগর মহাশয় যেই উঠিল অমনি গৃহিণী নাগরের হাত ধরিয়া মৃদুস্বরে কাঁদ কাঁদ ভাবে কহিল—"নাথ! তুমি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব, তুমি আমার মাথা খাও—যেওনা। জগতে তোমা ভিন্ন যদি আর কাহাকেও ভাল বাসিয়া থাকি তবে যেন আমার মস্তকে এখনি বজ্র পতিত হয়, আমি বিবাহের অগ্র হইতেই জীবন যৌবন সব তোমাকে সমার্পণ করিয়াছি, তোমার সহিত বিবাহ হইলে আমার আর এ যাতনা ভোগ করিতে হইত না। পোড়া হিন্দু জাতির মধ্যে জাতি ভেদ হওয়াতে ঈশ্বর আমাদের আশা পূর্ণ করে নাই। শুনেছি পূর্ব্বকালে যদিও জাতি ভেদ ছিল তবু এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের বিবাহ হইত। কোন মহারথী যে হিন্দুর মধ্যে এই অসবর্ণ বিবাহ পদ্ধতি রহিত করেছেন, তাহাকে যদি পাইতাম তবে আজ এ মনের জ্বালা মিটাইতাম। পোড়া কপাল! হিন্দু সমাজে যদি জাতি ভেদ না থাকিত তবে কি আজ আমাদের চোরের ন্যায় থাকিতে হইত? নাথ! তুমি রাগ করনা। যদি এই বালক আমাদের সুখের পথের কণ্টক হইয়া থাকে, তবে এস সুখের পথ একেবারে নিষ্কণ্টক করি"।

দরাব উৎকর্ণ হইয়া উহাদের কথা শুনিতেছিলেন। যখন শুনিলেন, সুখের জন্য পাপীয়সী পুত্র হত্যা করিবে; তখন দরাব মনে মনে বলিলেন—"রে পাপীয়াসী! সাবধান নিরাপরাধে শিশু হত্যা? এ পাপ দরাব

কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। পাপীয়সি! তোদের কাল পূর্ণ। দরজায় তোদের অপেক্ষায় যম দণ্ডায়মান; এই বেলা সাবধান হ' নতুবা নিস্তার নাই"। নাগর মহাশয় গৃহিণীর এত অনুনয় বিনয় স্বত্ত্বেও বলিল—"আমি আর এখানে আসিব না—আসিব কি প্রাণ হারাইতে"?

গৃহিণী বলিল "নাথ! প্রাণ হারাইবে কেন, আমার প্রাণ দিয়াও তোমাকে রক্ষা করিব। আমি তোমার অনুরোধে পুত্রের মায়া—স্বামীর মমতা ত্যাগ করিতে পারিব, কিন্তু তোমাকে কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না"। প্রণয়ী যুগলের এ দুঃখের সময় অভাগা ছেলেটী পুনঃ ভীমরবে কাঁদিয়া উঠিল, তখন গৃহিণী ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল— "নাথ শীঘ্র ধর আমাদের সুখের পথ পরিষ্কার করি;—ইহা শুনিয়া নাগর মহাশয় আর কি করিবেন ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক কেবল শ্রীমতীর সন্তোষের জন্ম ও নিজের সুবিধার জন্ম ছেলেটীকে ধরিল এদিকে পাপীয়সী ক্ষিপ্রহস্তে ছেলেটার গলা চাপা দিয়া ধরিল ইহাতে হতভাগা বিকট চীৎকার করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিল। তখন দুষ্টা একটু সামলাইয়া পুনঃ বলিল—"নাথ আর বিলম্ব কেন? এস দুই জনে এই দুষ্ট বালকের প্রাণ সংহার করিয়া মনের জ্বালা মিটাই; ইহা বলিয়া পিশাচিনী একখানি তীক্ষধার বিশিষ্ট ছোরা হাতে করিয়া উঠিল। নাগর মহাশয় তখন ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, ওখান হইতে বেরুতে পারলেই বাঁচে, তাই সে ব্যস্তভাবে পাপীয়সীকে বলিল—"প্রিয়ে আজ থাক আজ ও কার্য্যে আর সুবিধা হইবে না একে আর হয়ে যাবে, তা আমি এখন আসি তুমি যাহা ভাল হয় কর"।

কৃতান্তরূপিনী দানবীর ও কালরূপ দৈত্যের কার্য্য দেখিয়া দরাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া ক্রোধে আত্মহারা অবস্থায় বলিলেন—"নাগর মহাশয়! আর বিলম্ব করিতেছ কেন? তোমাদের কর্ত্তব্যের প্রতিফল দিবার জন্ম

যম যে এখানে দাঁড়াইয়া কষ্ট পাইতেছে। জগতে যে কার্য্য অদ্যাপি মানবের দ্বারা সংঘটিত হয় নাই, তাহা তোমরা করিলে; ইহার প্রতিফল হাতে হাতে না ফলিলে, আল্লা যে আছে ইহা মানবের বিশ্বাস হইবে না, এই জন্যই বোধ হয় ন্যায়বান আল্লাহ এখানে আমাকে পাঠাইয়াছেন। মহাশয় এস, আর বিলম্ব কেন? বিলম্ব হইলে আশা মিটিবে না; মহাশয়! আর যে সহ্য হইতেছে না। যতক্ষণ তোমার ও পাপীয়সীর পাপের প্রতিফল দিতে না পারিব ততক্ষণ কি আমার সোয়াস্তি আছে"।

এদিকে নাগর মহাশয় বাটী যাইতে উদ্যত। এমন সময় পাপীয়সী ভাণ করিয়া মহা আড়ম্বরে কান্না আরম্ভ করিয়া বলিল—"ওগো তোমরা কেউ দেখ্‌লে না আমার ছেলে যে কেমন করিতেছে"! কান্নার রোলে তারিণী বাবুর চৈতন্য হইল এবং ব্যস্তভাবে গৃহিণীকে বলিলেন "কিরে কি হ'য়েছে"? গৃহিণী ধরা গলায় চাপা স্বরে বলিল—হঠাৎ ছেলে কেমন করিতেছে গো—ও বাবা ও বাবা! বাবা নিরুত্তর, তখন গৃহিণী মোটা গলায় ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিল—"ওগো কি হল আমার বাবা বুঝি নাই রে—আকস্মিক বিপদে তারিণী বাবু জ্ঞানহারা হইয়া অতি ব্যস্তভাবে বলিলেন—"ওরে শীঘ্র দরজা খুলে দাও না হে? গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে যেই দরজা খুলিল অমনি নাগর মহাশয় ভয়ে ব্যস্তভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছিল, এমন সময় দরাব তাহার মস্তকে সজোরে এক মুগুরের আঘাত করিল হতভাগা সেই মুগুরের আঘাতেই কুপোকাত করিয়া ঘরের বাহিরে গড়াইয়া পড়িল এদিকে তারিণী বাবু, ছেলে মরিয়া গিয়াছে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং গৃহিণীরও সেই স্বরে স্বর মিলাইলেন, বাহিরে যে কি হইল তাহারা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দরাবের আশা ছিল পাপীয়সীর শেষ করিয়া চলিয়া যাইবেন কিন্তু নানা অসুবিধা বিধায় সে আশা ত্যাগ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

গৃহিণীর কান্নার ধুমে পাড়ার দুই চারিজন স্ত্রীলোক আসিয়া তারিণী বাবুর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া দেখেন খিড়কীর দরজার নিকট একটী মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া রমণীগণ ভয়ে ও বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। তারিণী বাবু রমণীগণের চীৎকার শুনিয়া আলো হস্তে দৌড়িয়া আসিয়া দেখেন নন্দলাল দত্ত নামক প্রতিবেশীর মৃতদেহ অবিকৃত অবস্থায় তথায় পড়িয়া রহিয়াছে; ইহা দেখিয়া তারিণী বাবুর আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হইবার উপক্রম হইল এবং ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারিণী বাবু জীবনে এরূপ বিপদে কখনও পড়েন নাই একদিকে তাহার একমাত্র জীবন সর্ব্বস্ব পুত্রের আকস্মিক মৃত্যু, অন্যদিকে তাহার বাটীতে অভাবনীয় খুন; সেই জন্য তিনি একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্ষণপরে জ্ঞান হইলে, তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন লাসটী সরাইয়া ফেলেন; কিন্তু তাহা আর হইবার উপায় রহিল না কারণ গৃহিণীর কান্নার রোলে ক্রমে ক্রমে তথায় বহু লোকের সমাগম হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তিনি ভয়ে ও লজ্জায় একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন।

নন্দলালের মৃতদেহ দেখিয়া লোকে হৈ চৈ আরম্ভ করিলে, গৃহিনী কপটকান্না ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিয়া আসল কান্না আরম্ভ করিল। ধর্ম্মের ভাণও ভাল ইহাতে লোকের অন্তর ক্রমে নরম হয়, কিন্তু কান্নার ভাণ বড় খারাপ, ইহাতে কোমল অন্তর পাষাণবৎ শক্ত হইয়া যায়। কপট কান্নায় কখনও চোখ দিয়া জল পড়ে না। অন্তরে আঘাত না লাগিলে কি চোখে জল আসে? পাপীয়সী অন্ধকারে কাঁদিয়াছিল তাই রক্ষা, সে সময় যদি তারিণী বাবু পিশাচীর মুখের ভাব দেখিতে পাইতেন, তবে বুঝিতে পারিতেন পুত্রের মৃত্যুর কারণ। সে যাহা হউক গৃহিণী নন্দলালের মৃতদেহ দেখিয়া, মনের আবেগে খুবই আসল কান্না

কাঁদিল, এবার কিন্তু চালাকি নহে। পাঠক মহোদয়গণের বোধ হয় অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে পাঠশালায় গুরুমহাশয় আসিবার অগ্রে নিজেরা মারামারি করিয়া গুরুমহাশয়কে দেখাইবার জন্য কেহ কেহ কপট কান্না আরম্ভ করে সে সময় তার চোখে জল না আসিলে সে থুথু দিয়া চক্ষের কোণ সিক্ত করিত শেষে গৃহিণীর কিন্তু আর তাহা করিতে হইল না। আপনিই চোখের কোণে প্রবল বন্যা আরম্ভ হইল; এত শীঘ্র যে নকল আসল হইয়া যাইবে ইহা ধারণার অতীত তাই পাপীয়সী মনে মনে কহিতে লাগিল হায়! আমি কি করিলাম আজ আমি যাহার জন্য আমার জীবন সর্ব্বস্ব হৃদয়-মনির নিধন সাধন করিলাম কে আজ তাহাকে হত করিল। ভাই নন্দলাল! আমার পাপে তুমি নিশ্চয়ই আমার পাষণ্ড স্বামীর হাতে অমূল্য জীবন হারাইয়াছ। আজ তুমি যখন আমাকে পরিত্যাগ করিলে তখন আমার আর এ জীবনে ফল কি, এখন মরণই আমার মঙ্গল। মরিব—নিশ্চয়ই মরিব কিন্তু ভাই—তোমার হত্যাকারীকে সমুচিত শাস্তি না দিয়া—কিছুতেই মরিব না"।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পুলিস তদন্ত।

পরদিন প্রাতে নন্দলালের ভ্রাতা যদুনাথ নিকটস্থ থানায় যাইয়া ইজাহার দিল যে, "তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী আমার ভাইকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে।"

দারোগা মহাশয় সংবাদ পাওয়া মাত্রই একটু কি ভাবিয়া জালাম্বরূপ পেটটীতে হস্তার্পণ করিতে করিতে জমাদার মহাশয়কে ডাকিয়া কি একটু পরামর্শ করিয়া যদুনাথকে বলিলেন "তুমি শীঘ্র বাড়ী যাইয়া সাক্ষী ঠিক কর্‌ আমরা আস্‌ছি —"

ক্ষণপরে দারোগা মহাশয় স্বদলবলে মহা আড়ম্বরে চলাচল তারিণীবাবুর বাড়ী যাইয়া তাহার বৈঠক ঘরে দরবারে বার দিয়াই যদুনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে যদুনাথ! তোর ভাই নন্দলালের স্বভাব কিরূপ ছিল রে বেটা?"

যদু—ভাল স্বভাবের লোক ছিল, তবে দোষের মধ্যে এই তার গান বাজনার উপর একটু ঝোঁক ছিল।"

দা—হুঁ ভাল লোক ছিল না তার কথা? গান বাজনা করতো আর একটু এদিক ওদিক হাত বাড়াত না? বলি—"তোর ভাইয়ের বিবাহ হয়েছিল?"

যদু—না।

দাঃ—কেন?

যদু—তার বিবাহে অনিচ্ছা ছিল, কারণ জানিনা।

দাঃ—এখন বুঝিতে পারিয়াছ তো?

যঃ—বুঝিতে পারিব কি তাকে তো কোন স্থলে মন্দভাবে যাতায়াত করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই।"

দাঃ—হুঁ তাকে তুমি কোন স্থলে যাতায়াত করিতে শুন নাই, কিন্তু রাত হলে, তাকে খুঁজে পাওয়া যেত না বুঝি—বলি "কাল রাত্রে নন্দ বাড়ী ছিল?"

যদু—"না, কাল রাত্রে কোথায় গান বাজনা কর্‌তে গিয়েছিল।"

দাঃ—রাত্রে বাটী এসেছিল?"

যঃ—"সকল রাত্রে বাটী আসিত না কাল রাত্রিও বাটী যায় নাই।"

দাঃ—"তা কাল রাত্রে আর বাটী যাবে কি করে, সে যে তারিণী-বাবুর খিড়কীতে কুপোকাত করে শুয়েছিল।" বুঝেছি তোর ভাই বড় সাধু ছিল, তা তোরা রাত্রে কি করে জান্‌তে পারলি যে তোর ভাই খুন হয়েছে?"

যদু—"পর রাত্রে তারিণীবাবুর পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় তাহার স্ত্রীর কান্নার রোলে পাড়ার দুই চারি জন স্ত্রীলোক তথায় যাইয়া, এই বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া হৈ চৈ করায় আমরা তাহা শুনিয়া এখানে আসিয়া দেখি তারিণীবাবুর স্ত্রী মরা পুত্র কোলে লইয়া কাঁদিতেছে ও আমার ভাইয়ের মৃতদেহের পার্শ্বে জনকয়েক স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া হৈ চৈ করিতেছে।

দাঃ—"তারিণী তুমি একে চেন কি?"

তাঃ—"চিনি।"

দাঃ—"তুমি একে খুন করেছ না?"

তাঃ—"না হুজুর আমি ওকে খুন করি নাই।"

দাঃ—"তাতো বুঝেছি, পাড়ার লোক খুন করেছে না?"

তাঃ—"তা হতে পারে মহাশয়! আমার সঙ্গে পাড়ার অনেক

লোকের বিষয় আশায় লইয়া বিবাদ, তারা আমাকে জব্দ করিবার জন্ম এই কাণ্ড করতে পারে।"

দাঃ—ক্রোধ বিকম্পিত স্বরে "বেটাত ভারি নেকা ইহার বিন্দু বিসর্গ উনি জানেন না পাড়ার লোক খুন করে ওর বাড়ী রেখে গেছে, তা যাক মহাশয়ের স্ত্রীর স্বভাব কিরূপ বল্‌তে পার কি ?"

তাঃ—"আমি যতদূর জানি তাহাতে আমার স্ত্রীর স্বভাব মন্দ বলে বোধ হয় না।"

দাঃ—"তা বুঝতে আর বাকী নাই, মহাশয়ের স্ত্রীর স্বভাব যে ভাল তাতো অনেকক্ষণ বুঝেছি, এখন তোমার সতী সাধ্বী স্ত্রীকে এদিকে একবার ডাক দিকিন।"

তারিণীবাবুর স্ত্রীকে আর ডাকিতে হইল না বৈঠকখানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামীর ইজাহার শুনিতেছিল, দারোগা মহাশয়ের ডাকেই অমনি হাজির, তাহাকে হঠাৎ সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া দারোগা মহাশয় বিকৃত স্বরে বলিলেন—"ওগো সতী সাধ্বী একবার এদিকে একটু সরে এস দিকি— উঃ ঘোমটা যে দেড়হাত ;—লজ্জায় যে একেবারে মরে গেলে দেখ্‌ছি ? তা একটু সত্য করে বল দিকিন ও বেচারা এখানে মরে পড়ল কি করে ?"

যে প্রশ্ন সেই উত্তর—"হুজুর তা আমি জানি না।"

দাঃ—"তা তুমি জান্‌বে কি করে, আমি সব জানি কেমন না ? এখন নেকামি ছেড়ে সত্য করে বল তাহাতে তোমারও ভাল আমারও ভাল।

মন—"বলছি না আমি ইহার কিছু জানি না।"

দাঃ—"আবার ঐ কথা ? সহজে বুঝে বল্‌বে না বেটীত ভারি নেকামি জুড়লে ওগো এখানে কে আছ একে সায়েস্তা কর তো ?"

হুকুম মাত্র যমদূতাকৃতি পিয়ন মনমোহিনীকে প্রহার আরম্ভ করিল প্রহারের চোটে মনমোহিনী বলিয়া ফেলিল—উনি আমার উপপতি, বাল্য,

কাল হইতেই উহার সহিত আমার ভালবাসাবাসি। প্রায়ই উনি গোপনে আমাদের বাটী যাতায়াত করিত।"

দাঃ—"ওরে তা বুঝেছি কাল রাত্রে এসেছিল কি, না?"

মন—"এসেছিল।"

দাঃ—তাতো আস্‌বেই—বলি তোর আর ক'টী উপপতি আছে?"

মন—"হুজুর আমি সত্যই বল্‌ছি উনি ভিন্ন আমার আর উপপতি নাই, একপক্ষে ধরিতে গেলে উনিই আমার স্বামী, প্রকৃত বিবাহ যাহা তাহা উহার সহিত হইয়াছিল, পোড়া হিন্দু সমাজে জাতিভেদ না থাকিলে বিবাহ উহার সহিত হইত, পোড়া জাতির অন্ধতায় আমার জীবনটা বিফল হইয়া গিয়াছে।"

দাঃ—"তা বুঝেছি তুমি বড় সতী। এখন ঠিক করে বল দিকি নন্দলাল এখানে যে যাতায়াত করিত তাহা তোমার স্বামী জানিত কি?"

মন—"বোধ হয় জানেন কয়েক দিন হইল আমাদের মধ্যে আলাপ পর্য্যন্ত বন্দ, অগ্রে আমি বুঝিতে পারি নাই, একটু বুঝিতে পারিলে আর এতদূর হইত না। এখন বুঝিতেছি এই জন্যই এত কাল পরে উহার ভগ্নীপতির সংবাদ দিয়া আনা হইয়াছিল। আমার ছেলের কাল রাত্রে ভারি অসুখ হইয়াছিল তাই ঘুমাইতে পারি নাই প্রায়ই চৈতন্য ছিলাম। উনিও ঘুম পড়েন নাই, অনেক রাত পর্য্যন্ত ভগ্নীপতির সহিত কি যেন ভিস্‌ ভিস্‌ করিয়া বলিতেছিলেন, তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। যখন এই কাণ্ড সংঘটিত হয় তখনও বুঝিতে পারি নাই। খোকার শোচনীয় অবস্থার জন্য ওদিকে আমার মোটেই খেয়াল ছিল না।"

দাঃ—"খেয়াল থাকিলে কি আর এতদূর ঘটিতে পারিত, তা আর কতদিন সে সহ্য করিবে ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম না করিলে কি আর এতদূর ঘটিয়াছে; যেমন কাজ তেমনি ফল ফলিয়াছে। তবে অগ্রে নেকামী

কর্‌ছিলে আমি এর কিছু জানিনে; তা যাউক তারিণী তুমিও বুঝি এই খুনের কিছু জান না?"

তাঃ—হুজুর যথার্থ আমি ইহার কিছু জানি না, আমার স্ত্রীর উপর কখনও সন্দেহ হয় নাই, কাল রাত্রে আমার ছেলের হঠাৎ অসুখ হওয়ায় আমার স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিলে, আমি গিয়া দেখি ছেলেটী মরিয়া গিয়াছে। স্ত্রীর কান্নার রোলে পাড়ার মেয়েরা আসিয়া দেখে খিড়কীতে লাস পড়ে আছে, ইহা দেখিয়া তাহারা চীৎকার করিয়া উঠায় আমরা আলো লইয়া গিয়া দেখি নন্দলালের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, হুজুর সত্য বল্‌ছি ইহা ভিন্ন এই খুনের আর কিছু জানি না।"

দাঃ—'সেও আর বলিতে হইবে না সব বুঝেছি, আর সাক্ষীরও প্রয়োজন নাই। ওরে চৌকিদার আর ভাবিতেছ কি উভয়কে বাঁধিয়া লইয়া চল; পরে যাহা হয় হইবে বলা বাহুল্য তারিণীবাবুর ভগ্নীপতি মহাশয় রাত্রেই পিঠটান দিয়াছিলেন।

দারোগা মহাশয় তারিণীবাবুর কোন ওজর আপত্তি না শুনিয়া যখন তাহাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া চলিলেন তখন পথপার্শ্বস্থ লোক সকল কেহ বলিতে লাগিল বিধাতা আছেন তিনি আর কত সহ্য করিবেন, পাপের তো একটা ফল আছে, তিনি ন্যায়বান, অত্যাচারীকে তিনি এই রূপেই শাসন করিয়া থাকেন। বাছাধন এবার নিজের ফাঁদে নিজে পড়িয়াছেন। আর কেহ কহিতেছে "দেখ্‌লে ভাই বিধাতার কি সূক্ষ্ম বিচার উনি কেবল লোকের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিয়া বেড়ান, উঁহাকে কেহ শাসন করিতে পারে না। তাই বিধাতা উঁহাকে শাসন করিবার জন্ম উঁহার গৃহে শত্রুরূপে উঁহার স্ত্রীকে রাখিয়াছেন। যেরূপ উঁহার স্ত্রী সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহাতে বাছাধনের এ যাত্রা আর রক্ষা নাই।"

এদিকে মেয়েরা দরবার খুলিয়া কেহ বলিতেছে—"দিদি!

মনমোহিনী লজ্জার মাথা খেয়ে কেমন করে বল্লে যে নন্দলাল দত্ত তাহার উপপতি", তখন আর একটী রমণী চাপা গলায় বলিল—"আর গোপন রেখে ফল কি, যার জন্য গোপন রাখ্বে সে যে জন্মের মত কুপোকাত করেছে।" ইহার কথা শেষ না হইতে আর একটী রমণী একটু হাসিয়া বলিল—'মন্দ কাজ ক'দিন চাপা থাকে—কে না জানে নন্দলালের সহিত ওর পীরিত। তা তারিণীবাবুকে ভাল বলা যায়, এতদিন সব সহ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন।" ক্ষণ পরে কোন সবল হৃদয়া বৃদ্ধা রমণী বলিলেন—"দেখ বোনসকল, তারিণীবাবু যেমন লোক তেমনি হয়েছে তোরা তো জানিস দরাব খাঁ কেমন লোক, উহার মত ধার্ম্মিক লোক দুই চারি গ্রামের মধ্যে নাই, তাহার যেমন দয়া তেমনি বিনয়, সে কি তারিণীবাবুর কম উপকার করেছে? আমাদের কর্ত্তা একদিন বল্‌ছিলেন দরাব খাঁর দানে তারিণী বড়লোক। কিন্তু তারিণী তার উপর যে অন্যায় অত্যাচার করেছে, তাহা বলিবার নহে, তার ফল কি কিছু বিধাতা দিবেন না? ভগবানের কার্য্য অতি সূক্ষ্ম—এই তার প্রমাণ।"

এইরূপে কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলে পথের দুই ধারে থানা দিয়া তারিণীবাবুর প্রসঙ্গ লইয়া নানা আন্দোলন করিতেছিল; তারিণীবাবু পুলিস দ্বারা বেষ্টিত হইয়া উহা শুনিতে শুনিতে ভগ্নমনে গমন করিতেছেন এবং ইহা পাপের প্রতিফল ভাবিয়া অনুতাপানলে পুড়িতে পুড়িতে চলিয়া যাইতেছেন, আর মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছেন, যেন আর ফিরিতে না হয়। কারণ ফিরিয়া আর কি হইবে, এত সাধের সহধর্ম্মিণী কুলটা, প্রাণাধিক পুত্র নাই, পাড়া প্রতিবেশী সকলই শত্রু, এমন অবস্থায় তাঁহার জীবন যেন ভার বোধ হইতেছিল, তাই তিনি মৃত্যু কামনা করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছেন।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কাসেমের বিদায়।

পাঠক মহোদয়গণ অনেক দিন গত হইল আপনাদের প্রেমের আদর্শ জামিলা ও কাসেম এবং ধার্ম্মিক প্রবর দরাবের সংবাদ লওয়া হয় নাই। আজ একটু অবসর—চলুন একবার তাহাদের একটু সংবাদ লওয়া যাউক।

দরাবের এখন আর সেরূপ ভাব নাই, কালের পেষণে তিনি যেন পাগলের ন্যায় হইয়াছেন, সময়ে আহার নাই, সময়ে নিদ্রা নাই, সামান্য কিছু হইলেই দরাব ভয়ে ব্যাকুল, এখন জামিলার বিবাহের কথা আদৌ তাঁহার মুখে নাই। কি যেন মহাকার্য্য সাধনে তিনি সদা ব্যস্ত। কাসেম যুবক; সামান্য আঘাতেই সেও পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া পাগলের ন্যায় কেবল এদিক ওদিক করিয়া বেড়ায়, জামিলার সহিত এ যাবৎকাল আর দেখা শুনা করে নাই, সে এখন জামিলাকে ভুলিব বলিয়া কত চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ভুল ক্রমেই সেই চিন্তা তার হৃদয় জুড়িয়া বসে; কিছুতেই আর সে চিন্তা তার হৃদয় হইতে দূরীভূত হয় না কিছুদিন সৎ অসৎ বহু চিন্তার পর হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া স্থির করিল, সংসারের ক্ষণ স্থায়ী প্রেমের অস্তিত্ব নাই, ইহার মধ্যে কেবল শত শত বাধা বিঘ্ন বিরাজিত, এই ক্ষণ স্থায়ী বিপদ সঙ্কুল প্রেমের জন্য আর বৃথা সময় নষ্ট করা কোন মতেই উচিৎ নহে। দেখি দয়াময় আল্লাহ কি করেন; যদি আমি প্রকৃত প্রেমিক হই প্রেম সাধনাই যদি আমার উদ্দেশ্য থাকে, আমি রিপুর প্ররোচনায় যদি জামিলাকে ভাল বাসিয়া না থাকি, তবে নিশ্চয়ই এক দিন তার সহবাসে সুখী হইব, মন আর কেন, এখন কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর হও। ইত্যাকার চিন্তার পর মন সম্মত হইল, কিন্তু একবার

জামিলার নিকট বিদায় গ্রহণ না করিয়া যাইতে কিছুতেই সম্মত হইল না, তাই বিকাল বেলা সে খাঁ সাহেবের বাটীর দিকে গমন করিল, জামিলা তখন শোবার ঘরে বসিয়া একটী আচ্‌কানে লতা পাতা ও ফুলের কাজ করিতেছিল, হঠাৎ কাসেমকে দেখিয়া লজ্জায় জড় সড় হইয়া একটু হাসিয়া মুখ অবনত করিয়া সরম বিজড়িত স্বরে বলিল—"যাহা হউক মনে আছে" ?

কা—"মনে ছিল কিন্তু বিধাতা"—

জা—"তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে তবে"—

কা—"যাক সে সব কথা, এখন জিজ্ঞাসা করি আচকান কি করিবে বা উহাতে লতা পাতা ও ফুল তুলিতেছ কি জন্য— ?

জা—"কি জন্য জানি না তবে অচ্‌কানে ফুল তুলিতে তুলিতে ভাবিতে ছিলাম—

কা—"কি ভাবিতেছিলে— ?

জা—"এখন তাহা বলিব না, তা বেশ হইয়াছে, এখন আসিয়াছেন। এই খানে একটু,—আর বল্‌ব কি সব তাঁহার ইচ্ছা, বাপজান পাগলের ন্যায় হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আম্মাজানের অসুখ হইয়াছিল, খোদার মর্জ্জী আরাম হইয়াছে, এখন ভয়ানক দুর্ব্বল তাই ওঘরে শুইয়া আছেন"।

কাসেম জামিলার দুঃখ ব্যাঞ্জক কথাগুলি শুনিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সেই পালঙ্গোপরি তাহার নিকটে বসিল, জামিলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে বলিল—"হয়েছে কি আপনার মুখের ভাব অমন কেন" ?

কাসেম একটী গভীর নিশ্বাস ফেলিল কিছু বলিতে পারিল না চোখে জল আসিল সেই জল ভরা চোখে নীরবে জামিলার পানে চাহিতেই, এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু জামিলার হাতে পড়িল"।

জা—"একি কাঁদিতেছেন নাকি? কি হইয়াছে ভাই—আমায় বলুন"।

কা—"তোমায় আজ সব মনের কথা বল্‌ব বলে তো এসেছি, তুমি ব্যথা পাবে বলে—এত দিন কিছু বলি নাই"?

জা—"আমি ব্যথা পাব? আপনার চোখে এ ভাবে জল দেখার চেয়ে কি সে ব্যথা বড়"?

কা—"বড় নয়, আশা ছিল আমি কাঁদিব, তোমাকে কাঁদাইব না, কিন্তু তাহা হইল না, মন বুঝিল না তাই তোমাকেও আজ কাঁদাইতে এসেছি"।

জা—"এমন কি হইয়াছে যে আপনি কাঁদিবেন ও আমায় কাঁদাইবেন"?

ক্ষণ পরে কাসেম জড়িতস্বরে বলিল—"ইহারই নাম কি সংসার? যাহাতে শঠ তারিণী বাবুর কুচক্রে আমাদের সব আশা ভরসা সমূলে বিনষ্ট হইল, ইহাতে বাঁচিয়া থাকা কি বিড়ম্বনা নয়"?

জা—"হাঁ ভাই ইহারই নাম সংসার, অবিশ্বাসী দুর্ব্বল প্রকৃতি মানব ইহাতে জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মনে করে ঐ দেখুন দেখি কি উদার অনন্ত আকাশ, বিমল রবির প্রখর কিরণ,—কি মধুর তরু গুল্ম লতা শ্রেণী কি সরল প্রকৃতি পুষ্প সকল, কত ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া মৃদু মধুর হাসিয়া সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে। খলের জিহ্বা কি ঐ সকল প্রকৃতির হাসি-মুখে বিষ ঢালিতে পারিতেছে"? যে দুর্ম্মতি আমাদের সুখের পথে কণ্টক দিবার জন্য দিবা নিশি নানা ফাঁদ পাতিতেছে, সে কি আমাদের নসীবের বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারিবে? কখনই নহে; তবে তাহাতে জীবন বিড়ম্বনা বোধ করিব কেন? জীবনে ভালবাসিতে শিখিয়াছি, প্রেমে পরকে আপন করিতে শিখিয়াছি, প্রেম শিক্ষা করিয়া সেই বিশ্বপ্রেমিককে পাইয়া তাঁহার প্রেমে নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়াছি, তবে এখন সামান্য

কীটের দংশনে মধুময় জীবনকে বিড়ম্বনা বোধ করিব কেন? এই সামান্য দুঃখ কষ্টতো জীবন বা প্রেমের পরীক্ষা, এই পরীক্ষায় ভীত বা চঞ্চল হইলে কি করিয়া সংসারের নানাবিধ পরীক্ষারূপ, শোক, তাপ, কুটিলের কুচক্র, পরদ্বেষীর দ্বেষ হিংসা এ সব ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবেন?"

এমন সরলভাবে অথচ তেজের সহিত জামিলা এই কথাগুলি বলিল যে তাহাতে কাসেমের তাপ-দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চিত হইয়া উদ্যম উৎসাহে তার হৃদয় ভরিয়া চখে মুখে সান্ত্বনার ভাব দেখা দিল।

অতঃপর কাসেম ভগ্নস্বরে বলিল—"ধন্য তুমি! তুমি নারীকুল-শিরোমণী, তুমি নারী হইয়াও পুরুষের উচ্চ হৃদয় লাভ করিয়াছ, আর আমি পুরুষ হইয়া অবলা রমণীর ন্যায় ভীরু, সেই জন্য আমি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। নিশ্চয়ই আমি তোমার সুখের পথের কণ্টক, আমি তোমার সম্পূর্ণ অযোগ্য—আমার আশা ত্যাগ কর জামিলা।"

জা—"ওকি বলিলেন—আপনি কি ভুলিয়া গিয়াছেন, সেই মধুময় জ্যোস্নাপ্লাবিত রজনীতে আল্লাকে সাক্ষী করিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন?"

কা—"জামিলা আমায় ক্ষমা কর, সে সব ভুলিয়া যাও আমি সত্যই তোমার অযোগ্য।"

জা—"ভাই কাসেম! এ আপনার বিষম ভুল, প্রেমরাজ্যে কখন কি ওরূপ অবিচার হইয়াছে? আমি জানি ভুল করিয়া ভালবাসি নাই।"

কাসেম জামিলার এই সরল ভাবপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া একটু হাসিয়া পরে বলিল—"আজ তোমার নিকট আমি হার মানিলাম, এ উচ্চতম

শিক্ষা বা এ অসাধারণ মানসিক বল যথার্থ আমার নাই, সেই জন্য আজ এত ভাবিতেছিলাম, তাই আজ তোমার আশা ত্যাগ করিয়া চির-বিদায় লইতে আসিয়াছিলাম।"

কাসেমের এবম্বিধ কথা শুনিয়া জামিলা এ দুঃখের সময়ও একটু হাসিয়া বলিল—"চিরবিদায়—আচ্ছা তা ভাই এখনই দিচ্ছি; ইহা বলিয়া বালিকা জলভরা চোখে কাঁদ কাঁদ ভাবে কৃত্রিম লতাপুষ্পে শোভিত আচ্‌কানটী তুলিয়া কাসেমের হাতে দিয়া পুনঃ বলিল—ভাই এই লণ্ঠন দাসীর চির-বিদায়ের শেষ নিদর্শন "বরের পোষাক, যদি আল্লার মরজী থাকে তবে আমাদের বিবাহের সময় এই পোষাকটী পরিয়া আসিবেন; আর যদি আমি বিবাহের অগ্রে মরিতে বসি তবে আমার মুমূর্ষ অবস্থায় এই পোষাক পরিয়া শেষ দেখা দিবেন এবং মৃত্যু অন্তে এই পোষাক পরিয়া জানাজা পড়িয়া দেহ কবরস্থ করিবেন, ভাই! আর কি বলিব দাসীর এই শেষ প্রার্থনাটী যেন মনে থাকে।"

কা—জামিলা! দয়াময় আল্লাহ কি আমার সে দিন আর দিবেন যে এই পোষাক পরিয়া আসিয়া তোমাকে আনন্দিত করিব?"

জা—"আপনি কি সামাজিক বিবাহের কথা বলিতেছেন? আমাদের কি বিবাহ হয় নাই? আচ্ছা আপনি বলুন দিকি বিবাহের উদ্দেশ্য কি এবং প্রকৃত বিবাহ কাহাকে বলে?"

কা—"বিবাহ দুই প্রকার, দুই প্রকার বিবাহই মহোদ্দেশ্যে সাধিত হইয়া থাকে, প্রকৃত ভালবাসা বিবাহের একটী অঙ্গ, প্রণয়ীজনের মন স্বাধীনভাবে মিলিয়া যাওয়াকেই আমি প্রকৃত বিবাহ বলি। তাহা হইলেও সামাজিক নিয়মগুলি পালন না করিলে যেন বিবাহ অসম্পূর্ণ থাকে। বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রেমশিক্ষা।"

জা—প্রকৃত বিবাহ যদি আমাদের হইয়া গিয়া থাকে ও বিবাহের যাহা

লক্ষ্য তাহা যদি সম্পন্ন হইয়া থাকে, তবে আর সামাজিক বিবাহের প্রয়োজন ?”

কা—“শাস্ত্রানুমোদিত সামাজিক কার্য্যগুলি সমাধা না হইলে, সমাজের নানাবিধ ক্ষতি হয়।”

জা—“আচ্ছা সে যাহা হয় হইবে, এখন বলুন আপনি আমাকে কি উদ্দেশ্যে বা কোন প্রকারের বিবাহ করিতে চাহেন ?”

কা—“রিপু চরিতার্থ করা যে বিবাহের উদ্দেশ্য তোমাকে সে প্রকারের বিবাহ আমি করিতে চাহি না—যে বিবাহ অনন্ত কালের জন্য, আর যে বিবাহে কামগন্ধশূন্য প্রেম শিক্ষা করিয়া অনন্ত আল্লাহের প্রেমে মত্ত হওয়া যায় সেইরূপ বিবাহই করিতে আমার ইচ্ছা।”

জা—“তবে আপনি এত দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতেছেন কেন ? আমি তো বলি সেরূপ বিবাহ আমাদের হইয়া গিয়াছে, আপনি বলিতেছেন এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, প্রকৃত পক্ষে যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ যে প্রকারে হউক তাহা সম্পূর্ণ করিবেন।”

কা—“জামিলা! অনেকদিন হইতে আমার দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল করিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই পারিতেছিলাম না। আজ তোমার প্রেম-তড়িত আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমাকে সমধিক বলশালী করিয়া তুলিয়াছে, তাই আজ তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে সাহসী হইয়াছি। আমি বিশেষরূপে বুঝিলাম আমার চেয়ে তোমার অন্তর সবল। ধন্য তোমার শিক্ষা, ধন্য তোমার ধর্ম্মবল, ধন্য তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা, ধন্য তোমার আল্লাহে নির্ভর, ধন্য তোমার সৎসাহস। জামিলা! আমি আর কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিয়া এরূপ-ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করি না এখন আমাকে প্রসন্ন মনে বিদায় দাও কল্যই কলিকাতায় যাইব।”

আজ কাসেমের বিদায় গ্রহণে বালিকার মন একটুও দমিল না; চোখের কোণে এক বিন্দুও অশ্রু দেখা দিল না। মুখচন্দ্রমায় একটুও মলিনতা প্রকাশ পাইল না। অন্তর এক বিন্দুও চঞ্চলতা প্রকাশ করিল না। বালিকা নির্বাত নিস্পন্দ সাগরের ন্যায় ধীর ও স্থির। আজ কোন বাসনা কোন কামনা যেন বালিকার নাই, তাই আজ বীর জায়ার ন্যায় গম্ভীরভাবে উত্তর দিল "যাও ভাই কর্ত্তব্য সাধনে, আশা করি মহান-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়া ধর্ম্ম, জ্ঞান, যশ, মান উপার্জ্জন করিয়া স্বদেশের, স্বজাতির, স্বধর্ম্মের অশেষবিধ মঙ্গল সাধন করতঃ স্বীয় মানবত্বের পরিচয় প্রদানে সক্ষম হউন।"

কাসেম জামিলার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তাহার মাতার গৃহে যাইয়া তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে তিনি হৃষ্টচিত্তে কাসেমের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া মঙ্গলসূচক আশীর্ব্বাদ দিয়া বলিলেন—"বাবা এ গরিব মেয়েটীর কথা যেন স্মরণ থাকে আর বাবা কি বলিব সব তো তুমি জানিতেছ। বাছা তোমাদের ভাবনায় আমি শয্যাগত ও তোমার ফুপা সাহেবও পাগল। দেখি দয়াময়ের বিচার। তিনি কি এ দাস দাসীদিগের আশা অসম্পূর্ণ রাখিবেন, কখনই নহে, যাও বাবা মন দিয়া লেখা পড়া শিক্ষা কর।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্ব প্রতিশোধ।

অদ্য নবাবগঞ্জের বিচার গৃহে তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তীর খুনী মোকদ্দমার বিচার হইবে। জজ সাহেব বেলা ১১ টার সময় দরবারে বসিবার পরই, পেশকার একখানি চার্জ্জসিট প্রদান করিলে, সাহেব দণ্ডবিধি আইন খুলিয়া বসিলেন, এবং দারগার রিপোর্ট তলব দিলেন, তাহা পড়িয়া দেখিয়া হাকিমের চক্ষু স্থির হইল, তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আশা আর কি, ইচ্ছা তারিণী বাবুকে খালাস দেন। ইনি প্রায়ই আসামীদিগকে খালাস দিয়া থাকেন, সেইজন্য সকলই তাঁহাকে মা-হাকিম বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। আজও তিনি তারিণী বাবুকে খালাস দিবেন মনে স্থির করিয়াছেন, তাই মোকর্দ্দমার বিচার আরম্ভ হইলে, তারিণী বাবুর পক্ষের উকিল যাহা যাহা প্রতিপন্ন করিলেন তাহাই বিশ্বাস করিয়া তারিণী বাবুকে নির্দ্দোষ সাব্যস্তে রায় লিখিতেছিলেন, এমন সময় দবারের বাহিরে একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল, গাড়ী দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে কতকগুলি লোক আসিয়া গোল আরম্ভ করিল, ক্ষণ পরে গাড়ী হইতে এক জন ইংরাজ ব্যারিষ্টার নামিয়া বেগে দরবার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আগন্তুক আর কেহ নহেন খ্যাতনামা ব্যবহারজীব ইলিয়স্ সাহেব। ফরিয়াদী যদুনাথ দত্ত তাঁহাকে আনিয়াছেন। হাকিম সাহেব কলম তুলিয়া ব্যারিষ্টার সাহেবের দিকে চাহিয়া দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন এ আবার কোথা হইতে আপদ আসিয়া জুটিল।

ইলিয়স সাহেব আসন গ্রহণ করিয়াই জজ সাহেবকে বলিলেন—

"হুজুর! আমি এই মোকর্দ্দমায় ফরিয়াদীর পক্ষে ছওয়াল জওয়াব করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি,—আসামী কিম্বা তৎপক্ষীয় সাক্ষীদিগকে রীতিমত জেরা করা হয় নাই, হুজুর যদি অনুমতি দেন তবে তাহাদিগকে পুনঃ জেরা করিতে ইচ্ছা করি"।

হাকিম—"দুই পক্ষের সাক্ষীদিগকে রীতিমত জেরা করা হইয়াছে"।

ব্যা—"বাদীর পক্ষে উপযুক্ত উকিল ছিল না, সুতরাং আমি পুনঃ জেরা করিব"।

হা—"আচ্ছা জেরা করিতে পারেন"।

প্রথম সাক্ষী রামপদ বসু ব্যারিষ্টারের কুট প্রশ্নে প্রকাশ করিল, যদু নাথের ভ্রাতা নন্দলাল, রসিক পুরুষ গান বাজনায় তার ভারি আমোদ ছিল, আমার বিশ্বাস তার স্বভাব তত ভাল ছিল না, শুনেছি তারিণী বাবুর বাড়ী তার যাওয়া আসা ছিল"।

দ্বিতীয় সাক্ষী হরিদাসী কুট প্রশ্নে প্রকাশ করিল—"তারিণী বাবুর স্ত্রী মনমোহিনীর স্বভাব ভাল ছিল না; বাল্যকাল হইতেই নন্দলালের সহিত তার ভালবাসাবাসি ছিল, আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত তারিণী বাবুর বাটীতে ঝির কায্য করিয়া আসিতেছি, সেই জন্য গৃহিণীর অনুরোধে সময়ে সময়ে নন্দলালকে সংবাদ দিতে যাইতে হইত। নন্দলাল ভিন্ন উহার যে আর উপপতি ছিল তাহা আমি জানি না। গৃহিণীর স্বভাব দোষে বোধ হয় তারিণী বাবু তাহাকে তত ভালবাসিতেন না। যে দিন নন্দলাল খুন হয়, সে দিন তারিণী বাবুর ভগ্নীপতি আসিয়াছিলেন। অনেক রাত পর্য্যন্ত কর্ত্তা তাঁহার সহিত কি ফিস্ ফিস্ করিয়া পরামর্শ করিয়াছিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর আমি বাড়ী যাই, তাহার পর কি হইল জানি না"।

তৃতীয় সাক্ষী দারোগা মহাশয় কুট প্রশ্নে প্রকাশ করিলেন—"হুজুর

আমি চিরদিন সরকার বাহাদুরের কার্য্য সযত্নে প্রাণপণে সম্পাদন করিয়া থাকি, আমি এই খুন তদন্তে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা সত্যই বলিব—তারিণী বাবুর স্ত্রীর স্বভাব ভাল নহে, সেইজন্য তারিণী বাবু ক্রোধে অন্ধ হইয়া অন্যান্য বাধ্য লোকের সাহায্যে নন্দলালকে খুন করিয়াছে"।

চতুর্থ সাক্ষী তারিণী বাবুর স্ত্রী মনমোহিনী কুট প্রশ্নে প্রকাশ করিল "নন্দলালের সহিত বাল্যকাল হইতেই আমার ভালবাসাবাসি উহার সহিত বিবাহ হইলে আমার আর এ কলঙ্ক ভোগ করিতে হইত না পোড়া হিন্দু সমাজে জাতিভেদ থাকায় উহার সহিত বিবাহ না হইয়া অযথা ভাবে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত হইয়াছিল, বিবাহ হইয়া গেলেও নন্দলালের সহিত আমার পূর্ব্ব ভালবাসাবাসির কোন হ্রাস হয় নাই, ইহা বোধ হয়, আমার স্বামী জানিতেন; তাই তিনি আমাকে তত ভালবাসিতেন না। খুনের তারিখে নন্দলাল রাত্রে আমাদের বাড়ী গিয়াছিল, কিন্তু সে দিন আমার ছেলের অসুখ হওয়ায় সে ফিরিয়া বাড়ী যাইতেছিল এমন সময় খিড়কীর দরজায় সাংঘাতিক রূপে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার মৃত্যু সংঘটিত হয়, কে মারিল দেখি নাই"।

সাক্ষীর উপর জেরা শেষ হইলে, ইলিয়স সাহেব আদালতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হুজুর! আসামী প্রকৃত দোষ করেন। তারিণী বাবু কুলটা স্ত্রীর আচার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বা জাতি ধর্ম্ম রক্ষার ভয়ে তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া নিশ্চয়ই নন্দলালকে হত্যা করিয়াছেন, এখন হুজুরের যাহা অভিপ্রায় তাহা করিতে পারেন।"

যখন আসামী প্রকৃত দোষী সাব্যস্ত হইল, তখন দয়ার সাগর হাকিম সাহেব শ্মশ্রু কুণ্ডয়ণ করিতে করিতে দয়া ত্যাগ করতঃ ন্যায়ে বাধ্য হইয়া হুকুম দিলেন "ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনানুসারে খূনী অপরাধে তারিণী

চরণ চক্রবর্ত্তীকে কল্য ফাঁসী দেওয়া হইবে, ন্যায় মতে ঐ সঙ্গে ঐ কুলটা স্ত্রীলোকটাকেও শাস্তি দেওয়া উচিৎ ছিল কিন্তু কি করিব উহার নামে কোন অভিযোগ দায়ের হয় নাই।"

যখন তারিণী চরণ চক্রবর্ত্তীর ফাঁসীর হুকুম হইল, তখন সমস্ত বিচার গৃহ নিস্তব্ধ; লোক সকল নির্ব্বাক। আসামী ইহা পূর্ব্ব পাপের প্রতিফল ভাবিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রহরীগণ আসামীকে লইয়া যাইবার হুকুমের জন্য প্রভুর মুখের দিকে চাহিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ বিচারগৃহ কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সকলই বিস্ময়ে দেখিল একটী কিম্ভূত-কিমাকার সরল দীর্ঘকায় পুরুষ মূর্ত্তি মুদ্গর স্কন্ধে সেই বিপুল ভিড় দুই হস্ত দ্বারা ঠেলিয়া বিচারগৃহে প্রবেশ করিতেছে। দারবানগণ পাগল পাগল বলিয়া চীৎকার করিয়া বাধা দিতেছে, আগন্তুক কিন্তু কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন না মানিয়া সজোরে ভিড় ঠেলিয়া চলাচল একেবারে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হইল, পরে ভীমরবে বলিতে লাগিল :—"হুজুর! এ রাজ্যে আর ন্যায় বিচার হইবার আশা নাই, স্থূলদর্শী অলস পুলিসগণ এখন আর যত্নের সহিত কোন বিষয়ের তদন্ত না করিয়া কেবল অনুমান বলে দোষীকে নির্দ্দোষ, নির্দ্দোষকে দোষী সাব্যস্তে রিপোর্ট দিয়া অবসর লইয়া বসেন। হাকিমগণও কোন গুপ্ত অনুসন্ধান না করিয়া কেবল সাক্ষীর উপর নির্ভরে বিচার নিষ্পত্তি করিয়া ধর্ম্মাবতার নামের কলঙ্ক করিতেছেন। হুজুর! এই মোকর্দ্দমার ন্যায় বিচার হয় নাই। হুজুর! এই মোকর্দ্দমার গুঢ়তত্ত্ব ও সমস্ত সত্য বিষয় যাহা আমি অবগত আছি, তাহা যদি নির্ভয়ে বলিতে এ দাসকে অনুমতি দেন, তবে এ অধম অকপটে উক্ত ঘটনার আমূল সমস্ত সত্য বৃত্তান্ত বলিতে প্রস্তুত।" আগন্তুকের ভাব দেখিয়া বা তেজ পূর্ণ কথা শুনিয়া বিচার গৃহস্থ সকলেই মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া

রহিল। কাহারও মুখে কোন কথাটী নাই সকলই চিত্রাপিতের ন্যায় নির্ব্বাক। হাকিম সাহেব ও অনেকক্ষণ আগন্তুকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলেন, কারণ তিনি তারিণী বাবুর চক্রে দুই একবার আসামীরূপে তাঁহার এজলাসে হাজির হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর তাহার সে ভাব নাই কালের কুট গতিতে সংসারে বিতস্পৃহ হইয়া তাহার ভাব ও স্বভাব সংসার ত্যাগী ফকিরের ন্যায় হইয়াছে, হাকিম দরাবের এবম্বিধ ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, এরূপ ভাবাপন্ন লোক কখন মিথ্যা কথা বলে না আর এই মোকর্দ্দমার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গুঢ় গুপ্ত কাণ্ড নিহিত আছে, এই ফকির ভিন্ন তার সন্ধান বোধ হয় কেহ জানে না তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হাকিম হুকুম দিলেন, "হে ফকির! তুমি এই মোকর্দ্দমার বিষয় যাহা জান তাহা নির্ভয়ে আদালতের সম্মুখে বলিতে পার. অবশ্যই তোমার সাক্ষ্য সত্য বলিয়া সাদরে গৃহীত হইবে।"

ফকির সাক্ষ্য দিতে কাঠগড়ায় উঠিলে, তাহার জবানবন্দী জানিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে পিপীলিকার ঝাঁকের ন্যায় লোক আসিয়া বিচার গৃহ পূর্ণ হইযা গেল, বিচারগৃহ নিস্তব্ধ তিলবিন্দু বাতাস সমাগমের স্থান নাই; সকলেই ফকিরের সাক্ষ্য শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। হঠাৎ ফকির জলদগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন। "হুজুর আমার নাম দরাব খাঁ আমার বাড়ী মথুরাপুর গ্রামে, আমি তারিণী চরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভিটার প্রজা আমার ও আমার মনিবের আর্থিক অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল, আমি মনিবকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতাম, কালক্রমে খোদার মরজীতে আমার অবস্থা ফিরিল, ধান টাকা খুব মজুত হইল, আমি অকাতরে দান করিতে লাগিলাম। মনিবের দুরবস্থা দেখিয়া আমার দয়া হইল, তাই তাঁহাকে দুই সহস্র টাকা দান করিলাম, সেই মূলধনে ব্যবসা বাণিজ্যে আমার মনিব সত্বর ধনী হইয়া পড়িলেন, কিন্তু অতিরিক্ত দানে আমি ক্রমে নিঃস্ব হইয়া

পড়িতে লাগিলাম; আমার মনিবও সুযোগ বুঝিয়া জাতীয় হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিতে লাগিলেন, এবং নানা মিথ্যা মোকর্দ্দমার সৃষ্টি করিয়া আমার জোতের জমিগুলি যাহা উনি সেলামী লইয়া পাট্টা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও অন্যায়রূপে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু খোদার মরজী তাহা খাস করিয়া লইতে না পারিয়া আমাকে একেবারে বিনাশ করিবার মানসে আমার একমাত্র প্রাণসম কন্যার বিবাহ দিনে, উনি নানাবিধ চক্রে এক খুনী মোকর্দ্দমার সৃষ্টি করিয়া কন্যার বিবাহ পণ্ড ও আমাকে হাজতে দিলেন, কিন্তু সে যাত্রা দয়াময় খোদাতায়ালার কৃপায় ও পূর্ব্ব হাকিমের ন্যায় বিচারে অব্যাহতি পাইয়াছিলাম। সেই হইতে সংসারে আমার বিরাগ জন্মিল; প্রতিহিংসা আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিল, আমার অন্তর হইতে দয়া ধর্ম্ম সমস্ত অবসারিত হইল। আমি প্রায় পাগল হইলাম, তখন আমি প্রতিহিংসার উত্তেজনায় উঁহাকে খুন করিবার অভিপ্রায়ে এক বৃহৎ মুদ্গর স্কন্ধে করিয়া, তাঁহার রান্নাঘরের পার্শ্বে কলা ঝোপের ধারে বসিয়া রহিলাম; আশা যে, উনি আহারান্তে আচমনে আসিলেই এক মুগুরের আঘাতে উঁহার প্রাণ সংহার করিব। কিন্তু তাহা ঘটিল না বিধাতার ইচ্ছায় এক প্রতিবন্ধক আসিয়া জুটিল, দেখি কলা ঝোপের অপর ধারে একটী মানুষ বসিয়া আছে, এই রহস্য ভেদ করিবার জন্য আমি সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, ক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলাম আমার কার্য্যে প্রতিবন্ধক ব্যক্তি চোর নহে লম্পট, তখন প্রতিহিংসা আমার হৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়া তাহাকে শাসন করিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল, তারিণী বাবু আহারান্তে চলিয়া গেলে সে যেমন রান্না ঘরে ঢুকিল তখন বুঝিলাম আমার অনুমান মিথ্যা নহে।

অতঃপর খাওয়া দাওয়ার পর দুষ্ট ও আমার মনিবের স্ত্রী উভয়ে বাস,

ঘরে প্রবেশ করিল, আমিও পিছু পিছু যাইয়া খিড়কীর দরজায় দাঁড়াইলাম। হুজুর! বলিতে লজ্জা হয় আমার মনিবের স্ত্রী ঐ দুষ্টা রমণী তাহার সহিত নানাবিধ রসালাপে রত হইল, এমন সুখের সময় প্রভু-পুত্রের চৈতন্য হইল, সে ২।৩ বৎসরের বালক, বোধ হয় বালকটার বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল, তাই সে মা খাব মা খাব বলিয়া উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল, বোধ হয় তাহাতে উহাদের সুখের ব্যাঘাত ঘটিল, তাই ঐ দুষ্ট পুরুষ ক্রোধ ভরে বলিল—"রে পাপীয়সী আমি আর এখানে আসিব না বোধ হয় নূতন কেহ জুটেছে, তাই আমি আস্‌লেই ছেলে কাঁদান হয়, নাগরের এবম্বিধ কথা শুনিয়া ঐ ব্যাভিচারিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"প্রাণেশ্বর আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমা ভিন্ন আমি এযাবৎ আর কাহাকেও হৃদয় দান করি নাই, তোমার জন্য আমি অম্লান বদনে সব দান করিতে পারি, প্রাণনাথ। যদি দুষ্ট ছেলেই আমাদের সুখের পথে কণ্টক হইয়া থাকে, তবে আসুন সুখের পথ নিষ্কণ্টক করি, বলব কি হুজুর! ঐ নরপিশাচ পাপীয়সীর কথায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উভয়ে ছেলেটাকে গলা চাপিয়া হত্যা করিল, হুজুর তখন আমার মনের গতি যে কি হইল তাহা বলিবার নহে। আশা করিলাম ঐ নরপশু দুইটাকে সংহার না করিলে এ ধরণীর পাপভার লাঘব হইবে না তাই ক্রোধে অন্ধ হইয়া এই মুদ্গর স্কন্ধে অতি সাবধানে দাঁড়াইলাম, এদিকে পাপীয়সী ছেলে কেমন করিতেছে বলিয়া উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল, সেই কপট কান্নার রোলে আমার মনিবের চৈতন্য হইল, তৎপরে বহু সাধ্য সাধনায় পাপীয়সী দরজা খুলিলে যেই মনিব মহাশয় ঘরে ঢুকিলেন সেই পাপাত্মা প্রাণ ভয়ে ঘরের বাহির হইতেছিল, আমি অমনি ক্ষীপ্রহস্তে এই মুদ্গরের এক আঘাতেই কার্য্য শেষ করিলাম। সময় ও সুযোগ অভাবে ঐ পুত্রঘাতিনী পাপীয়সীর প্রাণ সংহার করিতে পারি নাই, সেই জন্য এখনও আমার শত আক্ষেপ। হুজুর! সেই হইতেই আমার শারীরিক

ও মানসিক অবস্থা এইরূপ হইয়াছে। কয়েক দিন পরে যখন লোকমুখে শুনিলাম আমার মনিব নন্দলালের খুনী মোকর্দ্দমায় আসামীরূপে গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে গিয়াছেন, তখন আমার অন্তরে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। অনুতাপে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যখন মন হইতে প্রতিহিংসা চলিয়া গিয়া দয়ার উদ্রেক হইল তখন কি করি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বহু চিন্তার পর বিবেক বলিল—"রে মূর্খ তোর মনিব দণ্ডিত হইবে তুই তাহা বসিয়া দেখিবি, জীবন তো চিরস্থায়ী নহে, জন্মিলে একদিন মরিতে হইবে ইহা বিধির স্থিরলিপি, তবে একের পাপে অন্য মরিবে কেন? অন্তরে আমি এই বিবেক বাণী শ্রবণ করিয়া মনে মনে স্থির করিলাম, হাকিমের সম্মুখে আমি হাজির হইয়া সমুদয় সত্য ঘটনা বলিব তাহাতে যাহা হয় হইবে, আমি মরি মরিব কিন্তু পুত্রঘাতিনী পাপীয়সী তো পুত্র হত্যার প্রতিফল পাইবে? এই ভাবিয়া আমি স্থির আছি, হঠাৎ কল্য শুনিলাম তারিণী বাবুর স্ত্রীর সাক্ষ্য মতে অদ্য তাঁহার ফাঁসী হইবে। হুজুর! ইহা শুনিয়া আমি আর স্থির হইতে পারিলাম না তাই অতি ব্যস্ত ভাবে কেবল দৌড়িয়াই আপনার সম্মুখে হাজির হইয়াছি। হুজুর! এই মোকর্দ্দমায় প্রকৃত দোষী আমি। আজ আপনার নিকট আমার জীবনের সমুদয় সুখ দুঃখের কথা বলিয়া সমস্ত জ্বালার অবসান হইয়াছে, এখন আমার ফাঁসী হইলে সুখে মরিতে পারিব। ধর্ম্মাবতার! এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ন্যায়রূপে তারিণী বাবুকে খালাস দিয়া এ অধম পাপীকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইয়া ন্যায় ধর্ম্ম রক্ষা করুন, ইহাই আমার অন্তিম প্রার্থনা।"

যতক্ষণ ফকির সাক্ষ্য দিতে ছিলেন, ততক্ষণ কি উকিল, কি আসামী, কি ফরিয়াদী কি দর্শক মণ্ডলী সকলেই আত্মহারা অবস্থায় নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতে ছিলেন।

ফকিরের স্পষ্ট সত্য কথায় হাকিম সাহেব মনে মনে ভাবিলেন; আমি নিশ্চয়ই এ আসনে বসিবার অনুপযুক্ত। যাহারা মোকর্দ্দমার সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুসন্ধান না করিয়া কেবল্ সাক্ষী ও অনুমান বলে বিচার নিষ্পত্তি করে তাহারা নিশ্চয়ই হাকিম নামের অযোগ্য। হে ঈশ্বর! আমার জ্ঞান যেরূপ অপরিপক্ক এরূপ জ্ঞান লইয়া বিচার বিভাগে আসা ভাল হয় নাই। প্রভু তব সমক্ষে আজ আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই মোকর্দ্দমার বিচার শেষ করিয়াই, আমি এ কার্য্য ত্যাগ করিব। এখন হে দয়াময় আমার এমন শক্তি দান করুন যেন এই মোকর্দ্দমার ন্যায় বিচার করিতে সক্ষম হই।

অতঃপর হাকিম সাহেব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হুকুম দিলেন "হে সদাশয় ভদ্র মণ্ডলী আমি উপস্থিত এই মোকর্দ্দমায় ফকিরের সাক্ষ্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া পূর্ব্ব রায় খণ্ডন করতঃ নিরপরাধ তারিণী চরণ চক্রবর্ত্তীকে খালাস দিলাম আর তারিণী চরণের স্ত্রী ও এই ফকির সাহেবের বিচার কল্য হইবে। হুকুম মাত্র দরবারের কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল, সমবেত দর্শক মণ্ডলী হুড় হুড় দুড় দুড় করিয়া যে যাহার গন্তব্য স্থলে গমন করিল। হাকিম সাহেব বাসায় যাইয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কল্যকার বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কারাগৃহে মনমোহিনী।

তারিণী বাবুর স্ত্রী মনমোহিনী ও দরাব খাঁ হাজতে প্রেরিত হইলে পরে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সুর-বালাগণ গগন প্রাঙ্গণে অসংখ্য দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিলেন। আকাশে চন্দ্র হাসিয়া উঠিল। গৃহে যুবতী হাসিল, জলে শূন্যে কুসুম হাসিল। মলয় পবন বিকশিত কুসুমের গন্ধ গায় মাখিয়া দ্বারে দ্বারে গন্ধ বিতরণ করিতে লাগিল, ক্রমে রাত্রি অনেক হইল, শৃগাল ও কুক্কুরগণ বিকট চীৎকার করিয়া সাধকগণের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দিল। স্বভাব যেন গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া গম গম করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক কলরবশূন্য, নৈশ নীলাকাশে নক্ষত্র সকল নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবে জ্বলিতেছে। নদ নদীসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া তর তর থর থর শব্দে প্রিয়পতি পারাবার দর্শনে পরমানন্দে গমন করিতেছে; মহিরুহসকল মহামহিমার্ণবের মহিমানুধ্যানে আসক্ত হইয়া প্রেমভরে যেন পত্ররূপ চক্ষু দিয়া শিশিরবিন্দুরূপ প্রেমাশ্রুপাত করিতেছে।

পাঠক এ সমস্ত ত স্বভাবের কার্য্য দেখিলেন, এখন আসুন একবার লোকালয়ে মানবের কার্য্য দেখিয়া আসি। ঐ দেখুন বিদ্যুদ্বর্ণা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী যুবতী প্রিয়তমের অঙ্কে উপবেশন করিয়া কমনীয় বাহুবল্লীর দ্বারা তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া কেমন হাসি হাসি মুখে প্রেমালাপে কাল কাটাইতেছে। আবার ঐ গৃহে দর্শন করুন, নবীনা বালা মানভরে নীল বসনে বদন আবৃত করিয়া রূপজ মোহে, স্বামীকে আবদ্ধ করিবার ফাঁদ পাতিতেছে। আবার ঐ গৃহে দর্শন করুন সরলা সতী, পতিপদে

প্রেমপুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিয়া প্রাণ, মন, জীবন ও যৌবন দক্ষিণান্ত করিয়া সরলা নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। পাঠক এ সমস্ত তো নবীন দম্পতির কার্য্য দেখিলেন, এখন চলুন একবার ঐ গলিত-যৌবনা প্রৌঢ়ার প্রণয়পূর্ণ পতিসেবা এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধার একত্রে ঈশ্বরোপাসনা দেখিয়া নয়ন সার্থক করিয়া লওয়া যাউক। পাঠক আর কি আপনার হিন্দু-বিধবার গৃহ দর্শনে ইচ্ছা হয়? তথায় কেবল শোক, কেবল দুঃখ, কেবল ক্রন্দন, হা-হুতাশ, অদৃষ্ট নিন্দন, অবস্থা চিন্তন, গতিমুক্তি ও মৃত্যুকামনা প্রভৃতি দর্শন শ্রবণে হয়ত আপনি হিন্দু ধর্ম্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া কত নিন্দা করিবেন। তাই বলি আর হিন্দু বিধবার গৃহ দর্শনে আবশ্যক নাই। এখন চলুন স্বকার্য্যে গমন করি, একবার কারাগৃহে মনমোহিনী ও চটিতে তারিণীবাবুর অবস্থা পরিদর্শন করিয়া আমরা অবসর গ্রহণ করি।

বিধাতার ইচ্ছায় দরাব খাঁর সাক্ষ্যতে মনমোহিনীর গুপ্তপুত্র হত্যা প্রকাশ হওয়ায় সে পুত্রহত্যাপরাধে অভিযুক্তা হইয়া কারাগারে নীত হওয়াতে তার অন্তরে পাপের অনুতাপ আরম্ভ হইয়াছে। কারাগৃহ নিস্তব্ধ, কিন্তু পাপীয়সী জাগিয়া পূর্ব্ব পাপের অনুশোচনায় মৃদুস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কি যেন বলিতেছে। পাঠক শ্রবণ করুন পিশাচী কি বলিতেছে।—"হায় এতদিন আমি সুধা ভ্রমে গরল ভক্ষণ করিয়াছিলাম মণিময় হার ভ্রমে কাল বিষধর কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলাম। হায়! কেন আমি আপাত মধুর সুখের জন্য আমার হৃদয়ের ধন অমূল্য রতন হত্যা করিলাম। আশু সুখের জন্য আমার মত জগতে কি কেহ পুত্রহত্যা করিয়াছে? আমি বাঘিনী রাক্ষসী অপেক্ষা কি অধম নহি? কে উপপতির সন্তোষের জন্য নবোদিত শশিকলার ন্যায় পুত্ররত্ন হত্যা করিয়াছে? হা পিশাচি! তোর হৃদয় কি পাষাণে গঠিত? আহা! এখনও

যেন সে কাতর ক্রন্দনের সুর আমার কর্ণে বাজিতেছে; এমন কি কেহ জগতে আছে যে, সে কাতর ক্রন্দনে ব্যথিত না হয়? আমি নিশ্চয়ই পাষাণী সেই জন্য আমার বজ্রময় কঠিন হৃদয় সে ক্রন্দনে ব্যথিত হয় নাই। বৎস দরাব! তুমি না ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ, তবে কেন সে সময় পাপীয়সীকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর পাপভার মোচন করিলে না? সে যাহা হউক এখন যদি তুমি এখানে থাক তবে তোমার সেই পাপসংহারী মুদ্গর লইয়া আসিয়া শীঘ্র এ পিশাচিনীর প্রাণসংহার করিয়া মহাপুণ্য সঞ্চয় কর। কৈ এলে না, কেন এত বিলম্ব করিতেছ? সান্ধ্যের সময় শুনিয়াছি, তুমি নাকি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, দরাব যদি এক দণ্ড বাঁচিয়া থাকে, "তবে দুষ্ট নন্দলাল ও তোমার পাপের প্রতিফল এখনই দিব।" হে দরাব! তুমি প্রকৃত সত্যবাদী হও ও প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনকে পাপ মনে কর, তবে এখনই এস! এ পাপীয়সীকে ভূগর্ভে অৰ্দ্ধ প্রোথিত করিয়া তোমার সেই মুদ্গর দ্বারা অপর অৰ্দ্ধাঙ্গ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রাণসংহার কর। না! না!! দরাব এখন নহে, আমার ভুল হইয়াছে, এখন মরিলে কোন ফল হইবে না; কল্য বিচারের পর আমাকে ঐরূপে বধ করিও তাহাতে জগৎ দেখিবে, জগৎ শিখিবে, পুত্রহত্যা পাপের প্রতিফল কি? এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে পিশাচী অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস স্বপ্ন মায়াবিনী, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তাহা নহে। স্বপ্ন অন্তরের একটী পৃথক রাজ্য। এই রাজ্যে জীবের জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ে নিদ্রিত অবস্থায় ভ্রমণ করে। স্থূল ভৌতিক প্রকৃতি ও সূক্ষ্ম পুরুষযোগে অন্তর বা মনের উৎপত্তি * সেই জন্য যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় পথ রোধ করিয়া পবিত্র অন্তরে নিদ্রা যায় তাহার অন্তর পবিত্র সূক্ষ্ম রূপের বা পুরুষের যোগে ভ্রমণে বহির্গত হয় এবং সেই ব্যক্তিই ভবিষ্যতের

* মৎপ্রণীত "ইস্‌লাম কৌমুদী" দ্রঃ।

সত্য ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। আর যে ব্যক্তি অপবিত্র অন্তরে নিদ্রা যায় তাহার অন্তর ভৌতিক ইন্দ্রিয় বা প্রকৃতির যোগে ভ্রমণে বহির্গত হয় বলিয়া তাহার স্বপ্ন অলীক।

মনমোহিনী কারাগারে অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়ায়, তাহার ইন্দ্রিয় পথ রোধ হইয়া মন পবিত্রতা ধারণ করিয়াছে, তাই সে নিদ্রিত অবস্থায় ভবিষ্যতের বিষয় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—যেন সে পুত্রঘাতী অপরাধে রাজদণ্ডে ভীষণ ভাবে দণ্ডিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মৃত্যুর পর যমদূতগণ যেন তাহাকে এক বিশাল নাগরাজ্যে লইয়া গেল সেখানকার অগণিত সর্প যেন তাহাকে দেখিয়াই ক্রোধে বিষময় ফণা বিস্তার করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল, এমন সময় তাহার শিশুপুত্র যেন বিমর্ষভাবে সর্পের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি সর্পসকল বন্যার জলের ন্যায় সরিয়া গেল। তাহার পর দেখিল এক অনন্ত কুণ্ডে পর্ব্বতাকার অগ্নি জ্বলিতেছে, আকাশে যেন তাহার শিখা উঠিয়াছে, দুইজন যমদূত যেন দুইটী অগ্নির মুদ্গার স্কন্ধে লইয়া তাহাকে ধরিয়া সেই অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় যেন তাহার সেই শিশুপুত্র বিমর্ষভাবে তথায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন পাপীয়সী কাতর দৃষ্টিতে বালকের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "বৎস আমায় রক্ষা কর" যমদূতগণ বালকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, বালক নিষেধ করিলে তাহারা আর যেন তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিবে না, কিন্তু বালক কিছুই বলিল না তাই যমদূতগণ তাহাকে অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল, পিশাচী যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল। পাঠক পাঠিকা মহোদয়গণ! মনমোহিনীর অবস্থা দেখিয়া যদি পাপের পরিণাম বুঝিয়া থাকেন, তবে এখন আসুন চটিতে তারিণী বাবু কি করিতেছেন একবার দেখিয়া আসি।

যে তারিণী বাবু একদিন দ্বেষ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া ধার্ম্মিক দয়াবের নানাপ্রকার নির্য্যাতন করিয়াছিলেন। আজ খালাস পাইয়া তিনি দয়াব খাঁর মঙ্গলের জন্য সারারাত জাগিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন ও পূর্ব্বপাপের অনুশোচনায় রত আছেন এবং মনের আবেগে সময়ে সময়ে দয়াবকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন "বাবা দয়াব! দয়াব!! বাবা আমাকে ক্ষমা কর, না বুঝিয়া অজ্ঞানে তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, আমি কৃতঘ্ন, তাই তোমার উপকারের প্রত্যুপকার না করিয়া অত্যাচার করিয়াছি, তুমি যথার্থই সাধু, তুমি আজ যাহা করিলে, জগৎ চিরকাল সে কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। জগতে এরূপ নিস্বার্থ কার্য্য কি কখন কেহ করিয়াছে? জগতে এরূপ নিজের জীবন দান করিয়া কেহ কি শত্রুর জীবন রক্ষা করিয়াছে? তুমি এই কার্য্যের সর্ব্বপ্রথম, তুমি আজ যাহা করিলে, তাহা আর আমি এ মরজীবনে ভুলিব না। বাবা! তোমার এই কীর্ত্তি যতদিন জগত থাকিবে ততদিন অক্ষয়ভাবে বিরাজ করিবে।"

বাবা দয়াব! আজ আমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি কল্যকার বিচারে তুমি জীবনদান পাও, তবে কল্যই আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, যে সম্পত্তির লালসায় এতদিন তোমাকে নির্য্যাতন করিয়া আসিতেছি, তাহা তোমাকে দান করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল পূর্ব্ব পাপের অনুশোচনায় যাপন করিব। হে অন্তর্য্যামী ভগবান্! এখন তুমি আমার অন্তরের ভাব জানিতেছ, এ ভাব দেখিয়া—এ পাপাত্মার প্রার্থনায় যদি তোমার ভক্তদাস দয়াব খাঁকে এ যাত্রা রক্ষা কর তবে এ দীন হীনের আশা সফল হয়। পাঠক! তারিণীবাবুর কার্য্য দেখিলেন। এখন আসুন একবার গতকল্য যাঁহারা তারিণী বাবুর খুনী মোকর্দ্দমার বিচার দেখিতে বা শুনিতে আসিয়াছিলেন

তাঁহারা এ রাত্রিকালে কি করিতেছেন। ঐ দেখুন তাঁহারা এই অভূতপূর্ব্ব মোকর্দ্দমার ফল জানিবার জন্ত কেমন সন্তুষ্টচিত্তে, কেহ কেহ আদালতের সম্মুখ প্রাঙ্গণের মথমল সদৃশ কোমল দূর্ব্বাঘাসের উপর, কেহ বৃক্ষতলে, কেহ কেহ বা চটিতে আশ্রয় গ্রহণান্তর অনিদ্রায় রাত্রি জাগিয়া উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয় কত কি আলোচনা করিতেছেন, কেহ বলিতেছেন "দেখ ভাই! ফকিরের কি উচ্চ হৃদয়, পরকে বাঁচাইয়া নিজে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, জীবনে আমি এমন তো কখন দেখি নাই। ঈশ্বর নিশ্চয়ই উহাকে অব্যাহতি দিবেন। অমন সদাশয় ধর্ম্মভীরু উচ্চ হৃদয়ের লোক যদি মুক্তি না পায়, তবে তো তাঁহার নামে কলঙ্ক হইবে।" কেহ অতি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—"ঐ দুষ্টা স্ত্রীলোকটা নিশ্চয়ই ফাঁসে যাইবে", কেহ বলিতেছেন ফাঁসে যাইবে না? ওর মতন স্ত্রীলোক কি কেহ কখন দেখিয়াছে? ঐ পিশাচী যদি পুত্র হত্যায় শাস্তি না পায় তবে কি ঈশ্বরের রাজ্যে শান্তি থাকিবে? পাঠক দেখুন সকলেরই যেন ইচ্ছা ফকির মুক্তি পায় ও দুষ্ট রমণী ফাঁসে যায়। সে যাহা হউক তাহারা এই মোকর্দ্দমার শেষ দেখিবার জন্ত রাত্রিতে এত কষ্ট করিয়াও আনন্দিত মনে নানা তর্ক বিতর্কে নিশা যাপন করিতেছেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচার শেষ।

ক্রমে নিশাবসান হইল, সুরম্য সৌধ পরিবেষ্টিত সহর ঊষার আগমনে কনক আভায় বিভাষিত হইয়া উঠিল, পরমুহূর্ত্তে তরুণ অরুণ দেবের অজস্র কিরণ প্লাবনে আকাশ ধরণী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, জাগতিক জীবজন্তু সকল আনন্দে জাগিয়া উঠিল। ক্রমে যেমন বেলা অধিক হইতে লাগিল, তেমনই চতুর্দ্দিক হইতে পঙ্গপালের ন্যায় লোক সকল আসিয়া সহর পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল, এই আশ্চর্য্য মোকর্দ্দমার গল্প দুই দিবস মধ্যে হাটে মাঠে ঘাটে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাই দলে দলে লোক আশা করিয়া আসিয়াছে, খুনী মোকর্দ্দমার সাক্ষী ফকিরের কি হয় সেই জন্যই অদ্য এত লোকের সমাগম।

বেলা ১১টার সময় বিচার গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইলে হাকিম দরবারে বার দিলেন, তখন কি উকিল, কি মোক্তার, কি ছাত্র, কি ডাক্তার, কি ভদ্র, কি অভদ্র ইত্যাদি নানাবিধ শত শত লোকের দ্বারা বিচারগৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। হঠাৎ ফকির ও মনোমোহিনী দর্শকদিগের মন প্রকম্পিত করিয়া আসামী স্থলে দণ্ডায়মান হইলে, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য বিচারগৃহে একটা মহা হট্টগোল আরম্ভ হইল, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল দর্শকগণ নানা আলোচনার পর থামিল।

অতঃপর হাকিম জলদ-গম্ভীর-স্বরে বিচার গৃহস্থ সকলকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে বিচার গৃহস্থ দর্শকবৃন্দ! তোমরা মন দিয়া শ্রবণ কর"—হাকিমের এই সম্বোধন-বাক্যে সকলেই তাঁহার মুখের দিকে উদ্গ্রীব ভাবে চাহিয়া রহিল।

হা—"হে বন্ধুবর্গ! ফকির দরাব খাঁ কল্য সাক্ষ্যতে যাহা বলিয়াছে তাহা ধ্রুব সত্য। যথার্থই এখনকার হাকিমগণ অলস ও অজ্ঞান এ সকল হাকিম দ্বারা বিচার সূক্ষ্ম হওয়া কঠিন। তোমরা কল্য হইতে দেখিতে পাইবে এ অধম আর বিচারাসন কলঙ্কিত করিতেছে না অদ্য এই মোকর্দ্দমার শেষ পর্য্যন্ত আমার কার্য্যকাল।"

মহাশয়গণ! আমি এই উপস্থিত সমস্যার মীমাংসা জন্য কল্য সমস্ত রজনী অনিদ্রায় চিন্তা করিয়াছি, বহু চিন্তার পর যাহা স্থাব্যস্ত করিয়াছি, তাহা ন্যায় কি অন্যায় ঈশ্বর জানেন; ইহাতে আমার পাপ হইবে, কি পুণ্য হইবে তাহা আমি জানি না। তবে আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে ফকির দরাব খাঁর সমস্ত সাক্ষ্য ধ্রুব সত্য, সে যথার্থ প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তীকে খুন করিতে গিয়াছিল, কিন্তু ন্যায়বান ঈশ্বর ধরণীর পাপভার মোচন করিবার জন্য দরাবের দ্বারা নন্দলালকে হত্যা করাইয়াছিলেন। আর তিনি জগৎকে শিক্ষা দিবার মানসে দরাবের চেষ্টা স্বত্বেও পুত্রঘাতিনী মনমোহিনীকে হত্যা করিতে দেন নাই। পাপীয়সী যদি সে সময় দরাবের দ্বারা হত্যা হইত, তবে এ সমস্ত গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হইত না; জগৎও কিছু শিক্ষা পাইত না। মঙ্গলময় ঈশ্বর দরাবের অন্তরে প্রতিহিংসার স্থান না দিলে, উহার দ্বারা উক্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করাইয়া লইতে পারিতেন না। এই সমস্ত কারণে এই ঘটনার মধ্যে আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি দয়াময়ের অশেষ মঙ্গল, গুপ্তভাবে নিহিত, আমি তাহা বহু চিন্তায় বুঝিতে পারিয়া, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধর্ম্মভীরু সাধু দরাব খাঁকে খালাস দিলাম। আর পুত্রহত্যা অপরাধে তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তীর কুলটা স্ত্রী মনমোহিনীকে,—"জগতে এমন দণ্ড নাই যাহা এই ঘোর পাতক নির্লজ্জ রমণীর উপযুক্ত দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হয়,—আশা ছিল নবাবী আমলের ন্যায় উহাকে জীবন্ত অৰ্দ্ধেক

মাটীতে প্রোথিত করিয়া অপর অর্দ্ধেক কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইতাম, তাহা হইলে ন্যায় বিচার হইত, কিন্তু আধুনিক রাজার আমলে সে পদ্ধতি না থাকায় অগত্যা উহাকে আইন মত ফাঁসী দিতে হুকুম দিলাম।"

হাকিমের প্রমুখাৎ উক্ত বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে "জয় ঈশ্বরের জয়, জয় সত্যের জয়, জয় আল্লার জয়, ইত্যাদি জয় জয় রবে বিচার গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। অতঃপর কেহ ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতে করিতে, কেহ হাকিমের ন্যায় বিচারের প্রশংসা করিতে করিতে, কেহ দরাবের উচ্চ হৃদয়ের সুখ্যাতি করিতে করিতে, কেহ পাপীয়সী মনমোহিনীকে নিন্দা করিতে করিতে, যে যাহার গন্তব্য স্থলে গমন করিল, দরাব খাঁ অব্যাহতি পাইয়াছে বলিয়া তারিণীবাবু আনন্দমনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে তাঁহার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দরাবকে দান করিবার জন্য দলিল লিখিতে রেজেষ্টারী অফিসের দিকে গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিপদের উপর বিপদ।

দরাব উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, আনন্দে বাড়ী যাইতে যাইতে পথিমধ্যে শুনিলেন; পরশ্ব রাত্রে তাহার বাড়ী ডাকাত পড়িয়া যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া দরাব বিষণ্নমনে বাড়ী যাইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, দেখিলেন, গৃহিণী মৃতপ্রায়; কাসেমের মাতা তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা। রোগিনীর অবস্থা ভাল নহে, সময়ে ভুল বকিতেছে ও মধ্যে মধ্যে জামিলা জামিলা রবে কাঁদিয়া উঠিতেছে।

দরাব গৃহিণীর এবম্বিধ ভাব দেখিয়া ভীতিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "বোন! আমার জামিলা কোথায়?" কাসেমের মাতাকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনঃ দরাব জিজ্ঞাসা করিলেন; বোন! "আমার জামিলা কোথায় গিয়াছে? এবারও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। দরাব কাসেমের মাতাকে নিরুত্তর ও তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি অতি কষ্টে হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া অতি ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "বোন! বলনা আমার জামিলা কোথায়?" এবার কাসেমের মাতার চক্ষে জল আসিল তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে জড়িত স্বরে বলিলেন— "ভাই দরাব! সেই হৃদয়বিদারক কথা বলিবার পূর্ব্বে যদি আমার মৃত্যু হইত তবে আর আমার এ যাতনা ভোগ করিতে হইত না। ভাই বল্‌ব কি—পরশু রাত্রিতে তোমার বাড়ীতে ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। রাত যখন দুইটা তখন একটা লোক যাইয়া সংবাদ দিল, তোমার বাটীতে ডাকাত পড়িয়াছে। প্রতিবেশীরা প্রাণপণে বাধা

দিয়াও তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। এই কথা শুনিয়া আমি ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। ক্ষণ পরে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পাগলিনীর ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া দেখিলাম, ডাকাতেরা লুটপাট করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঘর দুয়ারগুলি সব হা হা করিতেছে। কেবল আমার প্রাণের ভগিনী একা সেই শূন্য গৃহে পাগলিনী-বেশে চারিদিকে ছুটাছুটী করিতেছে এবং কেবল জামিলা জামিলা বলিয়া কাঁদিতেছে, দুই বোনে সমস্ত রাত্রি জামিলাকে খুঁজিলাম কিন্তু পাইলাম না, প্রভাত হইলে চারিদিকে লোক পাঠাইলাম, কেহ তাহার সন্ধান পাইল না। কি করি ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া কাসেমকে পত্রযোগে সংবাদ দিলাম ; বোধ হয় কাসেম আজই বাড়ী আসিবে। বলিব কি— চারিদিক হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া যখন সংবাদ দিল, জামিলার খোঁজ পাওয়া গেল না ; তখন ভগিনী কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল, কত চেষ্টার পর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, কিন্তু গায়ে হাত দিয়া দেখি জ্বর হইয়াছে, ক্রমে জ্বর প্রবল হইয়া বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়াছে"।

নবাব জড়পুত্তলিবৎ স্থিরভাবে কেবল সমস্ত ঘটনাগুলি শুনিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না এবং তাঁহার মুখে চক্ষে কোন বিষাদের ভাবও প্রকাশ পাইল না, তাঁহার বদন গম্ভীর চক্ষু স্থির, কেবল ক্ষণপরে একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাষ্প বিজড়িত স্বরে বলিলেন "মা জামিলা!—বুঝি সবশেষ—।"

কাসেমের মাতা গৃহিণীর মাথার চুলগুলি ধীরে ধীরে সরাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন "বোন! একবার চেয়ে দেখ জামিলার বাপ বাড়ী আসিয়াছেন।" গৃহিণী জামিলার কথা শুনিয়া একবার চাহিয়া পড়িয়া, পরক্ষণই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বীড় বীড় করিয়া কি যেন বলিতে লাগিলেন— নবাব বুঝিলেন ঘোর বিকার। পুনঃ কাসেমের মাতা ডাকিলেন ও জামিলার

না? জামিলার বাপ যে খালাস পাইয়া বাড়ী আসিয়াছেন; ইহা শুনিয়া গৃহিণী চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিল—"কই বোন আমার জামিলা" পরে মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন—"ও জামিলা তুই সেয়ানা মেয়ে তোর কি জ্ঞান নাই। আমি পারিতেছি না তুই এক কল্‌সি পানি নিয়ে আয়, আমি আস্তে আস্তে রান্নাঘরে যাইয়া দুটো রঁাধি। কত বেলা হয়েছে, সেখানে তিনি খাবার কত কষ্ট পেয়েছেন আর বিলম্ব করিস না মা শীগ্‌গীর যা।

স্বামীর আগমনে সতী সাধ্বী রমণী যেন নব বলে বলিয়ান হইয়া হাসিতে হাসিতে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "মোকর্দ্দমার কি হইয়াছে?" দরাব বলিলেন—"জজ সাহেব দয়া করিয়া আমাকে ও তারিণী বাবুকে অব্যাহতি দিয়াছেন—কিন্তু মনমোহিনীকে—

গৃহিণী—"মনমোহিনীকে ফাঁসী দিয়াছেন? বেশ হইয়াছে পিশাচিনীর উচিৎ শাস্তি হইয়াছে, আল্লাহ আছেন তাঁহার বিচার সূক্ষ্ম, মানব সময়ে সময়ে তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার ন্যায়বান নামে বৃথা কলঙ্কারোপ করে। জামিলার মাতা যখন হাসিতে হাসিতে এই কথাগুলি বলিলেন; তখন যেন তাঁহার কোন রোগ নাই, কোন দুঃখ কষ্ট নাই। দরাব গৃহিণীর এবম্বিধ ভাব দেখিয়া বুঝিলেন—তৈল বিহীন প্রদীপ যেমন নির্ব্বাপিত হইবার অগ্রে সতেজে জ্বলিয়া উঠে গৃহিণীর অবস্থাও তদনুরূপ—আর এ যাত্রা রক্ষা নাই।

অতঃপর দরাব গৃহিণীর পাশে বসিয়া তাঁহার হস্ত দুইখানি ধরিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীকে কাঁদিতে দেখিয়া গৃহিণী বেদনা ভরা হৃদয়ে বিবর্ণমুখে কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন আশা পুরিল না—বুঝি আর সময় নাই, তুমি একটু স্থিরভাবে বস, জন্মের মত একবার দেখিয়া লই, ইহা বলিয়া গৃহিণী অনিমেষ নয়নে স্বামীর মুখের দিকে

চাহিয়া রহিলেন। সে বেদনা ভরা চাহনিতে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। নবাব ইহা শেষ চাহনি ভাবিয়া এবং সকল আশা সকল চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়া, শোকে দুঃখে আত্মহারা হইয়া, একবার গৃহিণীর মুখের দিকে শেষ চাহনি চাহিয়া, পাগলের ন্যায় অস্পষ্টভাবে কি বলিতে বলিতে সাধের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

তারিণী বাবু কি করিলেন।

দহনে দহনে যে রকম সোণা খাঁটী হয়। বিপদে পড়িয়া মানব শিক্ষা পাইয়া সেইরূপ খাঁটী হয়; বিপদ মানবের আত্মশক্তি জন্মাইয়া দেয়, বিপদ মানবকে আত্মসহিষ্ণুতা শিখাইয়া দেয়;—বিপদ—কে শত্রু, কে মিত্র তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দেয়। বিপদ মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে বহুদর্শিতার জ্ঞান রাশি ঢালিয়া দিয়া মানবকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলে।

তারিণী বাবু বিপদে পড়িয়া বেশ শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহার মনের সমস্ত কালি পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, তাই তিনি আজ দরাবের স্বার্থশূন্যতা, প্রভুভক্তি, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সত্যনিষ্ঠায় পরিতুষ্ট হইয়া, ও তাহাকে জীবন-দাতা মনে ভাবিয়া, নিজের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, দরাবের নামে উইল করিয়া দিয়া, জীবনের অবশিষ্ট কাল পূর্ব্ব পাপের অনুতাপ ও ঈশ্বর ধ্যানে কাটাইবেন মনে স্থির করতঃ, অদ্য উইল খানা দরাবকে প্রদান করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করণান্তর সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন, এইরূপ মনে ভাবিতে ভাবিতে বাটী আসিবার পথে শুনিলেন আজ ২।৩ দিন গত হইল, মথুরাপুর গ্রামে ডাকাত পড়িয়াছিল, ইহা শুনিয়া তারিণী চরণ মনে মনে বলিলেন "বেশ হইয়াছে, শাস্ত্রের কথা কি লঙ্ঘন হয়"? আমার অন্যায় রূপে অর্জ্জিত ধন ডাকাতে লইবে ভিন্ন আর কি হইবে"? কিন্তু বাড়ী আসিয়া দেখেন তাহার কোন দ্রব্য লোক-সান হয় নাই, যেখানে যাহা ছিল, সেই খানেই তাহা পড়িয়া আছে। ইহা দেখিয়া তিনি ব্যগ্রতা সহকারে দরাব খাঁর বাড়ীর দিকে গেলেন, সেখানে

যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বড় আশায় ছাই পড়িল, দেখিলেন দরাবের বাড়ী লোকজন শূন্য, দালানের দরজা জানালা গুলি হা হা করিতেছে, দালানের ভিতর জিনিষ পত্র কিছু নাই, শূন্য পড়িয়া আছে।

তারিণী ইহার কারণ জানিবার জন্য দরাবের প্রতিবেশী একজনকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—"আপনি শুনেন নাই প্রায় ২৩ মাস হইল খাঁ সাহেবের বাড়ী ডাকাত পড়িয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুঠতরাজ করিয়া লইয়া গিয়াছে? এবং সেই হইতে তাঁহার একমাত্র কন্যা নিরুদ্দেশ সেই শোকে খাঁ গৃহিণী রোগগ্রস্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন খাঁ সাহেব বাড়ী আসিয়া তাহাকে মুমূর্ষ অবস্থায় দেখিয়া বহু যত্ন চেষ্টা করিয়াও কোন ফল লাভ করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া স্ত্রী কন্যার শোকে পাগল হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

তারিণী বাবু প্রতিবেশী লোকের মুখে এবম্বিধ কথা শুনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে হতজ্ঞান হইয়া একেবারে বসিয়া পড়িলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"হে ঈশ্বর এ কি করিলে, একে আর হইল, আমি যাহার জন্য সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী সাজিব আশা করিয়াছিলাম, সে আজ কি পাপে আমার অগ্রে ধনজন হারাইয়া পাগল হইয়া পথের ভিখারী সাজিয়া চলিয়া গেল? প্রভু! তোমার এ কি বিচার, বুঝি এ পাপাত্মার এ পাপ আর ক্ষমা করিবেন না তাই তোমার এ লীলা"!

এই সমস্ত আকস্মিক ব্যাপারে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্তরে অনুতাপের এক ভীষণ জ্বালা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে তিনি জ্ঞান হারাইয়া, ধ্যান নেত্রে তাহার হৃদয় ফলকে জীবনের সমস্ত পাপ একে একে অঙ্কিত দেখিয়া, ভয়ে চমকিয়া উঠিলেন, সেই সমস্ত পাপের মধ্যে একটি পাপ যেন তাহার হৃদয়ে শেলসম যন্ত্রনা দিতেছিল। তিনি যে দরাবকে শাসন করিতে যাইয়া, একটী সরলা বালিকার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন;

আজ তাহারই অত্যাচারে সেই সরলা বালিকা দস্যু তস্করের হস্তে পড়িয়া কতই না কষ্ট পাইতেছে। এই পাপের অনুতাপে তাহার হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল, তাই তাহার মনে উদয় হইল, জমিলাকে উদ্ধার করিয়া কাসেমের হস্তে না দিলে বুঝি ঈশ্বর তাহার কোন অনুতাপ গ্রহণ করিবেন না"।

তদনন্তর তারিণী বাবু সঙ্কল্প স্থির করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "ঈশ্বর ইচ্ছায় নিশ্চয়ই জমিলা এতদিন প্রাণে বাঁচিয়া আছে, সে সরলা বালিকা, তার সতীত্ব নষ্ট করে এমন সাধ্য কার? কারণ এখনও তার হৃদয় পাপ স্পর্শ করে নাই এমন নিষ্পাপীকে ঈশ্বর নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। হে দয়াময় পতিত পাবন ঈশ্বর! আজ আমি তব সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন আমি অবোধ বালিকা জমিলাকে উদ্ধার করিয়া কাসেমের হস্তে সমর্পণ করিতে না পারিব ততদিন আমি প্রত্যহ উপবাস ব্রত পালন করিব ও ততদিন আমি রজনীতে শয্যায় শয়ন করিবনা বা ততদিন তোমার নিকট কোন পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করিবনা"।

অতঃপর চক্রবর্ত্তী মহাশয় জমিলা উদ্ধারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বাড়ী যাইয়া উইলের লিখিত অস্থাবর দ্রব্য গুলি কোন বিশ্বস্ত লোকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য গুলি দীন দরিদ্রদিগকে দান করিয়া সকলের নিকট বিনম্র সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করনান্তর শূন্য হাতে কেবল মাত্র উইল খানা সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরের নাম লইয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বেশে চলিয়া গেলেন"।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

জমিলার কি হইল।

ডাকাতেরা জমিলাকে অজ্ঞানাবস্থায় নৌকাযোগে এক নির্জ্জন বনে রাখিয়া তাহারা হৃত ধনগুলি বণ্টন করিয়া লওয়ার পর একটু গাঞ্জাদেবীর পদসেবা করিয়া নানা বিষয়ের গল্প আরম্ভ করিল।

১ম দস্যু—"আজ আমাদের নসীব ভাল তাই বেশ ফলিয়াছে"।

২য় দস্যু—"তা যাক ও কাজটা করা মোটেই ভাল হয়নি আমাদের"।

১ম দঃ—"কোন কাজটা"

২য় দঃ—ঐ যে একটা সরলা বালিকা—ওর কান্না দেখে আমার বড় দুঃখ হইতেছে"।

১ম—"তোর যদি এত দয়ার শরীর, তবে ডাকাতি না কল্লে তো হয়?"

২য়—"পেটের দায়ে ডাকাতি করি এর জন্যেই না জানি কোন নরকে যেতে হ'বে তার ঠিক নেই। তার উপর আবার সতীর সতীত্ব নাশ সে মহাপাপের কি আর নিস্তার আছে"?

১ম—"তুইতো ভারি বোকা দেখ্ছি, সতীত্ব নষ্ট কর্‌তে বুঝি আমরা লোকের মেয়ে চুরি করি"।

২য়—"তবে কি জন্য ওকে ধরে এনে অত কষ্ট দেওয়া হচ্ছে"?

১ম—"ওরে পাগল তুই নূতন ডাকাত কি, না? ওসব বুঝবি পরে। টাকার জন্য ত ডাকাতি করি, তা যে প্রকারে হউক, তা না কল্লে চল্‌বে কেন?

২য়—লোকের মেয়ে চুরি কল্লে বুঝি তার বাপ মা ছালাপুরে টাকা দে যাবে"?

১ম—তুই দেখ্‌ছি একেবারে নিরেট তার বাপ মা টাকা দেবে কেন ঐ যে আমাদের দেশের জমিদার সাধনলাল সিংহ, তাকে তুই চিনিষ না, সে বেটাকে ওরূপ একটা ফুটফুটে সুন্দরী মেয়েমানুষ দিতে পার্‌লে সে কত টাকা দেবে তা জানিস্‌ ?"

৩য়—ওর সঙ্গে অত মিছে বক্‌ছিস কেন ভাই ও তার বুঝেকি, এখন সেখানে যাওয়ার কি তাই বল্‌ ?

১ম—আচ্ছা আজ রাতেই যাওয়া যাবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই পরামর্শ ঠিক করিয়া ২।৩ জন ডাকাত রাত দুইটার সময় সাধন লালের বাড়ী উপস্থিত হইল, বাবু তখন বৈঠক খানায় স্বদলবলে বসিয়া মদের শ্রাদ্ধ করিতেছিল ; দস্যুদিগকে দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—"ক্যা ভাগ্য ! তোমরা পাছ কুছ খোস্‌ খবর হ্যায় ?"

দ—"হাঁ বাবু আজ্‌কো একটো শিকার আচ্ছা মিলা হ্যায়।"

সা—মদের নেশায় পুনঃ হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা কাম কিয়া, তোম্‌লোক দোস্‌কে কাম কিয়া।"

দস্যু—"বাবু সাচ্চা মাল হ্যায়, বহুত মেহ্‌নাতছে মিলা হ্যায়। হাজার রূপেয়া আপ্‌কো লাগেগা।"

সা—"আচ্ছা মাল হোগা তো, তোম্‌কো দোহাজার রূপেয়া বক্‌সিস্‌ দেএঙ্গে।"

দ—"চলিয়ে বাবু দেখ্‌নোকে ক্যায়ছা মাল হ্যায়, আপ্‌কো জেন্দিগিমে এয়ছা মাল কভি নেহি দেখ্যা হ্যায়।"

এস্থলে এই সাধন লাল সিংহের একটু পরিচয়ের আবশ্যক, যখন ইহার বয়স ২০।২২ বৎসর তখন ইহার পিতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি বিস্তর ধন সম্পত্তি রাখিয়া যান। যৌবনে কাণ্ডজ্ঞান বিহীন চরিত্রহীন যুবকের হস্তে পিতৃ অর্জ্জিত বিপুল ধন সম্পত্তি পড়িলে যাহা সংঘটন হয়,

ইহারও তাহাই ঘটিয়াছিল। সাধন যৌবনে পিতার অতুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কেবল, "ইয়ার বন্ধুসহ সুরা সুন্দরীর পদ সেবায় মনঃনিবেশ করিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের সুন্দরী যুবতী রমণীগুলি ছলে বলে কৌশলে হরণ করিয়া আনিয়া অহঃরহঃ কাম প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধনে তৎপর হইল। ইহার সহচর ছিল কতকগুলি চরিত্রহীন ক্ষত্রিয় যুবক; তাহারা ডাকাতি করিত এবং মাঝে মাঝে দুই একটী যুবতী রমণী চুরি করিয়া আনিয়া সাধন লালকে দিয়া বেশ দশ টাকা রোজগার করিত। তাহারা জমিলাকে চুরি করিয়া আনিয়া অদ্য তাহাকে দেখাইবার জন্য সাধন লালকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল।

এই দস্যুগণ যদিচ সাধন লালের সহচর, কিন্তু ইহারা সিংহ মহাশয়কে বিশ্বাস করে না; সেইজন্য তাহাকে কিছুদূর লইয়া যাইয়া বলিল—"মহাশয় এই স্থলে আপনার দুই চক্ষু বাঁধিতে হইবে।"

সাধন বলিল—"কেন?" দস্যু বলিল—"আমাদের সরদারের আদেশ, সরদারের আদেশের কথা শুনিয়া, সাধন লাল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চক্ষু বাঁধিয়া ডাকাতের সঙ্গে অশ্বারোহণে গমন করিল, তিন চারি ঘণ্টা পরে তাহারা এক নিবিড় অরণ্য মধ্যস্থিত ভগ্নবাটীর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলে ডাকাতেরা তাহার চক্ষুর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। তৎপরে সাধন লাল দস্যুর সঙ্গে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, একটী প্রকোষ্ঠে স্বর্ণপ্রতিমা তুল্য একটি দ্বাদশ বর্ষিয়া বালিকা একখানি ভাঙ্গা পালঙ্কে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে। স্ত্রীলোকের যাহা প্রধান দর্প, যাহা লইয়া রমণীর নারী জীবন, তাহা আজি দৈব বিপাকে দস্যু তস্করের হস্তে যায় যায়, এমন বিষময় জীবন লইয়া জমিলা পাপ সংসারে থাকিয়া কি করিবে? এই মহাচিন্তায় তাহার মুখ বিষাদে মলিন এবং চোখের চারিদিকে কালির রেখা পড়িয়াছে। সে দেবতা বাঞ্ছিত অপরূপ রূপ ক্ষোভে দুঃখে

মলিন হইয়া পড়িয়াছে বটে, তবু তাহার সেই অচেতন স্পন্দনহীন দেহের সৌন্দর্য্যে সেই ভগ্ন মন্দির উজ্জল হইয়া রহিয়াছে। তাহার:আয়ত লোচন-দ্বয় মুদিত থাকিলেও তাহাতে যে কত সৌন্দর্য্য ও ভাবের বিকাশ তাহা কে বলিবে। তাহার মুখ চন্দ্রমা চিন্তায় মলিন হইলেও তাহাতে যে কি অপার্থিব সৌন্দর্য্য বিরাজিত তাহা কবিগণ কল্পনা করিতেও অপারগ। তাহার শয্যায় পতিত শ্বেত মৃণালরূপ বাহু বল্লরীর উপর নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছের কতকটা ছড়াইয়া পড়িয়া কি যেন এক নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বালিকার এই অপরূপ রূপ দেখিয়া সাধন লালের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া জমিলার শয্যাপার্শ্বে জড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণ পরে পাপী জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"সুন্দরী উঠ, ঈশ্বর তোমার দুঃখ নিবারণের জন্য এখানে আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি যখন এখানে আসিয়াছি, তখন আর তোমার কোন দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। সুন্দরী! যদি তুমি আমার হইয়া আমার প্রাণের পিপাসা মিটাইতে বাধ্য হও, তবে আমি তোমাকে অপূর্ব্ব রত্নালঙ্কারে সজ্জিত করিব, অসংখ্য দাস দাসী তোমার সেবায় নিযুক্ত করিব। আর অদ্যই তোমাকে এই জঘন্য স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া সুরম্য হর্ম্মের মধ্যে রাজরাণী স্বরূপ রাখিব, অধিক কি আজীবন দাসরূপে তোমার পদ সেবা করিব। হে সুন্দরী তুমি একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখ আমি সে ডাকাত নহি; জমিলা পাপাত্মার কথা শুনিয়া অজ্ঞানে মা বলিয়া চক্ষু উন্মীলন করিয়া পুনঃ চক্ষু মুদিত করিল।

হায়রে কামান্ধ মানব। তোমরা যখন কোন সুন্দরীর রূপজ মোহে মুগ্ধ হইয়া জ্ঞানহারা হও, তখন তোমরা স্বার্থ সাধনের জন্য কত অনুনয় বিনয়, কত ঔদার্য্য কত দয়া কত মমতা কত লোভ কত নিস্বার্থ প্রেম দেখাইয়া তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা কর। তোমরা তখন একেবারে ভাল

মানুষ সাজিয়া কত ভদ্রতা দেখাইয়া, ছলে বলে কৌশলে তার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া, নিজ পাশব বৃত্তি চরিতার্থ কর। মোহ ত্যাগ হইলে তাহাকে পথের ভিখারী সাজাইয়া পদাঘাতে দূর করিয়া দাও, ইহা তোমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য বা ধর্ম্ম।

আজ তোমাদের শ্রেণীর সাধন লাল সিংহও জমিদার রূপজ মোহে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া দস্যুদিগের নিকট হইতে দেড় হাজার টাকা দিয়া তাহাকে ক্রয় করিয়া পাল্কীযোগে বাড়ী লইয়া তাহার বিলাস ভবনের একটী ধবধবে সজ্জিত কক্ষে রাখিয়া দিল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিপদে সহায়।

তখনও সন্ধ্যার প্রদীপ্ত সৌন্দর্য্য সমস্ত আঁধারে বিলীন হয় নাই। চন্দ্রহীন আকাশ তারকামালায় এখনও পরিশোভিত হইতে একটু বিলম্ব আছে; এমন সময় জমিলার চৈতন্য হইল। ক্ষণপরে বালিকা জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া দেখিল, একটী সজ্জিত কক্ষে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। পার্শ্বে রৌপ্য শ্যামাদানে গন্ধ প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহার সুগন্ধে ঘর আমোদিত হইতেছে, মাথার নিকট একটী শ্যামাঙ্গিনী যুবতী বসিয়া পরিচর্য্যা করিতেছে এবং বালিকার মুখের দিকে স্থিরভাবে চাহিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছে।

জমিলা এই গৃহ মধ্যে আসিয়া শয্যা ও দীপ ইত্যাদি গৃহ সরঞ্জাম দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িল, সে কোথায় আসিয়াছে কেবা তাহাকে এখানে আনিয়াছে, কেবা সেবা করিতেছে, তার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। বালিকা পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ কিছুই মনে করিতে পারিতেছে না। জমিলার রোগ এখনও আরোগ্য হয় নাই, সে সময় সময় মাকে ডাকিতেছে ও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ডাকাতের কথা বলিতেছে। সাধন লাল ইহা বিকারের লক্ষণ ভাবিয়া, চিন্তায় তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। হেমলতা সারারাত জাগিয়া সময় মত ঔষধাদি খাওয়াইতেছে।

রীতিমত পরিচর্য্যা ও সুচিকিৎসার গুণে কয়েকদিনের মধ্যে জমিলার রোগ একটু আরামের দিকে গিয়াছে। রোগ একটু আরোগ্য হইয়াছে দেখিয়া পাপিষ্ঠ রোজ হাটা জুড়িয়াছে, হেমলতা সাধন লালের ভাব বুঝিতে

পারিয়া মনের ভাব গোপন রাখিয়া তাহাকে বলিল—"আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? যখন পাখী হস্তগত হইয়াছে, তখন ভাবনার কোন কারণ দেখিতেছি না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন রোগ আরাম হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবেক, তাড়াতাড়ি ওরূপ ভাব করিলে বালিকার রোগ বৃদ্ধি হইতে পারে। পাখী যখন ফাঁদে পড়িয়াছে তখন একদিন না একদিন বশ্যতা স্বীকার করিবেই করিবে। মানুষকে বিশেষতঃ মেয়ে মানুষকে বাধ্য করিতে ক'দিন লাগে, আপনি এখন একটু ধৈর্য্যধারণ করুন, এখানে এত ঘন ঘন আসিবেন না। আমি যখন বলিব তখন আসিবেন, তাহলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।" পাপিষ্ঠ হেমলতার কথায় বাধ্য হইয়া আশা যাওয়া একটু কম করিল।

হেমলতার পরিচর্য্যার গুণে ও অকৃত্রিম ভালবাসায় জমিলা এখন বেশ সুস্থ হইয়াছে, কিন্তু চিন্তায় তাহার অন্তর পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। সে বেশ বুঝিয়াছে সম্মুখে মহা বিপদ, বালিকা ভাবিতেছে কে তাহাকে এখানে আনিল এবং কেন এই দয়ারূপিনী যুবতী তাহার সুখ দুঃখের অংশী হইয়া তাহার সেবায় শরীর মন নিয়োগ করিয়াছে। সে বেশ বুঝিয়াছে এ পাপগৃহে এই যুবতী ভিন্ন তাহার ভালবাসার আর কেহ নাই, বালিকা বুঝিয়াছে ইহার নিকট মনের কথা বলিলে কোন ক্ষতি হইবে না; তাই বালিকা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহাকে বলিল—"ভাই! সত্য করে বল আমি এখানে আসিলাম কি প্রকারে। কে এখানে আমাকে আনিল। ভাই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি কল্য যে লোকটা আমাকে দেখিতে এসেছিল, সেকি তোমার ভাই? এই বাড়ী কি তোমার ভাইয়ের।" যুবতী বালিকার মুখে এই সরলতাময় কথাগুলি শুনিয়া ক্ষোভে দুঃখে যেন সে জ্বলিয়া উঠিল, সতীতেজে যেন তার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু মুখখানি বিষাদে আঁধার হইয়া গেল।

বালিকা যুবতীর চোখ মুখের ভাব দেখিয়া ভীতি জড়িত স্বরে বলিল—“ভাই রাগ কল্লে না কি? আমি তোমাকে এমন তো বেশী কিছু বলি নাই?

যুবতী। “দিদি তোমার পরে রাগ ক’রব কেন? তুমি বোধ হয় এখনও ঐ পাপাত্মার বিষয় কিছু জানিতে পার নাই। তুমি এখনও বালিকা, তোমার মন সরল, সংসারের কুটগতি এখনও কিছু বুঝিতে পার নাই। আশা ছিল এসব বিষয় এখন বলিয়া তোমার মনে কষ্ট না দিয়া, এ পাপাগার হইতে উদ্ধার হইয়া সমস্ত পরিচয় দিয়া মনের জ্বালা মিটাইব।

বালিকা যুবতীর ভাব-ভঙ্গি ও কথার ভাবে বুঝিতে পারিল সম্মুখে মহা বিপদ, তখন বালিকা ভয়ে ভীতি বিবর্ণ মুখে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—“ভাই যথার্থ ইহা তোমার ভায়ের বাড়ী নহে?”

যুবতী জল ভরা চখে বাষ্পবিজড়িত কণ্ঠে বলিল ভাই বল্‌ছি না এখন বল্‌ব না। একটু বিলম্ব কর, সময় যদি পাই তবে সমস্ত বলিব।”

সময় যদি পাই এই কথা শু’নে, বালিকার মনে আরও ভয় হইল, তাই সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ভাই! আমার বড় ভয় হইতেছে শীঘ্র না বলিলে আমার চিন্তা দূর হইবে না।”

যুবতী—বলিলে যে আরও চিন্তা বেড়ে যাবে তাই ভাবছি? আর এখন বলাও নিরাপদ নহে”—দেখি আজ বলবার ফাঁক চেষ্টা করিব।

তৎপর যুবতী পাপাত্মার ভয়ে, বালিকাকে স্নান করিবার ছলনায় খিড়কীর পুকুরের ঘাটে লইয়া গেল। স্থানটা বেশ নির্জ্জন, সাধনলালের ভয়ে এই ঘাটে অপর কেহ আসে না। কাজেই অন্য দুই জনার কথাবার্ত্তা বলার বেশ সুবিধা হইল। অই যুবতী বলিল—“ভাই তোমার পূর্ব্ব বিবরণ সব স্মরণ আছে?”

বালিকা "সব স্মরণ নাই তবে কতক আছে, ভাই বল্‌ব কি আমার পিতা ধনী এবং পরম ধাৰ্ম্মিক তিনি এক মোকদ্দমায় নিজ শত্রুকে উদ্ধার করিবার জন্য জেলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন, সেই রাত্রে একদল ডাকাত আমাদের বাটীতে পড়িয়া যথাসৰ্ব্বস্ব লুট পাট করিয়া লইয়া অবশেষে আমাকে ধরিয়া, নৌকায় তুলিল, সে দিন আমি ও আমার মা ভিন্ন আর কেহ বাটীতে ছিল না! পাপিষ্ঠেরা যখন আমাকে ধরিল তখন মা পাড়ার লোক সংগ্রহে গিয়াছিলেন, সে সময় আমি নৌকায় পড়িয়া মা মা করিয়া কত কাঁদিলাম, কেহ উদ্ধার করিতে আর আসিল না ক্ষণপরে আমি ক্ষোভে দুঃখে নৌকায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম, তাহার পর কি হইল তাহা আর আমি জানি না।" ইহা বলিয়া বালিকা মা মা ও ভাই কাসেম বলিয়া উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল।

বালিকার কান্না শুনিয়া যুবতী বলিল—"বোন পূর্ব্বের কথা বল্লে যদি মনে ব্যথা পাও তবে এখন আর বলে কাজ নাই, বোন আর কাঁদিও না। কাঁদার সময় আছে, ঈশ্বর যদি সময় দেন তবে দুই বোনে এক সঙ্গে কাঁদিয়া মনের জ্বালা মিটাইব। ভাই! এই যে বাড়ী দেখিতেছ ইহা আমার বাপের বাড়ী নহে, উহা ঐ পাষণ্ডের বাড়ী ঐ নরপিশাচই বোধ হয় তোমাকে সেই ডাকাতের নিকট হইতে কিনে এনেছে, ঈশ্বর যে, কি দিয়ে ওকে সৃজন করেছেন, তার ঠিক নাই, ওর একেবারে ধৰ্ম্ম ভয় নাই। পাপিষ্ঠ যে ঐরূপে কত সতীর সর্ব্বনাশ করেছে তার ইয়ত্তা নাই। ভাই আমিও একদিন তোমার মত কুল কন্যা বা গৃহস্থের বউ ছিলাম, এখন ভাগ্য দোষে ঐ দুরাত্মার দাসী বৃত্তি করিতেছি। ভাই সে এক অদৃষ্টের পরিহাস, আমার জা অত্যন্ত সুন্দরী আমরা দুই জায় সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় সর্ব্বদা একত্রে সুখে বসবাস করিতাম; দুরাদৃষ্ট বশতঃ একদিন আমরা ঐ নরাধমের দর্শন পথে পতিত হই, তার

কিছু দিন পরে ঐ পিশাচ বহু লোক জন সহ ডাকাতি করিয়া ভুল ক্রমে আমার জার পরিবর্ত্তে আমাকে ধ'রে আনে, পরে বাটীতে লইয়া দেখে আমি তাহার আকাঙ্ক্ষিত সে নহি; তবুও পাষণ্ড আমাকে ছাড়িয়া না দিয়া ঝির কার্য্যে নিযুক্ত করিল, সেই হইতে আমি এই পাপাত্মার ভবনে আবদ্ধ হইয়া দাস্যবৃত্তি করিতেছি। ভাই মনে কর্‌লে আমি এতদিন এখান হইতে চলে যেতে পার্‌তাম, কিন্তু যাই নাই তাহার কারণ এই, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যত দিন পাপাত্মার পাপের প্রতিফল দিতে না পারিব, ততদিন এই ভাবে কাল কাটাইব; পরে পাপাত্মার সমুচিত শাস্তি দিয়া চলিয়া যাইয়া স্বামীর পদতলে পতিত হইয়া, সমস্ত সত্য কথা যথাযথ বলিব; তাহাতে তিনি যদি বিশ্বাস না করিয়া আমাকে ত্যাগ করেন তবে ঈশ্বরের পথে জীবন দান করিয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া মনের জ্বালা মিটাইব, আমার মনে মনে যা আছে, তা আছে, এখন পাপাত্মাকে শঠতা পূর্ব্বক আত্মীয়তা দেখাইতেছি, দুরাত্মাও এখন আমার কথায় বিশ্বাস করে, আজ আমি তিন সত্য করিয়া বল্‌ছি, যদি আমি অতি সত্বর প্রতিশোধ না লইয়া তোমাসহ এ পাপ ধাম ত্যাগ না করি, তবে আমি হিন্দুর মেয়ে নহি ও আমার নাম হেমলতা নহে"।

বালিকা হেমলতার মুখে পাপ আত্মার পরিচয় ও তাঁহার দুঃখ কাহিনী শুনিয়া ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িল, ক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিয়া হেমলতার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল—"ভাই আমি কখন বিপদের মুখ দেখি নাই, আমার সাহস নাই, বল নাই, জ্ঞান নাই আমার উপায় কি হইবে। ভাই! তুমি ভিন্ন এ পাপপুরে আমার আর কে আছে, তুমিই আমার গতি তুমি আমার মুক্তি, তুমি আমার রক্ষা না করিলে আমার গতি কি হইবে। পাঠক! আপনাদের বোধ হয় মনে আছে যে জমিলা এক দিন বালিকা হইয়া প্রবীনার ন্যায় কাসেমকে কত

উপদেশ দিয়াছিল, কত হৃদয়ের বল দেখাইয়াছিল, আজ সতীত্ব নাশ আশঙ্কায় সে অবোধ বালিকার ন্যায় ভূতলে পড়িয়া ব্যথিত হৃদয়ে অধীর ভাবে কি বলিতেছে, শ্রবণ করুন। বালিকা ভয়ে আত্মহারা হইয়া কাতর স্বরে বলিতেছে—"হে আল্লাহ তুমি না দয়াময়, তুমি না বিপদহারী তুমি না দুর্ব্বলের বল, তুমি না আশ্রিতের সম্বল, তবে এ অধম দাসীর এ দুর্দ্দিনে রক্ষা করিবেনা কেন? নাথ আর সহ্য হয় না তুমি যদি এ অসময় এ অবোধ বালিকাকে রক্ষা না কর, তবে যে তোমার দয়াময় নামে কলঙ্ক হইবে। ভাই কাসেম! তুমি কি এখনও বাঁচিয়া আছ? না পাপ সংসারের কার্য্য কলাপে বীতরাগ হইয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছ। তুমি না আমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে? ভাল-বাসিলে, কি করিয়া আমাকে এ পাপ সংসারে একা ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেলে। যদি ভাই বাঁচিয়া থাক, তবে তোমার সাধের ধন, স্ত্রী-লোকের সম্পদ। দুরাত্মার হস্ত হইতে রক্ষা কর, নতুবা আর আমাকে ইহধামে দেখিতে পাইবে না। হাঁ তারিণী বাবু এতদিন পরে তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধ হইল, পিতা নিশ্চয়ই তোমার জন্য কারাগারে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। মাতা আমার শোকে বোধ হয় অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন। আমিও চলিলাম, এখন বিষয় সম্পত্তি লইয়া সুখে থাকিয়া অমর ভাবে সংসারের খেলা দেখ। পরে যখন বুঝিবে সংসার অসার উহার অস্তিত্ব নাই, তখন যেন মনে পড়ে, আমাদের কথা, স্বীয় পাপের কথা, পরকালের কথা, আর কি বলিব।

পর দুঃখে কাতরা হেম জমিলার জীবন কাহিনী শুনিয়া একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল, পরে মনের বেগ সম্বরণ করিয়া অতি ধীর ভাবে বলিল—"ভগিনী! এ বিপদের সময় অত অধীর হইলে চলিবে না। সাহসে বুক বাঁধ। ঈশ্বরে নির্ভর স্থাপন কর। তিনি বিপদ ভঞ্জন-

কারী অনাথের নাথ। তিনি নিশ্চয়ই সময়ে আমাদিগকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। নিশ্চয় তুমি জানিও বিপদ মানবের পরীক্ষার জন্য,—"যে বিপদ পরীক্ষার জন্য তিনি অগ্রে তার বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার আয়োজন করিয়া রাখেন"। ভয় নাই, ভাই তুমি নিশ্চয়ই জানিও আমি জীবিত থাকিতে পাপাত্মা তোমার কোন অনিষ্ট এমন কি তোমার গাত্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না"।

হেমলতার প্রবোধ বাক্যে জমিলার মনে একটু সাহস হইল, কিন্তু হেমের মন বুঝিবার জন্য সে পুনঃ বলিল—"দিদি! তুমি হলে হিন্দুর মেয়ে আমি মুসলমানের মেয়ে তুমি আমার জন্য এতটা করবে কি জন্যে"।

হেমলতা জমিলার কথা শুনিয়া এই দুঃখের সময়ও একটু হাসিয়া বলিল—"ভাই তুমি এখনও বালিকা, সহজ বুদ্ধি তোমার। তোমার কি এখন ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হইয়াছে। ভাই! হিন্দু-মুসলমানও কিছু নহে, উহা কেবল বাহিক ব্যাপার অন্তরে তুমিও যা আমিও তাই। দেখ বোন! এক ঈশ্বর কি আমাদের সৃষ্টি করেন নাই? এক ঈশ্বরের রাজ্যে কি আমরা উভয়ে বাস করিতেছি না? ঈশ্বর আমাকে যে যে দ্রব্য ও যে যে বৃত্তি দিয়া গঠন করিয়াছেন তোমারও কি সেই সেই দ্রব্য ও সেই সেই বৃত্তি দিয়া গঠন করেন নাই? তোমার চেয়ে আমার কি কিছু বেশী আছে? তোমারও যা আমারও তাই। তুমি যাহা লইয়া গৌরব অনুভব কর, আমি তাহা লইয়া গৌরব করিয়া থাকি; তোমার ধর্ম্ম বা গৌরবের ধন নষ্ট হইলে আমি দুঃখিত না হইব তাহার কারণ কি? স্ত্রীলোক হইয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ কি দেখিতে সতী প্রস্তুত? তাহা কখনই নহে। সতীর সম্মুখে জীবন থাকিতে কি সতীর সতীত্ব নষ্ট হইতে পারে? তাহা হইলে যে ঈশ্বরের ন্যায় বিচারে দণ্ডনীয়া হইতে হইবে।

জমিলা হেমলতার মুখে জ্ঞান গর্ভ উপদেশ বাণী ও তাহার সৎ-সাহস, ধর্ম্মে ভক্তি, ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরোপকার ব্রতে ব্রতী দেখিয়া তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতাতে পূর্ণ হইয়া গেল, তাই আনন্দের উচ্ছাসে বালিকার বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া আসিল, সে আর কিছু বলিতে পারিল না কেবল ভক্তির চাহনি চাহিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিল। এই রূপে দুই জনে সহোদরার ন্যায় পিশাচের পাপপুরে সুখে দুঃখে কাল যাপন করিতে লাগিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

আশার-সঞ্চার।

তারিণী বাবু জমিলা উদ্ধারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ১২ মাস আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বেশে দেশে দেশে অনুসন্ধান করিয়া জমিলার কোন সন্ধান না পাইয়া হতাশ মনে একদিন রাত্রে অনাহারে এক বট-বৃক্ষ তলে শয়ন করিয়া আছেন। এমন সময় একদল লোক আসিয়া সেই বৃক্ষ তলে বসিল। রজণী অন্ধকারময় সেই জন্য কেহ কাহাকে দেখিতে পাইতেছিল না, পরে তাহারা চুপে চুপে কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিল।

১ম ব্যক্তি—"ভাই এবার সাধন লালকে বেশ ঠকাইয়াছি, একটা সামান্য স্ত্রীলোক দিয়া নগদ দেড় হাজার টাকা গণিয়া লইয়াছি"।

২য়—"দূর' নির্ব্বোধ, সাধনলাল বোকা আর কি? যেমন তেমন মেয়ে মানুষ হলে সে বুঝি অত টাকা দিত। ভাই ওরূপ ফর্সা মেয়ে মানুষ কখন দেখি নাই, বেটীর যেমন রূপ তেমনি গঠন যেন আমাদের মা লক্ষী, উহাকে দেখলে সাধনলাল তো, সাধন লালের বাবা ওর চেয়ে বেশী টাকা দিত"। তাহারা এইরূপ কথা বার্ত্তার পর সেখান হইতে চলিয়া গেল। উহাদের কথা বার্ত্তায় তারিণী বাবু বুঝিলেন তাহারা দস্যু।

আগন্তুক দিগের কথায় তারিণী বাবুর হৃদয়ে একটু আশার সঞ্চার হইল, তিনি শুনিয়াছিলেন জমিলাকে ডাকাতেরা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাই তিনি মনে মনে অনুমান করিলেন ডাকাতেরা বোধ হয় জমিলাকে কোন কামান্ধ ধণীর নিকট বিক্রয় করিয়া থাকিবে। উহাদের টাকার দরকার সুন্দরী মেয়ে মানুষ কি করবে। যাহা হউক ঈশ্বর ইচ্ছায় কতকটা সন্ধান পাওয়া গেল, অবশিষ্ট সন্ধান চেষ্টা করিলে আজ না হয় কাল মিলিবে। সাধনলাল বোধ হয় জমিদার কি বড় লোক।

কল্য হইতে উহার সন্ধান করিব। তারিণী চরণ ইত্যাকার সঙ্কল্প স্থির করিয়া সেই বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রাতে তিনি ঈশ্বরের নাম লইয়া সাধনলালের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। তিনি যে গ্রামে একটা জমিদার কি ধনী লোকের সন্ধান পান সেই গ্রামে নিজে যাইয়া তাহাদের পরিচয় লয়েন। লোকে যদি জিজ্ঞাসা করে আপনার বড় লোকের প্রয়োজন কি? তিনি বলেন আমি সন্ন্যাসী তাহার নিকট কিছু প্রার্থী; তিনি এইরূপ প্রায় ১ মাস অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন, গঙ্গার ধারে ভগবান গোলার নিকটবর্ত্তী রামপুর নামক গ্রামে সাধনলাল সিংহের বাস। অতঃপর তারিণী বাবু ২৩ দিন পদব্রজে তথায় যাইয়া পৌছিলেন, এবং তথাকার একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন! "মহাশয়! সাধনলাল সিংহের বাড়ীটা কৈ," সে বলিল "মহাশয়! দেখছি আপনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তাহার নিকট আপনার কি প্রয়োজন? সে বড় ধর্ম্মের ধার ধারে না তার প্রয়োজন মদ ও রাড়ের"!

তা...অন্য কোন প্রয়োজন আছে"। সে বলিল—"তবে যান, এইযে রাস্তা ইহা অতিক্রম করিলে সম্মুখে একটা বাগান বাড়ী দেখিতে পাইবেন, বাগানটা বেশ সুদৃশ্য তাহার মধ্যে একটা ছোট খাট পুস্করিণী আছে, তাহার চারিধারে সুন্দর পুষ্পোদ্যান, তার উত্তর দিকে একটা সুরম্য দ্বিতল অট্টালিকা উহা পাপাত্মার বিহার ভবন। ঐ বাগানটী ছাড়াইয়া কিছু দূর উত্তর দিকে গেলে, একটী সিংহ দরজা সম্মুখে পড়িবে, সেই দরজা হইতে প্রাচীর আরম্ভ হইয়া পাপাত্মার অন্তঃপুর, দালান ঘর বৈঠকখানা ইত্যাদি বেষ্টন করিয়া আবার সিংহ দ্বারে পর্য্যবসিত হইয়াছে, প্রাচীরের পূর্ব্ব পার্শ্বে একটা বাজার আছ।

———

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী

তারিনী বাবু স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্ত সন্ন্যাসী বেশে, সিংহ মহাশয়ের বাজার মধ্যে একটী বট বৃক্ষ তলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুই তিন দিন মধ্যে হিন্দু পল্লীর মেয়েরা গাছ তলায় সন্ন্যাসী দর্শনে আসিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সেখানে সন্তান কামী ও নানাবিধ রোগীর একটা নিত্য বাজার বসিয়া গেল। সন্ন্যাসী কাহার নিকট হইতে একটী পয়সাও না লইয়া কাহার জল পড়িয়া, কাহার তৈল দেখিয়া, কাহার কবজ লিখিয়া দিতেছেন। সন্ন্যাসী অল্প ভাষী, তাঁহার বিনয় শিষ্টাচারে সকলেই মুগ্ধ।

সন্ন্যাসী ঠাকুর যে উদ্দেশ্যে এখানে আসন গাড়িয়াছেন, তাহার কিছু কিনারা করিতে পারিতেছেন না, কাহার নিকট কথা প্রসঙ্গে সাধন লালের কথা পাড়িলে, কেহ সে কথার উত্তর দিতে চাহেনা, এইরূপে কয়েক দিন গত হইলে, একদা সন্ন্যাসী একটা বর্ষীয়সী স্ত্রী লোককে বলিলেন মা! সাধন লালের প্রসঙ্গ তুলিলে তোমরা অত ভয় পাও বা বিরক্ত হও কেন"? বৃদ্ধা—অতি অনুচ্চ স্বরে বলিল—"মহাশয় ও পাপাত্মার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? ওর মতন পাপী কি জগতে আছে? ওর সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতে পারিবনা, বলিলে একে আর হবে, আর আমরা ও পিশাচের ভিতরের খবর ও রাখিনা"। সন্ন্যাসী মনের ভাব গোপন রাখিয়া বলিলেন—"মা ওর ভিতরের সন্ধানে আমার কোন প্রয়োজন নাই, তবে শুনেছি লোকটা ভারি অত্যাচারী, লোকের জাত কূল মারিতে খুব মজবুত, তাই বল্‌ছি, যদি তার সঙ্গে দেখা শুনা হত, তবে একটু ধর্ম্ম-উপদেশ বা কোন মন্ত্র ব'লে তার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিতাম কি

না" ? বৃদ্ধা—"তা বাবা পার যদি তবে দেশের যুবতী স্ত্রীলোক গুলা বেঁচে যায়, লোকের জাত মান রক্ষা হয়, তা আপনি তার ঝি ঐ হেমলতাকে যদি বলে দিতে পারেন। হেম সে সময় এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কেবল সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছিল, হেম প্রত্যহ আসিয়া কেবল সন্ন্যাসী ঠাকুরের কার্য্য কলাপ দেখিয়া শুনিয়া বাটী যায়, কিন্তু সে কথা অমিলাকে এক দিনও বলে নাই। হেম কিন্তু বুঝিয়াছে, এই সন্ন্যাসী প্রকৃত সন্ন্যাসী, নহে কোন কার্য্য উদ্ধারের জন্য উহার এ বেশ ধারণ, হেমের ইচ্ছা সন্ন্যাসীকে নির্জ্জনে কিছু জিজ্ঞাসা করে, তাই সে রোজ একবার সেখানে যায় কিন্তু লোকের ভীড়ে কোন দিন সুযোগ পায় নাই, আজ বৃদ্ধার কথায় সন্ন্যাসী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমিই কি মা সাধন লালের ঝি ?"

হেম কহিল—"হা মহাশয়"।

সন্ন্যাসী—"তাকে একবার আমার নিকট আনতে পার" ?

হেম—"না মহাশয়, সে বড় সন্ন্যাসী ফকিরের ধার ধারে না।

অতঃপর সকলে আশ্রম হইতে চলিয়া গেলে, সন্ন্যাসী হেমকে বলিলেন, "মা হেম! তোমার সহিত আমার একটী কথা আছে, তা কথাটা আমি নির্জ্জনে বলিতে ইচ্ছা করি, কল্য কি তুমি নির্জ্জনে দেখা করিতে পারিবে আমার সঙ্গে"।

তারিনী বাবু হেম লতার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া বুঝিয়াছেন, হেম প্রকৃত ঝি নহে, নিশ্চয়ই হেম কোন উচ্চ সম্ভ্রান্ত কূলের বধু, বোধ হয় দুষ্ট সাধন লাল উহাকে হরণ করিয়া আনিয়া ঝির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে, তিনি এইরূপ মনে স্থির করিয়া হেমকে নির্জ্জনে দেখা করিতে বলিয়া দিলেন আশা, হেমের দ্বারা সাধনের গুপ্ত বিষয় কিছু জানিতে পারিবেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর আজ নব আশায় আশান্বিত হইয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত

হেমের আগমন প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া আছেন, হঠাৎ হেমলতা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, সন্ন্যাসী তাহাকে সাদরে বসিতে আসন দিয়া ক্ষণ পরে বলিলেন—"মা তোমার নিকট আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিব, আশা-করি প্রকৃত উত্তর দিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। মা, তোমার আকার প্রকার দেখিলে বোধ হয় তুমি নির্ম্মল স্বভাবাপন্ন উচ্চ কুলোদ্ভবা রমণী, তুমি কি কারণে, এই পাষণ্ডের দাস্যাবৃত্তি করিতেছ ?

হেম সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া মনের আগুনে সে অন্ধকারে একবার আচল দিয়া চোখ মুছিয়া ধরা গলায় বলিল—"মহাশয় সে কথা পরে বলিব এখন সত্য করিয়া বলুন আপনি প্রকৃত সন্ন্যাসী কি না ?"

তারিনী বাবু হেমের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হাসিয়া বলিলেন—"মা তুমি ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন বল দেখি" ?

হেম—"আমার সন্দেহ হইয়াছে তাই"—

সন্ন্যাসী পুনঃ একটু হাসিয়া ঠিক ধরিয়াছ মা, কিন্তু আমার অনুমানটুও বোধ হয় মিথ্যা হইবে না মা"।

হেম—আপনার ন্যায় জ্ঞানী লোকের অনুমান কি মিথ্যা হইতে পারে? সে কথা পরে বলছি, আপনি বলুন তবে এ ছদ্ম বেশে কি কার্য্য সাধনে আসিয়াছেন" ?

সন্ন্যাসী—"কার্য্য আছে বৈ কি, তা তোমাকে বলিব বলিয়াই তো তোমার পরিচয় প্রার্থী"।

হেম—"মহাশয়! পরিচয় আর কি দিব আপনার অনুমান মিথ্যা নহে, আমি এক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের কন্যা আজ কপাল দোষে সাধনলালের দাস্যা বৃত্তি করিয়া কাল কাটাইতেছি, স্বকার্য্য সাধন হইলেই চলিয়া যাইব। এত দিন চলিয়া যাইতাম কিন্তু—

সন্ন্যাসী—মা! খুলিয়া বল না "কিন্তু কি—মা তুমি আমাকে অবিশ্বাস

করিও না আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয় তবে তাহা প্রাণপণে চেষ্টা করিব, তুমি কি বলিবে বল" ?

হেম—"মহাশয় আমি এত দিন পাপাত্মার কৃতকার্য্যের প্রতিফল দিয়া চলিয়া যাইতাম, কিন্তু আজ প্রায় এক মাস গত হইল পাষণ্ড একটী সুন্দরী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা কোথা হইতে আনিয়াছে, মহাশয় সে রূপে লক্ষ্মী, বিনয়ে সাবিত্রী, তার অন্তর যেমন সরল চরিত্র তেননই নির্ম্মল, সে ভয়ানক লজ্জাশীলা ও ভীরু বোধ হয় কোন উচ্চ বংশ সম্ভূত মুসলমানের কন্যা, সে পুরুষ চরিত্র এখনও কিছু বোঝে না কেবল সরলতা পূর্ণ, সে যদিচ মুসলমানের কন্যা তবু তার গুণে আমি তাকে প্রাণের ভগিনির ন্যায় ভালবাসি, তাকে উদ্ধার করিতে না পারিলে যেন আমার জীবন বিড়ম্বনা বোধ হইবে। আমি তার দুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি, তাকে আমার উদ্ধার করিতেই হইবে, আমি নারী হইয়া একা তাকে উদ্ধার করিতে বা নিজে উদ্ধার হইতে সাহসে কুলাইতেছে না, কোন সুযোগ পাইলে বা কাহার সাহায্য পাইলে পাপাত্মার শাস্তি দিয়া চলিয়া যাইব ইচ্ছা আছে"।

মহাশয়! পাপাত্মার পরিচয় তো পাইয়াছেন, আর বেশী কি বলিব, দুষ্ট যে এইরূপে কত সতীর সতীত্ব নাশ করিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। আমার পুরা পরিচয় এখন দিব না ঈশ্বর যদি সুমঙ্গল করেন আমার স্বামী যদি আমাকে গ্রহণ করেন তখন পরিচয় আপনিই পাইবেন।

সন্ন্যাসী হেমলতার মুখে জমিলার সন্ধান পাইয়া বা হেমলতাকে জমিলা উদ্ধার ব্যাপারে যত্নবতী দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছিল তাই তিনি সোৎসাহে বলিলেন মা! আমিও ঐ জন্যই আসিয়াছি; মা! তুমি যদি বল, হিন্দু হইয়া মুসলমান কন্যার উদ্ধারে

প্রয়োজন? সে পরিচয় সময় পাইলে পরে দিব, এখন এইটুকু বলি মা, তোমার কার্য্যে আমি প্রাণপণে সাহায্য করিব"।

অনেক দিন পরে হেমলতা অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার উপক্রম দেখিয়া সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বাসায় প্রস্থান করিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জমিলার উদ্ধার।

পর দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হেমলতা সন্ন্যাসীর নিকটে যাইয়া, দুই জনে নির্জ্জনে বসিয়া জমিলা উদ্ধারের মন্ত্রণা করিতেছিল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল, কল্য রজনী দুইটার সময় সন্ন্যাসী কিছু অস্ত্র শস্ত্র লইয়া পাপাত্মার খিড়কীর পুষ্করিণীর উত্তরের বাঁধা ঘাটে গুপ্ত ভাবে বসিয়া থাকিবেন। হেম স্বকার্য্য সাধনান্তে জমিলাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইবে।

অনেক রাত্রি হইয়াছে, জমিলা হেমলতাকে না দেখিয়া কত কি চিন্তা করিতেছিল এবং ভয়ে এক এক বার যাইয়া খিড়কীর দরজায় দাঁড়াইয়া হেমের আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময় দরজায় কে যেন ঘা দিল এবং বলিল "ও জমিলা দরজা খোল," জমিলা ইহা হেমের সঙ্কেত বুঝিয়া দরজা খুলিয়া দিল, হেম গৃহে প্রবেশ করিলে জমিলা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং ভীতি বিহ্বল স্বরে বলিল—"ভাই এত রাত্রি তুমি কোথায় গেছিলে আমার ভয় হইতেছিল"।

হেম—"বাহিরের কোন কার্য্যে"।

জ—"শুনিতে বাধা আছে নাকি"?

হে—"এখন না শুনিলে ভাল হয়"।

জ—"দিদি আমার বড় ভয় হইতেছে, না শুন্‌লে আমার ভয় ঘুচবে না"।

হেম—"কেন এত ভয় তোর, আমি বল্‌ছি না আমি থাকিতে তোর কোন ভয় নাই; পাগ্‌লি শুনিস্‌নি ঐ যে পাপাত্মার বাড়ীর ও পার্শ্বে-

বাজারে, কয়েক দিন হইল একটা সন্ন্যাসী বাসা করিয়া আছে, তাঁহার নিকট কিছু দরকার ছিল, দেখিস্ না সন্ন্যাসী আসা পর্য্যন্ত আমি প্রত্যহ একবার তাঁহার নিকট যাই, তাহার ভাব ভঙ্গি দেখে আমার মনে সন্দেহ হইয়াছিল"।

জ—"কি সন্দেহ"।

হে—"সন্দেহ আর কি, তিনি যেন প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে, বোধ হয় কি কার্য্য উদ্ধারের জন্য ছদ্ম বেশ ধারণ কোরে এখানে বাসা কোরে আছেন"।

জ—"দিদি! কি কার্য্য উদ্ধারের জন্য তিনি এখানে এসেছেন তা কি কিছু বুঝতে পেরেছ"?

হে—"হা অনেক চেষ্টার পর আজ তাঁহাকে ধরে ফেলেছি, তিনি নাকি আমাদের উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাসী বেশে এখানে বাস করিতেছেন"।

জমিলা হেমলতার মুখে ছদ্ম বেশী সন্ন্যাসীব কথা শুনে তার মনে যেন কি এক অভাবনীয় আনন্দের উদয় হইল, মনে হ'তেছিল কাসেম বুঝি তা'কে উদ্ধারের জন্য ছদ্ম বেশে এখানে—এসেছে। তাই বালিকা সোৎসাহে হেমলতাকে জিজ্ঞাসা করিল দিদি! সন্ন্যসী যুবক না বৃদ্ধ, হিন্দু না মুসলমান"?

হেমলতা জমিলার মনের ভাব বুঝতে পে'রে, এ দুঃখের সময়ও একটু হেসে বলিল—"না পাগ্লি সে নহে, এ এক জন বৃদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী। জমিলা হেমলতার কথার ভাবে একটু লজ্জিত হইয়া একটা বেদনা ভরা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে মুখ নত করিল"।

হেমলতা বালিকার বেদনা ভরা বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে বলিল—"দয়াময়ের ইচ্ছা থাকে ত তার সঙ্গে দেখা হবে, সে কি এতদিন নিশ্চিন্ত আছে? সে যাহা হউক বোন, কাল রাত্রে আমরা সন্ন্যাসীর সাহায্যে

এ পাপ পুরী ত্যাগ করব। কাল আমি তো'কে যা যা বল্‌ব তাই তাই কর্‌তে হবে, লজ্জা ভয় কর্‌লে চল্‌বে না তা বলে রাখ্‌ছি" ।

পরদিন প্রাতে হেমলতা ঈশ্বরের নাম লইয়া শয্যা হইতে উঠিয়া জমিলাকে ডাকিয়া বলিল—"বোন্‌ উঠ বেলা হইয়াছে, আজ অনেক কাজ কর্ম্ম কর্‌তে হবে, আজ আমার কার্য্যে একটু সাহায্যও কর্‌তে হবে"।

জ—"দিদি কি কার্য্যে" ?

হেম—"কার্য্য আর কি ছাই, ঐ পাপাত্মাকে আজ ফাঁদে ফেল্‌তে হবে, তাই সে তোমার নিকটে আস্‌লে একটু হাসি মুখ দেখাতে হবে তা না হলে দুরাচার ফাঁদে পড়বে না" ।

জ—"ভাই আমি ওসব কিছু বুঝিনে, কি কর্‌তে কি করে বস্‌ব"।

হে—ওসব আমি গুছায়ে দিব, ভয় কি বোন্‌, আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তোমার কোন ভয় নাই বল্‌ছি"। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বস, দেখ আমি কি করি"।

হেমলতা জমিলাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া বাহিরে যাইয়া একটা চাকরকে বলিল—"বাবু বলিয়াছেন তাঁহার বন্ধুকে সংবাদ দিতে, তিনি যেন বেলা ১২টার সময় এখানে আসেন" ।

হেমলতা প্রত্যহ এক বার বাবুর নিকট যাইত, সাধন তাহাকে রোজ জমিলার কথা জিজ্ঞাসা করিত, হেম তাহাকে নানা কথায় নানা ওজরে সান্ত্বনা করিয়া রাখিত, পাপাত্মা হেমের কথায় বিশ্বাস করিয়া কেবল মনের আগুণে পুড়িয়া মরিত। আজ হেম প্রাতে তাহার নিকটে গেলে জিজ্ঞাসা করিল—"এরূপ ভাবে আর কত দিন ভুগিব, আজ সংবাদ কি বল দেখি" ?

হেম—"সংবাদ ভাল তবে"—

সাধন—"তবে কি" ?

হেম—মেয়েটা বড় লজ্জাশীলা।

সা—তা হতে পারে এখনও বালিকা কখন পুরুষের সহিত একত্র বাস করেনি একটু বয়স হলে সব সেরে যাবে"।

অনেক দিন পরে সাধনলাল আজ হেমলতার কথায় বিশ্বাস করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া বলিল—"হেম তা আজ কিছু মাংসের যোগাড় দেখনা আর আমার বন্ধুকে একটু সংবাদ দাও না।

হেম মনে মনে বলিল তা অনেক্ষণ দেওয়া হয়েছে এখন তোমার শ্রাদ্ধের যোগাড় দেখিগে"।

হেমলতা সাধনলালের নিকট হ'তে এ'সে এক চাকরকে বলিল—"শীঘ্র একটা পাঁঠা আন, চাকর বাবুর নিকট হইতে টাকা লইয়া পাঁঠা খরিদ করিয়া আনিলে, হেম তাহা মদের চাট্‌নির জন্য ক্যাট প্রস্তুত ও অন্যান্য রন্ধনের কার্য্য শেষ করিল, পরে ১টার সময় তার বন্ধু আসিলে খাওয়া দাওয়া শেষ হইল। আহারের ক্ষণ পরেই মদের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল।

এদিকে হেম জমিলাকে অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া ও যুক্তি পরামর্শ ঠিক করিয়া বলিল—"তুমি তবে বোন একটু সেজে গুজে বস আমি পাপাত্মাকে একটু সংবাদ দিয়ে আসি, ভয় কি আমি তার অগ্রে আস্‌ব"।

সব ঠিক ঠাক করিয়া হেম দূতী সাজে সাজিয়া সাধনলালের নিকট গমন করিলে, সাধনলাল জিজ্ঞাসা করিল কি হে হেম! কি সংবাদ"।

হে—"সংবাদ ভাল, সব ঠিক ঠাক্ কিন্তু সে রাত ভিন্ন কিছুতেই স্বীকার করে না"।

সা—"তা হউক এখন একটু দেখা শুনা যাবে না"?

হে—তা আর যাবে না কেন, তার এখন ত আর কোন অসুখ বিসুখ নাই, আসুন তবে আমি যাই"।

হেমলতা অগ্রে যাইয়া জমিলার সহিত কি যুক্তি পরামর্শ করিতেছিল, কি কথা বার্ত্তা হইতেছে, দুরাচার তাহা শুনিবার জন্য অন্য কামরায় আড়ী পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হেম তাহা বুঝিতে পারিয়া উচ্চঃস্বরে বলিল—তুমি বড় নির্ব্বোধ মেয়ে, লজ্জা ভয় করলে চল্‌বে কেন, আমি আছি "ভয় কি"? সাধনলাল ইহা শুনিয়া বলিল—"কিসের ভয় রে হেম"?

হেম—এই যে দেখুন না বাবু প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে ওকে বোঝাচ্ছি, তা এমনি নেকা মেয়ে যে বুঝেও বোঝে না কেবল বলে আমার ভয় করে"।

সা—তা ছেলে মানুষ বৈত নয় ক্রমে সব বুঝবে"।

হে—বাবু আসুন বসুন"।

সাধনলাল একটু বসিয়া দেখিয়া বলিল—"হেম তুমি এখন বোঝাও পড়াও এক বার রাত্রিতে আস্‌ব, আলো গুলা একটু ঠিক করে রেখ"।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন চন্দ্র হীন আকাশ অসংখ্য ছোট বড় তারকা গুচ্ছে ভরিয়া গেল ক্রমে একটু রাত্রি হইল, আজি সাধনলাল মনের আনন্দে বন্ধু বান্ধব সহ কেবল সুরা সুন্দরীর পদ সেবার মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে। হেমলতা আজ সাধনলালের সর্ব্বনাশের জন্য কৃত্রিম ভালবাসা বা ভক্তি দেখাইয়া কখন মদ আগাইয়া দিতেছে, কখন মদের চাটনি, কখন ক্যাট ইত্যাদি যখন যাহা প্রয়োজন তখন তাহা যোগাইতেছে। পাপী ক্রমে মদে মাতাল হইয়া উঠিল, তাহার চক্ষু রক্ত বর্ণ ধারণ করিল, মস্তিষ্কও বিকৃত হইয়া পড়িল।

আজ ভরা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রজনী, তাহাতে আবার অপরাহ্ন হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে, সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া প্রলয়ের মেঘ, সেই জন্য ধরণী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই ভয়ঙ্কর রজনীতে হতভাগিনী জমিলা যুপ কাষ্ঠে আবদ্ধ পশুর ন্যায় সম্মুখে দারুণ বিপদাশঙ্কায় কেবল

আল্লাকে ডাকিতেছে, আর এক একবার হেমলতার প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিতেছে, এমন সময় হেম আসিয়া বলিল—"বোন্ আর বিলম্ব নাই এই সুযোগে আমাদের পলাইতে হইবে।"

জমিলা ব্যস্তভাবে বলিল—"তবে চল যাই।"

হেম—বোন্! একটু দেরী আছে, পাপীর শাস্তি দিব না? পাপাত্মা মদের নেশায় বিভোর হইয়া তোমার দিকে আস্‌ছে, তুমি একটু সাবধানে থাকিও এবং আমার কার্য্য দেখিয়া যেন ভয় পাইও না, ইহা বলিয়া হেম পাপীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।"

পাপী মদের নেশায় টলিতে টলিতে জমিলার গৃহে প্রবেশ করিয়া জড়িত স্বরে জমিলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ও জমিলা আমার প্রাণের জমিলা তুমি আর কেন আমাকে কষ্ট দিতেছ, তুমি আমার হইলে তোমাকে রাজরাণীর ন্যায় রাখিব।"

জমিলা হঠাৎ দুরাত্মা সাধনলালকে কক্ষ মধ্যে দেখিয়া একেবারে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল, পাপাত্মা ক্রমে জমিলাব দিকে অগ্রসর হওয়ায় জমিলা ত্বরিত পদে একটু সরিয়া দাঁড়াইল, তখন সতী তেজে তাহার চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল তাহার মুখ দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, জমিলার এবম্বিধ ভাব দেখিয়া পাপীর অন্তর একটু কাঁপিয়া উঠিল তাই পাপী একটু পিছে হটিয়া যাইয়া বলিল—"জমিলা! তুমি আজ যত আপত্তি কর আমি তাহা কিছুতেই শুনিব না" ইহা বলিয়া পাপী জমিলাকে ধরিবার জন্য তার পিছে পিছে ঘুরিতে লাগিল, জমিলা বেগতিক দেখিয়া ভয়ে উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া বলিল—"ভাই হেম আমায় রক্ষা কর।"

হেমলতা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে দাঁড়াইয়া পাপাত্মার কার্য্য দেখিতেছিল, তার সর্ব্বশরীর ক্রোধে কাঁপিতেছিল, জমিলার ক্রন্দন শুনিয়া হেম আর স্থির থাকিতে না পারিয়া শিকারা বাঘিণীর ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গৃহমধ্যে

প্রবেশ করিয়াই পাপীর বক্ষে সজোরে পদাঘাত করিল, সেই আঘাতেই পাপী নেশার ঝোঁকে ভূতলশায়ী হইয়া পড়িল, সুযোগ বুঝিয়া হেম তখনই তার বক্ষে সজোরে একখানি শানিত ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিয়া বলিল—"নরাধম এই তোর পাপের প্রতিফল" এবং তার মুখে বাম পদাঘাত করিয়া বলিল—"বোন্ এখন চল, বিলম্বে বিপদ আছে দুরাত্মার আর বাঁচিতে হইবে না।"

জঃ—"দিদি কোথায় যাইব?"

হেঃ—"ভগবানের রাজ্যে কি আশ্রয়ের অভাব আছে, তিনি যেখানে লইয়া যাইবেন সেইখানে যাইব।"

এদিকে সন্ন্যাসী যোগী বেশে খিড়কীর দরজায় দাঁড়াইয়া হেমের অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় হেম জমিলার হস্ত ধরিয়া সবলে টানিয়া লইয়া বাড়ীর বাহির করিল, সন্ন্যাসী সাড়া পাইয়া বলিল—"মা হেম এসেছ! এখন শীঘ্র চল বিলম্বে বিপদ আছে।"

বৃষ্টি থামিয়াছে কিন্তু ভয়ানক অন্ধকার, এই অন্ধকার ভেদ করিয়া ঈশ্বরের নাম লইয়া তিনজনে দ্রুতগতিতে চলিতেছে, প্রায় ৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া জমিলা বলিল—"ভাই হেম আমি আর হাঁটিতে পারিতেছি না" সন্ন্যাসী বলিলেন "মা আর একটু হাঁট সম্মুখে বহুকালের এক সমাধি মন্দির আছে চল আজ রাত্রিতে আমরা সেই মন্দিরে আশ্রয় লই, কাল প্রভাতে যথা ইচ্ছা গমন করিব।" মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারা শুনিতে পাইল, মন্দিরের মধ্যে যেন কাহারা আস্তে আস্তে কথা কহিতেছে, ইহা শুনিয়া তাহাদের মনে একটু সাহস হইল মনে ভাবিল রাত্রির অত্রা-যোগে কোন পথিক উহাতে আশ্রয় লইয়াছে।

মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হেম বলিল—"সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাদের পিছনে যেন কাহারা আসিতেছে" হেমের কথা শেষ না হইতেই পশ্চাৎ

দিক হইতে তাহারা ক্রোধ বিকম্পিত স্বরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল—"রে ভণ্ড সন্ন্যাসী আমাদিগের প্রভুকে হত্যা করিয়া কোথায় পলায়ন করিতেছিস্, আজ আমাদের হাতে তোদের নিশ্চয়ই রক্ষা নাই। আক্রমণ-কারীদের তর্জ্জন গর্জ্জনে হেম ও জমিলা ভয়ে উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"হে দয়াল প্রভু বিপন্না অবলাদিগকে রক্ষা কর।" রমণী মুখনিস্থত কাতর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই ভগ্ন মন্দির হইতে দুইটী পুরুষ মূর্ত্তি বাহির হইয়া সদর্পে বলিলেন—"কে রে" পাষণ্ড! বিপন্না অবলাদিগকে আক্রমণ করিতেছিস। মনে ভেবেছিস ঈশ্বর নাই" ইহা বলিয়াই তাঁহারা সবলে আক্রমণকারীদ্বয়কে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহারা স্নেহের স্বরে বলিলেন—"মা! আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন আর কোন ভয় নাই ইহা বলিয়া তাঁহারা বিপন্না পথিকদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। পথিকত্রয় আর তাঁহাদের কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহাদের পশ্চাৎবর্ত্তী হইল, এইরূপে তাহারা তাঁহাদের সঙ্গে বহু পথ অতিক্রম করিয়া চলিল শেষে তাহারা পথশ্রান্তে একান্ত ক্লান্ত হইয়া বিনয়ের স্বরে বলিল—"মহোদয়গণ! আর আমরা হাঁটিতে পারিতেছি না। তদুত্তরে আগন্তকদ্বয় বলিলেন—"আর বেশী পথ নাই, রাত্রিও শেষ হইয়াছে, এখন চল আমরা এই গ্রামে পরসেবা পরায়ণ বদান্যবর ধনী লাল খাঁ সাহেবের বাটীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করি পরে যাহা বিবেচনা হয় করা যাইবেক।"

তখনও রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই, এমন সময় খাঁ সাহেব ফজরের নামাজ পড়িবার জন্য বাড়ীর বাহির হইয়া দেখেন, বৈঠকখানার সম্মুখে দুইটি অবগুণ্ঠনাবতী রমণী এবং একটী যুবক, আর একটী ফকির ও একটী সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে, তিনি প্রশ্নে জানিতে পারিলেন তাহারা রাত্রিতে কোন বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়া এবং সারারাত্রি হাঁটিয়া ভারি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাই বিশ্রামের জন্য সাহায্য প্রার্থী।

খাঁ সাহেব অতি প্রভাতে অপরিচিত বিপন্ন অতিথিদিগকে পাইয়া তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, তিনি অগ্রে রমণীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর ভিতর যাইয়া তাঁহার বধুকে ডাকিয়া বলিলেন, মা শীঘ্র এই দুইটী বিপন্না অতিথিনীর বিশ্রামের আয়োজন করিয়া দাও উঁহারা সারারাত্রি বড়ই কষ্ট পাইয়াছেন।"

অতঃপর খাঁ সাহেব বৈঠকখানায় যাইয়া পথিকত্রয়কে বসিতে আসন দিয়া এবং অজুর পানি প্রদান করিয়া "ফজরের নমাজ আদায়ের জন্ম মস্‌জেদে গেলেন। উহারা রাত্রি জাগরণ ও পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া পড়ায় শয়ন করিবা মাত্র ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বেলা প্রায় ৮টার সময় সন্ন্যাসী ও ফকির সাহেব নিদ্রা হইতে উঠিয়া নানাবিধ সুখ দুঃখের গল্প আরম্ভ করিলেন, যুবক ঘুমাইয়া রহিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অভুতপূর্ব্ব মিলন।

বেলা প্রায় নয়টা হইয়াছে। খাঁ সাহেব বিপন্ন অতিথিদিগকে কিছু নাস্তা খাওয়াইয়া পরে আহারের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। ফকির ও সন্ন্যাসী নানাবিধ সুখ দুঃখের গল্প করিতেছে এমন সময় একটি পাগল অতি মৃদু মধুর স্বরে গান গাহিতে গাহিতে খাঁ সাহেবের বৈঠকখানার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, সকলেই ফকিরের ভাবভঙ্গী ও ঈশপ্রেম গানে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভক্তিসহকারে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। স্বয়ং লাল খাঁ তাহাকে বসিতে আসন ও অজুর পানি দিয়া অন্য কার্য্যে গমন করিলেন। পাগল অজু করিয়া পুনঃ গান আরম্ভ করিল, তাহাতে পাড়ার অনেক লোক আসিয়া তথায় সমবেত হইল, সকলেই পাগলের গানের ভাব ও মর্ম্ম বুঝিয়া তাহাকে ঈশ প্রেমের পাগল বলিয়া সাব্যস্ত করিল।

এদিকে হেমলতা ও জমিলা পাপাত্মার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া আজ মনের আনন্দে একত্রে বসিয়া দুঃখের কাহিনী বলিয়া মনের জ্বালা মিটাইতেছে। পাড়ার মেয়েরা খাঁ সাহেবের বাড়ী আজ দুইটি অপরিচিতা যুবতী অতিথি আসিয়াছে শুনিয়া তাহারা দলে দলে তাহার অন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল, ক্রমে খাঁ সাহেবের অন্দর মহলে যেন একটা বাজার বসিয়া গেল। তাহারা কেহ আসিয়া যুবতীদ্বয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছে, কেহ আসিয়া জমিলার রূপের ব্যাখ্যা করিতেছে; কেহ আসিয়া খাঁ সাহেবের পুত্রবধুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, উঁহারা কোথা হইতে এখানে আসিয়াছে। খাঁ সাহেবের পুত্রবধু

একবার আসিয়া পাড়ার মেয়েদের মিষ্ট কথায় আদর করিয়া বসিতে আসন দিয়া আবার রান্না ঘরে যাইয়া আহারের আয়োজন করিতেছে বটে, কিন্তু অভ্যাগত অতিথিনীদ্বয়কে দেখা পর্য্যন্ত যেন তাহার মনে কি এক অভাবনীয় ভাবের উদয় হইতেছে, একবার মনে হইতেছে, তাহাদের মধ্যে একজনকে যেন তিনি কোথায় দেখিয়াছেন, ও মুখখানি যেন তাহার পরিচিত, রাঁধিতে রাঁধিতে অনেক চিন্তা করিল কিন্তু মনে পড়িল না, আবার মনে উদয় হইল ঐ মুখখানি যেন তাহার প্রিয় বাল্য সখি জমিলার মুখের ন্যায়, পরক্ষণই মনে বলিল ঠিক জমিলা। আবার ভাবিল সে বড়লোকের মেয়ে এখানে এভাবে বা আসিবে কেন? অনেক দিন হইল সে শুনিয়াছে, কাসেমের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে, কৈ সধবার ত কোন চিহ্ন দেখা যায় না, আর উহার সঙ্গে ঐ যুবতী স্ত্রীলোকটা বা কে? উহাকে দেখিলে বোধ হয় হিন্দুর মেয়ে ইত্যাদি মনে মনে চিন্তা করিতেছে ও রন্ধন করিতেছে। ওদিকে মেয়ে বৈঠকে মহা হুলস্থূল পড়িয়াছে, সকলই অতিথিনীদ্বয়ের পরিচয় প্রার্থী, কিন্তু তাহারা কিছুতেই পরিচয় দিতে বাধ্য হইতেছে না তবু একটা সরলা বৃদ্ধা নাছোড় হইয়া জমিলার হাত ধরিয়া স্নেহের স্বরে বলিল—"মা! তোমাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বোধ হয় তোমরা কোন সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, কিন্তু তোমাদের এরূপ অবস্থা কেন? তাহা বলিয়া আমাদিগের চিন্তা দূর কর, যতক্ষণ তোমাদের বিশেষ পরিচয় না পাইব, ততক্ষণ আমাদের মনে শান্তি নাই। মা, বল তোমাদের বাড়ী কোথায় আর কি জন্যই বা তোমাদের এ বেশে এখানে আগমন।" জমিলা মাতৃতুল্য বৃদ্ধার কথা আর ফেলিতে না পারিয়া অতি দুঃখব্যঞ্জক স্বরে বলিল মা! কেন আর বৃথা এ হতভাগিনীদের পরিচয় গ্রহণে ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছেন, এ পাতকিনীদের পরিচয়ে আপনারা সুখী হইতে পারিবেন না বরং আপনারা কাঁদিবেন ও

আমাদিগকেও কাঁদাইবেন। এ হতভাগিনীর বাড়ী মথুরাপুর—উহার বাড়ী কুন্দপুর গ্রামে, উনি হিন্দুর মেয়ে"। ওদিকে খাঁ সাহেবের পুত্রবধু ছখিনা রাঁধিতেছিল আর উৎকর্ণ হইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, যেই ছখিনা শুনিল তাহাদের একজনের বাড়ী মথুরাপুর তখনি অমনি ছুটিয়া যাইয়া বলিল—"তোমার বাড়ী মথুরাপুর? তোমার নাম কি ভাই?

অঃ—"হাঁ বোন, এ পিশাচিনীর বাড়ী মথুরাপুর নাম বলিব না।"

ছঃ—"মথুরাপুরের নাম শুনিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছে ভাই।"

অঃ—"কি সন্দেহ?"

ছঃ—"আমি যেন বাল্যকালে তোমার চেহারার ন্যায় একটা বালিকার সহিত খেলা করিতাম, সে আমার "সই", তার বাপের বাড়ী আর আমার বাপের বাড়ী মথুরাপুর গ্রামে, আমি ভাবছি তোমার বাড়ী কি সেই মথুরাপুর, ভাই তাহা বলিয়া আমার মনের সন্দেহ দূর কর।"

আমার বাপের বাড়ী মথুরাপুর গ্রামে শুনিয়া জমিলার বাল্য স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, তাই সে চিন্তা করিতেছিল, এবং মনে মনে বলিতেছিল—একি সেই আমার প্রাণের ছখিনা। ছখিনা তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া এবং তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল এই তাহার সেই বাল্যসখী জমিলা, তখন ছখিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল "আর বোন তোমার নাম বলিতে হইবে না, আমি চিনিয়াছি, তুমি না আমার সেই "সই" জমিলা?" জমিলা তখন তাহাকে চিনিতে পারিয়া মনের আবেগে ছখিনার গলা ধরে কেবল নীরব অশ্রু দিয়া তাহার হৃদয়ের বসন সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল। ছখিনা প্রিয় সখার এ অবস্থা দেখিয়া তার হৃদয়ে এমন আঘাত লাগিল যে সে ব্যথার যাতনায় সমস্ত বুক যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, তখন সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল,

"ভাই অনেক দিন হইল ভাগ্যদোষে আর তোমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই তাই এতক্ষণ চিনিতে পারি নাই। এখন ভাই শীঘ্র বল তোমার এরূপ অবস্থা কে করিল।"

জমিলা তখন মনের বেগ সম্বরণ করিয়া অতি ধীর ও স্থিরভাবে ব্যথাবিজড়িত কণ্ঠে বলিল—"ভাই সে সব কথা বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সব বলিবার এখন সময় নাই, যদি আল্লাহ্ দিন দেন তবে একদিন নির্জ্জনে দুই বোনে বসিয়া সব দুঃখের কাহিনী বলিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিব। বোন্! তুমি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে আমার বিবাহ কাসেমের সহিত হইবে। বিবাহের দিন স্থিরও হইয়াছিল, তুমি জান আমাদের মনিব তারিণীবাবু আমাদের চির শত্রু, তাই তিনি চক্রান্ত করিয়া সেই বিবাহ পণ্ড করিয়া দেন, পরে বিধাতার ইচ্ছায় তিনি এক মিথ্যা খুনী মোকর্দ্দমায় পতিত হন। বাপজান তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য জেলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন, দৈববিড়ম্বনায় সেই রাত্রে আমাদের বাড়ী ডাকাত পড়িয়া যথাসর্ব্বস্ব লুঠপাট করিয়া পরে আমাকে ধরিয়া লইয়া তোমাদের দেশের ঐ দুরাত্মা সাধনলালের নিকট বিক্রয় করিয়া আসে। বোন! সেখানে আমার আর কে আছে, আমি অসহায় পড়িয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলাম, আমার কান্নায় ঐ দেবীরূপিনী সরলা হেমলতা আমার জন্য নানাবিধ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরে একটা সন্ন্যাসীর সাহায্যে পাপীর ভবন হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া আনিতেছিলেন, পথিমধ্যে পাপাত্মার পক্ষের লোক আমাদিগকে আক্রমণ করে, সে সময় সেই সন্ন্যাসী ও দুই জন অপরিচিত পথিক আমাদিগকে তাদের কবল হইতে রক্ষা করিয়া এখানে আনিয়াছেন, তাঁহারা তোমাদের বৈঠকখানায় আছেন"। জমিলা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা ধারাবাহিকরূপে বলিতে বলিতে তাহার মনে পূর্ব্ব সুখ দুঃখের স্মৃতি জাগিয়া উঠায় সে মনের

উচ্ছ্বসিত আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া "ভাই কাসেম" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। তখন জমিলার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সকলে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল "হে বিধাতঃ, একি হল, ও বউ মা এ কি কর্‌লে কি কল্লে," কেহ বলিল "মুখে পানি দাও" কেহ বলিল "বাতাস দাও।" ছখিনা তখন জমিলার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল "বোন ব্যথা পাইয়াছ, মাপ কর আমি না বুঝে তোমার মনে ব্যথা দিয়াছি, বোন! তোমার জীবনে যে এত কষ্ট এত দুঃখ তাহা যদি আমি জান্‌তাম তা হ'লে এখন আমি শুনিতে চাহিতাম না, তা ভাই এখন উঠ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যদি আমি বেঁচে থাকি তবে নিশ্চয়ই কাসেমের সহিত তোমার বিবাহ দিব। বালিকা কাসেমের কথা শুনিয়া একটু চাহিয়া পড়িয়া পরক্ষণই চক্ষু মুদ্রিত করিল, জমিলার এবম্বিধ ভাব দেখিয়া হেমলতা ও ছখিনা তাহার পার্শ্বে বসিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল।

এদিকে বৈঠকখানায় অতিথিগণ অনেক গল্পগুজবের পর সন্ন্যাসী পাগলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সাহেব আপনার নাম?

পাগল বলিল—"আবদুল"।

সন্ন্যাসী—"সকলেই ত ঈশ্বরের দাস, আপনার প্রকৃত নাম কি?

পাগল—"দরাব"।

বহুদিন অনাহারে পথ পর্য্যটন বা নানাবিধ দুঃখ কষ্টে দরাবের চেহারা খারাব হইয়া যাওয়ায় কেহ তাহাকে চিনিতে পারে নাই। দরাবের নাম শুনিয়াই বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠিলেন, সন্ন্যাসী ভয় ও লজ্জায় একেবারে মৃত প্রায় হইয়া পড়িল।

অতঃপর দরাব জিজ্ঞাসা করিল মহাশয় আপনার নাম? সন্ন্যাসী একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভীতি জড়িত স্বরে বলিলেন, "আমার নাম তারিণী-

চরণ"। তারিণী নাম শুনিয়া দরাব বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিল এবং ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া পরুষ বাক্যে কহিলেন, "তুমি কি আমার সেই হিত কামী মনিব তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী? যিনি পিতা হইয়া পুত্রের সর্ব্বস্ব নাশেও ক্ষান্ত হন নাই; মহাশয় এখন ত আমার আর কিছু নাই, বিষয় আশয় যাহা ছিল তাহা ত আপনি সব লইয়াছেন, অবশিষ্ট ধন সম্পত্তি গুলি ডাকাতে লইয়াছে, ও একমাত্র প্রাণ সম কন্যা জমিলা নিরুদ্দেশ, জমিলার শোকে স্ত্রী ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে, আমি এখন নিশ্চিন্ত। দয়াময় আল্লাহ আমায় বাসনা কামনার জাল হইতে মুক্ত করিয়া এক নূতন রাজ্যের বাদশাহী দিয়াছেন, আমি এখন সেই রাজ্যে বেশ নির্ব্বিঘ্নে আছি, তথায় দ্বেষ হিংসা নাই তথায় কেহ আমার কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারিবে না, তবে আপনি বৃথা কেন আমার অনিষ্ট কামনায় ছদ্ম বেশে পিছে পিছে ঘুরিতেছেন, মনিব বলিয়া আপনাকে মাপ করিয়াছি, আপনার খুনের বোঝা নিজে ঘাড়ে নিয়ে, আপনাকে শিক্ষা দিয়া ঈশ্বরের পথে ছাড়িয়া দিয়াছি, এখন আপনার অনুতাপের সময়, অনুতাপ দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন জন্য আপনার নির্জ্জন বাস শ্রেয়ঃ। অনুতাপ দ্বারা হৃদয় পরিষ্কার করিয়া এক বার আমার সহিত দেখা করিবেন সব ক্ষমা করিব"।

দরাবের কথা শেষ না হইতেই বৃদ্ধ ফকির বলিলেন—"বাবা দরাব! কেন উহাকে বৃথা অভিযোগ করিতেছ। মানব কি স্বাধীন যে স্বইচ্ছায় কিছু করিতে পারে? সবই তিনি করেন। আর তিনি মঙ্গলময়, অমঙ্গলের জন্য কি তিনি কিছু করেন? ভাল ও মন্দ কার্য্য কাহাকে বলে তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, তোমার দ্বারা পর মুহূর্ত্তে তিনি যে কি করাইবেন, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার? তারিণী তোমার ভাল করিল কি মন্দ করিল তাহা তুমি কি করিয়া বুঝিলে। হয়ত মঙ্গলময়

আল্লাহ তারিণী বাবুর মন্দ কার্য্যের মধ্য হইতে তোমার অশেষ মঙ্গল করিতেছেন। এখন তোমার জ্ঞান পরিপক্ক হয় নাই, তাই তুমি তারিণীকে বৃথা নিন্দা করিতেছ"।

বৃদ্ধ ফকিরের এবম্প্রকার জ্ঞানগর্ভ উপদেশে দরাবের জ্ঞান হইল, তখন তাহার মুরসিদের কথা স্মরণ হইল, ভাল করিয়া দেখিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার পদ তলে পড়িয়া কত কাঁদিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন

তারিণী এখন আর সে তারিণী নাই, তাঁহার দ্বেষ, হিংসা ঈশ্বর ইচ্ছায় সব কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাই তিনি দরাবের তিরস্কারে বিরক্ত বা ক্রোধান্বিত না হইয়া বিনয় সহকারে দরাবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—"বাবা দরাব! আমার আর একটু নিবেদন আছে, তাহা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ কর তাহা হইলে আমি বিশেষ উপকৃত হই"।

দরাব বলিলেন "মনিব বলিয়া ত আপনার সমস্ত অপরাধ মাপ করিয়াছি এখন আর যাহা বলিবার থাকে বলিতে পারেন"।

তা—"বাবা! তুমি আমাকে বেশ শিক্ষা দিয়া সুপথে আনিয়াছ, আমার মতন পাপী কি জগতে আছে? বাবা এখন আমি পূর্ব্ব পাপের অনুশোচনায় রত হইয়াছি, সেই জন্য আমার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তোমাকে দান করিয়াছি; যে দিন তোমার সাক্ষ্য মতে আমি খুনী মোকর্দ্দমা হইতে অব্যাহতি পাই, তার পর দিন সেই দান পত্রখানি তোমাকে দিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিব বলিয়া তাহা লইয়া তোমার বাড়ী যাই, তথায় যাইয়া দেখি তোমার ঘর বাড়ী সব শূন্য. সন্ধানে জানিলাম ডাকাতে তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, জমিলা নিরুদ্দেশ জমিলার শোকে তাহার মাতার মৃত্যু, এই সমস্ত কারণে তুমি

দেশ ত্যাগী, তখন মনে ভাবিলাম আমার পাপের বুঝি প্রতীকার নাই, তাই জমিলা উদ্ধারে প্রতিজ্ঞা করিলাম, এবং তাহার অনুসন্ধানে ৪।৫ মাস পথে পথে বেড়াইয়া অতি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, এই দেশের জমিদার নরপশু সাধনলাল কোন ডাকাতের নিকট হইতে জমিলাকে ক্রয় করিয়া রাখিয়াছে, আমি সেই রামপুরে তাহার বাটীর পার্শ্বে বাজারে সন্ন্যাসী বেশে কিছু দিন থাকিয়া একটী সাহসী সতী রমণীর সাহায্যে তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে সেই দুরাত্মার পক্ষের লোক আমাদিগকে আক্রমণ করে ; ঈশ্বর ইচ্ছায় ঐ নিদ্রিত যুবক ও ঐ বৃদ্ধ ফকির সাহেবের সাহায্যে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া তাহাদের সঙ্গে এই মহাশয়ের বাড়ী আসিয়াছি, জমিলা ও সেই সাহসী রমণী বাড়ীর ভিতর আছে"।

নবাব তারিণী বাবুর জীবনের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও জমিলা উদ্ধারের বিষয় শুনিয়া, একেবারে বিভোর হইয়া—"মা জমিলা, তুমি এখনও প্রাণে বাঁচিয়া আছ, তারিণী বাবু তোমাকে উদ্ধার করিয়াছেন" বলিয়া—কাঁদিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

যুবক এতক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া গত রজনীর বিপন্না যুবতীর বিষয় চিন্তা করিতে ছিলেন, যুবতীর কণ্ঠস্বরে তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল, যুবক মনে করিতেছিলেন সে কণ্ঠস্বর যেন জমিলার, তাই তিনি নিবিষ্ট মনে ভাবিতেছিলেন ও আত্মহারা অবস্থায় জমিলার কাহিনী শুনিতেছিলেন ও নীরবে কেবল অশ্রু মোচন করিতে-ছিলেন কিন্তু হৃদয়ের বেগ আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া যুবক উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—"হায় জমিলা, তুমি আমার জন্ত এত অমানুষিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছ, আমি তোমার এ দুঃখের মূলীভূত কারণ, আমি যদি তোমাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত না হইতাম, তবে

তোমার কি এই দুর্গতি হইত, না তোমাব পিতার এরূপ অবস্থা হইত", যুবক এইরূপ নানাবিধ বিলাপের পর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

লাল খাঁ অতিথিদিগের অপূর্ব্ব শোক দুঃখ পূর্ণ জীবন কাহিনী শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে বিধাতঃ! এরূপ অভাবনীয় মিলন ত কেহ কখন দেখে নাই, আজ আমি ধন্য হইলাম, আজ আমার সেবাব্রত সার্থক হইল।

অতঃপর তিনি আনন্দ মনে বাটীর ভিতর যাইয়া বধূকে বলিলেন "মা! ঐ যে মেয়েটাকে বল তোমার বৃদ্ধ পিতা আসিয়াছেন।" জমিলা বহুদিন পরে পিতার নাম শুনিয়া চম্‌কিয়া উঠিয়া কাতর স্বরে বলিল "কৈ ভাই আমার বাপজান কৈ?

ছঃ—"তিনি বৈঠকখানায় আছেন।"

জমিলা পিতার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া লজ্জা ত্যাগ করতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে হেমলতার সহিত বৈঠকখানায় যাইয়া দেখিল তাহার পিতা স্পন্দহীন অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ মুখ বিবর্ণ; জমিলা পিতার এতাদৃশ ভাব দেখিয়া হৃদয়ে এমন আঘাত প্রাপ্ত হইল যে তাহাতে তাহার অনুভূতি লোপ হইল, পরে জ্ঞান হইলে সে পিতার চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল—"বাপজান! একবার চাহিয়া দেখুন, আপনার সেই হতভাগিনী জমিলা আজও বাঁচিয়া আছে।

বালিকার এই কথাগুলি দরাবের কর্ণে জীবনদায়িনী অমৃতের ন্যায় বর্ষণ হইয়া তাঁহার চৈতন্য হইল। দরাব অনেক দিন পরে হারাধন পাইয়া অবোধ বালকের ন্যায় কন্যার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া মনের জ্বালা মিটাইলেন। তাহাদের কান্নার রোলে যুবক চৈতন্য লাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বালিকা যুবককে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়া লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া অতি অস্পষ্ট স্বরে বলিল—"ভাই"—বালিকা আর

কিছু বলিতে পারিল না। পূর্ব্বের স্মৃতি তাহার স্মরণপথে আসিয়া তাহাকে একেবারে চঞ্চল করিয়া তুলিল তখন বালিকা সে যাতনার চাঞ্চল্যে এতই অস্থির হইয়া উঠিল যে সে আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যায় শয়ন করিয়া পড়িল।

কাসেম প্রহেলিকার ন্যায় সমস্ত ঘটনাবলী নীরবে দেখিতে ও শুনিতেছিলেন আর কেবল নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছিলেন।

দরাব এই অচিন্তনীয় শুভ মিলন দর্শনে তাঁহার হৃদয় আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া গণ্ডস্থল বহিয়া অবিরল আনন্দাশ্রু পতিত হইতেছে। তারিণীবাবুর হৃদয় এই অভাবনীয় মিলনে ঈশ্বর বিশ্বাসের বল শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, লাল খাঁ তাঁহার পর-সেবাব্রত পালন সার্থক বিবেচনায় ঈশ্বর সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। ছখিনা, হেমলতা ও জমিলার অপূর্ব্ব জীবন কাহিনী শুনিয়া দুঃখে কেবল অশ্রুপাত করিতেছে।

পাঠক হয়ত আপনাদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, এই ছকিনা বাল্যকালে জমিলার সহিত দরাবের প্রাঙ্গণে ধূলাখেলা করিত। ইহার জন্ম মথুরাপুর গ্রামে ইহার পিতা ধনে মানে গ্রামের প্রধান ছিলেন, কালের চক্রে ছকিনা বালিকা বয়সেই পিতা মাতা হারা হইয়া বেগমপুর মাতুলাশ্রমে বাস করিতে থাকে, ছকিনা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার সদাশয় মাতুল বালিকাকে এই মির্জ্জাপুর গ্রামে বদান্যবর ধনী লাল খাঁ সাহেবের একমাত্র গুণবান পুত্র মনসুর মিঞার হস্তে সমর্পণ করেন। বহুকাল হইতে জমিলার সহিত দেখা সাক্ষাৎ না থাকায় ছকিনা অগ্রে তাহাকে চিনিতে পারে নাই।

জমিলার সহিত ছকিনার দেখা সাক্ষাৎ হইবার কোন আশা ছিল না, আজ বিধাতার ইচ্ছায় এক অদ্ভুত উপায়ে এই অপূর্ব্ব মিলনে ছকিনা

প্রাণের সইকে পাইয়া মনের আনন্দে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিয়া অপার সুখানুভব করিতেছে।

এই অভাবনীয় মিলনে লাল খাঁ সাহেবের বাটী যেন কয়েকদিন আনন্দোৎসবে ভাসিতেছে, দলে দলে লোক আসিয়া এই আনন্দ মিলন দেখিয়া মনের উল্লাসে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। দরাব আজ বহুদিন পরে হারাধন পাইয়া বাৎসল্য স্নেহে মাতোয়ারা হইয়া সব দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছেন। জমিলা আজ বহুদিন পরে ভাবীপতি ও প্রিয় সখীকে এবং তাহার পিতাকে পাইয়া জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গিয়া অপার আনন্দে ভাসিতেছে। তারিণীবাবু বহুদিন পরে প্রতিজ্ঞাপালনে সক্ষম হইয়া ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। কাসেম হেমলতার নিকট জমিলার সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ও তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া জমিলাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। হেমলতা কয়েক দিনের মধ্যে, ছকিনা, কাসেম ও দরাব খাঁর সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যাইয়া যেন একটা আপনার সংসার পাতাইয়া বসিল। হেমলতা জীবনে এরূপ মিলন সুখ কখন ভোগ করে নাই এবং এমন পরসেবাব্রত পালনও কখন দেখে নাই। হেমলতা ইহাদের ন্যায় উদার প্রকৃতি ইহাদের ন্যায় বিশ্বপ্রেমিক, ইহাদের ন্যায় ধার্ম্মিক ইহাদের ন্যায় সরল বিশ্বাসী ইহাদের ন্যায় পরদুঃখে কাতর; ইহাদের ন্যায় বাৎসল্য স্নেহপরায়ণ ইহাদের ন্যায় প্রভুভক্ত জীবনে কখন হিন্দু সমাজে দেখে নাই, তাই আজ ইহাদের কার্য্য কলাপে মুগ্ধ হইয়া হেম পূর্ব্ব দুঃখ ভুলিয়া যাইয়া অপার আনন্দে ভাসিতেছে।

চারি পাঁচদিন পরে জমিলা সইকে বলিল—"বোন! আমাদের সঙ্গে তোমাদের যেতে হবে তা কিন্তু বলে রাখ্ছি।"

ছকিনা একটু হাসিয়া 'তোমাদের' আমি আর কার।"

জমিলা—"তুমি আর এই বাড়ীর কর্ত্তা সাহেবের।

ছঃ—"আমি ত যাবই বাপের ভিটা দেখ্‌তে কার না সাধ হয় বোন! তিনি কি আর আমার কথায় যাবেন?"

জঃ—"কেন এতদূর—'ডিক্‌বাজী'।"

ছঃ—"তা কিছু নয়; বাপজানের হুকুম পাশ না হলে কি—"

জঃ—"আচ্ছা তাঁহাকে আরজ জানান যাবেকোন।

মনসুর—"তুমি কি তোমার সইয়ের সহিত যাবে নাকি।"

ছঃ—"কে বল্লে।"

মঃ—"তোমার সই বলছিল!"

ছঃ—"যাইবার ত ইচ্ছা ছিল আর সইও ছাড়ে না, সই বলেছে সে তোমাকেও লইয়া যাইবে না কি?"

মঃ—"আমি আর এখন যাব কি কর্‌তে, তুমি গেলে হবে না?

ছকিনা একটু অভিমান স্বরে বলিল—"তা আর হবে না কেন? তুমি আমার সঙ্গে গেলে দোষ কি?"

মঃ—তা তুমি যাও, বাপজানকে বলে আমি ৫।৭ দিন পরে না হয় যাব।"

ছঃ—"সে হবে না, সই তা হ'লে রাগ কর্‌বে। আমি একটু বলেছিলাম উনি এখন যেতে চান কি না, আর বাপজান এখন যেতে দেন কিনা, তাই সে কত বায়না করে বল্লে, উনি বড় মানুষ আমরা গরিব, উনি আমাদের বাড়ী যাবেন কেন? আরও বল্লে ভাই ছখিনা, তোমাদের সঙ্গে এ জন্মে দেখা সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কেবল খোদাতাআলার ইচ্ছা ছিল তাই দেখা সাক্ষাৎটা হল, আর হয় বলে বিশ্বাস নাই, তা তাঁহাকে যে কোন গতিকে হউক নিয়ে যেতে হবে কিন্তু; তা তুমি যদি না যাও ত আমারও যাওয়া হবে না।"

মন—"তা কি কর্‌ব, অগত্যা যেতে হল দেখ্‌ছি, তুমি কিন্তু বল্লে আমি এ সময় যেতাম না। তা তোমার সইয়ের কথাত আর ফেল্‌তে পারি আমি, আর যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখ্‌ছি।

ছঃ—"বিশেষ প্রয়োজন কি?"

মন্‌সুর—"এই যাত্রায় তোমার সইয়ের একটা কুল কিনারা করে আস্‌ব মনে কর্‌ছি।"

ছঃ—"কোথায় বিয়ে দিবেন তাকে, আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, কাসেমের সহিত তার বিয়ে দিব।"

মন্—"বেশ ত তাই হবে, কাসেম তোমার সইয়ের উপযুক্ত পাত্র।

ছঃ—"কাসেমের জন্যই সইয়ের এত দুর্গতি, এখন যদি দয়াময় তার আশা পূর্ণ করেন।"

মন্—চল দেখা যাউক শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়।"

ছঃ—সইয়ের যদি বিয়ে হয় ত কিছু খরচ পত্র হবে যে আমাদের।"

মন্—"তা—তবে গুছায়ে লও আর বিলম্ব কর না কল্যই যে রওয়ানা হতে হবে।

ছঃ—"আমি কোথায় কি পাব।"

মন্‌সুর—"তা কি লাগবে হুকুম কল্লে হয়।"

ছঃ— আমি ওর কি বুঝি যা ভাল হয় কর।

মনসুর—আচ্ছা রাত্রে পরামর্শ করে দেখা যাবে কোন্।"

একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

স্বদেশ-গমন।

উষা কনক চাঁপা আঙ্গুল দিয়া আঁধার রাশিকে সরাইয়া দিয়া, নিদ্রিত বিশ্ব বক্ষে নব চেতনার সঞ্চার করিয়া দিল, প্রভাত বায়ু কুসুম গন্ধ হরণ করিয়া মৃদু মন্দ গতিতে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতেছে। পাখীকুল ঘুমাইয়াছিল, দিঙ্মণ্ডল সমুজ্জল দেখিয়া মধুর কাকলিতে প্রকৃতি বক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। এ হেন মধুর প্রভাত কালে দরাব খাঁ ও কাসেম শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, ফজরের নমাজ সমাপনান্তে সবিনয় লাল খাঁ সাহেবের সমীপে স্বদেশে যাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। খাঁ সাহেব ও তদীয় প্রস্তাবে বেশী কিছু আপত্তি উত্থাপন না করিয়া, প্রসন্ন মনে মন্‌সুর সাহেবকে বলিলেন—"বাবা উহারা স্বদেশে যাইবার জন্য বিদায় চাহিতেছেন। তুমি উহাদের গমনের আয়োজন করিয়া দাও, এবং বধূ মাতাকে সঙ্গে লইয়া উহাদের সহিত যাও, বধূ মাতা তাহার বাপের ভিটা দেখিবার জন্য তাহার সইয়ের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। এখন তুমি তিন খানি শিবিকা যান ও দুই খানি গো-শকট আনয়ন কর"। মন্‌সুর মিয়া পিতার আদেশে তাহাদের তৎকালোচিত গমনের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন।

তদন্তর দরাব খাঁ লাল খাঁ সাহেবের সমীপে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ছকিনা, জমিলা, হেমলতা, কাসেম, মন্‌সুর, তারিণী বাবু ও মুরসিদ সাহেবের সমভিব্যাহারে স্বদেশে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তখন পাড়ার ভদ্র মহিলা বৃন্দ ও সদাশয় ব্যক্তি বর্গ আসিয়া, সকলে প্রসন্ন অন্তরে তাহাদিগকে বিদায় দান করিলেন। বিদায় কালে লাল খাঁ সাহেব

সবিনয় তাহাদিগকে কত অভাব অভিযোগের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া শেষে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অতিথিগণ তাঁহার সৌজন্যে, আহ্লাদে হর্ষবারি পরিত্যাগ করিতে করিতে দয়াময় আল্লাহের নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। তৎপর তাহারা সকলেই তাঁহাকে সেলাম জানাইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিন চারি দিন এক ভাবে গমনের পর, তাহারা মথুরাপুর গ্রামে দরাব খাঁয়ের শূন্য ভবনের দ্বার দেশে উপনীত হইলেন।

জমিলা সর্ব্বাগ্রে পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার মাতার অনুসন্ধান আরম্ভ করিল, সন্ধানে না পাইয়া শেষে মা, মা রবে ডাকিতে লাগিল, শূন্য ঘর বাড়ী কে তার উত্তর দিবে, কেবল ডাকের শব্দের প্রতিধ্বনিতে বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিল, তখন বালিকার মনে সন্দেহ হইল, তাই জমিলা অতি ব্যস্ত ভাবে পিতার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাপজান! আমার মা কোথায়"? দরাব বালিকার কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া অবনত মুখে কেবল অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, পিতার ঈদৃশ ভাব দেখিয়া বালিকা বুঝিল তার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, মাতা আর ইহ ধামে নাই। বালিকা তখন উচ্চৈস্বরে মা মা বলিয়া কাঁদিয়া ভূতলে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিলে, ছকিনা ও হেমলতা রোরুদ্যমানা জমিলাকে কত বুঝাইয়া কত প্রবোধ দিয়া একটু স্থির করিল। বালিকা তখন কাতর স্বরে খাঁ সাহেবকে বলিল—"বাপজান! আপনি এ কথা কেন অগ্রে আমাকে বলেন নাই? তাহলে আমি আর এ পাপপুরে আসিতাম না"।

হে—"বলেন নাই, ভাল করিয়াছিলেন, তখন বলিলে কি তুমি এ শোকের বেগ সহ্য করিতে পারিতে? হয়ত মরিয়াই যাইতে"।

জ—"আমার মতন অভাগিনীর মরাই ভাল, আমি ম'লে সব গোলযোগ মিটে যেত কিন্তু।"

অন্ত দরাব খাঁ, জমিলা ও ছকিনার আগমনে যেন মথুরাপুর গ্রাম অপার আনন্দে ভাসিতেছে। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আনন্দ মনে দলে দলে তাহাদিগকে দেখিতে আসিতেছে। কিন্তু জমিলা আজ পূর্ব্বের মত কাহাকেও আদর অভ্যর্থনা করিতেছে না, কাহাকে বসিতেও বলিতেছে না, কারণ তাহার আশ্রয় স্থল কাল হস্তে বিচূর্ণিত, তাহার এক মাত্র স্নেহের জীবন্ত প্রতিমা শ্মশানে বিলীন, জগতে তাহার ভাল বাসিবার আর কেহ নাই। হেমলতা ও ছকিনা তাহাকে কত বুঝাইতেছে, পাড়ার মেয়েরা কত প্রবোধ দিতেছে, বালিকা কিছুতেই বুঝিতেছে না। "আতপ তাপিত কি ছায়ার আশা জলাঞ্জলি দিতে পারে? দরিদ্রের কি ধন চিন্তা অপনীত হয়? বাটীর প্রত্যেক অনু পরমানু বালিকাকে কাঁদাইতেছে, বালিকা যখন যে দ্রব্যে হাত দিতেছে, সেই দ্রব্যই তাহার মাতার স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া অধীর করিতেছে"।

কাসেমের মাতা এক মাত্র পুত্রের নিরুদ্দেশে ভয়ানক রোগ গ্রস্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাসেমের আগমনে বৃদ্ধা আনন্দে বিভোর হইয়া একেবারে জমিলাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। দুই তিন দিন পরে যখন তিনি কাসেমের মুখে শুনিলেন জমিলা মাতৃ শোকে একেবারে মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়াছে, তখন বৃদ্ধা বিস্ময়ে বলিলেন "বাবা কাসেম! জমিলার মাতা ত মরেন নাই, বোধ হয় তিনি এতদিন প্রাণে বাঁচিয়া আছেন।"

কাসেম মাতার মুখে এবম্বিধ কথা শুনিয়া আনন্দে মাতাকে বলিলেন—"আম্মাজান! তবে আপনি চলুন জমিলাকে একটু প্রবোধ দিয়া আসুন আমিও আসি।"

অতঃপর কাসেমের মাতা খাঁ সাহেবের বাটী যাইয়া দেখেন জমিলা মাতৃশোকে ধূলাবলুণ্ঠিতা হইয়া কেবল মা মা রবে ক্রন্দন করিতেছে, বালিকার ঈদৃশ ভাব দেখিয়া কাসেমের মাতা স্নেহের স্বরে বলিলেন "মা

জমিলা! আর কাঁদিও না, তোমার মা ত মরে নাই, অভাগিনী বোধ হয় এতদিন তোমার জন্য বাঁচিয়া আছে।”

কাসেমের মাতার মুখে খাঁ গৃহিনী জীবিত আছে শুনিয়া সকলই বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া উৎগ্রীব ভাবে জমিলার মাতার সংবাদ শ্রবণে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

জমিলা ক্ষণপরে হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—“মামিজান! আমার মা কোথায় আছেন শীঘ্র বলুন।”

কা—মাতা—মা! সে দুঃখের কথা আর বলিব কি, ডাকাতে তোমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া গেলে ও তুমি নিরুদ্দেশ হইলে তোমার মাতা তোমার শোকে ভয়ানক রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন; তোমার বাপ তাঁহার মুমূর্ষ অবস্থায় বাটী আসিয়া বহু চেষ্টায় যখন তিনি আরোগ্য না হইলেন তখন তিনি তাহাকে মৃত ভাবিয়া শোক দুঃখে বিহ্বল হইয়া পাগল অবস্থায় কোথায় চলিয়া গেলেন। আমি একা তাহার পার্শ্বে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এখন কি করি, একাই বা কি করিয়া লাসের নিকট থাকি, এমন সময় যেন মৃদু শব্দ হইল “মা জমিলা!” ইহা শুনিয়া আমি বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি তাঁহার অধরোষ্ঠ ঈষদ্ নড়িতেছে, তখন সাহস হইল, একটু পানি লইয়া মুখে দিলাম এবং একখানা পাখা দ্বারা ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিলাম। খোদার মরজি ক্ষণপরে তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন—“বোন আমার জমিলা কোথায়?” আমি বলিলাম “ভাই স্থির হও, জমিলা পাড়ার দিকে গিয়াছে, ইহা শুনিয়া তিনি পুনঃ চক্ষু মুদিত করিলেন। তখন নিশ্বাস ভাল ভাবেই বহিতেছিল, চারি পাঁচ ঘণ্টা পরে তিনি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন ‘বোন! জমিলা এখনও আসে নাই?” আমি নানা মিথ্যা প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে কিছু খাওয়াইলাম, এইরূপে ক্রমে তিনি বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন কিন্তু মা!

তোমার জন্য তিনি এত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন যে আমার মিথ্যা প্রবোধে আর কোন ফল হইল না। শেষে ক্রমে তিনি পাগল হইয়া পড়িলেন, আমি তাঁহাকে সদা সর্ব্বদা চোখের উপর রাখিয়া সময় মতন আহারাদি করাইতাম, এইরূপে প্রায় একমাস গত হইয়া গেল; কিন্তু একদিন আমার অসাবধানতা বশতঃ রাত্রে তিনি কোথায় চলিয়া যান। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আর তাঁহাকে খুজিয়া পাইলাম না।"

দরাব কাসেমের মাতার মুখে গৃহিনীর কাহিনী শুনিয়া তাঁহার সন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠাইলেন কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জামিলার পরিণয়।

ভগবানের লীলা বোঝা ভার। আজ যেখানে মহারণ্য, কাল সেখানে সমৃদ্ধিশালী নগর। আজ যেখানে শ্মশান, কাল সেখানে আনন্দ বাজার। আজ যিনি পথের ভিখারী, কাল তিনি রাজা। আজ যিনি শত্রু, কাল তিনি মিত্র। যে তারিণী বাবু একদিন দরাবের ঘোর শত্রুরূপে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য জামিলার বিবাহ পণ্ড করিয়াছিলেন আজ সেই তারিণী বাবু বিধাতার ইচ্ছায় দ্বেষ, হিংসা ভুলিয়া গিয়া মিত্রভাবে জামিলার বিবাহের ভার স্কন্ধে লইয়া ইহার আয়োজনে যত্নশীল। ইহার কারণ কি দুর্ব্বল মানব বুঝিতে সক্ষম? মানুষ অজ্ঞান. আর মানবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, মানব এই সামান্য জ্ঞান লইয়া কি করিয়া সেই নিরাকার, নির্ব্বিকার ভূমা ও অনন্ত জ্ঞানময়ের কার্য্যের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিবে? তিনি যে কি ঘটনা চক্রের মধ্য দিয়া কি কার্য্য সিদ্ধ করেন, মানব তাহা কি বুঝিতে পারে? দরাবের এই অপূর্ব্ব জীবনী পাঠে পাঠক তাহার সম্যক প্রমাণ পাইবেন।

তা—"বাবা দরাব! শুভ কার্য্যে আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন কি? আজ কাল একটা ভাল দিন দেখিয়া জামিলার বিবাহ দিলে ভাল হয়, কারণ স্বামী সহবাসে জামিলা কতকটা মাতৃশোক ভুলিয়া যাইতে পারে।"

দরাব একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "যার জন্য বিলম্ব করিতেছিলাম সে ত আমার ঘাড়ে বোঝা দিয়া চলিয়া গেল; এখন আমার কর্ত্তব্য বটে জামিলার সত্বর বিবাহ দেওয়া। তবে আপনি একটু

কাসেমের বাড়ী যাইয়া বিবাহের একটা দিন স্থির করিয়া আসুন। আপনি যাহা করিবেন তাহাতে আমার অমত নাই।"

পরদিন তারিণী বাবু জামিলার বিবাহের ঘটক হইয়া কাসেমের বাড়ী যাইয়া কাসেমকে বলিলেন—"দাদা, শুভ কার্য্যে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? বিবাহের একটা দিন ধার্য্য করিয়া দাও; নবাবও সত্বর কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন।"

কাসেম বলিল—"আমার কোন অমত নাই; তবে আম্মাজানকে বলিয়া দেখি তিনি কি বলেন, তাঁহার মত হইলে আর কোন বাধা নাই।"

তা—"তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।"

কাসেম মাতার আদেশে খাঁ সাহেবের বাটী যাইয়া সকলে একত্রে বসিয়া ৪।৫ দিন পরে একটা দিন স্থির করিয়া দিলেন।

নবাব এ বিবাহে বড় কিছু করিলেন না কেবল প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ট আত্মীয় এবং তাহার মোরশেদ সাহেবের দাওয়াত দিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

আজ জামিলার শুভ পরিণয়। এ বিবাহমঞ্চে কোন আমোদ প্রমোদের অভিনয় নাই, কোন জাঁকজমক নাই, কেবল শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী কাজী মোল্লার দ্বারাই ইহা সম্পন্ন হইবে। কিন্তু হেমলতা ও ছাখিনার ইচ্ছা, আর কিছু হউক বা না হউক স্ত্রী আচার লইয়া একটু আমোদ প্রমোদ করে। তাই খাঁ সাহেব পাড়ার জনকয়েক মেয়েদের দাওয়াত করিয়া ডাকিয়া আনিলেন।

বেলা চারিটার সময় পাড়ার মেয়েরা আসিয়া, বিবাহের আয়োজনে ছাখিনা ও হেমলতার সহিত যোগ দিল, আজ এ বিবাহে সকলই আনন্দিত, মেয়েরাও আনন্দে বিবাহের আয়োজনে তৎপর; "কিন্তু যার বিয়ে তার বিয়ে নাই" সেই হতভাগিনী একাকিনী ঘরের কোণে বসিয়া কেবল নীরবে কাঁদিতেছে, কারণ তাহার মাতার কত আশা ছিল, কত উদ্যোগ

ছিল, মেয়েটাকে কত জাঁক জমকের সহিত, কত আমোদ প্রমোদের সহিত বিবাহ দিবে। তার মাতা কাসেমকে কত ভালবাসিত ইত্যাদি নানাবিধ পূর্ব্ব স্মৃতি বালিকার মনে উদিত হওয়ায় তাহার মন কাঁদিয়া উঠিতেছে, বালিকা সে বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ছাখিনা জামিলাকে ঘরের কোণে বসিয়া কাঁদিতে দেখিয়া বলিল—"ভাই জামিলা! আজ কি কাঁদিবার সময়? বিবাহের দিন অত কাঁদা-কাটা কি ভাল? আজ তোমার সংসার প্রবেশের দিন, আজ হইতে এই সংসারে যাহার সহিত যোগে অহরহ জীবন সংগ্রামে কালাতিপাত করিতে হইবে আজ আনন্দে তাহার মঙ্গল কামনা করা তোমার কর্ত্তব্য। দেখ বোন! তোমার পিতা আছেন, মাতাও আছেন বিধাতার ইচ্ছায় আজ না হয় কাল তিনি আসিতেও পারেন। তোমার আশা আছে। কিন্তু এ হতভাগিনী বিবাহের অগ্রে সে সব ধনে চিরতরে হারা হইয়াছে। এখন বুঝিয়া দেখ বোন্, তুমি আমার চেয়ে সৌভাগ্যশালী কি না? বোন্! আমার কথা শুন আর কাঁদিও না। আর বৃথা কাঁদিয়া এ শুভ দিনে অমঙ্গল টানিয়া আনিও না।"

জা—"সব বুঝি বোন্! জানিয়া শুনিয়াও যে মন বুঝে না তা আমি কি করব।"

হেম—"ভাই তোমার নিজের মন নিজে শান্ত না করিলে, অপরে কি তাহা কখন শান্ত করিয়া দিতে পারে? ভাই জরা মৃত্যু ঈশ্বরের বিধান তাহা অতিক্রম করিতে মহাপুরুষেরাও অক্ষম, আর আমরা ত কি ছার। শোক দুঃখ নিবারণের কোন মন্ত্র কি কোন ঔষধ নাই। তুমি কি শুন নাই কোন মহাপুরুষ বলিয়াছেন, "হে মায়া-মুগ্ধ মানব, যখন তোমরা সংসারের অসার সুখ দুঃখে পতিত হইয়া জীবনকে ভার

বোধ করিতে থাক, তখন তোমরা তোমাদের সঙ্গে, তোমাদের অপেক্ষা হীনাবস্থাপন্ন লোকের তুলনা করিবে, তাহাতে মনে শান্তি আসিবে। দেখ বোন্! তোমার অবস্থার চেয়ে কি ছাখিনার অবস্থা মন্দ নহে? আর আমার দশা যে কি হইবে তাহা বিধাতাই জানেন। নিশ্চয়ই ছাখিনা ও আমার চেয়ে তুমি শতগুণে সুখী, তাই বলি বোন্ আর কাঁদা কাটা করিয়া বৃথা মনকে কষ্ট দিও না।"

জা—"দিদি! নিশ্চয়ই আল্লাহতাআলা দয়াময়, তিনি দয়া না করিলে ছাখিনা ও তোমার মত প্রিয় সখী পাইতাম না। তুমি সাহায্য না করিলে সেই পাপাত্মার ভবনেই আমার জীবন লীলা সাঙ্গ হইত, পিতার সহিত আর দেখা হইত না, পিতাও আমার শোকে জীবন হারাইতেন। আর তোমরা আমার সঙ্গে না আসিলে আমি বাড়ী আসিয়াই মাতৃশোকে পাগল হইতাম। ভাই! তোমরা আমার যাহা করিলে সে ঋণ কি আমি জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব? ভাই! যতদিন আমি তোমাকে তোমার স্বামীর হস্তে অর্পণ করিতে না পারিব, ততদিন আমি জীবনে শান্তি পাইব না ও আমার জীবনের ঋণও শোধ হইবে না।"

ছাখিনা ও হেমলতার প্রবোধ বাক্যে জামিলা কতকটা প্রকৃতিস্থা হইলে পুরাঙ্গনাগণ তাঁহাকে গোছল করাইলেন। ক্রমে দিবাবসান হইবার উপক্রম হইল, বর আসিবার সময় হইয়াছে; সকলেই বরের প্রতীক্ষায় পথ পানে চাহিয়া আছে, এমন সময় কতকগুলি বেহারা হৈ চৈ রবে একখানি বৃহৎ শিবিকা যান লইয়া খাঁ সাহেবের বৈঠকখানার সম্মুখে—নামাইল। বর আসিয়াছে ভাবিয়া পাড়ার বালকবালিকাগণ দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল বর নহে, পাল্কীতে একটী স্ত্রীলোক। এ সংবাদ অন্তঃপুরে যখন পৌছিল, তখন হেমলতা, ছাখিনা, জামিলা প্রভৃতি মহিলাগণ আনন্দে

তথায় উপস্থিত হইলে প্রথমে ছাখিনা শিবিকার দ্বার খুলিয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল "ও মা, এ কে! এ যে আমাদের জামিলা! ও জামিলা, বোন! এতদিন কোথায় ছিলি?"—তখন হেমলতা সহাস্যে বলিল—"দূর পাগ্লি! এই না জামিলা আমাদের নিকটে দাঁড়ায়ে"—

ছা—"দূর পোড়ামুখী এই দেখ এ জামিলা না ত কে?"

ছাখিনার কথায় হেমলতা পাল্কীর নিকট যাইয়া দেখিয়া বলিল—"সত্যি বোন! হা বিধাতঃ! জামিলা হারাইয়া গেলে তাঁহার পিতার প্রার্থনায় কি তুমি দুই জামিলা দান করিলে"।

হেমের কথা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়ে পাল্কীর নিকট যাইয়া দেখিল যথার্থই আর এক জামিলা। তখন মেয়ে মহলে এক মহাগোল বাধিয়া গেল।

ছাখিনা পুনঃ বলিল—"ও দিদি হেম, আর দেখেছিস্ উহার সম্মুখে যেন আর কে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।"

হেম—"(রহস্য স্বরে) দেখ না বোন্! ও আবার বুঝি আর এক ছাখিনা!

ছা—"ও বোন! রং তামাসা নহে, এ যে জীর্ণাশীর্ণা একটা বৃদ্ধা মেয়ে লোক।"

জামিলা একটু রাগের সহিত বলিল—"তোদের সব সময় রং তামাসা, তোরা সব সরে দাঁড়া দেখি।" ইহা বলিয়া জামিলা ক্রোধে সেই বৃদ্ধার গাত্রাবরণ খুলিয়া দেখিয়াই উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"ও ছাখিনা এ যে আমার মা! ওমা তোর এ অবস্থা কে করিল—বলিয়া বালিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। তখন তথায় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল," কেহ বলিল—"এ কি হল, কেহ জামিলার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল, কেহ দ্বিতীয় জামিলার দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে বলিল—"বিধাতার কি খেলা, কেহ

শায়িতা বৃদ্ধাকে দেখিয়া বলিল—"ও বোন্! এ যে যথার্থ আমাদের সেই জামিলার মা।" কেহ বলিল—"উহাকে একবার ডাক না!" কেহ বলিল—"এখন আর উহাকে ডেকে কাজ নেই।" কেহ বলিল—"কেন? "ওরে বোন্! দেখ্‌ছিস না ও যেরূপ দুর্ব্বল, তা হঠাৎ কি এ আনন্দের বেগ ধারণ করিতে পারিবে? হয়ত একে আর হবে।"

দরাব ইত্যাকার ব্যাপারে আনন্দে বিভোর হইয়া পাল্কীর পিছনে দাঁড়াইয়া আল্লাহের দয়ার প্রশংসা করিতেছেন। এমন সময় তাঁহার সেই চির শুভাকাঙ্ক্ষী মোরসেদ খোদাবক্‌স সাহেব একটী পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের এই শুভাগমনে দরাব আনন্দাশ্রুপাত করিতে করিতে তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন।

অতঃপর পুর মহিলাগণ কেহ কেহ দ্বিতীয় জামিলাকে সঙ্গে করিয়া ও কেহ কেহ জামিলার মাতাকে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। পরে জামিলা, ছাখিনা ও হেমলতা বৃদ্ধার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল কিয়ৎক্ষণ পরিচর্য্যার পর তাঁহার চৈতন্য হইল।

জামিলার মাতা চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া দেখেন বাড়ী আসিয়াছেন, দেখেন তাঁহার সম্মুখে দুইটী জামিলার স্থির মূর্ত্তি বিদ্যমান, পার্শ্বে স্বামী দণ্ডায়মান। ইহা দেখিয়া তিনি বিস্ময়ে জ্ঞানহারা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন আমি নিদ্রিত না জাগ্রত, ইহা সত্য না স্বপ্ন? হে বিধাতঃ! এতদিন পরে আমি কোথায় আসিলাম, এ কি ভোজালয় না মরু-মরীচিকা? হায়, আমি এতদিন আতপ তাপে পিপাসিত হইয়া কি এখন মরু-মরীচিকায় পতিত হইলাম? হে পরম পিতঃ! আমি কি পাপে প্রাণাধিকা জামিলাকে হারাইলাম। মা! জামিলা তুমি কোথায়? মৃত্যুকালে একবার দেখা দিয়া আমার প্রাণ শীতল কর, এই না মা, তুই এখানে ছিলি, আয় মা, আমার কোলে আয়, ইহা বলিয়া

বৃদ্ধা দুই হস্ত প্রসারণ করিলেন তখন জামিলা তাঁহার কোলে যাইয়া বসিল।

অনেকক্ষণ পরে জামিলার মাতা প্রকৃতিস্থা হইলেন এবং জামিলাকে কোলে দেখিয়া, ক্রমে তাঁহার পূর্ব্ব বিবরণ সকল মনে পড়িতে লাগিল, তিনি এতদিন যে প্রকৃত জামিলা বোধে অপরের কন্যাকে স্নেহ করিয়া মনের জ্বালা মিটাইয়াছিলেন এখন তাহা তাঁহার স্মরণ পথে আসিয়া লজ্জা দিতেছিল।

দয়াময় আল্লাহতাআলার ভক্ত বান্দা দরাবের কন্যা জামিলার বিবাহ অসম্পূর্ণ রাখা যেন তাঁহার ইচ্ছা নহে; তাই তিনি জামিলার বিবাহ দিনে তাহার মাতাকে কোথা হইতে আনিয়া দিলেন।

আজ দৈবানুগ্রহে জামিলার মাতার আগমনে, দরাব আনন্দে বিভোর হইয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন, অদ্য জামিলার বিবাহ বন্ধ রহিল, খোদার মরজী থাকে ত পরশ্ব হইবে। দরাবের ঘোষণা বাণী শুনিয়া বিবাহ সভা ভঙ্গ হইল, তখন কেহ বিধাতার অপার দয়ার, কেহ জামিলার ভাগ্যের, কেহ দরাবের ধর্ম্মের, কেহ বিধাতার সৃষ্টি-নৈপুণ্যের, কেহ খোদাবক্স সাহেবের গুণের প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেল।

জামিলা বহুদিন পরে মাতাকে পাইয়া, মনের আনন্দে তাঁহার পরিচর্য্যায় মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া মনের সাধ মিটাইতেছে। মাতা হারাধন পাইয়া এবং তাহার বিবাহের আয়োজন দেখিয়া মনের আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহার সকল রোগ যেন সারিয়া গিয়াছে, এখন তিনি কেবল অভ্যাগত মহিলাদিগকে হাস্যমুখে আদর আপ্যায়নে সুখী করিতেছেন। এইরূপে অপার আনন্দে দুই দিন কাটিয়া গেল কিন্তু কেহ জামিলার মাতার সুখ দুঃখের কাহিনী শুনিতে উৎসুক নহে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের জামিলা কি মাতার সুখ দুঃখের কাহিনী না শুনিয়া স্থির থাকিতে

পারে? বালিকার মনে কি শান্তি আছে? তাই বালিকা মাতাকে ভক্তির স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"মা! তুমি এই হত ভাগিনীর জন্য যে কত কষ্ট পাইয়াছ, তাহা বলিবার নহে। এই পিশাচী তোমাদিগকে পাগল করিয়াছে! মা! আশা ছিল না আর যে দেখা হবে কিন্তু বিধাতা যে কি মনে ভাবিয়া পুনঃ মিলন করিয়া দিলেন তাহা তিনিই জানেন। মা! এখন অনুগ্রহ করিয়া বল তুমি এতদিন কোথায় কি ভাবে ছিলে"।

জামিলার মাতা ব্যথা-বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন "মা সে অনেক কথা তাহা শুনে আর কি হবে, আমি জনম-দুঃখিনী, আমরা সব সহ্য করিতে পারি, তুমি বালিকা অতটা কি সহ্য করিতে শিখিয়াছ? আমার দুঃখ কাহিনী শুনিলে তুমি দুঃখে আরও অধীর হইয়া পড়িবে।"

জা—"মা বিধাতা ত আমাদের কপালে সুখ লিখেন নাই, আমরা চিরদুঃখী, দুঃখই আমাদের হৃদয়-ভূষণ, দুঃখে পড়িয়াই আমরা শিক্ষা পাইয়াছি, দুঃখতেই আমরা পরমধন লাভ করিয়াছি। দুঃখ আমাদের পরীক্ষা, আশা করি আপনার দুঃখ কাহিনী শুনিয়া আমাদের হৃদয় সবল হইবে এবং তাহাতে কিছু শিক্ষা পাইব।"

জামিলার মাতা বলিলেন—"মা তুমি নিরুদ্দেশ হইলে তোমার শোকে আমি জ্ঞানহারা হইলাম; পরে জ্বর-বিকার হইল। পরদিন তিনি বাটী আসিয়া আমাকে কত সেবা শুশ্রূষা করিলেন কিছুতেই আরাম হইল না। পরে বোধ করি তিনি আমাকে মৃত ভাবিয়া শোকে দুঃখে পাগল হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন, দয়াময়ের ইচ্ছায় তিন চারি দিন পরে আমি বেশ আরোগ্য লাভ করিলাম কিন্তু তোমার শোকে ক্রমে আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইতে লাগিল, দেখিলাম নিকটে কেহ নাই, শূন্য ঘর বাড়ীগুলা হা হা করিতেছে, এই সমস্ত কারণে আমার মনে কি যেন এক উদাস

ভাবের উদয় হইল, সব শূন্য বোধ করিয়া জ্ঞানহারা অবস্থায় কোথায় চলিয়া যাইতে লাগিলাম, দুই দিন অনাহারে পথ চলিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া রাত্রিতে এক বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। তখন নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম, এক জটা-জুটধারী ফকির আসিয়া আমাকে বলিলেন "মা! ভয় কি, তোমার জামিলা মরে নাই দক্ষিণ দিকে কিছুদূর গমন করিলে তাকে পাইবে।" এইরূপ স্বপ্ন দেখার পর আমার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে, গাছের পাতার ভিতর দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা রৌদ্র আসিয়া নব-দুর্ব্বাশোভিত প্রান্তরের উপর পতিত হইয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। স্বপ্ন দেখিয়া মনে বড় বল হইল; কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইতেছে, মনে ভাবিলাম যাক প্রাণ—প্রাণ লইয়া আর কি করিব। আশায় বুক বাঁধিয়া হাঁটিতে লাগিলাম, সম্মুখে দেখিলাম গ্রাম, ঘরবাড়ী কিছু নাই, লোক-জনশূন্য, কেবল প্রান্তরের উপর প্রান্তর। সমস্ত দিন হাঁটিয়া সন্ধ্যার পর এক নিবিড় অরণ্যে পৌঁছিলাম, বন দেখিয়া ভাবিলাম এই বনে বড় বড় বাঘ আছে, শুনিয়াছি তারা মানুষ পাইলেই খাইয়া ফেলে, সেই জন্য বাঘের প্রতীক্ষায় এক বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া রহিলাম, ক্ষণপরে কিসের একটা বিকট গর্জ্জন শুনিলাম, মনে করিলাম বাঘ, মনে একটু আনন্দ হইল, বাঘে খাইলে সব জ্বালা মিটিবে, এই আশায় কতক্ষণ কাটিয়া গেল কিন্তু বাঘ আসিল না, মরিলাম না, হতাশ হইয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিলাম; কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় ঘুম আসিল না। রাত্রি প্রভাত হইল, পক্ষীকুলের কলরবে বন মুখরিত হইয়া উঠিল, পরে কতকগুলি বনচর জীবজন্তু আনন্দে খেলা করিতে করিতে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহার মধ্যে দুইটী বৃহদাকার বিচিত্র জন্তু কয়েকটী শাবকের সহিত খেলা করিতে করিতে একেবারে আমার নিকটে আসিল, তাহা দেখিয়া মনে ভাবিলাম আল্লাহের

কি বিচিত্র লীলা! এই জঙ্গল মধ্যে জীবজন্তুগুলা সন্তান লইয়া কি আনন্দে আছে, অন্ত বনচর জীবে ত উহাদের সন্তান চুরি করিয়া লয় না। মনে হইল পাষণ্ড মানব সমাজে আর যাইব না, লতা পাতা দিয়া কুটীর রচনা করিয়া এখানে বাস করিব, আত্মা আমার মুক্ত হউক, বাসনা কামনা হতে মুক্ত হই। আমার মনের ভাব বুঝিয়া বুঝি বন্য জীব জন্তুগুলা আমার চতুর্দ্দিকে আসিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল; ইহাদের কাণ্ড দেখিয়া মনে হইল, আমি বুঝি এখানকার "রাণী" হইলাম, মনে শান্তি আসিল; কিন্তু পরক্ষণেই মনে ভয় হইল, দেখি সেই বিচিত্র বিকটাকার জন্তু দুইটী শাবক সহিত আমার নিকট আসিয়া পদ লেহন করিতে লাগিল, আমি পূর্ব্বে কখন বাঘ দেখি নাই, বাঘের গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহা মনে পড়ায় অমনি ভয়ে ভীতি-বিহ্বল নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিলাম, আমার চাহনি দেখিয়া বাঘ দুটী যেন বুঝিতে পারিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—"মা! ভয় নাই, আমরা তোমার শত্রু নহি, যে আমাদিগকে শত্রু ভাবে, আমরা তাহাদিগকে শত্রু ভাবিয়া আক্রমণ করি; যে আমাদের মিত্র ভাবে আমরা তাহাদিগকে মিত্র ভাবি। আমি অনেকক্ষণ পরে তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তোমার আশায় পুনঃ হাঁটিতে লাগিলাম, কিছুদূর যাইয়া দেখি একটী ক্ষুদ্র নদীর ধারে কতকগুলি বৃক্ষের পাকা ফল গাছের তলায় পড়িয়া রহিয়াছে, ক্ষুধার জ্বালায় একটী গাছের তলা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কিছু ফল লইয়া খাইলাম, তাহার পর নদীতে নামিয়া পেট ভরিয়া পানি খাইলাম, তাহাতে বেশ বল পাইলাম, মনে ভাবিলাম, এখন বেশ হাঁটিতে পারিব, তখন নদী পার হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। খোদার নাম লইয়া পূর্ব্বদিকে একটু অগ্রসর হইয়া দেখি, ক্ষুদ্র নদীর এপার হইতে অপর পার পর্য্যন্ত একখানি বৃহৎ কাষ্ঠ ফেলান, এই সেতু দেখিয়া বোধ হইল ঐ দিকে মানুষ আছে, ইহা দিয়া মানুষ

পার হইয়া থাকে, আমি একে স্ত্রীলোক তাহাতে আবার ভয়ানক দুর্ব্বল, কি করিয়া পার হইব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া অতি কষ্টে বুকে হাঁটিয়া কোন গতিকে পার হইলাম। তখনও আছয়ের সৌন্দর্য্য মাধুরীতে চতুর্দ্দিকের বন ভূমি আলোকিত রহিয়াছে। মনের বিকৃত গতিতে কয়েক দিন নমাজ পড়ি নাই, কি মনে ভাবিয়া নদী হইতে অজু করিয়া নমাজ পড়িলাম, নমাজ অন্তে দক্ষিণ দিকে চাহিয়া দেখি, তোমার ন্যায় ঐ বালিকাটী কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে, উহাকে দেখিয়া আমার মনে কি যেন এক আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল, মনে ভাবিলাম স্বপ্নের ফল ফলিল তোমাকে পাইলাম। পরে মনে ভাবিলাম বনে কত দেউ, দানব, জ্বেন, পরী থাকে, তাহারা আমাকে ছলিবার জন্য জামিলার রূপ ধারণ করিয়া এখানে আসিয়াছে, মনে ভয় হইল, কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম, হয় পরী হউক ;—মরি মরিব। উহাকে একবার কোলে লইয়া মনের জ্বালা মিটাই, পরে যাহা হয় হইবে, এইরূপ ভাবিয়া মনের আবেগে উহার দিকে ছুটিলাম, তখন এ বালিকাটী নিবিষ্ট মনে গান গাহিতেছিল, আর মৃদু হিল্লোলিত সমীরে গানের অস্ফুট স্বর-লহরগুলি কুঞ্জান্তরে ছুটিতেছিল, আমি মনের আনন্দে তাহার অস্পষ্ট গানগুলি শুনিতে শুনিতে একেবারে উহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বালিকা হঠাৎ আমাকে সম্মুখে দেখিয়া যেন ভয়ে বিস্ময়ে একটু পিছে হটিয়া গেল, এবং অনিমেষে আমাকে দেখিতে লাগিল, তখন মনে সাহস হইল, ভাবিলাম আমার আর শরীরের সে ভাব নাই, সেই জন্য বালিকা আমাকে চিনিতে পারিতেছেনা, তখন আমি মনের আবেগে ডাকিলাম—"মা জামিলা তুমি এখানে আসিলে কি ক'রে, আর বাড়ী যাবে না"? বোধ হয় বালিকা আমার মনের ভাব ও মুখের ভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়া বলিল—"মা! এস বাড়ী যাই"। আমি বালিকার মিষ্ট আহ্বানে মুগ্ধ

হইয়া তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম, বালিকা আমাকে সঙ্গে লইয়া বনের এক পার্শ্বে একখানি পর্ণ কুটীরে যাইয়া আমাকে সাদরে বসিতে আসন দিল। তাহার পর বালিকা আমাকে কিছু আহার করাইয়া মা বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিল—"মা! বড় কষ্ট হইয়াছে এখন একটু ঘুম পড়; বালিকার কথায় শয়ন করিলাম পথ শ্রান্তে কাতর ছিলাম শুইবা মাত্র ঘুম আসিল, সন্ধ্যার পর আমার চৈতন্য হইল, উঠিয়া দেখি ১০।১২ বৎসর বয়স্ক দুইটী সুন্দর বালক, বালিকার সহিত কি পরামর্শ করিতেছে। বোধ হয় বালিকা আমার বিবরণ বালকদ্বয়ের নিকট পরিচয় দিল তাই তাহারাও আমাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল, আমার বোধ হইল উহারা তিন ভাই ভগ্নী। মাতৃ হারা, তাই উহারা আমাকে পাইয়া মাতৃবৎ ভালবাসিতে লাগিল, আমি তাহাদের বিনয় ব্যবহারে আবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে পুত্র কন্যাবৎ ভালবাসিতে লাগিলাম। মা! সে ভালবাসা কৃত্রিম নহে। যখন আমি উহাদের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া নূতন সংসার পাতাইয়া বসিলাম তখন উহাদের সুখে আমার সুখ, উহাদের দুঃখে আমি দুঃখ বোধ করিতে লাগিলাম। মা! তোমার কথা যখন মনে পড়িত তখন ঐ বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া সে জ্বালা মিটাইতাম। যদিও তোমার অঙ্গের সহিত উহার সর্ব্বাঙ্গের মিল ছিল না কিন্তু যখন আমি স্নেহের চখে উহাকে দেখিতাম তখন উহাকে প্রকৃত তুমি জ্ঞান করিতাম। বাছা! উহাদের যত্ন ও ভালবাসায় ও উহাদের মুখের দিকে চাহিয়া এই এক বৎসর কাটাইয়াছি; কিন্তু উহাদের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া আমার মনে শান্তি ছিল না। মা! বল্‌ব কি ঐ দুইটী বালক সারাদিন বনে শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তাহা বহুদূরের বাজারে লইয়া বিক্রয় করিয়া যে সামান্য কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিত তাহাতে চারি জনের পেট ভরিত না তাই আমি প্রায়ই এক সন্ধ্যা আহার করিতাম,

তাহাতে আমার কোন কষ্ট হইত না। বাছা! এক দিনকার ঘটনার কথা বলিতে এখনও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়; মা! বল্‌ব কি সেদিন বাজারে কাষ্ঠ বিক্রয় হয় নাই। সেই জন্য উহারা শূন্য হাতে সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিল, সেদিন আর আমাদের কিছু পেটে গেল না, অনাহারে সারা রাত্র অনিদ্রায় কাটাইলাম। প্রাতে উঠিয়া বালক দুইটী মা বলিয়া ডাকিয়া কি এক কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল বাছা! সে কাতর চাহনিতে আমার মনে দুর্ব্বহ ব্যথা লাগিল, মনে ভাবিলাম কি দুরদৃষ্ট আমি থাকিতে উহারা খাদ্যাভাবে মরিবে? তখন কি করি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, জ্ঞান হারা হইয়া চারি দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু সে বনে কে আমাকে কি দিবে। তখন মনে করিলাম বন হইতে কিছু ফল মূল আনিয়া দিব, সেই আশায় ছুটীয়া যাইয়া সেই নদীর ধারের বৃক্ষ মূল হইতে কিছু ফল লইয়া দৌড়িয়া বাসায় আসিলাম, আসিয়া দেখি উহারা বিমর্ষ ভাবে বসিয়া আছে, আমাকে দেখিয়াই বলিল—"মা! এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" ওবাবে যে বাঘ, আমি কথায় উত্তর না দিয়া বস্ত্রাঞ্চল হইতে কতকগুলি ফল বাহির করিয়া তিন জনকে দিলাম, অমনি উহারা তাহা হইতে কিছু ফল আমাকে দিয়া বলিল—"মা! তুমি কিছু খাও? আমি বলিলাম বাছা! তোমরা খাও আমি পরে খাইব; তখন উহারা আব্দার করিয়া বলিল—"মা, তুমি বৃদ্ধ তুমি অগ্রে না খাইলে কি আমরা খাইতে পারি? তাহাদের অনুরোধে আমি কিছু খাইলাম, তাহার পর উহারা খাইতে আরম্ভ করিল, হঠাৎ দেখি বালিকার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাতে বুঝিলাম বালিকার পূর্ব্ব স্মৃতি মনে উদয় হইয়া ওরূপ হইতেছে, আমি তখন প্রবোধ দিয়া এবং আঁচল দ্বারা চোখের পানি মুছাইয়া দিলাম; পরে স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—মা!

তোমরা লোকালয় ত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয়ে এ বনের ধারে এত কষ্টে বাস করিতেছ কেন? আমার কথায় বালিকার হৃদয়ের দুঃখ যেন উছলিয়া উঠিল তাই সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা সে দুঃখের কাহিনী বলিতে আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। মা! আমার পিতা দেশের মধ্যে গণ্যমান্য বদান্য ধনী ছিলেন, তিনি জীবনে ভুলক্রমে কাহারও অনিষ্ট করিতেন না। আমরা মাতাপিতার আদরে সুখের ক্রোড়ে কাল কাটাইতাম, আমাদের কোন দুঃখ কষ্ট ছিল না। মা! তখন আমার বয়স ১০ দশ বৎসর। সব মনে আছে। আমাদের একজন আত্মীয় প্রতি-বেশীর সহিত পিতার বিষয় লইয়া বিবাদ হয়; সে লোকটা ভয়ানক স্বার্থপর ও প্রবঞ্চক; ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না; অন্যায় অত্যাচার ও মিথ্যা মোকর্দ্দমা করিয়াও পিতার কোন অনিষ্ট করিতে না পারিয়া শেষে বাবাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পিতার ধর্ম্মের বলে পাপিষ্ঠ কিছু করিতে পারে নাই। কিছুদিন পরে হঠাৎ বসন্ত রোগে পিতার মৃত্যু হয়, তখন খলের বেশ সুবিধা হইল, অতিরিক্ত ভাবে অত্যাচার আরম্ভ করিল, কিন্তু অন্যান্য সৎ প্রতিবেশীর কৃপায় আমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। শেষে পাপী আমার ঐ ভ্রাতৃদ্বয়কে (উহারা তখন ৪।৫ বৎসরের শিশু) হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, মাতা যখন কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে পাপীর দুরভি-সন্ধির কথা শুনিলেন তখন তিনি প্রাণের ভয়ে টাকা কড়ি যাহা ছিল তাহা লইয়া রাত্রিযোগে বিষয়-আশয় ও সাধের জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এই নিরাপদ স্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ৪।৫ বৎসরের মধ্যে আমাদের সঞ্চিত অর্থ ফুরাইয়া গেল, তখন মাতা আমাদের চিন্তায় ক্রমে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। বিনা চিকিৎসায় কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল, আমরা তখন বনের ফল মূল খাইয়া অতি কষ্টে জীবন

যাপন করিতে লাগিলাম, এই পর্য্যন্ত বলিয়া বালক বালিকাত্রয় কাঁদিয়া ফেলিল। মা! বলব কি, তখন উহাদের ব্যথা-বিজড়িত মুখের ভাব দেখিয়া, আমার দুঃখ ভুলিয়া যাইয়া রাত দিন কেবল কাঁদিলাম এবং উহাদের মঙ্গলের জন্য দয়াময় আল্লাহের নিকট কত প্রার্থনা করিলাম এবং তাঁহাকে বলিলাম হে দয়াময় আপনি উপায় করিয়া দিন যেন আমি উহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বাটী লইয়া যাইতে পারি তাহা হইলে উহাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিতে পারিব। আমার কাতর প্রার্থনায় বুঝি দয়াময় উহাদিগের উদ্ধারের উপায় করিলেন। তাই কয়েকদিন পরে একদা সন্ধ্যার সময় দেখি আমাদের পরম হিতৈষী মোরসেদ্ সাহেব মেহমান বেশে আমাদের কুটীরে উপস্থিত। আমি তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিলাম, কতক্ষণ পরে তিনি আমাকে চিনিয়া বলিলেন—"মা! তুমি এখানে কিরূপে আসিলে, আমি তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত পরিচয় দিলাম তিনি পরিচয় শুনিয়া ও আমাকে পাইয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। রাত্রে আহারাদির পর পীর সাহেবের নিকট উহাদের দুরবস্থার বিষয় সমস্ত পরিচয় দিলাম, দয়ার সাগর পীর সাহেব উহাদের পরিচয় শুনিয়া বলিলেন মা! কল্য প্রাতে উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আমাদের বাড়ী লইয়া যাইব, আমি উহাদিগকে পুত্র কন্যাবৎ পালন করিব। আমি মোরসেদ সাহেবের মনোভাব উহাদিগকে বলায় উহারা তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইল।

পরদিন প্রাতে লোকালয় হইতে দুইখানি গোশকট আনয়ন করিয়া আমরা সকলে তাহাতে আরোহণ করিয়া নিরাপদে ২।৩ দিন পরে পীর সাহেবের বাটীতে পৌঁছিলাম। পীর-মাতা আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তথায় তাঁহার যত্নে ২।৩ মাস সুখে ছিলাম। এরূপ অবস্থায় একদা এখান হইতে তোমার বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র পীর সাহেব পাইয়া

তিনি আমাকে তোমার নিরুদ্দেশের পর হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ যথাযথ শুনাইলেন, তাহাতে আমি কাঁদিলাম। মা! পীর সাহেব খোদাতাআলার কৃপায় পথ ভুলিয়া ওখানে না গেলে আর তোমাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইত না।

অতঃপর পীর সাহেব আমাদের এখানে আসিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি ঐ বালক বালিকাকে এখানে আনিতে ইচ্ছুক নহেন। উহাদিগের ভরণপোষণের ভার নিজেই বহন করিতে চাহিলেন; কিন্তু আমি ঐ মেয়েটাকে ভালবাসিয়া তোমার দুর্ব্বিষহ শোকভার লাঘব করিয়া আসিতেছি, সেই জন্য আমি নাছোড় হওয়ায় পীর সাহেব ঐ মেয়েটা ও উহার বড় ভাইকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, ছোট ভ্রাতা পীর-মাতার নিকটেই আছে। মা! এখন তোমার পিতাকে ও পীর সাহেবকে এদিকে ডাক, তোমার বিবাহের অগ্রে উহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কোন উপায় বিধান করিতে হইবে। সংবাদ শুনিয়া সকলে বাড়ীর ভিতর আসিলে, গৃহিণী, স্বামী ও কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"পীর সাহেব আপনি জানেন আমি ঐ অনাথা বালক বালিকা-ত্রয়কে সন্তানবৎ ভালবাসিয়া থাকি, এখন আমার আরজ এই—জামিলার পিতা উহাদিগকে জামিলার ন্যায় ভালবাসিবেন এবং উহাদের ভরণপোষণের উপায় বিধান করিয়া দিবেন।"

খাঁ সাহেব বহু দিন পরে স্ত্রী ও কন্যাকে পাইয়া গৃহিণীর আবেদন মতে উক্ত নিরাশ্রয় বালক বালিকা দুইটীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন; মোরসেদ সাহেব সর্ব্ব কনিষ্ঠটীকে পোষ্যপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

জামিলা, ছাখিনা ও হেমলতা, গৃহিণীর অপূর্ব্ব জীবন কাহিনী শুনিয়া শোকে দুঃখে একেবারে হতজ্ঞান হইয়া উপন্যাসের ন্যায় তাঁহার বাক্যাবলী

শুনিতেছিল। সে যাহা হউক জামিলা আজ এই শুভদিনে মাতাকে পাইয়া পূর্ব্ব দুঃখ ভুলিয়া গিয়া অপার আনন্দে ভাসিতেছে, মাতাও হারাধন পাইয়া পূর্ব্ব দুঃখ ভুলিয়া মনের আনন্দে কন্যার বিবাহের আয়োজনে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন!

গৃহিণীর নিরুদ্দেশে, মনদুঃখে দরাব এ তারিখে জামিলার বিবাহ উপলক্ষে কোন উৎসব কি আত্মীয় বন্ধু, কি পাড়া প্রতিবেশীর ভোজের জন্য কোনই আয়োজন করেন নাই। বিধাতার অপার দয়ায় জামিলার বিবাহ দিনে গৃহিণী উপস্থিত হইলে দরাব মনের আনন্দে সেই দিন হইতে মহা আড়ম্বরে বিবাহের আয়োজন আরম্ভ করিলেন।

দুই দিন পরে প্রভাত হইতে আবার নহবতের সুমধুর বাদ্যধ্বনি চারিদিকে জামিলার বিবাহ বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। পরে বেলা ১১টার সময় চতুর্দ্দিক হইতে আমন্ত্রিত বন্ধু বান্ধব আসিয়া, কেহ দরাবের দুঃখ কাহিণী শুনিয়া কত দুঃখ প্রকাশ করিতেছে; কেহ দরাবের আশ্চর্য্য জীবন কাহিনী শুনিয়া বিস্ময়ে লীলাময়ের অপার দয়ার প্রশংসা করিতেছে। দরাব আজ জামিলার বিবাহের বিষয় যত আলোচনা করিতেছেন ততই পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া তাঁহার মন আনন্দ ও বিস্ময়ে যুগপৎ অভিভূত হইয়া পড়িতেছে! তিনি তদবস্থায় দীন দরিদ্রদিগকে অকাতরে ধন দান এবং অভ্যাগতদিগকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করিতেছেন। নানাবিধ উৎসবে ও অভ্যাগত দিগের আহারাদিতে ক্রমে দিবাবসান হইল। পক্ষী-কুল সান্ধ্যগীতি গাহিতে গাহিতে কুলায় আশ্রয় লইল; আকাশে চন্দ্র উঠিয়া হেম কিরণ দানে জগৎ হাসাইল। এমন সময় বর মহা আড়ম্বরে দরাবের বৈঠক খানার সম্মুখে উপস্থিত হইল, বালক বালিকাগণ বর দেখিবার জন্য দৌড়িয়া আসিয়া দেখিয়া বলিল—"বর কৈ এ যে আমাদের কাসেম ভাই"? বর আসিয়াছে শুনিয়া অন্তঃপুরে মেয়েমহলে সাড়া

পড়িল, তখন কেহ কেহ ক'নে সাজাইতে বসিল কেহ মৃদু মধুর স্বরে গজল গাহিতে লাগিল এইরূপ নানাবিধ উৎসবের পর, "সরার" নিয়মানুসারে বিবাহ আরম্ভ হইল। তখন বর পক্ষের উকিল ও সাক্ষী বর প্রদত্ত শাড়ী গহনাদি লইয়া অন্তঃপুরে যাইয়া ক'নেকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে নগদ ও গহনা বাদে এত টাকা দেনমোহরে মথুরাপুর গ্রামের মৃত আবদার রহমান সাহেবের পুত্র মোহাম্মদ কাসেম মিঞাকে স্বামীত্বে বরণ করিতে তিনি রাজি আছেন কি না? জামিলা বর প্রদত্ত গহনাগুলি গ্রহণ করিয়া নীরব সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, উকিল সাহেব এই শুভ সংবাদ কাজী সাহেবকে জানাইলে সরার নিয়মানুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। জামিলা এই শুভ সংবাদ শ্রবণে আনন্দ মনে স্বামীর মঙ্গল কামনায় নমাজ পড়িতে বসিল। নমাজঅন্তে স্বামীর ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গলের জন্য দয়াময় আল্লাহের নিকট কত কাতর প্রার্থনা করিল। ওদিকে বর সাহেব শোকরাণা নমাজঅন্তে এই শুভ পরিণয় সম্পন্নের জন্য দয়াময়ের নিকট অশেষ প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

মুসলমান সমাজে বিবাহের পর বাসর সজ্জার কোন রীতি নীতি বা বাসরে গান বাজনা, রসিকতা প্রভৃতি কোন প্রকার অশ্লীল আমোদ প্রমোদের পদ্ধতি নাই। তবু হেমলতার উদ্যোগে কিছু কিছু আয়োজন হইল কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু ফল হইল না; হেমলতা ও ছাবিনা বরকে জব্দ করিবার জন্য যে সমস্ত উপায় ঠিক করিয়াছিল, বাসরে যাইয়া বর কন্যার ভাব দেখিয়া তাহাদের সে সব পণ্ড হইয়া গেল, যখন তাহারা দেখিল নব বধূকে কথা বলাইবার জন্য বরের বিশেষ কিছু করিতে হইল না তখন তাহারা জামিলাকে দুনিয়ার বেহেস্তে রাখিয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর নব দম্পতি যুগলের সারা জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনীতে রজনী প্রভাত হইল।

পর দিন বর কন্যা বাড়ী যাওয়ার সময়, দরাব আসিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে কাসেমকে বলিলেন "বাবা কাসেম! এদিকে এস" ক্ষণ পরে ছাখিনাকে বলিলেন—"মা ছাখিনা! জামিলাকে এখানে লইয়া আইস। দরাবের আদেশে ছাখিনা পরম রূপশালিনী জামিলাকে নানাবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া আনিলে, তাহার কমনীয় সৌন্দর্য্যে সেই কক্ষটী দীপ্তিময় হইয়া উঠিল। তৎপর দরাব এক হস্তে কাসেমের হস্ত অপর হস্তে জামিলার হস্ত ধারণ করিয়া জামিলার ললাটদেশ চুম্বন পূর্ব্বক তাহাকে কাসেমের হস্তে সমর্পন করিয়া বলিলেন—"বাবা কাসেম! আমার এই অবোধ কন্যা, আমার নয়নের মণি, তোমার এই পত্নী সুপত্নী" এবং কাসেমকে জামিলার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন—"মা জামিলা! তোমার পতি কাসেম সর্ব্বগুণের আকর অর্থাৎ সৎপতি"। তাহার পর দরাব দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নব দম্পতিকে আল্লাহের হস্তে সমর্পণ করিয়া পরে নানাবিধ শুভাশীর্ব্বাদের পর বিদায় দিলেন সঙ্গে হেমলতা ও ছাখিনা চলিল।

কাসেম দুই দিবস বাটীতে থাকিয়া পুনঃ শ্বশুরালয়ে আসিল, নব জামতা পুনঃ আসিলে দরাব খাঁ তাহাকে বলিলেন "বাবা কাসেম! আমার একমাত্র কন্যা ভিন্ন আর সন্তান সন্ততি নাই তুমিই আমার পুত্র; তুমি আর বাড়ী যাইয়া কি করিবে, তোমার মাতাকে এখানে আন, এখানে থাকিয়া আমার বিষয় আসয় ও তোমার যাহা আছে রক্ষণাবেক্ষণ কর।

কাসেম শ্বশুরের কথায় সম্মত হইয়া মাতাকে আনিল, সেই হইতে কাসেম সস্ত্রীক খাঁ সাহেবের বাটীতে বসবাস করিতে থাকে।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মিলন-মন্দির।

কয়েক দিন হইল জামিলা প্রথম সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, সে সংসারে প্রবেশ করিয়াই প্রবীণা গৃহিণীর ন্যায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে, সে সকলের অগ্রে উঠিয়া ফজরের নমাজ আদায় করিয়া গৃহ কার্য্যে মনোনিবেশ করে। ছাখিনা ও হেমলতা প্রত্যহ শয্যা হইতে উঠিয়া দেখে রাত না পোহাইতে জামিলার বাসি কার্য্য সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। সে প্রত্যহ চাকরাণীর অপেক্ষা না করিয়া নিজেই সমস্ত কাজ করে বলিয়া শ্বাশুড়ী কত বকাবকি করেন। তাহাতে সে বলে মা! গৃহ পরিস্কার করা থালা ঘটি বাটী মাজাঘসা কি চাকরাণীর দ্বারা ভাল হয়? মা! নিজের কাজ নিজে করাই ভাল। বধুর খাটুনি দেখিয়া শ্বাশুড়ী যদি একটু কার্য্যে হাত দেন তবে জামিলা বলেন মা তুমি বৃদ্ধ মানুষ এখন তোমার কি খাটিবার সময় আছে? ছাখিনা গৃহ কার্য্যে একটু সাহায্য করিতে যাইলে বলে বোন্ তুমি কুটম্ব মানুষ এখানে আসিয়া কার্য্য করিলে লোকে কি বলিবে? জামিলা প্রত্যহ আহার নিদ্রা ও বিলাস ব্যসন ত্যাগ করিয়া রাত দিন ভূত খাটুনি খাটিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য সমাধা করে তাহাতে যেন তার কোন কষ্ট হয় না। বালিকা সব সময় কার্য্য লইয়াই আছে, বিলাস ব্যসনের ধার দিয়া সে মোটেই যায় না। জামিলার এবম্বিধ ভাব দেখিয়া একদা সন্ধ্যার অগ্রে হেমলতা জামিলাকে বলিল—"ওলো বউদি! একবার এদিকে এস দিকিন?"

জা—কেন লো দিদি"?

হে—কেবল কি সারাদিন কাজ লইয়াই থাক্‌বি, আর কিছু এখন বুঝি করতে নাই।

জা—"আর কি করব ভাই" ?

হে—"আর কিছু তোকে করতে বলছি না পাগ্‌লি, আজ বড় সুযোগ কেবল বসে বসেই আছি, তাই মনে করছি একবার তোর চুল গুলা বেধে দেই এবং গহনা গুলি গায় দিয়া দেই দেখি কেমন দেখায়।

জামিলা একটু হাসিয়া থাক ভাই ওসবে আর কাজ নেই"।

হে—কেন কি বুড়া হয়েছিস্ যে কোন হরিষ নাই তোর ? তা আজ কোন ওজর শুনবনা। ভাই ছাখিনা ! একবার এদিকে এস না পাগ্‌লিকে বলছি চুল গুলা বেধে দেই, তা পাগ্‌লি কিছুতেই শুনছে না" !

ছা—"ভাই ও পাগ্‌লি কি আর অমনি শুনবে" এই বলিয়া ছাখিনা জামিলাকে ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া দুই জনে জামিলার বেশ বিন্যাস আরম্ভ করিল। প্রথমে জামিলার নবীন নীরদাবলি সদৃশ অরাল কেশগুলি সুগন্ধ তৈল দ্বারা সিক্ত করিয়া চিরুণী দ্বারা আঁচড়াইয়া কবরী বন্ধন করিয়া তাহাতে স্বর্ণ ফুল পরাইয়া দিল, পরে আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন যুগল নিবিড়াঞ্জনে অলঙ্কৃত করিয়া দিয়া, তিল ফুল সদৃশ সুন্দর নাসিকায় মুক্তা নির্ম্মিত নোলক বিলম্বিত করিয়া দিল। আরক্তিম কর্ণদ্বয়ে কাণ-বালা দিয়া, শ্বেত গণ্ডে একটু রক্ত বর্ণ চূর্ণ মাখাইয়া দিল। কমল কোরক বিনিন্দিত ঘন কঠিন পীনোন্নত কুচ যুগল সুচারু কারু কার্য্য সমন্বিত কাঁচলী দ্বারা আবৃত করিয়া কম্বু গ্রীবায় হীরক জড়িত মুক্তাহার ঝুলাইয়া দিল। সুগোল সুকোমল মৃণালবৎ বাহু যুগলে, বালা, অনন্ত যশমাদি পরাইয়া দিয়া ; সুগঠিত সুগোল প্রশস্ত নিতম্বে ফের দিয়া এক খানি ফুলদার নীলাম্বরী শাটী পরাইয়া দেওয়ার পর এক খানা ফিরোজা রঙ্গের ওড়না দিয়া স্বভাব-সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া দিল। সর্ব্ব শেষে সুঠাম চরণ দ্বয়ে মল চতুষ্টয় পরাইয়া দিয়া হেমলতা একটু হাসিয়া বলিল—"বউদি ! আজ তোকে বসন ভূষণে ভূষিতাঙ্গী দেখিয়া ঈর্ষায় আমারই মরিতে ইচ্ছা

হইতেছে। আজ দাদার দফা রফা। ও ছাখিনা একবার ভায়াকে এদিকে ডাক না? বেলা থাকতে দেখে শুনে লউক।" ছাখিনা একটু হাসিয়া বলিল—"ঐ যে সয়া এদিকে আস্‌ছে" কাসেম দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল —"কি ভাই হয়েছে কি" হেম বলিল – "ঐ দেখনা"।

কা—"বাঃ এ যে ইউসফের জেলেখা সাজিয়া বসিয়াছে"

জামিলা স্বামীর মুখে নিজের রূপের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার বঙ্কিম অধর-প্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিল, বালিকা তাহা সংযত করিয়া লইয়া প্রেম কোপে স্বামীর দিকে চাহিয়া সসঙ্কোচ মৃদুস্বরে বলিল—"তা দিদি ছাড়ে না, তা কি করব, সব খুলে ফেল্‌ব নাকি?"

কাসেম একটু হাসিয়া কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিয়া দীপ্ত নয়ন সমধিক প্রদীপ্ত করিয়া প্রেম-বিহ্বলিত স্বরে বলিল—"কেন খুলে ফেল্‌বে আমার অপরাধ? এত রাগ কি জন্য"?

জা—আরক্ত মুখে জড়িত স্বরে বলিল—"আপনার চ'খে যদি ভাল না লাগে তাই—"

কাসেম অনুরাগ-ভরা কণ্ঠে বলিল—"ওরূপ হ'লে আর কার চ'খে ভাল না লাগে"?

হেম রহস্য-স্বরে বলিল—"যদি ভাল হ'য়ে থাকে তবে পুরস্কারের ব্যবস্থাটা কল্লে ভাল হয়"?

কাসেম বিনয়-স্বরে—"আমার কি আর কিছু আছে যে আপনাদিগকে দিয়া সন্তুষ্ট করিব, আর আপনারা যাহা করিয়াছেন সে ঋণ কি জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব?

ছাখিনা—"নেও আর পরিশোধ করে কাজ নেই, এখন বেলা থাক্‌তে তোমার মাল পত্র দেখে শুনে নেও, আমরা হিসাব নিকাস হইতে মুক্ত হই; এখন তবে আসি অপরাধ ক্ষমা করিবে"।

সে দিনকার রন্ধনের ভার ছাখিনা নিজেই লইয়াছিল, তাই ছাখিনা সন্ধ্যার পর হইতে রন্ধনের আয়োজন করিয়াছিল, রন্ধন শেষ হইলে সকলে আহারাদি করিয়া শয়ন করিল, ক্রমে রাত্রি অনেক হইল জামিলাও শয়ন-ভবনে প্রবেশ করিল, তখন চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, ভবনও নিস্তব্ধ জামিলার গৃহ দীপ-মালায় উজ্জল। দুগ্ধ-ফেন-নিভ সুকোমল শয্যায় দম্পতি যুগল আসীন, পরস্পরের পবিত্র নয়নে পবিত্র প্রেম-বারিধারা বিগলিত। ক্রমে দম্পতি যুগলের সে ভাব বিগত হইল আনন যুগলে মধুর হাস্যের উদয় হইল, কাসেম বাহু যুগলে প্রিয়তমার গলদেশ বেষ্টন করিয়া নব বিকশিত নলিনী সদৃশ আননের-মধু পান করিয়া মৃদু মধুর স্বরে বলিল—"প্রিয়ে! হেম-লতা কি মানবী না দেবী উহার ঋণ পরিশোধের উপায় কি? আর তোমার "সই"! আমাদের সুখের জন্য উহারা সদাই ব্যস্ত। এখন আমি ভাব্‌ছি কি দিয়া উহাদের ঋণ শোধ করিব"? জামিলা কাতর স্বরে—তাই ত সইয়ের জন্য ভাবনা নাই, সে উপযুক্ত পতি পাইয়া সুখে আছে, ভাবনা হেমের জন্য যদি উহার স্বামী উহাকে গ্রহণ না করে, তবে কি হইবে তাই ভাবনার বিষয়। কাসেম বলিল—"আল্লাহের সমীপে প্রার্থনা কর তিনি কি এ অধম দাস দাসীর প্রার্থনা শুনিবেন না? সে দিন কার রজনী হেমের পরিণাম চিন্তায় উভয়ের কাটিয়া গেল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মনসুরের-বিদায়।

মনসুর সাহেব দুই তিন মাস সস্ত্রীক পরম যত্নে সদাশয় নবাব খাঁ সাহেবের বাটীতে বসবাস করিয়া, এক দিন স্ত্রীকে বলিল—"ছাখিনা আমরা এখানে প্রায় ২।৩ মাস গত করিলাম এখন বাড়ী যাইবার ইচ্ছা করিতেছি। তোমার মত হইলে আমি খাঁ সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আসি, তাহার পর দুই জনে তোমার "সই ও সয়ার নিকট বিদায় লইয়া কল্য বাটী গমন করিব"।

স্বামীর আদেশ মতে ছাখিনা অগ্রে সইয়ের নিকট বিদায় গ্রহণের জন্য তাহার শয়ন ভবনে যাইয়া দেখে, জামিলা সেজে গুজে শয়ন পালঙ্কে একা বসিয়া আছে। সইয়ের ভাব দেখিয়া ছাখিনা হাসিতে হাসিতে বলিল—"কি ভাই আজ সেজে গুজে টিপটি কেটে পানটী খেয়ে লাল ঠোঁটটা আরও লাল করে বসে বসে কি ভাব্‌ছ বল দেখি? পথ পানে চেয়ে কেন? সয়ার ভাবনা ভাবছ না কি?

জা—"এস এস ছাখিনা আমার প্রাণের ভগিনী এস, পথ পানে চাহিয়া তোমার ভাবনাই ভাবছিলাম, তিনি যে অনেকক্ষণ হইল এখানে এসেছেন। আর কি থাক্‌বার যো আছে? ভয় কি, হারাইয়া যায় নাই; কেউ আর কেড়ে নিচ্ছে না"।

ছা—"আজ কাল যেরূপ কাল পড়েছে, তা ভয় হয় বৈ কি? কি জানি কার মনে কি আছে, তাইতে ত তাকে ধর্‌তে এখানে এলাম"।

জা—"তবে আমার শয়ন পালঙ্কে ঘোমটা দিয়ে চুপটী করে বসে থাক্‌। আর আমি না হয় তোমার উপরোধে দু হাত সরে দাঁড়াই,

তার পর তিনি এলেই ধরে উচিৎ শাস্তি দিও, কিন্তু ধরাধরিতে যদি উল্টা পাল্টা ঘটে যায়, তখন আমার দোষ দিতে পারবে না বল্‌ছি। সাবধান যেন ভাতার ধ্‌রতে আমাদের ওঁকে ধ'রে ফেল না তা হলে আমার দফা রফা"।

ছা—"ভয় নাই' বোন" ?

জা—"কেন তোর ভয় করে আমার বুঝি করে, না? ঐ লো ছাখিনা, হেম আস্‌ছে"।

হেম—"বা! বেশ দেখা যাচ্ছে যে, যেন দুইটী একটী হয়ে বসে আছে; হঠাৎ দেখ্‌লে যেন দুই সতিনের মেলা বলে বোধ হয়"।

ছা—"বেশ বলেছ ভাই এখন তোমাকে নিয়ে তিনটী হল"।

হে—"তা হলে কি জামিলা বাঁচ্‌বে" ?

ছা—"ওলো সই ঐ তোর প্রাণনাথ আস্‌ছে, জামিলা চাহিয়া দেখিয়া হাসিয়া বলিল—"দুর পোড়ামুখী একেবারে কি চখের মাথা খেয়েছিস। ওযে তোদের তিনি, বোধ হয় তোকে ধর্‌তে আস্‌ছেন মনসুর সাহেব। শুনিয়া হাসিয়া বলিল "তা নয় ভাই, কলা বাড়ী যাইব তাই বিদায় মাগ্‌তে আস্‌ছি, এখন ভাই তোমরা প্রসন্ন মনে বিদায় দিয়া আশীর্ব্বাদ কর; যেন চিরদিন তোমাদিগের এ অকৃত্রিম ভালবাসা এ অধমের মনে থাকে"।

হেম—"জামিলা! সবার আশীর্ব্বাদ করনা" ? জামিলা বলিল—"কি বলিয়া" ?

হেম—"যেন মনসুর সাহেবের প্রাণ-প্রিয়সীর ষোল কলা চিরদিন সম ভাবে থাকে। মনসুর একটু বিদ্রূপ স্বরে বলিল তাহা হইলেই গেছি"।

জা—"কিসে" ?

মন্—"ইহাতেই পায়ে ধরিতে ধরিতেপ্রাণটা গেল, ইহার উপর চির-যৌবনা হইলে হাতে কড়া পড়িয়া যাইবে যে"।

ছাকিনা স্বামীর এবম্বিধ কথা শুনিয়া সম্ভ্রম বিজড়িত স্বরে বলিল —"আমি আপনাকে কয়দিন পায়ে ধরাইয়াছি" ?

মন্—"তাকি আমি জমা খরচ করিয়া রাখিয়াছি" ?

ছা—"আন্দাজে বলুন না

মন্—"গড়ে মাসে পনর দিন"।

ছা—"বলেন কি ? সই মনে করবে সত্য বুঝি"।

মন্—"উনি আপনার কথা মনে করিয়া রাখ্‌তে পারেন না তাহাতে আবার তোমাকে নিন্দা করিবেন" স্বামীর কথায় এইবার ছাখিনা অভিমান ভরে বলিল—"শোন সই! আমার কথা শোন গরজে গোয়ালা ঢেলা বহার ন্যায় কখন কখন পায়ে ধরেন সত্য, সে দোষ কি আমার ?"

হেম—"তোমাদের কাহার নহে"। জামিলা বলিল—"তবে কাহার ?"

হেম—"প্রণয়ের"। এ কথায় সকলে হাসিল।

পর দিন প্রাতে মনসুর সাহেব আর অধিক কাল এখানে থাকা অবিধেয় বিবেচনায় সকলের নিকট স্বদেশে যাইবার প্রস্তাব করায়, সকলেই তদীয় প্রস্তাবে কোন আপত্তি না করিয়া প্রসন্ন মনে তৎকালোচিত গমনের আয়োজন করিয়া দিলেন। তখন ছাখিনা অশ্রু মোচন করিতে করিতে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া জামিলাকে বলিল সই! হেমলতা থাকিল যাহা ভাল হয় সত্বর করিও আর আমাদের কথা যেন মনে থাকে, এইরূপ নানা কথা বার্ত্তা ও কাঁন্দাকাটার পর ছাখিনা স্বামী সহ স্বদেশে গমন করিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হেমলতার-স্বদেশে গমন।

ছাখিনা বাড়ী যাওয়ার পর জামিলা এক দিন হেমলতাকে বলিল—"ভাই হেম! আমার সব আশা মিটিয়াছে। এখন তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলে আমার জীবন সার্থক হয়। আর বিলম্ব করা ভাল নহে, আশা করিতেছি, কাল বাপজানকে বলিয়া সত্বর তোমাকে তোমার স্বামীর নিকট লইয়া যাইব। এখন দয়াময় দুঃখিনীর আশা সফল করিলে সব দুঃখ মিটিয়া যাইবে"।

দুই তিন দিন পরে জামিলার কথায় খাঁ সাহেব কাসেমকে বলিলেন—"বাবা কাসেম! কল্য আমরা সকলে হেমকে সঙ্গে করিয়া তাহার স্বামীর নিকট লইয়া যাইব। তুমি অদ্যই যাইবার ব্যবস্থা কর"।

কাসেম শ্বশুরের আদেশ মতে দুই খানি গোশকট ও দুই খানি শিবিকাযান আনয়ন করিল। শিবিকাযান দেখিয়া হেমলতার অন্তরে এক অভাবনীয় আনন্দের উদয় হইল, আহ্লাদ ভরে তাহার নয়ন যুগল হইতে প্রবল বেগে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। পুনরায় পরি-গৃহীত হইবার আশায় তাহার হৃদয় আনন্দ-প্রবাহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। হেম আশার উপর নির্ভর করিয়া কল্পনার রথে উঠিল, স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে যে যে অবস্থা ঘটিবে হেম তাঁহাই কল্পনা করিতে লাগিল, একবার মনে হইল যেন সে স্বামীর সম্মুখে নীত হইয়া লজ্জায় আর কোন কথা বলিতে পারিতেছে না। আবার মনে হইল স্বামী তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করতঃ উভয়ে মনের আনন্দে জীবনের দীর্ঘ সুখ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে অশ্রু

জলে সিক্ত হইতেছে। পরে আবার মনে হইল "ভগবান রামচন্দ্র যখন লোক লজ্জা ভয়ে সীতা দেবীকে সতী জানিয়াও গ্রহণ করিতে পারেন নাই, আর তিনি সামান্য মানব হইয়া যে গ্রহণ করিবেন ইহা একেবারে অসম্ভব। তিনি নিশ্চয়ই লোকাপবাদ ভয়ে আমাকে ত্যাগ করিবেন। আবার মনে হইল নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ফকির, সাধু দরাব খাঁ বা তারিণী বাবুর কথায় বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করিবেন, তাও না হয় জামিলার সরল কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইবেই হইবে। তিনি বিশ্বাস করিয়া আমাকে গ্রহণ করিলে, আমরা একাসনে বসিয়া পরস্পরের দীর্ঘ বিরহ-কাহিণী বর্ণনা করিয়া দুঃখ ভার হ্রাস করিব। এইরূপ নানাবিধ ভাল মন্দ কল্পনা করিতে করিতে হেম আনন্দ ভয় ও বিস্ময় সহকারে শিবিকায় আরোহণ করিল, সঙ্গে জামিলা, দরাব খাঁ, তারিণী বাবু, খোদাবক্স সাহেব ও কাসেম আল্লাহের নাম লইয়া যাত্রা করিলেন।

কয়েক দিন গমনের পর উহারা কুন্দপুর গ্রামে রমেশ বাবুর বৈঠক খানায় সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পাল্কী দেখিয়া পাড়ার মেয়েরা দলে দলে আসিয়া কেহ জামিলার পাল্কীতে উকি মারিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হাঁগা তোমরা কোথায় যাইতেছ"? জামিলা বলিল "এই খানেই"। আর এক রমণী বলিল "কি জন্য" জামিলা বলিল "প্রয়োজন আছে"। কেহ হেমলতার পাল্কীতে উকি মারিয়া দেখিয়া বলিল "ওলো দিদি! এ যে, আমাদের সেই হেম-না"? আর এক রমণী দেখিয়া বলিল "সত্যি দিদি আমাদের সেই হেম"। আর একজন ইহা শুনিয়া অন্য জনকে বলিল—"ওলো দিদি! আমাদের রমেশ বাবুর বউ সেই হেম নাকি এসেছে? ওরে সে এত দিন কোথা লুকিয়ে ছিল রে"? আর এক জন মুখ ভঙ্গি করিয়া বিদ্রূপ স্বরে বলিল "এত দিন পরে বুঝি মনে পড়েছে তাই একবার এল"। এইরূপ কত রমণী আসিয়া কত

কি বলিয়া চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু হেমলতার নিকট কেহ ভাল মন্দ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। রমেশ বাবুর নিকট সংবাদ গেলে তিনি কাহাকেও দেখিতে পাঠাইলেন না, মেয়েরা কেহ তাহাকে পাল্কী হইতে নামিতেও বলিল না। হেমলতা ভাব গতিক দেখিয়া লজ্জা ও অভিমানে একেবারে মৃত প্রায় হইয়া পড়িল। মনে মনে ভাবিল এরূপ ভাবে আসা ভাল হয় নাই, বোধ হয় সব আশা শেষ। হেম তখন হৃদয়ের ব্যথার যাতনায় কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"ভাই জামিলা! ঈশ্বর এ অবলা দাসীর কি করিলেন, এর চেয়ে কেন আমার মৃত্যু ঘটাইলেন না, ভাই এ অপমানের চেয়ে কি মৃত্যু সহস্র গুণে ভাল নহে" ?

জামিলা প্রিয় সখীর অবস্থা দেখিয়া বাষ্প বিজড়িত কণ্ঠে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল ভাই! কেঁদে আর কি হবে, 'দয়াময়' কি একেবারে নির্দ্দয় হবেন? দেখা যাউক কি হয় ভাই তোমার স্বামী তো মানব, যদি মানব হন তবে অবশ্যই আমাদের কথায় বিশ্বাস করিবেন।

তারিণীবাবু, দরাব ও খোদাবক্স সাহেব কুন্দপুর বাসীর অভদ্রতা আচরণে মরমে মরিয়া বলিলেন—"হা ঈশ্বর ইহারা মানব না দানব, মানব হইলে কি এরূপ ব্যবহার সম্ভবে" ?

ক্ষণ পরে তারিণীবাবু বলিলেন—"বাবা দরাব! তোমরা এখানে বস আমি একবার দেখে আসি ব্যাপারটা কি? অতঃপর তারিণীবাবু যাইয়া দেখেন বাবু বিষন্ন বদনে বসিয়া আছেন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া একবার কেবল বলিলেন—"বসুন"।

তারিণী চরণ একটু বসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নাম কি রমেশবাবু"? তিনি বলিলেন—"হাঁ, তখন তারিণী বলিলেন "আপনার স্ত্রী হেমলতাকে আমরা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি"।

রমেশ—"মহাশয় আপনার বাড়ী কোথায় ও নাম কি ?"

তা—"অগ্রে ছিল মথুরাপুর গ্রামে, এখন সর্ব্বত্র—নাম তারিণী চরণ।"

র—"আপনার সঙ্গের লোকগুলার বাড়ী কোথায় ?"

তা—"ঐ মথুরাপুরে কেবল বৃদ্ধ ফকিরের বাড়ী দিল্লীর নিকট।"

র—"আপনারা হেমকে কোথা থেকে লইয়া আসিলেন।"

ত—মহাশয়! সে বহু বিস্তৃত কাহিনী আপনি অনুমতি দিলে বলিতে পারি, আমরা উহার সত্য পরিচয় দিব বলিয়াই আপনার নিকট এসেছি, এখন যদি আপনি বিশ্বাস করেন বা স্থির হইয়া শুনেন তবে আমরা কৃতার্থ হই।"

র—"আচ্ছা কাল শুনা যাবে, আজ আমার একটু অসুখ হইয়াছে তাই মেজাজটা তত ভাল নয়।"

তা—"মহাশয় তবে আজ আমাদিগকে থাক্‌তে একটু স্থান দিন।"

র—"তা আপনারা কেহ এখানে, কেহ কেহ ঐ কামরায় থাকিতে পারেন।" অতঃপর হেম ও জামিলা পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে শয্যাশূন্য স্থানে ক্ষোভে ও দুঃখে মৃতপ্রায় হইয়া শয়ন করিয়া রহিল, আর উঁহারা চারিজন বৈঠকখানার সদর ঘরে শয়ন করিলেন বলা বাহুল্য সেদিন কাহারও আহারাদি হইল না।"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মেয়ে বৈঠক।

পরদিন প্রাতে বেলা নয়টার সময়, রমেশ বাবুর খিড়কীর পুকুরের ধারে এক মেয়ে বৈঠকের অধিবেশন হইল, সেই বৈঠকে প্রথমে নবীনার দল বার দিল।

১ম—"ওলো শুনেছিস্ এতদিন পরে আমাদের রমেশ বাবুর কপাল ফিরেছে।"

২য়—"কিলো কি হয়েছে?"

১ম—"শুনিস্‌নি সেই হেমলতা এসেছে না কি? একজন সন্ন্যাসী ও একজন ফকির নাকি তাকে সাধন লালের কবল হতে উদ্ধার ক'রে রমেশ বাবুকে দিতে এনেছে।"

৩য়—"কোথা যাব মা অবাক কল্লে যে মা, সে যে দুই তিন বৎসরের কথা এতদিন সাধন লাল তাকে বুঝি শিকেয় তুলে রেখেছিল।"

৪র্থ—"ছুঁড়িটা বড় চালাক, স্বামীকে একেবারে বোকা করে ফেলেছে, কাল নাকি সে রমেশ বাবুর পা ধরে কত কেঁদেছে, তাই তার কান্নায় বাবু মন নরম করেছে।"

নবীনার দল চলিয়া গেলে বৃদ্ধার দল আসিয়া আসরে নামিল, ইহার মধ্যে একজন সধবা বৃদ্ধা মুখ বিকৃত করিয়া উচ্চ হাস্যে আসর জম্‌কাইয়া বলিল—"কালে কালে হল কি মা, জাত যে আর থাকে না। ওমা সে দুই তিন বৎসর হ'ল বেরুয়ে গেছে, রমেশ বাবু আবার নাকি তাকে গ্রহণ করবে।"

২য়—"দেখ দিদি তোরা না জেনে শুনে ওরূপ বল্‌ছিস কেন? যে

সতী হয় তার সতীত্ব কি কেহ নষ্ট করতে পারে? স্বয়ং হরি সতীর সতীত্ব রক্ষা করেন। দেখ ভাই আমাদের হেম ঠিক সতী লক্ষ্মী, ওর গুণের কথা কি বলব, ও যতদিন গৃহে ছিল, রমেশ বাবু বেশ ভাল ছিল, এখন যে বউটী এসেছে, তার জ্বালায় নাকি রমেশ বাবু জ্বালাতন।" শুন্‌ছি হেম এক সন্ন্যাসীর সাহায্যে সেই পাষণ্ডকে সমুচিত শাস্তি দিয়া চলে এসেছে। রমেশ বাবু হেমকে গ্রহণ করলে ভাল হয়।

৩য়—"ওলো আর কিছু শুনেছিস—হেম নাকি লজ্জায় আসতে চায় না। সে সন্ন্যাসিনী হয়ে ঈশ্বর আরাধনায় কাল কাটাতে চায়; কিন্তু সেই বৃদ্ধ ফকিরটা নাকি ছাড়ে না সে বলে পতিপদ সেবা ভিন্ন স্ত্রীলোকের মুক্তি নাই, তাই হেম তাহার কথায় বাধ্য হইয়া এখানে এসেছে। আর হেম যে সতী তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সে আর তিন চারিজন লোক এনেছে, তার মধ্যে নাকি একটী স্ত্রীলোক সে মুসলমানের মেয়ে সে বড় সুন্দরী তাকেও নাকি পাপাত্মা সাধন লাল হরণ করিয়াছিল, হেমলতা নাকি তাকে উদ্ধার করে এনেছে, তাই সে সাক্ষ্য দিতে হেমের সঙ্গে এসেছে।"

৪র্থ—হেম সতী হলেও কি রমেশ বাবু তাকে গ্রহণ করতে পারবে। লোক লজ্জা ভয় আছে ত? আমাদের স্বয়ং নারায়ণ রাম চন্দ্র—লোকাপবাদ ভয়ে সীতা সতীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। আর রমেশ বাবু মানব হ'য়ে কি ক'রে তাকে গ্রহণ করবেন।

২য়—"নারায়ণ রাম চন্দ্র সীতা দেবীকে গ্রহণ না ক'রে কি ভাল কাজ করেছিলেন? প্রজারঞ্জনও লোক লজ্জার ভয়ে কি তিনি ন্যায় ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া হীনতার প্রশ্রয় দেন নাই? যে রাজা বা মহাপুরুষ কোন স্বার্থের জন্য ন্যায় ধর্ম্মকে উপেক্ষা করে, তাহারা কি দেবতা পদ বাচ্য? স্বীকার করি ভগবান রামচন্দ্র জানিয়া শুনিয়া কেবল

প্রজারঞ্জনের জন্য সীতা দেবীকে গ্রহণ করেন নাই কিন্তু ইহা কি ন্যায় বা প্রেম ধর্ম্মের কার্য্য ? স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়াও প্রজারঞ্জন করা রাজার কর্ত্তব্য ইহাতে ইহা ভিন্ন আর কি শিক্ষা আছে ? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাতে ন্যায় ধর্ম্ম রক্ষা পায় না, আর সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রেমধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, প্রেম ধর্ম্মের সঙ্গে ইহজগতের কোন সম্বন্ধ নাই, পৃথিবী রসাতলে যাউক, জগতের সকলই ঘৃণা করুক প্রেমিক তাহাতে ক্ষতি বা দুঃখ বোধ করে না। দেখ ভগবান কৃষ্ণ প্রেম সাধনা করিতে যাইয়া কত লোকাপবাদ কত কলঙ্কের ভার মস্তকে বহন করিয়াছিলেন ; তাহাতে কি তিনি নিন্দুকের ভয় করিয়াছিলেন ?”

৪র্থ—“দিদি ! জগতে প্রকৃত প্রেমিক বা ন্যায়পরায়ণ কয়জন আছে ? দেখা যায় সকল মহারথই স্বার্থের ঝুলী স্কন্ধে লইয়া দিবানিশি ঘুরিতেছে। প্রেম সাধনাই যদি পুরুষের উদ্দেশ্য হইত, তা'হলে আর অসংখ্য সতী রমণী পর পুরুষ দ্বারা পদদলিত হইত না। আমার বিশ্বাস হেম প্রকৃত সতী।”

৩য়—“সতী হলে কি হয়, যদি ওর রূপ থাকিত তবে রমেশ বাবু উহাকে উদ্ধার করিত। হেমলতা গেলে ত রমেশ বাবুকে একদিনের তরে দুঃখিত হইতে দেখা যায় নাই, বরং সে আনন্দে কত টাকা খরচপত্র করে ৩ ৪ মাসের মধ্যে একটা সুন্দরী বউ এনে ফেল্লে। তা হেমলতার এরূপ অবস্থায় কেবল অপদস্থ হতে আসা ভাল হয়নি।”

৪র্থ—“দিদি ! সতী রমণী কি তা বোঝে, সে কখন কি স্বামীর স্বভাব খোঁজে ; স্বামীর পদ সেবা কর্ত্তব্য ভাবিয়া সে শত অপমান সহ্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।”

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হেমলতার পরিণাম।

পরদিন প্রাতে রমেশবাবু আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া বলিলেন "সন্ন্যাসী ঠাকুর! আপনার যাহা বলিবার থাকে বলিতে পারেন?"

রমেশ বাবুর কথা শুনিয়া তারিণী বাবু দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"মহাশয় আপনার স্ত্রী সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি, তাহাতে আমার বিশ্বাস আপনার স্ত্রী হেমলতা সতী সাধ্বী এবং নানা সদগুণে ভূষিতা এরূপ স্ত্রী যাহার সে মানব নহে দেবতা। আমার বিশ্বাস যেমন পাত্রী তেমনই পাত্রের হস্তেই পড়িয়াছিল, আশা করি, আপনি উহাকে গ্রহণ করিতে কোন প্রকার আপত্তি করিবেন না। মহাশয়! এতৎসম্বন্ধে আমি যাহা জানি তাহা সত্যই বলিব, এখন আপনার বিশ্বাস—ঐ যে ফকির উহার নাম দরাব খাঁ উনি আমার ভিটার প্রজা উনি সাধু সদাশয় ব্যক্তি, আমি বিষয় লোভে অন্ধ হইয়া উহাকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত করি, এই হইতে আরম্ভ করিয়া হেমলতার সাহায্যে জামিলা উদ্ধার পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ বিস্তৃত ভাবে যথাযথ বর্ণনা করিয়া বলিলেন—"মহাশয়! হেমলতার সাহায্য না পাইলে আমি কিছুতেই জামিলাকে উদ্ধার করিতে পারিতাম না; সেই সরলা জামিলা ঐ ঘরে আছে তাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

রমেশ—"তিনি যাহা জানেন বলিতে পারেন।"

জামিলা বৈঠকখানার পার্শ্বের কামরা হইতে বলিতে লাগিল—"মহাশয়! আমি পাঠান বংশসম্ভূত। আপনি জানেন পাঠানেরা মিথ্যা বলিতে জানে না। মহাশয়! আমি হেমলতা সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা

সত্য বলিব। স্বার্থের জন্য বা অনুরোধের খাতিরে মিথ্যা বলিব না। মহাশয়! ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুর যাহা বলিয়াছেন তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। পাপাত্মা সাধনলাল যখন আমাকে ডাকাতের নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিজ বাটীতে লইয়া যায় তখন আমার ভয়ানক জ্বর সেই জন্য আমার পরিচর্য্যার ভার উঁহার ঘাড়ে পড়ে, তাহার অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষায় আমি নীরোগ হইয়া উঁহার কার্য্য কলাপ দেখিয়া বা সাধন লালের পরিচয় পাইয়া আমার সন্দেহ হয়, তাহাতে উঁহার নিকট পরিচয়ে জানিলাম উনি সম্ভ্রান্ত হিন্দু কুলের বধু, পাপাত্মা সাধন লাল উঁহাকে ভুল-ক্রমে ধরিয়া আনিয়া বাঁদির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। হেমলতা মনে করিলে এতদিন পাপাত্মাকে শাস্তি দিয়া চলিয়া আসিতে পারিত, কেবল আমার কাঁদাকাটায় আসিতে পারে নাই। মহাশয়! হেমলতা যথার্থ-ই সতী, সতী না হইলে কি আমার সতীত্ব রক্ষা হইত? মহাশয় আমি মুসলমানের মেয়ে সেইজন্য উঁহাকে একদিন বলি দিদি! তুমি হিন্দুর মেয়ে হয়ে আমার জন্য এতটা করিতেছ কেন? তাহাতে ঐ সতী সাধ্বী বলিয়াছিল বোন্ স্ত্রীলোক কি জাতি ভেদ বোঝে, সতীর সতীত্ব রক্ষা করা সতী রমণীর ধর্ম্ম। মহাশয় পুরুষের ন্যায় জাতি বিদ্বেষ ভাব স্ত্রী জাতির মধ্যে প্রবল থাকিলে আমার সতীত্ব কিছুতেই রক্ষা হইত না। আপনি ঐ বৃদ্ধ ফকির আর ঐ যুবককে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; উঁহারা যদি আমাদিগকে রক্ষা না করিতেন, তবে পাপাত্মার অনুচর দ্বারা আমরা পথিমধ্যে প্রাণ হারাইতাম। মহাশয় বল্‌ব কি, হেম দুরাত্মার বক্ষে তীক্ষ্ণ ছোরা বিদ্ধ করিয়া দিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে আসিতেছিল, পথিমধ্যে পিশাচের অনুচর আমাদিগকে আক্রমণ করে সে সময় দৈবানুগ্রহে ঐ যুবক ও ঐ বৃদ্ধ ফকির আমাদিগকে রক্ষা করেন।" জামিলার এবম্বিধ কথা

শুনিয়া রমেশ বাবু বলিলেন—"আচ্ছা উঁহারা যাহা জানেন বলিতে পারেন।"

খোদা—"মহাশয় আমি সর্ব্বত্যাগী ফকির। আমি স্বার্থপর নহি এবং সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যা বলি না, আমরা দুইজন জামিলার সন্ধানে বহির্গত হইয়া দৈবদুর্য্যোগে ঐ দিন পথিমধ্যে সেই ভগ্ন মন্দিরে আশ্রয় লই, অনেক রাত্রে উঁহারা সেই পথ দিয়া আসিবার সময় পশ্চাৎ হইতে কাহারা উঁহাদিগকে আক্রমণ করে, সেই সময় তাহাদিগের আক্রমণ হইতে উঁহাদিগকে আমরা রক্ষা করি, মহাশয় আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে হেমলতা সতী, উঁহাকে গ্রহণ করিলে মঙ্গলময় আপনার মঙ্গল করিবেন। রমেশ বাবু আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া মনে মনে হেমলতাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং হেমের দুঃখে কাতর হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তিনি তখন কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন—"সন্ন্যাসী ঠাকুর আজকার দিন আমাকে অবকাশ দিন ভাবিয়া চিন্তিয়া কল্য প্রাতে উত্তর দিব। রমেশ বাবুর কথায় আশায় বুক বাঁন্ধিয়া সকলে সেদিন সেখানে থাকিলেন। রমেশ বাবু তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

রমেশ বাবু ও সন্ন্যাসী ঠাকুরের যখন কথাবার্ত্তা হইতেছিল তখন রমেশ বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের রূপ গর্ব্বে—গর্ব্বিতা স্ত্রী কুসুম কুমারী আড়ি পাতিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, রমেশ বাবুর কথার ভাবে সে বুঝিয়াছিল তিনি হেমকে পুনরায় গ্রহণ করিবেন। তাই তার সমস্ত শরীরটা জ্বলিয়া উঠিতেছিল। অন্তরে যে কি হইতেছিল তা কে বলিবে। সে অন্তরের যাতনায় আহারাদি ত্যাগ করিয়া অভিমানে একেবারে শয্যাশায়ী হইল। রমেশ বাবু অতিথিদিগের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্নান করিয়া রন্ধন গৃহের দিকে যাইয়া দেখেন গৃহে দরজা দেওয়া মনে ভাবিলেন গৃহিণী

রন্ধন-কার্য্য শেষ করিয়া শয়ন গৃহের দিকে গিয়াছে, তাই তিনি শয়ন গৃহে যাইয়া শয্যাশায়িনী গৃহিণীকে বলিলেন "কি হে, ভাত হয়েছে কি ? গৃহিণী অমনি ক্রোধ-বিকম্পিত স্বরে বলিল—"আর আমি ভাত রেঁধে কি করব ? যার ঘর বাড়ী সে এসেছে, সে এখন রেঁধে বেড়ে দিউক, আমি বাঁদী— বাঁদীর কার্য্য যাহা তাহাই করিব।" বলি—'আমি হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুই থাক্‌ব, আমি বৈষ্ণব কি মোছলমান হ'তে পারব না। আমাকে এখনই বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দাও। তুমি তোমার আদরের সোহাগের স্ত্রীকে লইয়া মোছলমান, কি বৈষ্ণব কি ব্রাহ্ম হয়ে বাস কর।

রমেশ বাবুর জ্ঞান ছিল, তিনি মনে করিতেছিলেন হেম সতী। তার পতিভক্তি আছে, গৃহ কার্য্যে সে বেশ পটু ছিল। সে যতদিন গৃহে ছিল ততদিন কোন অভাব অনটন ছিল না, সে সতীলক্ষ্মী, গ্রহ বশতঃ এক কাজ হয়ে গিয়েছে এখন তাকে গ্রহণ করলে দোষ কি ? সমাজ ! তা না হয় সকলের হাত পা ধরে একটা মীমাংসা করে নেওয়া যাবে। রমেশ বাবু যাহা স্থির করিয়াছিলেন দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কথায় সব পণ্ড হয়ে গেল। হেমকে গ্রহণ করলে তাকে পাওয়া ভার হইবে ইহাই তাঁহার এখন ভাব্‌বার বিষয়, রমেশ বাবুর জ্ঞান থাকিলে কি হয় ? বর্ত্তমানে তিনি রূপসী যুবতী ভার্য্যার তর্জ্জনী সঙ্কেতে দাসের ন্যায় সর্ব্ব কর্ম্ম সমাধা করেন। আর কি তাহার এদিকে ওদিকে যাইবার উপায় আছে ? তাহার ঘাড়ে যে শয়তান চাপিয়াছে! রূপজ মোহে তাহার এখন হিতাহিত জ্ঞান অন্তর্হিত, তিনি সারা রাত্রি চিন্তা করিয়া প্রভাতে উঠিয়া বৈঠক খানায় যাইয়া বসিলে তখন সন্ন্যাসী ও ফকির আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, হেমলতা তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিতান্ত আকুল হৃদয়ে প্রতিক্ষণেই পরিগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন সময় রমেশ বাবু অম্লান বদনে বলি-লেন—মহাশয়গণ ! আমি বিশ্বাস করি, হেমলতা সতী, কিন্তু আপনারা

বুঝিয়া দেখুন ইহাতে লোকাপবাদ ভয় আছে, সমাজ শাসন আছে, আর আমি পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়াছি, ইত্যাদি কারণে অগত্যা আমি উহাকে গ্রহণ করিতে অক্ষম।"

স্বামীর মুখে এবম্বিধ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হেম বজ্রাহতের ন্যায় গত-চেতনা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল।

জামিলা, দয়াব ও সন্ন্যাসী হেমলতার তাদৃশী অবস্থা দর্শনে সকলে বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিল!

কিছুক্ষণ পরে হেম চৈতন্য লাভ করিয়া স্বামীর পা ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—"হৃদয়েশ্বর! তুমি আমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ না কর, দাসীরূপে গ্রহণ কর; আমি অহরহঃ তোমার পদসেবা করিয়া জীবন কাটাই।"

রমেশ—"আঃ জ্বালাতন কল্লে যে, তুমি এখানে থাকো আমি চলে যাই।" ইহা বলিয়া রমেশবাবু তখন তথা হইতে ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর যাইতেছিলেন।"

হেমলতা তখন নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"প্রাণেশ্বর যেওনা একটু দাঁড়াও একবার জনমের মতন—বলিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না। ক্ষণ পরে ব্যথা-বিজড়িত কণ্ঠে বলিল—"নাথ আমি চলে যাই, কিন্তু হে নাথ! যদি তোমা ভিন্ন কখন কাহাকে ভালবাসিয়া থাকি, যদি আমি সতী হই, যদি ধর্ম্ম থাকে, দেবতা থাকেন তবে পুনঃ নিশ্চয় আমার জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইবে।"

রমেশ—রুক্ষ স্বরে বলিল—"যাও তাই হবে।"

হেমলতা তখন উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—যাই প্রাণনাথ যাই—তুমি আর এ অভাগিণীকে মনে করিও না, আমি প্রার্থনা করি তুমি চিরসুখী হও, আর কখন যেন তোমার কোন বিপদ না ঘটে।—

যাহাকে এখন তুমি ভালবাসিয়াছ তাহাকে লইয়া সুখে থাক। কিন্তু আমাকে চিরদুঃখিনী করিলে, দাসীরূপেও রাখিতে ইচ্ছা করিলে না” ইহা বলিয়া হেমলতা একবার স্বামীকে শেষ দেখা দেখিয়া, উন্মত্তের ন্যায় দৌড়িয়া চলিল, জামিলা দরাব সকলে তাহার পশ্চাতে গমন করিলেন।

কিছুদূর যাইয়া দরাব কাসেমকে বলিলেন “বাবা সব তো হল এখন বাড়ী যাইবার যোগাড় দেখ, শ্বশুরের আদেশে কাসেম দুইখানি শিবিকাযান ও দুইখানি গো শকট আনয়ন করিল, তখন তারিণী চরণ দরাবকে বলিলেন “বাবা দরাব! আর আমি দেশে যাইব না, এখান হইতেই আমাকে বিদায় দাও।”

দ—মহাশয় চলুন। আর কিছুদিন সংসারাশ্রমে থাকা যাউক পরে উভয়ে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।”

তা—“না বাবা আমি আর সংসারে প্রবেশ করিব না এখন তোমার সেই উইল খানা গ্রহণ করিয়া আমাকে বিদায় দাও।”

দরাব উইল লইতে কিছুতেই স্বীকার না করায় তারিণী চরণ অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন “তুমি এখন উহা লও পরে না হয় কাসেমকে দিয়া দিবে।”

পীর—“বাবা দরাব! তারিণী যখন আর সংসারাশ্রমে থাকিতে চাহিতেছে না তখন তুমি উহা গ্রহণ কর পরে কাসেমকে দিলে হইবে।

অগত্যা পীর সাহেবের আদেশে দরাব উইল গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর তারিণী চরণ বলিলেন—“পীর সাহেব? আপনি আমাকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।”

পীর—“কেন বাবা! ইস্‌লাম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করবে? হিন্দুধর্ম্মে কি কিছু সার নাই?”

তা—কৈ আমি তো কিছু দেখি না?”

পী—"বাবা এ যাবত উপরে উঠিবার চেষ্টা করনি, কেবল নিম্নস্তরের প্রতিমা পূজা, দেবতা পূজা, অবতার পূজা, বহু ঈশ্বর পূজা ইত্যাদি দেখিয়াছ বা করিয়াছ তাই ওরূপ বলিতেছ। হিন্দু ধর্ম্মের উপরে যাইয়া দেখ ইস্লামের ন্যায় নিরাকার একেশ্বর বাদ ধর্ম্মের বিধি আছে, কিন্তু বাবা সে পথ বড় দুর্গম সহসা প্রবেশ করা কষ্টকর।"

তা—হিন্দুমতে নিরাকার একেশ্বর সাধনা বড় কঠিন আর বহু সময় সাপেক্ষ সেইজন্য উহাতে আমার ভক্তি আসেনা আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।"

পীর সাহেব তারিণী চরণের ইস্লাম ধর্ম্মে ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"বাবা! তবে অজু (অঙ্গ সংস্কার) কর।"

তা—"হুজুর! তাহা ত আমি জানিনা" তখন পীর সাহেব কাসেমকে বলিলেন "বাবা পানি লইয়া আসিয়া তারিণীকে অজু শিক্ষা দাও।"

তদনন্তর তারিণী অজু করিলে তিনি তাঁহাকে খোদাতাআলার মহানামে দীক্ষিত করিলেন, তারিণী দীক্ষার সময় পীরের কৃপায় নূরপতন দর্শন করিলে বিস্ময়ও ভক্তিরসে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল, তাই তিনি তাহার চরণে পতিত হইয়া ভক্তির স্বরে বলিলেন—জনাব! "আদেশ করুন এখন আমার যাহা করিতে হইবে।"

পীর—"বাবা পীর-পাহাড়ের গুহায় যাইয়া ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া দীক্ষা নাম জপ কর। পরে দুই চারি মাস গত হইলে পুনঃ আমার দেখা পাইবে।"

তারিণীচরণ বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে হেমলতা বলিল—"ভাই জামিলা সব আশা ভরসা ত শেষ হইয়া গেল এখন আমিও উঁহার সঙ্গে বনে গমন করি।"

জাঃ—"তা তো গেল বোন! তুমি এখন কোথাও যেতে পারবে না,

আমার সঙ্গে যেতে হবে, বোন্! বড় আশা ছিল তোমাকে তোমার স্বামীর হাতে দিয়ে জীবনের ঋণ শোধ করব। তা বিধাতা করতে দিলেন কৈ, অভিসম্পাত করি পিশাচ আমাদের মনে যেরূপ কষ্ট দিয়েছে, তার অধিক কষ্ট যেন পায়।"

হেঃ—"ভাই তাকে অভিসম্পাত করছিস কেন? তার দোষ কি, সব দোষ আমার অদৃষ্টের তা না হলে হিন্দুর ঘরে জন্মিব কেন? পোড়া হিন্দু জাতি কেবল পায়ে ঠেলিতে জানে, কোলে টানিয়া আনিবার শক্তি উহাদের নাই।"

জাঃ—"তা ঠিক দিদি! জগতে এমন জাতি তো দেখিনা ও জাত কি কি একেবারে বিশ্বাস করিতে জানে না।" আমরা এত সত্য সাক্ষ্য দিলাম, এত হলপ করিয়া বলিলাম, এত অনুনয় বিনয় করিলাম, কিছুতেই কি পাষাণের হৃদয়ে একটু দয়া হল না বা মনও একটু নরম হল না। তাই মনে বড় কষ্ট পাইয়াছ, কিছুদিন আমাদের ওখানে থাকতে হবে তোমার। দুই বোন্ এক সঙ্গে থাকলে, তোমার মনের কষ্ট অনেকটা লঘু হইবে।"

জামিলার অনেক সাধ্য সাধনায় হেম বাধ্য হইয়া সকলে একত্রে পুনঃ মথুরাপুরে গমন করিল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রমেশ বাবুর পরিণাম।

নব বধূর জ্বালায় রমেশবাবু একদিন রাত এগারটার সময় গৃহত্যাগ করিয়া শান্তির আশায় বহু পথ অতিক্রম করিয়া, জনশূন্য প্রান্তরে এক বটবৃক্ষ তলে বিশ্রাম করিতে বসিলেন। রাত্রি অন্ধকারময়, কোলের মানুষ চেনা ভার; রমেশবাবু সেই অন্ধকারময়ী রাত্রিতে একা সেই বৃক্ষতলে বসিয়া জীবনের সুখ দুঃখের চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। এমন সময় তথায় কয়েকজন অশ্বারোহী পুরুষ বিশ্রাম জন্য কি অন্য কোন কারণে অশ্ব হইতে নামিয়া সেই বৃক্ষতলে বসিল, ক্ষণ পরে তাহারা নানাবিধ কথা আরম্ভ করিল।

১ম—"মহাশয় তিন চারি মাস গত হইল, ভাল একটা স্বীকার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে।"

২য়—"কোন্‌টা?"

১ম—"যেটা 'রো'ঘো ডাকাতের নিকট হইতে দেড় হাজার টাকায় খরিদ করেছিলাম।"

৩য়—"কেন? এত কায়দার মধ্য হইতে কি করে পাখী হাত ছাড়া হল।"

১ম—"ভাই! সে কি বল্‌বার কথা, সে সুন্দরীটাকে যখন খরিদ করে আনি তখন সে ভয়ানক পীড়িতা, সেই জন্য তার পরিচর্য্যার ভার হেম নামক একটী দাসীর উপর দেই"।

২য়—"সে হতচ্ছাড়ি দাসীটা কে?"

১ম—"সে একটা বড় লোকের স্ত্রী, ঐ যে কুন্দপুরের রমেশ বাবুর

স্ত্রী, সে বেটী তত সুন্দরী নহে, আমার লোকেরা তাকে ভুলক্রমে ধ'রে আনে, আমি তাকে ছেড়ে না দিয়ে ঝির কার্য্যে নিযুক্ত করি, বেটী ভয়ানক চালাক। আমাকে মুখে খুবই ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, সেইজন্য আমি তাকে খুব বিশ্বাস করিতাম। তার কপটতা আমি মোটেই বুঝিতে পারি নাই ভাই! শেষে বেটা কল্লে কি,—আমাকে চক্রান্তে তীব্র মদে অজ্ঞান করে, এক খানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা আমার বক্ষে বিদ্ধ করে দিয়ে, সেই সুন্দরী সহ বেরুয়ে আসে, আমি সে যাত্রা অনেক ভুগিয়া রক্ষা পেয়েছিলাম; যদি সেই পাপীয়সীকে পুনঃ পাই, তবে তার সমুচিত শাস্তি দিব"। এইরূপ কথা বার্ত্তার পর অশ্বারোহীগণ চলিয়া গে'লে রমেশ বাবু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, এবং বুঝিতে পারিল তাহারা সাধনলালের দল, উহাতে দুরাত্মা সাধনলালও আছে। তখন রমেশ বাবু অস্ফুট স্বরে বলিলেন— "বৃদ্ধ সন্ন্যাসী; ফকির ও হেমের কথা না শুনে বড় অন্যায় করেছি যথার্থই আমার হেম সতী"।

নব বধুর জ্বালায় রমেশ বাবুর এখন চোখ ফুটিয়াছে, তাই এখন হেমের কথা শয়নে ভোজনে তাহার মনে পড়ে"।

এ জগতে অর্থ উপার্জ্জন করেন অনেকে, কিন্তু কয় জন তাহা সৎপথে ব্যয় করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন? এ দেশে দাম্পত্য প্রেম অতি সহজে মিলে কিন্তু সে প্রেমের মহত্ব কয় জন বুঝিয়া কাজ করে। রূপজ মোহে মুগ্ধ রমেশ বাবু এখন আর রূপ চান্ না, গুণ চান্। এখন তিনি গুণবতী হেমকে পাইলে সুখী হন, কিন্তু পোড়া সমাজের ভয়। হেমকে গ্রহণ করিলে তার এক ঘ'রে হইতে হইবে। এখন রমেশ বাবু করেন কি? সমাজ রক্ষা করেন, না হেমকে গ্রহণ করেন"? তার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, নানা চিন্তার পর স্থির হইল, হেম সতী হইলেও তাকে গ্রহণ করা যায় না"।

কয়েক মাস হইত রমেশ বাবুর একটী পুত্র সন্তান হয়েছিল, ৮ মাস পরে সন্তানটী তড়্কা রোগে মারা গিয়াছে, বিষয় আশয় লইয়া নানাবিধ কুট মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইয়াছে, স্ত্রী কটুভাষিনী। নানা কারণে নানা চিন্তায় তাঁহার স্বস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়ায় ক্রমে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আর এ যাত্রা রক্ষা নাই, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, প্রায় একবৎসর তিনি রোগের অশেষ যন্ত্রনা ভোগান্তে ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

কয়েক দিবস পরে যখন হেম স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিল তখন তার শেষ আশাটুকু শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। স্বামীর শোকে স্বাধ্বী রমণীর যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, হেমলতারও তাহাই হইল; সে উন্মাদিনী-বেশ, হাহুতাশ, শিরে করাঘাত ইত্যাদি দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভুত হয়। জামিলা ও প্রিয় সখীর সমদুঃখে নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল ও হেমকে নানাবিধ প্রবোধ দিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই হেমের শোকাবেগ থামিল না।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মাতৃ-বিয়োগ।

শ্রী গৃহিণী পূর্ব্ব হইতেই নানা রোগে ভুগিতেছিলেন; হঠাৎ হেমলতার স্বামী বিয়োগ সংবাদে বৃদ্ধার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে হেমলতার দয়ায় তাহার হৃদয়ের একমাত্র হারাধন পাইয়াছে, তার বিপদে তার দুঃখে বৃদ্ধা একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। কয়েক দিন পরে একদা সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধা জামিলাকে ডাকিয়া বলিলেন "মা! হেমকে একবার এদিকে ডাক আমার বড় অসুখ হইয়াছে"। হেম পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে ছিল, বৃদ্ধার ডাক শুনিয়া বলিল—ও জামিলা মা ডাক্‌ছেন কেন"

"এদিকে একবার এস না দিদি! মার বড় অসুখ হইয়াছে নাকি, তাই ডাক্‌ছেন"।

হেমলতা আসিয়া বৃদ্ধার গায়ে হাত দিয়াই বিস্ময়ে বলিল "একি বোন্! এযে ভয়ানক জ্বর"।

ভয়ানক জ্বরের কথা শুনিয়া জামিলার মনে বড় ভয় হইল, তাই মাতার গায়ে হাত দিয়া ডাকিয়া বলিল—"মা! হেম এসেছে" হেমের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা একবার চাহিয়া পড়িয়া পরক্ষণেই পুনঃ চক্ষু মুদিত করিলেন এবং বেদনা ভরা কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"মা হেম! তোমার ঋণ বুঝি প্রতিশোধ করিতে পারিলাম না, তাই বড় দুঃখ রহিল"। বৃদ্ধা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে কত কি বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিলেন মাতার এতাদৃশ ভাব দেখিয়া জামিলা বুঝিল তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, বুঝি এযাত্রা আর রক্ষা নাই, তখন জামিলা ও হেম উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল,

কান্না শুনিয়া বৃদ্ধা অতি ধীর ও স্থির ভাবে বলিলেন "মা তোমরা দুই বোনে স্থির হইয়া বস, একবার জন্মের শোধ দেখিয়া লই, মা জামিলা! আর বল্‌ব কি; একটা কথা বলি মনে রেখ, হেমের ঋণ তো আমি এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিলাম না। মা! তুমি প্রাণপণ চেষ্টায় ওর ঋণ পরিশোধ করিও, যদি ইহাতে তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থও ত্যাগ করিতে হয় তাহাও করিও যেন ভুলিও না মা! এই আমার অন্তিম উপদেশ বা শেষ প্রার্থনা মা! তোমার বাপজানকে ও কাসেমকে ও জামিলাকে (২) ডাক আর আমার সময় নাই। মাতার মুখে সময় নাই, কথা শুনিয়া জামিলার শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে সকলকে ডাকিল, সকলে আসিলে বৃদ্ধা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "সব অপরাধ ক্ষমা করিবেন, মরিতে আমার কোন কষ্ট হইতেছে না বিদায় দিন—আর ঐ হতভাগিনী দুইটার একটা উপায় করিয়া দিবেন।" পরে কাসেমের হাত ধরিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—"বাবা আর কি বলিব, আমার সব সাধ আল্লাহ মিটাইয়াছেন, কেবল হেমের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলাম না ইহাই দুঃখ রহিল পার যদি বাবা তবে—এই পর্য্যন্ত বলিয়া জামিলার হস্ত কাসেমের হস্তে দিয়া পরে চক্ষু মুদিত করিয়া একটু ক্ষীণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, জামিলা, বলিয়া স্থির হইলেন। বিধাতার ইচ্ছায় খাঁ-গৃহিনী সকল আশা মিটাইয়া সকলের স্নেহ-পাশ ছিন্ন করিয়া কোন্ আজানা দেশে চলিয়া গেল।

গৃহিনীর হঠাৎ মৃত্যুতে কয়েক দিন খাঁ সাহেবের বাড়ী শোকের ঝড় প্রবল বেগে প্রবাহিত হইল, সকলই কয়েক দিন হাহুতাশ "মাতম জারি" করিয়া একটু থামিল কিন্তু জামিলার কান্না কিছুতেই থামিল না, জামিলার শোক অবর্ণনীয়, আগ্নেয়গিরি যেমন অন্তরস্থিত তীব্র অগ্নির জ্বালায় জ্বলিতে থাকে, জামিলাও মাতৃ শোকে তেমনই জ্বলিতেছিল,

হেমলতার নানা প্রবোধে জামিলার শোকাবেগ কিছু কম হইলে। নবাব গৃহিনীর রুহের কল্যাণের জন্য, "কোরাণ পাঠ, মৌলুদের সভা আহ্বান ইত্যাদি হিতানুষ্ঠান সমাধান্তে দীন দরিদ্র দিগকে অকাতরে অন্ন, বস্ত্র, ধন দান করিলেন। এবং তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য গৃহিনীর নামে একটা অবৈতনিক জুনিয়ার মাদ্রাসা খুলিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কিছু সম্পত্তি ওয়াকৃফ করিলেন। গৃহিনীর নামে মাদ্রাসার নাম রাখা হইল "সালেমিয়া মাদ্রাসা"।

চত্ত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মহা স্বার্থহীনতার অভিনয়।

জামিলার সংসর্গে হেমের কয়েক মাস দুঃখে সুখে কাটিয়া গেল। কালের গতিতে হেমের শোক কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে। জামিলা স্বামী সহবাসে সুখে আছে বটে, কিন্তু হেমের দুঃখে সময় সময় তার অন্তরে কি একটা ভাব ধারণ করে। সব সময় তার মনে হয়, মাতার সেই অন্তিম উপদেশ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্বার্থ ত্যাগ করিয়াও হেমের ঋণ পরিশোধ। আমার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্বার্থ কি? জামিলা সর্ব্বদা চিন্তায় ব্যাকুল। বহু চিন্তার পর জামিলা স্থির করিল "তাহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্বার্থ কি?" তাহাতে জামিলা পশ্চাৎ পদ নহে, আপন স্বামীকে স্বয়ং পর হাতে তুলিয়া দেওয়া? ইহা ত দূরের কথা, হেম যদি বলে, ভাই তোমাকে বিনা দোষে বর্জ্জন করিয়া আমাকে গ্রহণ করিলে আমি সুখী হই, তাহাতেও জামিলা আপত্তিশূন্য; কিন্তু হেম যে হিন্দুর ঘরের বিধবা সে তাহা স্বীকার করিবে কি? বিশেষতঃ হেম আমাকে যেরূপ ভালবাসে ও তার হৃদয় যে উচ্চ উপাদানে গঠিত তা এ কথা পাড়িলে সে যে কাঁদিয়াই ব্যাকুল হইবে। এমতাবস্থায় তার মাতার অন্তিম উপদেশ কি করিয়া সম্পন্ন করিবে বালিকার রাত দিন কেবল সেই চিন্তা, নিজে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া মনে ভাবিল দেখি তিনি বা কি করেন। তাঁহার না হয় হাত পা ধরিয়া সম্মত করিব। হেমকে বাধ্য করিবার উপায় কি? আচ্ছা আগে মূলই ঠিক হউক পরে যাহা হয় করা যাবে! মনে মনে স্থির করিল, আজ হইতে ভূমিকা আরম্ভ করিব। জামিলা এইরূপ

চিন্তা করিতে করিতে চোখ বুজিয়া শয়ন করিয়া আছে; এমন সময় কাসেম আসিয়া ডাকিল "ও জামিলা এ অসময় শুইয়া কেন?"

জা—"মনটা তত ভাল নয়, তাই শরীরটা যেন কেমন কেমন করিতেছিল।"

কা—"কেন হ'য়েছে কি তোমার, সব সময় বল কিছু ভাল লাগে না কারণ কি বল দেখি?"

জা—"কারণ আর কি, বোধ হয় হেমলতার জন্যই ওরূপ হয়।"

কা—"হেমলতার আর কি করব?"

জা—"এর মধ্যেই কি তার সব ঋণ শোধ ক'রে ফেলেছ?"

কা—"তা ব'লে তো হয় আর কি কর্‌তে হবে।"

জা—"আর কি কর্‌তে হবে, তা কি আর বলে দিতে হবে? কেন তুমি নাকি বড় পণ্ডিত।"

কা—"পণ্ডিত্যে কি হবে হেমের, যদি কেবল শ্লোক পড়্‌লে তার উপকার হয় তবে কাল হতে পড়্‌ব।"

জা—"শ্লোক পড়ে পারেন আর অমনি পারেন, ওর একটা কূল কিনারা না করে দিলে যে খোদার কাছে দায়ী হতে হবে?"

কা—"ও যেরূপ গুণবতী তাহাতে ওর কূল কিনারা হতে কি আর এতদিন বাকী থাক্‌ত? তা, ও যে হিন্দুর বিধবা ও কি আর পুনঃ পতি-গ্রহণে সম্মত হবে?

জা—"ও যদি সম্মত হয় তবে তুমি কি ওকে বিয়ে কর্‌তে?"

কা—"তুমি যদি ওর ঋণ পরিশোধের জন্য অনুরোধ কর্‌তে তবে অগত্যা কর্‌তেই হত।"

জা—"দেখা যাবে কেমন সত্যবাদী; যাক ও সব কথা; সত্যি দিদির বয়স ত আর এমন বেশী নহে, এখনও বালিকা ওকে সম্মত করে

বিয়ে দিতে পারলে, ছেলে পুলে হলে ওর সব মনের জ্বালা মিটে যেত কিন্তু।"

কা—"বল্লে ক'লে হেম সম্মত হবে এরূপ আশা কর তুমি?"

জা—"আমরা বল্লে ক'লে কি হবে? সেরূপ মেয়ে নাকি? তবে মোরসেদ ছাহেব যদি কোন কৌশলে কি যোগ বলে বা ধর্ম্ম উপদেশে সম্মত করাইতে পারেন।

কা—"বেশ যুক্তি। তবে তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া যাউক।"

জা—"তাই দিন; যেন ৫।৭ দিনের মধ্যে তিনি আসেন।"

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ইস্‌লাম গ্রহণ।

আট নয়দিন পর খোদা বক্‌শ সাহেব আসিয়া নানা ধর্ম্ম উপদেশের পর হেমলতাকে জিজ্ঞাসা করলেন "মা—হেম! শুনিলাম তোমার সব আশা ভরসা শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। মা! জন্ম মৃত্যু বিধাতার স্থির লিপি, উহা খণ্ডন করা মানবের সাধ্যাতীত। মা! এজগৎ কর্ম্মময়, কর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে হইবে। সংসারে চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মের মধ্যে "শরিয়ত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, এ ধর্ম্মে সাফল্য লাভ করিতে না পারিলে কোন ধর্ম্মই সাধন হইবে না। মা! লজ্জা করিও না আমার কথার যথাযথ উত্তর দিও, এখন তুমি কি করিতে চাহ, আমি বলি তুমি শাস্ত্রমতে পুনঃ পতি গ্রহণ করিয়া সংসার ধর্ম্মে মনোনিবেশ কর। যদিও হিন্দু শাস্ত্রমতে পুনঃ পতি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে, তাহা হিন্দু সমাজে প্রচলিত না থাকায়; কোন হিন্দু তোমাকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে না, মা! যদি হিন্দু মতে তোমাকে পুনঃ পরিণয়-সূত্রে গ্রথিত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি তাহা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিতাম। তাহা যখন হইবে না তখন অগত্যা তোমাকে খৃষ্টান, বৌদ্ধ বৈষ্ণব কিম্বা ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বলি, আশা করি তোমার ন্যায় গুণবতী সতীর ইহাতে, কোনমতে অমত হইবে না।"

হেম—"জনাব! আমি যে কি করিব অদ্যাপি তার কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই"—"মনে করিতেছিলাম আর পাপময় সংসারে থাকিব না, মানব শাসনের বহির্ভুত কোন জগতে চলিয়া যাইব; কেবল জামিলার স্নেহের বন্ধন সে পথের কণ্টক হইয়াছে।"

পীর—"মা! সে কথা মন্দ নহে, তবে সে মার্গে যাইতে হইলে, অগ্রে সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে হয় তাহা ভিন্ন সে পথে কিছুতেই প্রবেশ করা যাইবেক না; যদি ইচ্ছা থাকে মা, তবে সময় হইলে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব।"

হেম—"জনাব! যদি সে পথে এখনও সময় না হইয়া থাকে, তবে এখন কি করিব তাহাই বলুন, দেখিবেন যেন পরিণামে না ঠকি।"

পী—"ঠকিবে কেন, আমার ইহাতে কি কোন স্বার্থ আছে?"

হেম—"স্বার্থের কথা বলিতেছি না, আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেছি, ও হিন্দুর ঘরের বিধবা।"

পীর—"এখন আমি সে কথা বলিতেছি না, ধর্ম্মান্তরের কথাই বলিতেছি।"

হেম—"যদি আমাকে নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হয়, তবে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করা আমি শ্রেয় মনে করিতেছি, কারণ অন্য ধর্ম্মের আচার ব্যবহার আমি অবগত নহি। ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিষয় আমি যৎদূর জানিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, ইস্‌লাম ধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্ম জগতে নাই। জামিলা উদ্ধার ব্যাপার হইতে এযাবৎ কাল পর্য্যন্ত দেখিতেছি, এরূপ নিয়ম নিষ্ঠা এমন সাধন ভজনের সুন্দর ব্যবস্থা; এমন সরল বিশ্বাস, এমন নির্ম্মল, উদার, মহান, স্বার্থবিহীনভাব, এমন পরসেবা ব্রত পালন, এমন সত্যবাদিতা এমন নিরহঙ্কার কোন ধর্ম্মতেই নাই।"

পীর—"মা! যদি তোমার ইস্‌লাম ধর্ম্মে ভক্তি বা বিশ্বাস আসিয়া থাকে তবে তাহাই গ্রহণ কর।"

তদনন্তর হেম ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পীর সাহেবকে বলিল—"পিতঃ? যদি আমাকে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহা জামিলার মতেই করিব, কারণ জামিলাকে আমি যত ভালবাসি বা যত বিশ্বাস

করি আর কাহাকেও তত বিশ্বাস করি না, জামিলার উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে।"

হেমলতার এবম্বিধ কথা শুনিয়া জামিলা অন্তরে শিহরিয়া উঠিল এবং মনে মনে বলিল—"উঃ! কি দৃঢ় বিশ্বাস। বোন্! আমি যাহা করিব তাহা মনে মনেই জানি। দেখিও তোমার চেয়ে আমার হৃদয়ের বল কত বেশী; জগৎ দেখিবে মুসলমান রমণী স্বার্থ ত্যাগ করতে জানে কি না।"

হেম মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহার ঐস্‌লামিক নাম রাখা হইল "হামিদা খাতুন" এখন হইতে আমরা হেমলতাকে হামিদা বলিয়া সম্বোধন করিব।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

"অদ্ভুত দ্বন্দ্ব।"

হেমলতা ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে কাসেম জামিলাকে বলিল—"ও জামিলা দেখ্‌লে পীর সাহেবের মহত্ত্ব, আশা করিনি হেম মুসলমান হইয়া পুনঃ পত্যান্তর গ্রহণে সম্মত হইবে। তাঁহার প্রার্থনায় দয়াময় শীঘ্র যে হেমের মন পরিবর্ত্তন করিয়া সুপথে লইয়া গিয়াছেন ইহা মঙ্গলের বিষয়।"

জা—"মঙ্গলের বিষয় ত এখন উপায় কি? হেম যে কথা বলিয়াছে, তাই ভেবেই আমি আকুল।"

কা—"এমন কি বলেছে যে তাহাতে তোমার ভাবনার কুল নাই?"

জা—"বল্‌বে আর কি; তার সুখ দুঃখ নাকি আমার উপর নির্ভর করিতেছে; বোধ হয় আমি তাকে যেখানে বি'য়ে দিব, সে তাহাতে কোন আপত্তি করিবে না; কি বিস্ময়ের কথা, আমি এমন বর কোথায় পাইব যাহাতে হেম সর্ব্ব বিষয়ে সুখে থাকিবে।"

কা—"তাইত সে যে বড় কথা! এখন উপায়?"

জামিলা একটু হাসিয়া, "উপায় আমি স্থির করেছি; মাতার অন্তিম উপদেশ আমি পালন কর্‌বই কর্‌ব, তাহাতে আমার ভাগ্যে যাহা হইবার তাহা হইবে। এখন দয়াময় যদি এ দীন-হীনার আশা পূর্ণ করেন।"

কা—"বলি তোমার মাতার অন্তিম উপদেশটা কি? শুন্‌তে পাই না?"

জা—"আপনি শুন্‌তে পাইবেন না ত আর কে শুন্‌তে পাবে, কেবল শুনাশুনিতে কাজ চল্‌বে না তা কিন্তু বল্‌ছি।"

কা—"বড় আটাআটি যে দেখ্‌তে পাই; না মরে ভূত হও যে দেখি; বলি আদেশটা কি ?"

জা—"আদেশ এমন বড় কিছু নহে। তিনি বলিয়া গিয়াছেন। মা! তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থ ত্যাগ করিয়াও হেমের ঋণ পরিশোধ করিবে; বলুন আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থ কি ?"

কা—"তোমার আশা যে খুব। জগতে কোন রমণী কি এ স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিয়াছে ?"

জা—"জগতে কেউ পারে নি বলে, একেবারে যে কেহ পারবে না তার কারণ কি ? মানবের অসাধ্য কি কিছু আছে ?"

কা—প্রথমে ওরূপ অনেকে বলে, কিন্তু সময়ে সব ভুলাইয়া ফেলে, শেষে ভাগের দই জরগায় খাবার ন্যায় হয়।"

জামিলা একটু তাচ্ছিল্যের স্বরে—"তা আর খাওয়া বলে না! দেখবেন কোন অসুবিধা হইবে না আপনার।"

কাসেম একটু বিদ্রূপ স্বরে—"আমার ত সুবিধা হবেই; তোমার বোধ হয়, বড় সুবিধা হইবে না, কেমন ?"

জা—আমার সুবিধা হউক আর না হউক, যে আমার জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া, আমাকে তোমার সহিত মিলন করিয়া দিয়াছে, তার অসুবিধা আমি কোন মতেই সহিতে পারিব না; এখন আপনি কি বলেন।"

কা—"বল্‌ব আর কি, কি কর্‌তে হবে তাই ব'ল্লেত হয়।"

জামিলা একটু অভিমান ভরে বলিল—"বল্‌ব আর মাথামুণ্ডু, হামিদাকে বি'য়ে করুন; আপনাকে ভিন্ন আমি আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে.

পারি না। হামিদা বলিয়াছে, আমি যাকে বিশ্বাস করিব, তার হাতে সে আত্মসমর্পণ করিবে।"

কাসেম একটু হাসিয়া—"তোমার ভাব দেখে একটা কাণ্ডের কথা মনে পড়েছে—"শুন্‌বে একদা পাড়াগাঁয়ে কোন বাড়ী শাশুড়ী বউ ঝগড়া বাঁধাইয়া ক্রোধবশতঃ বউ শাশুড়ীকে গালি দিতেছে "তোর পুতির মাথা খাই," ইহা শুনিয়া শাশুড়ী রাগে জ্ঞানহারা হইয়া জিতিবার জন্য বউকে বলিল—"তোর ভাতারের মাথা খাই", শাশুড়ীর তখন জ্ঞান ছিল না বউর স্বামী যে উহার পুত্র, সে যাউক সেই ঝগড়ার সময় বাটীর কর্ত্তাটী আসিয়া শাশুড়ী বউয়ের ঐরূপ কথা শুনিয়া কর্ত্তাটী হাসিয়া বলিল—"আমার বুঝি কোন দিক হইতে রক্ষা নাই।" এক্ষেত্রে আমারও তাহাই হইয়াছে। তুমিও যে তাদের ন্যায় জ্ঞানহারা হ'লে দেখ্‌ছি।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার সেই দাদিমা।

হেম ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এখন জামিলার সহিত একেবারে এক হইয়া গিয়াছে, এখন একত্রে শয়ন, একত্রে ভোজন; একত্রে উপবেশন। দুয়ে অভিন্ন—যেন এক বৃন্তে দুইটী কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে।

একদা দুইজনে একত্র বসিয়া নানা হাসির গল্প আরম্ভ করিয়াছে। এমন সময় সেই দাদি মা আসিয়া বিদ্রুপ স্বরে বলিল—"জামিলা! আবার কি শুন্‌তে পাই লো? বেশ মানাইয়াছে যে, যেন দুই সতিনের মেলা"।

জামিলা একটু হাসিয়া বলিল—"এতদিন একা তোকে জব্দ কর্‌তে পারিনি এবার দু'জনে তোকে ভাল করে জব্দ কর্‌ব বলে"—

দাদি—"ওরে নে, বয়স ভ'র কত জন আমায় দেখ্‌ছে ঐ যে কথায় বলে—"কত শত হাতি উট এসে গেল তল"।

কাণা ঘোড়া উঠে বলে হেথা কত জল॥

জা—"দাদি মা! তোর টনুক নড়ে না, কি"?

দা—"কেন আমি শুনিনি বুঝি—হেম যে মোছলমান হয়েছে"।

জা—"মোছলমান হয়েছে তাই কি"?

দা—"ওমা! মোছলমান হয়েছে কি জন্যি তা আর আমি বুঝিনি"? তা হোক বেশ হয়েছে, পোড়া হিন্দু জাতির কি বিশ্বাস আছে? অমন সোণার চাঁদকে ছেড়ে দিলে কি ব'লে? ওদের কি কাণ্ডজ্ঞান আছে, ওরা কি সতীর মান বোঝে? দূর হয়ে যাবে ওরা সতীর অভিসম্পাতে"।

জা—"তা সে গেছে দূর হয়ে, আর কতদিন; পাপের ত একটা পরিণাম আছে"?

দা—"তা যাক ভাল হয়েছে এখন বাবাকে বল্‌ব ওর একটা ঘর ক'রে দিতে"।

জা—"ও নাকি আর কারো সাথে বে কর্‌বে না। আমাদের ওঁর সাথে যদি হয় তবে করবে তারও মত হয়েছে, কেমন ভাল হবে না দাদি মা"? হামিদা জামিলার গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল—"পাগলি কি বল্‌তে কি বলে তার ঠিক নেই"।

দা—"বেশ ত, কাসেম ভাল ছেলে, তা হউক আমাদের শাস্ত্রে আছে, সমান চোখে দেখ্‌তে পার্‌লে ৩।৪টা বিবাহ করা যায়, ও ত দুটো ওতে দোষ কি ?" আর তুই একা সমস্ত কাজ কর্ম্ম কর্‌তে পারিস না। দুজন হলে তোর ভাল, কিন্তু ভাগের বেলা—"

জা—"দাদি! আমি ভাগের বেলা কোন গণ্ডগোল কর্‌ব না বল্‌ছি।"

দা—"ওরূপ অনেকে বলে—তা তুই বোধ হয় পার্‌বি। এমত স্থলে পুরুষের দোষেই বেশী গণ্ডগোল হয়,—তা কাসেম সে রকম ছেলে নহে, আমি বল্‌ছি তোরা যদি বনিবনাও করে চলিস তবে বরের দোষে কোন অঘটন ঘট্‌বে না।"

জা—"কেন তুই কি অন্তর্যামী? সে কি করে আগে তুই তাহা কি করে জান্‌লি ?"

দা—"ওরে আমি মানুষ চিনি। আমার বয়স গেল ওসব দেখতে দেখ্‌তে।"

জা—দাদি! আমি হামিদাকে তাই বল্‌ছি তা হামিদা মোটেই স্বীকার করে না।"

দা—"কেন লো হামি স্বীকার কর্‌ছিস না? ওরূপ ভাতার হ'লে এখনও আমি ছানি খোদ্‌বা পড়ি।"

বুড়ীর কথা শুনিয়া এতক্ষণ পরে হামিদা হাসিয়া বলিল—"তা দাদিমা তুই যদি রাজি হস্ তবে আমিও হব।"

যো পাইয়া জামিলা বলিল—"তবে বোন তিন করার দে 'রাজি আছি'।" নানা কথার পর দাদিমা অন্য দিকে চলিয়া গেল হামিদা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, পরে জামিলাকে বলিল—"ও কি বল্‌ছিলি ভাই! কার সঙ্গে বের জন্য তিন করার চাচ্ছিলি, সব সময় তোর পাগ্‌লামী। আর বের কাজ নেই।"

জামিলা মনের ভাব গোপন রাখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"ও কিছু নহে, একটু রহস্য করছিলাম, তাকে বলেছি একটা ভাল পাস করা বর দেখ্‌তে।"

হা—আর ভাই পাস করা বরের দরকার নেই। এখন আমাকে নমাজ শিক্ষা দে।

জা—আরবি না জান্‌লে নমাজ পড়া ভাল হয় না, তুই যেরূপ বাঙ্গালা জানিস তা শীঘ্র আরবি শিখ্‌তে পারবি।

হা—তবে আজ হতে তুই ভাই আমাকে পড়ানা।"

জা—"আমি ত ভাই আরবি ভাল জানি না। আমাদের উনি বেশ ভাল পড়াতে পারেন। আজ থেকে তাঁকে পড়াতে বলে দেবোকোন।"

হা—"আমি ভাই উহার নিকট পড়্‌তে পারব না, বড় লজ্জা করে।"

জা—"এতদিন লজ্জা করেনি, এখন লজ্জা করে কেন বলদিকিন।"

হামি—"কি জানি ভাই এখন দেখলেই যেন আপনা আপনিই কি একটা ভাব হয় ছাই।"

জামিলা একটু হাসিয়া বলিল—"ওরে কোন ভয় নাই তোকে, একেবারে খেয়ে ফেল্‌বে না।

হা—"তাই বল্‌ছি কি খে'য়ে ফেল্‌বে?"

দুইজনে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় কাসেম আসিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"ব্যাপারখানা কি? আজ যে সমস্ত দিনটা একেবারে দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত নাই?"

জা—ব্যাপার আর কি এই যে বুবুজানকে পড়াচ্ছিলাম ও তাহাতে কিছুতেই রাজি হতে চাহে না।"

কা—"কিসে রাজি হচ্ছে না হামি?"

জা—"ঐ যে বিয়েতে।"

বিবাহের কথা শুনিয়া হামিদা লজ্জাবনত মুখে ঘোমটা একটু টানিয়া দিয়া জামিলার মুখ টিপিয়া ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"মোটেই কি লজ্জা সরম নেই তোর?"

কা—"কার সঙ্গে বিয়েতে রাজি হচ্ছে না হামি?"

জা—"ঐ যে সে দিন যে বরের কথা বল্‌ছিলেন আপনি।"

কা—"কেন সে বর ত ভাল বি, এ, পাস আমার বন্ধু, অক্ষুণ্ণ পাত্র, তাকে বলে ক'য়ে, কত উপদেশ দিয়ে মত করাইয়াছি।"

জা—"ও সব হবে না আর আমারও মত হয় না।"

কা—"তা তোমার মত কি শুন্‌তে পাই না?"

জা—"রোজ বলতে হবে? বল্‌ছি ত ঘরের মেয়ে ঘরে থাক; কোথায় কোন হাড়হাভাতের হাতে দিয়ে শেষে আমি জলে পুড়ে মর্‌ব? তা কিন্তু হবেনা বলছি।"

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত গুরুগিরী।

জামিলার এ অসঙ্গত বিবাহ-প্রস্তাবে কাসেম মোটেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছিল না। রহস্য বোধে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া জামিলাকে বলিল—"এ বিয়ের ঘটক কে, কন্যা কর্ত্তাই বা কে"? স্বামীর রহস্য-বিজড়িত কথার ভাব বুঝিয়াও জামিলা সরল উচ্ছ্বসিত হাস্যে দৃঢ়তার সহিত গ্রীবা ভঙ্গি করিয়া বলিল "ঘটক ও আমি, কর্ত্তাও আমি"।

কাসেম পুনঃ রহস্য ব্যঞ্জক স্বরে বলিল—"বেশ ঘটক যে! এমন না হইলে কি হয়? তা এবার আর অম্‌নি হবে না; বর পণ দিতে হবে; ক'নের গহনা দিতে হবে। তা পার্‌বে তো"?

স্বামীর রহস্যালাপে এবার জামিলার একটু রাগ হইল। তাই অভিমান ভরে বলিল—"টাকা গহনা তো দূরের কথা, মাতৃ আদেশ ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রাণ দিতে কিম্বা সব স্বার্থ ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইব না জানিবেন"।

কা—নেও তা হবে রে পাগ্‌লি, এখন কি কর্‌তে হবে তাই বল না"? জামিলা একটু জয়ের হাসি হাসিয়া "আপাততঃ এখন গুরুগিরী করুন। দিদি নমাজ শিক্ষার জন্য আর্‌বি পড়বে"।

কাসেম জামিলার পাগ্‌লামি ভাবের কিছু বুঝিতে না পারিয়া হাসিয়া বলিল—"এই জন্যই এত ভূমিকার ছড়াছড়ি, তা হামিকে পড়ালে সব মিটে যাবে তো"?

জা—"বোধ হয় কেবল পড়ালে মিট্‌বে না "তা এই কেতাব নিন্ "ছবক দিন" ও বুবুজান পড়া নেও না"।

হামিদা কি ভাবিয়া মুখ নত করিয়া বলিল—"এখন থাক কাল নেওয়া যাবে"।

জা—"আবার কাল কেন? শুভ কার্য্য শীঘ্রগতি"।

হামিদা পড়্‌বে কি? জামিলার ভাব ভঙ্গিতে তার পড়াশুনা ঘুচে গেছে। তার চ'খে মুখে শুধু বিস্ময়ের ভাব বিজড়িত, প্রাণে শুধু শত শত কল্পনার লহরী ক্রীড়া করিতেছিল, তাই সে কেবল কেতাব খুলিয়া জ্ঞানহারাবস্থায় স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। কাসেম পড়া বলিয়া দিতেছে, হামিদা তাহা যেন শুনিতে পাইতেছে না। হামিদার ভাব দেখিয়া কাসেম বলিল—"এখন পড় হামি আমি আসি। কাসেম চলিয়া গেলেও হামিদা সেই অবস্থায় বসিয়া আছে। জামিলা বুঝিল ঔষধ ধরিয়াছে, তাই পরীক্ষার জন্য পিছন দিক হইতে আসিয়া হাসিয়া বলিল—"দেখি বুবুজান তোর পড়াটা কেমন হয়েছে, আমি ধরি তুই পড় দিকিন"?

হামিদা হাসিয়া বলিল—"কি জানি ছাই মোটেই পড়া মনে হইতেছে না"।

জা—পড়া মনে হবে কি, চিন্তা কর্‌বি না পড়া মনে কর্‌বি। কেন তোর অত চিন্তা বল দেখি ভাই"?

হা—"না চিন্তা আর কি, তোর পাগ্‌লামি দেখে যাহা কিছু চিন্তা"!

জা—"সত্যি বল্‌ছি বোন! ও পাগ্‌লামি নয় যথার্থ। তোর সুখের জন্য আমি সব দান করতে পারি, তা তুই স্বীকার হবিনে ব'লে অর্দ্ধেক দান কর্‌ব বলে সঙ্কল্প করেছি। আমার সে দান ল'য়ে ঋণ পরিশোধ করে নিবি কি, না তাই বল্‌"?

হা—"সব সময় তুই ঋণ ঋণ করে জ্বালাতন করিস্‌; বলি তোর কাছে আমি ঋণী না আমার কাছে তুই ঋণী"?

জা—"সে কথা সত্য আমার কাছে তুই ঋণী এ যে, 'উল্টা বুঝ্লি রামএর' স্থায় হল"।

হা—"আমার কাছে তুই কিসে ঋণী? যাহা মানুষের কর্ত্তব্য আমি তাহাই করেছি। তার অধিক কি করেছি বল দেখি? যাহা করেছি তার চতুর্গুণ পেয়েছি, সত্যই বল্‌ছি তার অধিক আর চাহি না। আমি আর কুঁদী নহি যে তুই যা বল্‌ছিস তাহা বুঝিনে। ভেবে দেখ বোন্! একটা দ্রব্য যদি ভাগ করা যায় তবে তার আর মূলত্ব থাকে কি"?

জা—"সে কথা সত্য, কিন্তু আমরা দুইয়ে যদি এক হই, তবে আর ভাগ হইবে কেন? যেমন তেমনই থাকিবে"।

হা—"সেকি সোজা কথা, আল্লাহ দুইটা দ্রব্য এক প্রকার করিয়া সৃজন করেন নাই, এমনকি একটা বৃক্ষের শত সহস্র পাতার মধ্যে দুইটী পাতারও মিল নাই, তোর রূপ আছে, গুণ আছে, স্বার্থত্যাগ আছে আমার তার কি আছে"?

জা—"তোর ভক্তি আছে, প্রেম আছে, ধৈর্য্য আছে, তোর নেই কি সব আছে। যার আছে সে ঐরূপই বলে। যাক আর কথা কাটাকাটির কাজ নেই এখন তুই আমার প্রস্তাবে সম্মত কি, না"?

হা—"দেখি বুঝে পড়ে এক হতে পার্‌ব কি, না"।

জা—"আমি অত বোঝা পড়া বুঝিনে আর পাঁচ সাত দিন ছাড়া সময় পাবিনে তা কিন্তু বলে রাখ্‌ছি"।

হা—"এত আব্‌দার কেন বল দেখি তোর? আমি একা রাজি হলে কি হবে? একবার যে পুরীশুদ্ধ বড় কোমর বেঁধে গেছিলি! দেখিস্ সেইরূপ হয় না যেন"?

জা—"সে পাষণ্ড আর এ দেবতা"।

হা—"দেবতা হলে কি হয়, স্থায়'অন্যায় আছে তো"।

জা—"কেন আমি কি অন্যায় করছি বা বল্‌ছি ? আমার জিনিষ আমি ভাগ করে অন্য জনকে দিব ; তাহাতে তার কি ক্ষতি হচ্ছে" ।

হা—"নেও আর ভাগা ভাগিতে কাজ নেই, আমি যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থায় থাক্‌তে দাও বোন্‌ ! আর এর বেশী কিছু চাহিনে, যে কদিন বেঁচে থাকি ভাই ভগ্নীর মত থাকতে পারিলেই কৃতার্থ হই" ।

জা—"ভাই ! স্নেহ ও ভালবাসা একই জিনিষ, তবু উহার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। স্নেহে ছোট বড় আছে, প্রেমে তাহা নাই। দুইটী দ্রব্য এক হওয়ার নামই প্রেম। আমি আর তুমি ছোট বড় হইতে চাহি না, এক হইতে চাহি এই অধিকারটুকু আমার দিতে হইবেই হইবে, কোন কথা বা কোন ওজর আপত্তি শুনব না, যদি কর তবে আমাকে আর পাইবে না, ইহা মনে রেখে কার্য্য কর বোন্‌ আর কি বল্‌ব" !

হা—"মানব হইয়া বাসনা কামনা লইয়া এত স্বার্থহীনতার অভিনয় দেখাইতে যাইওনা বোন্‌ ! শেষে কিন্তু ঠক্‌বে" ।

জা—"তোমার কাছেতে ঠক্‌ব। তোমার কাছে আমার ঠকা জেতা উভয়ই সমান, আর কেহ না ঠক্‌লে আমি পারব।"

তাপদগ্ধ লতিকা বর্ষাবারি সিঞ্চনে যেমন সজীব হইয়া উঠে, জামিলার এই সরলতাপূর্ণ আবদারের কথাগুলি শুনিয়া ও তাহার অকৃত্রিম ভালবাসায় হামিদার দগ্ধ জীবন তেমনই সজীব হইয়া উঠিল। তখন তার অন্তরে অজস্র কল্পনা ক্রীড়া করিতেছিল, ভাবিতেছিল জামিলার অযথা স্বার্থত্যাগের অভিনয়। জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল তার হৃদয়ের সুপ্ত শুভকামনা রাশি। যত ভরিয়া গিয়াছিল আর নব বাসনার পুলক সঙ্গীতে তার বসন্ত পুষ্প-পূর্ণ জীবনোদ্যান। শীতল স্নিগ্ধ নির্ঝর ধারার মত অপ্রতিহত গতিতে ছুটিতে ছিল তার সুপ্ত প্রেম রাশি।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পুনর্ভূ

কয়েক দিন পরে একদা কাসেম মধ্যাহ্নে আহারান্তে শয়ন করিয়া হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনীর আয়েসা বিবির পরিণয় কাহিনী পড়িতেছিল; জামিলা পদসেবা করিতেছিল এবং তন্ময় চিত্তে বিবাহ কাহিনী শুনিয়া পরে বলিল—"বলি পয়গম্বর সাহেবের বিবাহ কয়টা" ?

কা—"অনেক বিবাহ"।

জা—"অনেকে ত একের অধিক বিবাহ করিতে চাহে না" ?

কা—"প্রয়োজন হয় না, আর সমান চক্ষে দেখিতে না পারিলে বহু বিবাহ করা শাস্ত্র সম্মত নহে"।

জা—"পয়গম্বর সাহেবেরা কি সকলকে সমান চখে দেখিতেন" ?

কা—"ওরে বাপুরে, দেখিতেন না, তাঁহাদের হৃদয়ের বল কত? তাঁহারা কি আর কাম রিপু চরিতার্থের জন্য অত বিবাহ করিতেন? ধর্ম্মের জন্য কর্ত্তব্যের জন্য করিতেন"।

জা—"বহু বিবাহ না করিলে কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম সাধন হয় না" ?

কা—"হয়, তবে তিনি কয়েকটা বিবাহ করিয়াছিলেন কেবল তাঁহাদিগের সন্তোষের জন্য, তাঁহারা মনে ভাবিয়াছিলেন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যদি তাঁহাদিগকে বিবাহ করেন, তবে তাঁহারা ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহাদের রূপ ছিল না যৌবন ছিল না তবু তিনি তাঁহাদের সদিচ্ছা পূরণের জন্য তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন"।

জা—"আপনিই ত সেই মহাপুরুষের বংশজ কৈ আপনি ত তার ধার দিয়াও যান না, আমি কত বল্‌ছি হামিকে বিয়ে করুন, সে

সতী সে ধর্ম্মপিপাসু তা'কে বিবাহ ক'রে আমার ঋণ পরিশোধ ও আপনার কর্ত্তব্য পালন করুন। যত দিন আমার ঋণ পরিশোধ না হইবে ততদিন আমি কোন প্রকারে সুখী হইতে পারিতেছি না। যদি আপনি আমাকে প্রকৃত ভাল বাসেন তবে আমার সন্তোষের জন্ত হামির বিবাহ করুন"।

কা—"এ যে দেখ্‌ছি ভাল স্বার্থ হীনতার অভিনয়, এত স্বার্থ ত্যাগ করা কি ভাল হইতেছে জামিলা" ?

জা—"এত আমার কর্ত্তব্য ও মাতৃ আদেশ, আপনার কর্ত্তব্য পালন করিতে বাধা কি" ?

কা—"বাধা কিছু নাই, তবে তোমার অসুবিধা আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না"।

জা—আমার অসুবিধা কিছুই নাই; বরং সুবিধা, ইহাতে আপনার কোন অসুবিধা হইবে না বল্‌ছি"।

কা—"সমান চখে দেখ্‌তে পার্‌লে তো" ?

জা—"কেন প্যারিবেন না আপনি? আমরা যদি দুইয়ে এক হয়ে চলি, তবে আপনার ভাব্‌না কি" ?

কা—"তুমিত বল্‌ছ, সে কি কর্‌বে তার স্থিরতা কি"।

জা—তার জবাব আমিই দিব, আমি কন্যা কর্ত্তা, আমিই বরকর্ত্তা, এর যত দোষ গুণ, যত ভাল মন্দ সব আমার, এখন আপনি সম্মত হলে সব গোল মিটে যায়।

কা—"তোমার সন্তোষের জন্ত আমি সব সহ্য কর্‌তে পারি, তুমি যদি উহাতে সন্তুষ্ট হও তবে আমার কোন অমত নাই"।

জা—"তবে আর কি, দিন স্থির ক'রে দিন; শুভ কার্য্যে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

কা—"তুমি যখন বর কর্ত্তা তখন তুমি স্থির কর"।

জা—তবে জামিলার বিবাহ দিনেই হইবে, এখন আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমি ক'নের দিকের কাজ ঠিক ক'রে আসি"।

জামিলা হাসিতে হাসিতে হামিদার নিকট গে'লে, হামিদা হেসে বলিল—"কি হে আজ আর দেখা শুনা নেই যে, কি হচ্ছিল সমস্ত দিন তোমাদের? মুখে যে বড় হাসি? কোন খোস খবর আছে নাকি"?

জা—"তোমার খোষ খবর আমারও একটু আছে"।

হা—"ও কি বলিলে তোমায় আমার কি কমি, বেশী হতে পারে? আমার হইলে তোমায় হইল, তোমার হইলে আমার হইল"।

জা—"তা যদি হয় তবে কোন কথাটি বল্‌তে পার্‌বে না কিন্তু বল্‌ছি"?

হা—"বল্‌ব না বল্‌ছি, কি খোষ খবর বলনা"

জা—"সত্যি"?

হা—"সত্য না তো মিথ্যা বল্‌ছি তোর সঙ্গে"।

জামিলা মনের ভাব গোপন রেখে বলিল—"ঐ যে ওর বন্ধু গত কল্য এসেছিল তোর বিয়ের জন্য, এখন তার কি বল্ দেখি? এবার আর চালাকি খাটবে না তিন সত্য করে নিয়েছি"।

হা—"এরই জন্য এত কথা কাটা কাটি, যাক তার কি সব ঠিক ঠাক হয়ে গেছে"?

জা—"বেশ যে, কনের মত না নিয়ে, আগে ঠিকঠাক্! ক'নে তো আর কুদি নয় যে কর্ত্তার মত নিয়ে কাজ হবে"?

হা—"কুদি না হউক, বলেছি যে তোমার মত হইলে হইল, আমার মতামতের কোন প্রয়োজন নাই"।

জা—"তা যদি হয় তবে ঠিক বল্‌ছি ও কার্য্যে আমার মত হয় না।

যে কার্য্যে মত্ত হয় তা তো পূর্ব্বে বলেছি, তার সব ঠিক্‌ঠাক্‌ এখন তুই রাজি কি, না" ?

হামিদা জামিলার বাক্‌ চাতুর্য্যে ও বুদ্ধি কৌশলে একেবারে বোকা হইয়া বসিল। চিন্তায় তার সর্ব্বশরীর যেন অসাড় হইয়া পড়িল, আনন্দ ও বিস্ময়ে তার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। জামিলার স্বার্থ হীনতার অভিনয়ে সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল কোন কথার উত্তর দিতে পারিল না।

অতঃপর জামিলা আব্‌দারের স্বরে বলিল—"কেন এখন ওরূপ কর্‌ছ বোন! আগে তো বলেছি পাঁচ সাত দিন ভিন্ন সময় পাবিনে, ভয় নাই পানিতে ফেল্‌ছিনে"।

হা—"পানিতে তো ফেল্‌ছ না বোন্‌! ভাব্‌ছি মিত্র হয়ে কি শেষে শত্রু হয়ে দাঁড়াই"।

জা—"তুই শত্রু হলেও আমি ভাবিনে"।

হা—"তুই তো ভাবিসনে, আমি যে ভাবি, তোর মত কি আমার হৃদয়ের বল আছে" ?

জা—"সেও আর ভূমিকার প্রয়োজন নাই, সে বল আছে কি না তা আমি অনেক দিন বুঝেছি, এখন রাজি কি, না তাই শুনি" ?

হা—"তা তো আগেই বলেছি, তুমি যাহাতে সন্তুষ্ট আমিও তাহাতে রাজি, কিন্তু ভাই তোর হাসি তামাসা বোঝা যায় না, আগে মনে ভেবে ছিলাম তুই তামাসা কর্‌ছিস এখন দেখি সত্য"।

জা—"আগে বুঝি বিশ্বাস হয়নি যাক্‌ এখন তো হল"।

হা—"তা হয়েছে, যদি একান্তই তোর কথা শুন্‌তে হয়, তবে অগ্রে যাহা বলেছিলি, তাহাই হউক"।

জা—"তার আর উপায় নাই সে জামিলার সহিত স্থির হয়ে গিয়েছে"।

হা—"সে আবার কি, দেখি তোর সব কথা রহস্যপূর্ণ"।

জা—"রহস্য নয়, সত্য বলছি (২য়) জামিলার সঙ্গে তার বিয়ে হবে, সেই বিবাহ অগ্রে হইয়া গেলে, পরে তিনি সেই রাত্রেই তোকে বিয়ে করবেন" সেদিকে সব ঠিক্ ঠাক্, এখন রাজি নামায় দস্তখত করিলেই চ'লে যাই, কিন্তু বিবাহের পর ঘটককে বক্‌সিস্ দিতে হবে তা কিন্তু বলে রাখ্‌ছি"।

হা—"আমি দিব কেন? যার কাজের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিস সেই দিবে।"

জা—"তখন আর তার উপরি পুরস্কার দিবার সময় থাকবে না"।

হা—"যাক আমার পাওনাটা দিলেত ত তুই খুশী হবি"?

জা—"দেখা যাবে তখন, তুই কেমন সত্যবাদী"।

হা—"সত্যবাদী কি, না কড়ায় গোণ্ডায় বুঝে নিস্ তখন, যাক এখন কি কর্‌তে হবে"?

জা—"প্রস্তুত হও, আর বিলম্ব নাই, আজই আরম্ভ"।

হা—"এখনি বর আস্‌বে না, কি"?

জা—"তোর নয়, জামিলার, বর এল বলে, পরে তোর পালা। এখন চল যাই কনে সাজাই গিয়ে"।

হা—"চল, ঠাকুর মার সংবাদ দেওয়া হয়েছে কি"?

জা—"তা হয়েছে"।

বেলা তখন অবসানের পথে চলিয়া পড়িয়াছে। সুবর্ণোজ্জল আলোকের বন্যায় ধরিত্রী স্নাত হইতেছিল, এমন সময় দাদি মা আসিয়া গলা ভাঙ্গা দিগম্বরীর ন্যায় ভাঙ্গা গলায়, ডাকিল "ও জামিলা কৈ হেম, দুর মনে নেই হেম না হামি, বলি ও হামিদা বের ভাবনায় যে ঘরের কোণে গিয়ে বসেছিস্ "ভাবনা কি আমি আছি"।

জা—"হাসিয়া বলিল—"দাদি মা! বুবুজানের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমায় ভোগাবি বুঝি"?

দা—"ওলো তোর ভোগাব কেন, তোরা দুই জনে যখন ভাতার নিয়ে ঝগড়া বাঁধাবি, তখন আমি এসে বিবাদ মেটাইয়া দেব তাই বল্‌ছি" ।

জা—"যদি আমরা ঝগড়া না বাধাই" ?

দা—"ওরে নে, এই বয়সে কত দেখ্‌লাম, ভাগের সময় আর ও সব বুজ্‌রকী থাকবে না। যাক ভাই এখন ও সব কথা, বর আসবার সময় হ'ল শীঘ্র যোগাড় যন্ত্র করে নেও, কাজ সেরে শীঘ্র বাড়ী যেতে হবে যে।

জামিলা ব্যাঙ্গ স্বরে—"কেন বর একা থাকতে পারবে না" ?

জামিলার এবম্বিধ কথায় বুড়ীর একটু রাগ হইল তাই বুড়ী ক্রোধভরে বলিল—"পোড়া কপাল, তা থাকলে আর পরের ভাতার নে টানাটানি করতে আসি ?"

জা—"তা নিয়ে যা, ওতো তোর দিয়েই রেখেছি।"

দা—"এখন আর তুই একা দিলে হয় কৈ, আর একজন যে ভাগ বসিয়েছে, কৈ হামি তুই দিবি তো ?"

হামিদা হাসিয়া বলিল—"দাদি মা আমি কি দিব ?"

দা—"ওলো ভাতার লো ভাতার, নেকী আর কি।"

হা—"আমি পাব কোথা ? তুইও যা আমিও তাই।"

দা—"ওরে এখনি হবে লো, আর আক্ষেপ করতে হবে না।"

হা—"কে বল্লে এখনি হবে ?"

দা—"ঐ যে জামিলা বল্লে।"

হা—"ও ঐরূপ মিথ্যা বলে, আজ জামিলার বিয়ে তাই তোকে দাওয়ত করে এনেছে।"

দা—"ও জামিলা ও কি শুনতে পাই লো ?"

জা—দাদিমা ভুল হয়েছে মাপ কর।"

দা—"ও ভুল নহে, তামাসা, বুড়া বলে অত তামাসা করা ভাল নহে, আমি বল্‌ছি, ঐ মিথ্যা সত্য হয়ে যাবে কিন্তু।"

জা—সত্য হলে কি হবে আমার? আমি ওতে ভাবিনে।"

দা—"হলে বুঝবি তখন।"

জা—"যাক এখন আর ওসব কথায় কাজ নেই, সময় গেল জামিলার গোছল করাইয়া ক্ষীর খাওয়াইয়া দাও দাদি মা।"

দা—আর সকলে এসেছে? তা ঐ সঙ্গে হেমেরও পাক দিয়া দেওয়া যাবেকোন্।"

জা—"কার সঙ্গে পাক দিবি দাদিমা?"

দা—যে বর আস্‌ছে তারই সঙ্গে।"

জা—"দাদিমা, তোর বুঝি স্মরণ থাকে না; আমি বল্‌ছি না ওবর ও নেবে না।"

দা—"না নেয় তোর বরের সঙ্গে পাক দিয়ে দেব, আজ আর ছাড়ছি না।

জা—"দাদিমা আমি তো তাই বল্‌ছি, ও তা মোটেই স্বীকার কর্‌ছে না।"

দা—কেন লো হেম শুন্‌ছিস না, অমন ভাতার কি আর পাওয়া যাবে, তা ও শেষে হবে, এখন জামিলাকে নেআয় আগের কাজ আগে হউক।"

সে দিন শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশী। চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে চাঁদের আলোয়। এমন সময় মহাড়ম্বরে বর আসিল, পরে শুভক্ষণে দ্বিতীয় জামিলার বিবাহ যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল।"

অতঃপর অনেক সাধ্য সাধনায় হামিদা জামিলার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে, দাদিমা ও অন্যান্য মহিলাগণ হামিদার গোছল ও ক্ষীর খাওয়ান

পালা শেষ করিয়া ক'নে সাজাইতে বসিল, আজ জামিলার চক্ষে শুধু একটা আনন্দের রশ্মি, মুখে কার্য্য-সাফল্যের গৌরব ভাতি, প্রাণে শুধু অজস্র কল্পনার ক্রীড়া, আজ তার জীবনের মহা পরীক্ষা, জগতে কোন রমণী যাহা পারে নাই, আজ বালিকা তাহার জীবনের ঋণ পরিশোধের জন্য, অথবা স্বার্থ হীনতার অভিনয়ে কৃত কার্য্য হইতে পারিবে বলিয়া তার শরীরে কি যেন একটা অভাবনীয় পুলকের হিল্লোল বহিয়া যাইতে-ছিল, তাই বালিকা আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে দীপ্ত কণ্ঠে বলিল—"আয় বোন্! তুই যেমন জীবনের সর্ব্বশক্তি প্রদানে আমার আশাপূর্ণ করেছিলি আজ আমার জীবন-সর্ব্বস্ব দিয়া তোর সে ঋণ পরিশোধ করে মনের ক্ষোভ মিটাই"।

জামিলার কার্য্য দর্শনে বিস্ময়ে হামিদার অন্তরে নানা চিন্তার প্রবল ঝড় বহিতেছিল, তার অতীত জীবনের গুপ্ত নিভৃত কন্দর হইতে কত কথা যে মনে ফুটিয়া উঠিতেছিল, কত ব্যর্থ বিচূর্ণিত আশা আকাঙ্ক্ষা যে তার দগ্ধ হৃদয়কে বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল, তা কে বলিবে? তখন হামিদা অতীত ভুলিয়া, ভবিষ্যৎ ভুলিয়া, আত্মসংযম হারাইয়া, একটু কৃতজ্ঞতার চাহনি চাহিয়া অতি করুণ কণ্ঠে বলিল—"বোন্! তুই কি মানবী না দেবী? এ কার্য্য কি তোর ভাল হইতেছে বোন্"?

জা—"ভাল মন্দ বুঝি না, আমার কর্ত্তব্য বলেই করিতেছি, আর কথা এই আমি যাহার অনুগ্রহে এত সুখী সে আমার সম্মুখে চির দুঃখী হইয়া সংসারে বসবাস করিবে এটা কি উচিৎ? বোন্ আজ এ কাজটা আমার ও আমার স্বামীর পক্ষে মন্দ বটে, কিন্তু হয়ত এক দিন এক সময়ে এমন দিন আসতে পারে, এই মন্দটাই, তাঁহার পক্ষে অশেষ মঙ্গল দায়ক হইবে।

জামিলার এবম্বিধ জ্ঞানগর্ভ কথায় হামিদা আর কোন আপত্তি না করিয়া বিবাহে সম্মতি দান করিলে, জামিলা তাহার যথারীতি বেশ-বিন্যাস করিয়া দিল, পরে সরার রীত্যানুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল, তৎপর জামিলার উদ্যোগে বাসর সজ্জারও রীতিমত ব্যবস্থা হইল।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

"পর-পারে"।

বিবাহের পর হইতেই জামিলা গৃহস্থালীর সমস্ত ভার হামিদার উপর ন্যস্ত করিল; জামিলা বুঝিয়াছিল, সংসারে কাহাকেও আদেশ করা অপেক্ষা আদেশ পালন করা অধিক সুখকর, যাঁহারা আদেশ করেন তাঁহাদের দায়িত্ব অনেক অধিক; একজনের মাথার উপর বোঝা রাখিয়া কার্য্য করা যেরূপ সুখ সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, সেরূপ সুখ কখনই পাওয়া যায় না। মাথার উপর সুখ দুঃখ ভাবিবার কেহ না থাকিলে, সংসারে শান্তি পাওয়া যায় না। হামিদা এখন গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্রী, হামিদা যখন যাহা আদেশ করে, জামিলা ছোট ভগ্নীর ন্যায় তাহা অবনত মস্তকে ধীর ও স্থির ভাবে পালন করে মাত্র। কখন কোন কথার প্রতিবাদ করে না। স্বামী সেবায় দুই জনই সিদ্ধহস্ত। কাসেম এই দুইটী রমণী রত্নের সেবা, যত্ন ও ভালবাসায় পরিতুষ্ট হইয়া বেহেস্তের সুখ ভুলিয়া গিয়াছে। এমন বিমল সুখ, এমন অকৃত্রিম ভালবাসা পাইয়াও কাসেম একেবারে সুখী নহে, কারণ এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত সে অপত্য ধনে বঞ্চিত।

হামিদার বিবাহের পর দুইটী বৎসর দম্পতিত্রয়ের ঐরূপ ভাবে কাটিয়া যাওয়ার পর জামিলার ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, তাহা দেখিয়া হামিদা বুঝিতে পারিল, তাহাদের আশা পূর্ণ হইবার সময় উপস্থিত। তিন মাস পরে জামিলার গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সময় যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাহাদের মনে ততই আশার মোহন ছবি ফুটিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ সে হরিষে বিষাদ ঘটিল, সম্মুখে এক মাস থাকিতে

গর্ভিণী রোগ গ্রস্ত হইয়া পড়িল, আল্লাহের দয়ায় কোন গতিকে জামিলা যথা সময়ে একটা সুন্দর পুত্র রত্ন প্রসব করিয়া, প্রবল সুতিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। কাসেম কত-দিন হইতে জামিলার ত্যাগের কথা ভাবিয়াছে, কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। আজ পত্নীর রোগ-ক্লিষ্টা শরীর দেখিয়া তাহার বিশেষ ভাবে মনে পড়িল, কি জন্য জামিলা এত স্বার্থত্যাগ এত আত্ম ত্যাগের অভিনয় দেখাইয়াছিল, কাসেম মনে মনে ভাবিল জামিলা মরিবে বলিয়া কি, জিদ করিয়া আমাকে পুনঃ বিবাহ দিল জামিলা কি অন্তর্যামী ?"

কাসেম রোগশীর্ণা মরণাহত পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া মনে মনে জগতে অনেক রমণীর ত্যাগের কথা আলোচনা করিল, কিন্তু জামিলার ত্যাগের তুলনায় সে সব নিষ্প্রভ হইল, তাই পত্নীর প্রতি শ্রদ্ধার উদ্বেল আবেগে চক্ষু অশ্রু পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে মনের আবেগে বলিল—"হামি ! জামিলা মানবী না দেবী ?"

স্বামীর আবেগ পূর্ণ কথা শুনিয়া হামিদার পূর্ব্ব কথা মনে পড়াতে সে শিহরিয়া উঠিল, তার দেহের উষ্ণ শোণিত সহসা তুষার শীতল হইয়া পড়িল। সে কাতর কণ্ঠে বলিল "বুবুজান যথার্থই দেবী।" সে যে মরিবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। আমার বিবাহের অগ্রে, ভাবে ভাবে সে কথা বলিয়াওছিল, আমি তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

প্রায় ছয় মাস হইল জামিলা রোগে শয্যাশায়ী, কাসেম প্রথম হইতেই বহু অর্থ ব্যয়ে নানাপ্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেও কোন ফল ফলিল না, রোগ ক্রমেই বাড়িতেছিল, হামিদা, ২য় জামিলা ও কাসেম রাত দিন প্রাণপণে অবিশ্রান্ত সেবা শুশ্রূষা করিয়াও কিছু মাত্র উপশম করিতে পারিল না, আল্লাহ যাহাকে কোলে লইতেছেন মানুষ তাহাকে কেমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে যেমন মধ্যে মধ্যে

সতেজে জ্বলিয়া উঠে, জামিলাও সেইরূপ মৃত্যুর পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে লাগিল, এইরূপে কয়েক দিন কাটিয়া যাওয়ার পর একদা সন্ধ্যার একটু অগ্রে যখন আকাশের উজ্জ্বল আভা ম্লান হইয়া আসিতেছিল, তখন যেন জামিলার কোন রোগ নাই; মুখখানি হাসিমাখা, বেশ সহজভাবে কথা বলিতেছিল জামিলার আজ এরূপ ভাব দেখিয়া সকলেই আনন্দিত, এরূপ আশপ্রদ ভাব দেখিয়া কাসেম মগ্‌রেবের নমাজ পড়িতে গেলে, জামিলা সহজ ভাবে ক্ষীণ স্বরে ডাকিল, দিদি! * তিনি কোথায়?"

হা—"ঐ যে ওঘরে মগ্‌রেবের নমাজ পড়িতে গিয়াছেন।"

জা—"তবে আমিও নমাজ পড়ি, বলিয়া চোখ বুজিয়া হাত তুলিয়া অস্পষ্ট স্বরে আল্লাহের নাম করিতে লাগিল, তাহার পর হামিদার দিকে ক্ষণ কাল অনিমেষ নয়নে চাহিয়া ধীরে ধীরে অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল "বোন্ বোধ করি আজই সব শেষ, সব আশা মিটেছে, বোন্! তাকে একবার এদিকে ডাক না, অনেকক্ষণ দেখেনি; 'খোকা কৈ' বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিল, হামিদা খোকাকে তার বুকের উপর রাখিল, জামিলা তার মাথায় হাত দিয়া কি বলিয়া একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল— "এ ছেলে তো আমার নয় বোন্? তোর ছেলে তুই কোলে নে" কাসেম আসিয়া বলিল হামি? জামিলা কি বল্‌ছে—হামিদা কম্পিত স্বরে বলিল—"বল্‌বে আর কি; বল্‌ছে এ ছেলে আমার নহে তোর, তোর ছেলে তুই কোলে নে।" এর মর্ম্ম বুঝিয়াছেন কি?

কা—বুঝেছি দেখি হাত? জামিলা হাসিয়া হাত খানি উচু করিয়া ধরিল, কাসেম হাত ধরিয়া দেখিল আর সময় নাই, শীঘ্র সব শেষ হবে। ক্ষণপরে জামিলা বলিল—"বেশ হাত দেখ যে, বলিয়া হাসিল, হাসি দেখিয়া

* হেমহতা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অগ্রে জামিলা তাহাকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করিত, সেই পূর্ব্বস্মৃতি অনুসারে মৃত্যুর সময়ও দিদি বলিয়া সম্পাদন করিতেছিল।

বেদনায় কাসেমের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। জামিলা তখন নিজের মাথা কাসেমের কোলে তুলিয়া দিয়া বলিল—"তুমি আমার সব দোষ মাপ কর; কাসেম রুদ্ধ স্বরে বলিল—"করেছি" বলিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল, জামিলা ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল— "দিদি! তোমরা সব আমাকে ভুলে যাও" সব আশা মিটেছে এখন আমি যাই বলিয়া হাত বাড়াইয়া স্বামীর হাতখানি ধরিয়া একবার বক্ষে, একবার কপালে রাখিয়া পরে চুম্বন করিয়া স্বামীর কোলে মাথা গুজিয়া কত কাঁদিল এবং হেমকে বলিল—"খোকা আর উনি থাকিলেন দেখিও দিদি। আর বাপজান কৈ দিদি! দরাব কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"এই যে আমি মা!" জামিলা বলিল—"বাপজান! আপনার কোন কাজই আমি করিতে পারিলাম না, এখন আমাকে বিদায় দিন, খোকা উনি ও দিদি থাকিল দেখিবেন—আর কি বলিব মাপ করিবেন তবে এখন যাই, এইরূপ নানাবিধ কথা বলিয়া, পুনঃ ভুল বকিতে লাগিল, সেই ডাকাতের কথা, ইত্যাদি কত কি বলিতে বলিতে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কাসেম ও হেমকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া পিতার স্নেহ পাশ ছিন্ন করিয়া, বালকটীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, ইহ জগৎ হইতে কোন্ অজানা রাজ্যে চলিয়া গেল, তখন তথায় শোকের প্রবল ঝড় প্রবাহিত হইল। হাহাকার রবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সব শেষ হইল, আমার কলমের গতি এখানে রোধ করা উচিৎ ছিল, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আর কিছু না লিখিলে গ্রন্থের সমাপ্তি হইবে না, সেইজন্য বাধ্য হইয়া দরাবকে "পরকালের পথে" লইয়া যাইতে হইল।

সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ আমি দরাব খাঁকে পরকালের পথে লইয়া

যাইবার জন্য তাঁহার জীবনের দুঃখময় ঘটনাবলী চিত্রিত করিলাম, ইহা দেখিয়া আপনারা হয়তো দয়াময় আল্লাহ্‌কে কত নিন্দা করিবেন বা তাঁহার কার্য্যের কত ত্রুটী দেখিবেন। প্রকৃতপক্ষে উহাতে আল্লাহের কোন দোষ নাই। আল্লা, ন্যায়বান ও মঙ্গলময় জাগতিক সর্ব্ব কার্য্যের মধ্যে তাঁহার শত মঙ্গল হস্ত প্রসারিত ; স্থূলদর্শী অবিশ্বাসী লোকেরা, ঝটিকাপাত জল প্লাবন, বজ্রাঘাত, মৃত্যু ও বিপদ ইত্যাদি দর্শনে তাঁহার মঙ্গল স্বরূপে সংশয় স্থাপন করে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী বিশ্বাসী ভক্ত, সকল বিপদ ও দুর্ঘটনার মধ্যে দিব্য চক্ষে তাঁহার অপার করুণা ও মঙ্গলময় ভাব সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দিত হয়েন।"

দয়াময় আল্লাহ্ দরাবকে নিজের দিকে আনিবার জন্য ক্রমে তাহার বাসনা কামনা তিরোহিত করিয়া পরে সংসারের আরাধ্য ধন, মান, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্রমে তাঁহাকে নির্ম্মুক্ত করিয়া পরকালের পথে লইয়া গেলেন। বিপদ মানবের মঙ্গলের জন্যই হইয়া থাকে, দহনে দহনে যেমন স্বর্ণ খাটী হয়, বিরহে যেমন প্রেম পরিপক্ক হয় বিপদে তেমনই ভক্ত ও বিশ্বাসীর, ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

আল্লাহ্ যে কি কৌশলে, ক্রমে ক্রমে সংসারের মায়াপাশ ও বাসনা কামনার জাল ছিন্ন করিয়া দরাবকে নব জীবন দান করিয়া নিজের দিকে লইয়া গেলেন তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়া, পাঠক পাঠিকাগণের মনোরঞ্জনের জন্য কাসেম ও জমিলার প্রেম কাহিনী ও হেমলতার দুঃখময় জীবনী বিবৃত করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম, এই ত্রুটী ক্ষমা করিবেন।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দরাবের নবজীবন লাভ।

দরাব অশেষ গুণ সম্পন্না তনায়ার বিয়োগান্তে, তাহার মৃতদেহ যথারীতি সমাধিস্থ করিয়া বাড়ী আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া কেবল সংসারের অনিত্যতার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় কি এক উদাস সঙ্গীতের তান তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলেন কে যেন মধুর ঝঙ্কারে গাহিতেছে।

"ভাঙ্গুক মূল সৌধ আগার,
নশ্বর আয়ু স্তম্ভ যাহার
রচিত চপল পবনে ;

এস, চলে এস, ছাড়ি সে ভবন
চাহ যদি তুমি অমর জীবন
আন প্রেম সুরা করি আহরণ
বন্ধুর লাগি গোপনে।

শুন, ভাই শুন, হয়োনা বধির,
কাণে কাণে মোর কহিয়াছে পীর
পান্থশালার স্বপনে :—

সুন্দরী এই বৃদ্ধা ধরার,
আশ্বাসে বুক বাঁধিও না আর
শত শত পতি জান না কি তার
নিহত বাসর শয়নে॥

পরকালের পথে।

কেন বিহঙ্গ উর্দ্ধ নয়ন
ভুলিলে কল্প বৃক্ষ ভবন
বিহরি নিম্ন ভুবনে ?

ভ্রমিলে ধরণী সুখের আশায়
সুখ না মিলিল শ্রান্ত-হিয়ায়,
বিশ্রাম কভু মিলে কি ধরায়
বসিলে ক্লান্ত-চরণে ?

ছিঁড়ে ফেল এই বাগুরা মায়ার
শোন স্বরগের মধুর ঝঙ্কার।
আবাহন ধ্বনি শ্রবণে ;

সংসার-দাব দাহন কি আর,
পারিবে দহিতে হৃদয় তোমার ?
অযাচিত দান সেবে বঁধুয়ার
লহ শির পাতি যতনে।

আজিকে ললাট হইতে তোমার,
গ্রন্থি মোচন কর ভাবনার,
বন্ধুর দয়া স্মরণে ;

মুক্ত করিতে মুক্তির দ্বার,
বন্ধুর করে চাবিটি তার,
স্বাধীনতা হোতে অধীনতা তাঁর
সন্তোষ দানে মরমে।

মধুর মধুর হাসে যদি গুল,
সে শুধু ভুলাতে তোরে বুলবুল্!
বাঁধিতে মোহের বাঁধনে

হাঁসির ফাঁসিতে জড়ায়ো না আর,
উধাও উধাও ধাও অনিবার,
যাবত না মিলে চুম্বন সার
বন্ধুর মধু বদনে!

(খাজা দেওয়ান হাফেজের গজলের অনুবাদ। অনুবাদক)।

দরাব গান শুনিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখেন, তাঁহার সেই চিরশুভাকাঙ্ক্ষী মোরশেদ সাহেব প্রসন্ন মনে গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার বাটীর দিকে আসিতেছেন। দরাব তাঁহাকে সাগ্রহে আহ্বান করিয়া বসিতে আসন দিয়া ভক্তির সহিত আদাব জানাইয়া পরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন পিতঃ! আর কি দেখিতে আসিয়াছেন; তোমার স্নেহের জামিলা আর ইহধামে নাই। বিপদ মানুষের সময় সময় ঘটিয়া থাকে সত্য কিন্তু এরূপ বিপদের উপর বিপদ কখন কাহারও ঘটিতে দেখা যায় না।

পীর—"বাবা দরাব! রোদন সম্বরণ কর। দেখ বাবা! প্রাণী মাত্রই অবশ্যম্ভবী মৃত্যুর অধীন, জন্মিলেই মৃত্যু ইহা আল্লাহের চিরবিধি, এবিধি অতিক্রম করিতে কাহারও সাধ্য নাই। দেখ পৃথিবীতে কি কেহ কখনও চিরকাল জীবিত থাকিতে পারিয়াছে? আজ হউক কাল হউক আর দশ দিন পরে হউক সকলকেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, যে অনিত্য ক্ষণস্থায়ী দেহের জন্য শোক করিতেছ, তাহাত দুদিন পরে মাটীতে মিশিয়া যাইবে, যাহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া জীবন ক্ষয় করিতেছ, সে কি তোমার জন্য কিছু ভাবিতেছে, সংসারে কেহ

কাহার নয়; এ পৃথিবী পান্থশালা, এক—যায় এক আসে ইহা জগতের রীতি। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, নিত্য পরিবর্ত্তনই জগতের প্রধান ধর্ম্ম, ক্ষণে ক্ষণে দণ্ডে দণ্ডে ইহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। জীবন এই আছে এই নাই; জ্যোতিরিঙ্গণের আলোকবৎ অস্থায়ী, উত্তপ্ত লৌহ পাত্রস্থ জল বিন্দুবৎ উদ্বায়ী। এরূপ পরিবর্ত্তনশীল জীবনের জন্য তোমার ন্যায় জ্ঞানী লোকের বৃথা শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ইষ্ট বিয়োগ নিবন্ধন অন্তঃকরণে শোকের উদয় হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী মানব উহাতে কখন বিচলিত হন না। বাবা! তুমি সংসারের অসারতা ও অনিত্যতার বিষয় চিন্তা করিয়া চিত্ত স্থির কর।

বৎস দরাব! তুমি কি শুন নাই, তিনি যাহাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসেন তাহাকে সংসারের মায়া হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, তাহার মাতা পিতা, পুত্র কলত্র, ধন মান, সম্পদ সর্ব্বস্ব হরণ করেন। আমার বিশ্বাস দয়াময় খোদাতাআলা সেই জন্যই তোমার এইরূপ অবস্থায় পরিণত করিয়াছেন। দেখ বাবা! আল্লাহ কেমন কৌশলে তোমাকে ক্রমে সুপথে আনিয়া, নব জীবন দান করিয়া আধ্যাত্ম জগতের দিকে লইয়া যাইতেছেন। বাবা। এখন তোমার সেই দিকেই অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। আমি তোমাকে সেই পথের সন্ধান বলিয়া দিতে আসিয়াছি, এখন তুমি তাহা যত্নে গ্রহণ করিলে আমার কার্য্য সমাধা হয়।

দঃ—"জোনাব! এখন যাহাতে আমার অন্তরে শান্তি আসে তাহাই আমাকে শিক্ষা দিন"।

পীর—'তুমি এতদিন চারি জগতের মধ্যে কেবল শরিয়তের শিক্ষা দ্বারা (লাসুত) বহির্জগতের জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছ, এখন তোমাকে (মলকুত) অন্তর্জগতের কার্য্য শিক্ষা করিতে হইবে, ইহা তরিকতের পাঁচটী যোগ সাধন দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়। "মোরাকেবা জেকের, রাবেতা, শোগল

ও মহাসাবা এই পাঁচটী সাধন সমাধা করিলে আত্মা নির্ম্মল হয়। তাহার পর "ইলম যোগে জবরুত (বুদ্ধ) ও ইমান যোগে লাহুত (আধ্যাত্ম) জগৎ জয় করিতে হয়!

দঃ—"জোনাব! তাহাহইলে উক্তবিষয়গুলি ক্রমে আমাকে শিক্ষা দিন"।

খোদাবক্স সাহেব সমস্ত রাত জাগিয়া দরাবকে অন্তর্জগতের বিষয় শিক্ষ দিলেন * পরে বলিলেন—"বাবা! ইহা সাধন করিবার জন্য তুমি নির্জ্জন বাসের ব্যবস্থা কর? সেই নির্জ্জনে যাইয়া আল্লাহের উপর নির্ভর স্থাপন করিয়া যোগ সাধনে মনো নিবেশ কর, সময় হইলে পুনঃ দেখা পাইবে, তখন আর যাহা প্রয়োজন শিক্ষা দিব।

পরদিন প্রাতে দরাব শয্যা হইতে উঠিয়া নমাজ অন্তে কাসেম ও হামিদাকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা! তোমরা আজ আমাকে বিদায় দাও। কল্য হইতে আমি মোরশেদ কর্ত্তৃক "পরশ" খুজিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি, সেইজন্য আমাকে একেবারে সংসার ত্যাগ করতে হইবে। আশা করিতেছি অদ্যই স্বদেশের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব"।

কাঃ—পিতঃ! আর এ অনিত্য ও অসার সংসারে থাকিয়া কি করিব? অমি আশা করিতেছি, হামিদা ও আমি আপনার সহিত চালিয়া যাইব।

দঃ "বাবা! তোমাদিগের এখন ও সংসার ত্যাগের সময় হয় নাই। কর্ম্মময় জগতের অনেক কর্ম্ম সমাধা করিতে তোমাদিগের বাকী আছে, তাহা সম্পন্ন করিয়া পরে যাহা বিবেচনা হয় করিও। বাবা! তুমি যথার্থ ই একটী রত্ন হারাইয়াছ, তাহাতে তুমি অন্তরে যার পর নাই ব্যাথা ও

---

* তরিকতের তত্ব লেখা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে; কেবল ধর্ম্ম পিপাসু উপন্যাস পাঠক যুবকদিগের ধর্ম্ম-পথ দেখাইবার জন্য, কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল, এই আভাষে যদি কোন পাঠক মহোদয়ের তরিকত তত্ব অবগত হইবার বাসনা থাকে তবে তরিকতের কামেল মোরসেদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট তত্ব জানিয়া কার্য্য করিবেন।

পাইয়াছ কিন্তু হামিদা তোমার সে অভাব পূরণ করিবে। বোধ হয়, মা ? নিজের মৃত্যু অগ্র জানিতে পারিয়া হামিদার সহিত তোমার বিবাহ দিয়াছিলেন। ঐ যে মাতৃ হারা বালক রহিল, আশা করি ঐ বালক মাতার অভাব অনুভব করিতে পারিবে না কারণ হামিদার দ্বারা বালকের সমস্ত অভাব পূরণ হইবে এবং তুমি ও কোন অভাবে পড়িয়া কষ্ট পাইবে না, হামিদা সতী লক্ষ্মী ও সর্ব্বগুণের আধার এবং ধর্ম্ম পিপাসু। এখন দোওয়া করি তোমরা সদা সুখে থাকিয়া আল্লাহের উপর নির্ভর করিয়া চলিবে বাবা! তুমি জ্ঞানী ছেলে তোমায় অধিক আর কি বলিব, তুমি সর্ব্ব সময় বিবেকের সাহায্যে সংসারের যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিবে বাবা! এখন তুমি আমার ও তারিণী বাবুর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইলে এক্ষণে তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর আর অহরহ নানাবিধ জন হিত কর কার্য্যে যোগদান করিয়া মহাপুণ্যের অধিকারী হও। বাবা আর কি বলিব, তোমরা এখন আমাকে প্রসন্ন মনেবিদায় দাও।

অতঃপর কাসেম ও হামিদা কাঁদিতে কাঁদিতে দরাবকে বিদায়দিল। দরাব, কাসেম ও হামিদা এবং মাতৃহারা শিশুর মস্তকে হাত দিয়া দোওয়া করিয়া সকলের মায়া পাশ ছিন্ন করিয়া যোগ সাধনে চলিয়া গেলেন। প্রবাদ আছে এই দরাব খাঁই বহুদিন কঠোর যোগ সাধন করিয়া আধ্যাত্ম জগৎ জয় করণান্তর মানবের কল্যান কামনায় কলিকাতায় গঙ্গার তীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী ভাবে বস বাস করিতে থাকেন”।

সাহায্যকারী মহাত্মাগণের নাম, ধাম ও দানের পরিমাণ।

মুন্সী মোঃ সর্দার মস্তেছিয়ামদ্দিন সাহেব সাং কুশখালি জেলা খুল্না ১০৲

মুন্সী গোলাম ছাত্তার কুশখালী ৬৲

মুন্সী মোহাম্মদ রাজাউল্লা মণ্ডল সাং বাল্তি ৮৲

মুন্সী মোঃ গহর আলি মণ্ডল সাং বাল্তি ৩৲

" " পাঁচকড়ী মণ্ডল সাং বাল্তি ১৲

" " গোলাম জব্বার মণ্ডল সাং বাল্তি ২৲

" " আপ্তাবদ্দিন মণ্ডল সাং বাল্তি ১৲

" " বিলাত আলি বিশ্বাস সাং বড়ালি ২৲

মুন্সী মোঃ মনির উদ্দিন আহমদ সাং বড়ালি ৫৲

" " আদেল সরদার সাং বড়ালি ৪৲

" " এছমাইল সাহেব মোঃ কলারোয়া বাজার ২৲

" " তাবারক আলী মোঃ কলারোয়া বাজার ৷৷০

" " এফাজতুল্লা গাজী মোঃ কলারোয়া বাজার ১৲

" " শেখ জহর আলি মোঃ কলারোয়া বাজার ১৲

" " কফিলদ্দিন আহমদ মোঃ কলারোয়া বাজার ১৲

" " মোক্তাদের মৃধা কলারোয়া জি, টি, স্কুলের থার্ড পণ্ডিত ১৲

মুন্সী মোঃ শেখ আবদুচ্ছামাদ কলারোয়া জি, টি, স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত ২৲

" " সামছউদ্দিন আহমদ কলারোয়া জি, টি, স্কুল ১৲

মৌলবী হারুণ খাঁন সাহেব সাং হাকিমপুর ২৲

মুন্সী মোহঃ ওছমান আলি সাহেব
কলারোয়া মাইনর স্কুলের সেকেণ্ড
মাষ্টার ২৲
মৌলবী আবুল বক্স সাহেব
কলারোয়া জুনিয়ার মাদ্রাসার
সেকেণ্ড মাষ্টার ১৲
মুন্সী মোঃ সরদার বজলার রহমান
সাং বিথারী ৪৲
মুন্সী মোঃ গোলাম রসুল
সাং স্বরূপদহা ২৲
মুন্সী মোঃ তফর আলি বিশ্বাস
সাং স্বরূপদহা ২৲
মুন্সী মোঃ মালি সরদার
সাং রাজপুর ১॥০
" " বছির সরদার
সাং কামার বায়সা ১৲
" " বরকাতুল্লা সরদার
সাং কামার বায়সা ১৲
" " ইউছফ দফাদার
সাং গোয়া লচাতর ১।০
" " এছমাইল সরদার
সাং খাসপুর ২৲
" " বাদল মণ্ডল
সাং খাসপুর ১৲

মুন্সী মোঃ সরদার ছাবির উদ্দিন
আহমদ সাং আকারপুর ১৲
" শেখ সৈয়দ আহমদ
সাং পরাণপুর ১৲
" শেখ সৈয়দার রহমান
সাং দহাকুলা ১৲
" সেরাজ উদ্দিন আহমদ
মোঃ সাতক্ষীরা কোর্ট ১৲
" মোহাম্মদ আবদার রহমান
সাং পাঁচনল ১৲
" শেখ নূরআলি সাহেব
সাং দহাকুলা ১৲
মুন্সী মোঃ জমির উদ্দিন আহমদ
সাং সাতানি ১৲
" শেখ আবদুল রউফ আহমদ
সাং বাঁশদহা ১৲
" মোহাম্মদ আবদুল হাই সাহেব
সাং বাঁশদহা ২৲
" " বিলায়েত আলি "
সাং পাঁচপোতা
" " সরদার আবদুল জব্বার
খাঁন সাং বৈকারি ১৲
" " " সরিতুল্লা সাহেব
সাং গোবিন্দকাটী ৩৲

মুন্‌সী মোঃ ডাক্তার হাচিম উদ্দিন
সাং নিত্যানন্দকাটী ১৲
" মনিরউদ্দিন আহমদ
সাং সরুলিয়া ১৲
" নজির উদ্দিন আহমদ
সাং কাঁচদহ ।৷৹
শ্রীমতী নছিমণ নেছা বিবি
সাং কুশখালি ১৲
মুন্‌সী শেখ মোদারেশ হোসেন
লাপসা জুনিয়ার মাদ্রাসা ১৲
হাফেজ কাজী আবদুল খালেক
সাহেব, লাপ্‌সা ১৲
মৌলবী আবুল আলম বি, এ,
সাহেব, লাপ্‌সা ২৲
ডাক্তার সৈয়দ গোলাম কদ্দুস
সাহেব সাং লাপ্‌সা ২৲
মৌলবী নেয়ামদ্দীন আহম্মদ সাহেব
মো সাতক্ষীরা ৪৲
মুন্‌সী মোহাম্মদ আবদুল আজিজ
সাহেব সাং পাঁচরকী ৫৲
মুন্‌সী মোহাম্মদ রাজাউল্লা সাহেব
সাং মাহমুদ পুর ২৲
মুন্‌সী মোহাম্মদ মতিউল্লা
সাহেব, মাহমুদপুর ৫৲

মুন্‌সী মোহাম্মদ আজিমউদ্দিন
সাহেব, সাং লাঙ্গলঝাড়া ২৲
মুন্‌সী মোহাম্মদ এব্রাহিম সাহেব,
সাং ঐ ২৲
মুন্‌সী মোহাম্মদ নাতেক আলি
সাহেব, সাং লাঙ্গলঝাড়া ২৲
মুন্‌সী মোহাম্মদ খোদাবক্স সাহেব
সাং ঐ ২৲
মুন্‌সী মোহাম্মদ আমানত আলি
সাহেব, সাং সেনের গাঁতি ১০৲
মুন্‌সী মোহাম্মদ সৌয়দ এব্রাহিম
হোসেন সাহেব, সাং জালালা-
বাদ ২৲
মুন্‌সী মোহাম্মদ ছায়েম আলি সদ্দার
নারায়ণপুর ১৲
মুন্‌সী মোহাম্মদ দায়েম আলি
সাহেব, সাং পরাণপুর ২৲
মুন্‌সী মোহাম্মদ হাজের আলি
বিশ্বাস, সাং ঐ ১৷৹
মুন্‌সী বজলে হক সাহেব
সাং জালালাবাদ ১৲
মুন্‌সী মোহাম্মদ জামালউদ্দিন ও
সামছউদ্দিন আহম্মদ সাহেব
সাং মুরারীকাটী ২৲

মোলবী জামালউদ্দিন আহ্মদ
সাহেব, ২৲
মৌলবী আবদুর রহমান সাহেব
মোঃ সাতক্ষীরা ১৲
মুন্সী মোহাম্মদ মুফিজদ্দিন সাহেব
সাং আগরদাঁড়ী ৪৲
মুসাম্মৎ জেবন্নেসা খাতুন সাহেবা
সাং পাঁচরকী ২৲
মুনসী মোহাম্মদ দেরাজতুল্লা সাহেব
সাং ঝাউডাঙ্গা ২৲
মুন্সী ছেয়ামউদ্দিন আহ্মদ সাহেব
সাং কুশখালি ৩৲
মুন্সী মোহাম্মদ মোক্তার আলি
সাং কুশখালি ৪৲
মুন্সীমোহাম্মদ হাকিমগাজী
সাং বাইকোলা ৫৲
মোহাম্মদ গোলামরহমান সরদার
সাং কুশখালি ৩৲
মুন্সী মোহাম্মদ মৈজদ্দিন মণ্ডল
সাং কাদপুর ৫৲
আবদুল অজিজ সরদার
সাং নবাতকাটী ২৲
মুন্সী মোহাম্মদ ফায়েজার রহমান
সাং বীরলাটা ২৲

মোঃ সোলায়মান সর্দ্দার
সাং বাকড়া ৩৲
মুন্সী মোহাম্মদ ফজলে হক
সাং বালতি ২৲
মোহাম্মদ শেখ রহমদ্দিন
সাং ঐ ২৲
মুন্সী মোহাম্মদ রাজাউল্লা সরদার
সাং আকারপুর ২৲
মুন্সী মোহাম্মদ নামদার আলি
সাং বোয়ালিয়া ১॥०
মুন্সী রেয়াজদ্দিন আহ্মদ খাঁ
সাং বিথারি ২৲
মুন্সী মোহাম্মদ মুফিজদ্দিন বিশ্বাস
সাং বরালি ২৲
মুন্সী মোহার্ম্মদ আক্কাচ আলি
সাং ঐ ২৲
মুন্সী আবদুল ছোবাহান মোল্লা
সাং বোয়ালিয়া ১।०
মৌলবী আজিজর রহমান সাহেব !
কনারোয়া জি, টি, স্কুলের
হেড-পণ্ডিত ৫৲
মুন্সী মোহাম্মদ আছিরউদ্দিন
সাহেব কলারোয়া বাজার ক্লথ
মার্চ্চেন্ট ৫৲

মুন্‌সী মোঃ দেরাজতুল্লা বিশ্বাস
সাং গোয়াল চাতর ১৲

মুন্‌সী শেখ মতলুব হোসেন সাহেব
কলারোয়া বাজার ২৲

মুন্‌সী মোহাম্মদ ইয়াচিন আলি
সাহেব, কলারোয়া এম, ই, স্কুল ১৲

মীর মোক্‌ছেদ আলি স হেব
কলারোয়া এম, ই, স্কুল ২৲

মুন্‌সী নজিরউদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব
গদখালি ১৲

মুন্‌সী দবিরউদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব
সাং লৌহাকুড়া ২৲

শেখ মনসুরাল হক সাহেব
পাঁচপোতা স্কুল ২৲

বেগম জেবন্নেসা খাতুন কেয়ারঅব্‌
মৌলানা মৈজদ্দিন হামিদী
সাং পরাণপুর ২৲

মুন্‌সী গহর আলি সাহেব
সাং বউড়া ২৲

মুন্‌সী আছিরউদ্দিন আহ্‌মদ
সাং তুলসীডাঙ্গা ২৲

মুন্‌সী ফজর আলি মণ্ডল
সাং খাষপুর ১৲

মুন্‌সী মনিরউদ্দিন আহ্‌মদ
সাতক্ষীরা কোর্ট ১৲

মৌলবী আবদুল আজিজ
সাহেব ২৲

মুন্‌সী মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান খাঁ
সাতক্ষীরা কোর্ট মোক্তার ১৲

মুন্‌সী মোহাম্মদ আবদুলগণি
" মোক্তার ১৲

মুন্‌সী আমিরুদ্দীন আহ্‌মদ
সাং চিন্তাড়ু ১॥•

মোহাম্মদ ফৈজদ্দীন
সাং লাঙ্গলঝারা ২৲

মোহাম্মদ জিনাতুল্য মুন্‌সী
সাং কাকডাঙ্গা ১৲

মুন্‌সী অবদুল আহাদ সাহেব
" ধূলিহর ১৲

" শেখ গোলাম ছোরোয়ার
সাং বাট্‌রা ১৲

" শেখ নেছার আলী
সাং বাট্‌রা ১৲

মুন্‌সী মোহাম্মদ বিদার রহমান
সাং বলাডাঙ্গা ১৲

" " দ্রাজতুল্লাসানা
সাং ঐ ১৲

মুন্সী মোঃ আছিরউদ্দিন আহম্মদ
সাং খেজুরডাঙ্গা ২৲
মুন্সী শেখ আহমদ আলি সাহেব
মোক্তার সাতক্ষীরা কোর্ট ১৲
মুন্সী আবদুল লতিফ খাঁ চৌধুরী
সাতক্ষীরার ।৵৹ ষ্টেটের নায়েব ২৲
" আবদুল রজ্জাক খাঁ চৌধুরী
সাং পলাশ পোল ২৲
মুন্সী মোহাম্মদ ফরহিম খান
সাং রছুলপুর ২৲
মুন্সী মোহাম্মদ সামছউদ্দিন লস্কর
সাং কটিয়া ২৲
এস, এম, হোসেন
" ব্রহ্মজপুর ২৲
মুন্সী গোলাম রহমান
সাং কলমিখালি ২৲
মুন্সী আমির আলী
সাং বাঁকড়া ২৲
মুন্সী শেখ মহাক্তাবউদ্দিন আহম্মদ
সাং বাঁশদহা ২৲
" মোহাম্মদ কেরামাতুল্যা বিশ্বাস
সাং গোবিন্দকাটী ২৲
"মোহাম্মদ ছোহেলউদ্দি আহম্মদ
কামার বায়সা ২৴

মুন্সী মোহাম্মদ রহমতুল্লা সরদার
সাং গোয়াল চাতর ২৲
পণ্ডিত সেকন্দার আলি
সাং কামার বায়সা ১৲
মুন্সী মোহাম্মদ আবদুল করিম মণ্ডল
ঝাউডাঙ্গার বাজার ১৷৹
মুসাম্মৎ আয়রণ নেছা বিবি
সাং পাঁচরকী ২৲
বাবু বিজয় কৃষ্ণ বসু নায়েব
কলারোয়া কাছারী ১৲
বাবু রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং গোপীনাথপুর ৫৲
„ রাসবিহারী সরকার মাষ্টার
কলারোয়া এম, ই, স্কুল ২৲
„ ললিত মোহন বিশ্বাস
সাং পরাণপুর ১৲
„ নিবারণ চন্দ্র মণ্ডল পণ্ডিত
লাঙ্গলঝাড়া স্কুল ২৲
„ যদুনাথ মণ্ডল
সাং লাঙ্গলঝাড়া ২৲
বাবু হারাণ চন্দ্র সরদার
সাং শিয়ালডাঙ্গা ১৲
বাবু পরমানন্দ মণ্ডল
সাং লাঙ্গলঝাড়া ২৲

বাবু হাজারি লাল ভঞ্জ
সাং ঐ ২৲
„ যাদবচন্দ্র মণ্ডল
সাং ঐ ২৲
মুন্সী আব্বাচ আলি মল্লিক
সাং ঐ ১৲
„ মহাতাপ উদ্দিন আহমদ
সাং কামার বায়সা ১॥০
„ ছলিম উদ্দিন আহমদ
সাং মামুদপুর ১॥০
মুনসী মোহাম্মদ বুদ্ধুই বিশ্বাস
সাং থাষপুর ৫৲
„ „ মস্তাজ বিশ্বাস
সাং চেড়াঘাট ২৲
„ „ ছোলতান আলি সাহেব
জমিদার রামেশ্বরপুর বিনাম
কালুতলা কেয়ার অব্ গোপাল
ওরফে গোলাম রসুল ১০৲
মুন্সী মোহাম্মদ সোনাই সরদার
সাহেব, সাং মামুদপুর ২৲

মুন্স আবদুল গফুর সরদার সাহেব
সাং মৃগীডাঙ্গা ২৲
„ মোহাম্মদ রহমতুল্লা সাহেব
কেয়ার অব্ মুন্সী আবদুল খালেক
সাং দহার কান্দা ২৲
„ „ বরকতুল্লা সাহেব
কেয়ার অব অজিহার রহমান
সাং ঐ ২৲
„ „ শেখ মান্দার বক্স
সাং লাঙ্গলঝাড়া ২৲
মৌলবী „ আবদুল রকিব খাঁ
ডাক্তার হাকিমপুর ২৲
„ মোহাম্মদ এবাদুল্লা খান
ডাক্তার বোয়ালিয়া ১॥০
মুন্সী „ তরফাতুল্লা সাহেব
ডাক্তার নিত্যানন্দকাটী ১॥০
মুন্সী „ নছিমদ্দিন আহমদ
সাং গোয়াল চাতর ১॥০
„ মোহাম্মদ হারাণ গাজী
সাং বাইকোলা ১৲